Dhaka University Institutional Repository

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহ্‌িম

অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও ইসলাম

(Rights of Autistic Child and Islam)

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ]

গবেষক

আবুল খায়ের

এম. ফিল. গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নং - ১৯১/২০১৫-২০১৬

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ

তত্ত্বাবধায়ক

ড.মুহাম্মদ শফিক আহমেদ

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ

জানুয়ারী, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহ্‌িম

অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও ইসলাম

(Rights of Autistic Child and Islam)

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ]

গবেষক

আবুল খায়ের

এম. ফিল. গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নং - ১৯১/২০১৫-২০১৬

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ

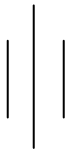

তত্ত্বাবধায়ক

ড.মুহাম্মদ শফিক আহমেদ

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ

জানুয়ারী, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

শত বাঁধা ও বিপত্তি পেরিয়ে যাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও অকৃত্রিম প্রার্থণার রেশ ধরে জ্ঞানের এ ধারায় অবগাহন করতে পেরেছি সে শ্রদ্ধাভাজন বাবা, মমতাময়ী মা ও সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের প্রতি আমার এ প্রচেষ্টা উৎসর্গ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও ইসলাম"** শিরোনামে এম. ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রণীত অভিসন্দর্ভটি আমার একক ও মৌলিক রচনা। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে এও ঘোষণা করছি যে এ অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে আমি কোনরূপ চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করিনি। গবেষণা কর্মটি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আমার পরম শ্রদ্ধেয় সুযোগ্য ও স্বনামধন্য অধ্যাপক ড.মুহাম্মদ শফিক আহমেদ স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান হতে প্রকাশ কিংবা ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন করিনি। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোন গবেষক এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

আবুল খায়ের
এম. ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং-১৯১/২০১৫-২০১৬
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ, ঢাকাঃ
জানুয়ারী, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল গবেষক আবুল খায়ের কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **"অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও ইসলাম"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার সার্বিক তত্ত্বাবধানে লিখিত ও সম্পাদিত হয়েছে। আমার জানামতে এটি গবেষকের নিজস্ব গবেষণাকর্ম যা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি।

আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

ড.মুহাম্মদ শফিক আহমেদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা মহান স্রষ্টা ও বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যার অশেষ কৃপায় **"অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও ইসলাম"** শিরোনামে অভিসন্দর্ভটি যথাসময়ে বিধি মোতাবেক লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে সম্পন্ন করতে পেরেছি। যিনি অসীম দয়ালু, যিনি একক ও অদ্বিতীয়, সমস্ত জ্ঞান ও ক্ষমতার একমাত্র উৎস যিনি, সে মহাপরাক্রমশালী, মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পরম করুণা ও দয়া ব্যতীত কষ্টসাধ্য গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা এ নগন্য বান্দার পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব ছিলনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনিই প্রতিবন্ধী-স্বাভাবিক মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক তাঁর কাছেই একদিন সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনিই বিচার দিনের মহান ও একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর নিকটেই বান্দা স্বীয় কর্মের চুড়ান্ত ফলাফল প্রাপ্ত হবে এবং তিনি অত্যন্ত ন্যায় বিচারক। অগণিত দরুদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মহান শিক্ষক সাইয়্যেদেনা রাসূল (সা.) এর প্রতি এবং তাঁর পরিবার, বংশধর ও সাহাবিগণের প্রতি যারা রাসূলের সান্নিধ্য লাভে সত্যের প্রকৃত অনুসারী ছিলেন। আমি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সুযোগ্য **অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ** স্যারের প্রতি, যিনি গবেষণাকর্মের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিরন্তর উৎসাহ-উদ্দীপনা, অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়, অনুচ্ছেদ বিন্যাস, গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে সুচিন্তিত পরামর্শ ও মূল্যবান দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি তাঁর অতি মূল্যবান সময় দিয়ে অভিসন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ সযত্নে পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করে গবেষণা অভিসন্দর্ভটির কাঠামো ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত করতে নিরলস সহায়তা ও প্রেরণা দান করেছেন।

তাঁর গভীর স্নেহ ও দো'আ, নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, নিরলস দায়িত্বশীলতা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণাকর্মটি সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে এবং অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন হয়েছে। আমি এ মহান চিন্তানায়ক, ইসলামি সমাজ বিশ্লেষক ও আমার সম্মানিত আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক এর নিকট চির কৃতজ্ঞ। অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে সমস্ত লাইব্রেরি থেকে আমি উপকৃত হয়েছি এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি ও সেমিনার লাইব্রেরি, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের আন্তরিকতা, সার্বিক সহযোগিতা, স্বভাব ও সদাচরণ আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছে। আমি উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি, পরম শ্রদ্ধেয়া গর্ভধারিনী মমতাময়ী মা মুহ্তারামা মমতাজ বেগম ও শ্রদ্ধেয় বাবা মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ কে, শিশু কাল থেকে এ পর্যন্ত তাঁদের সযত্নে লালন পালন, দো'আ ও অনুপ্রেরণা আমার চলার অর্ন্তনিহিত শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। তাঁদের পরম স্নেহ, মায়া-মমতা ও একান্ত দো'আ কষ্টসাধ্য আত্মত্যাগের কারণেই আজ আমার এতদুর অগ্রসর হওয়া সক্ষম হয়েছে। সন্তানের সুখ-সম্মৃদ্ধি কামনায় তাঁদের নিরন্তর প্রয়াস আমার জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। তাদের অপরিসীম আত্মত্যাগ এবং একান্ত দো'আর কারণেই আজ আমি জীবনের এতটুকু পথ পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

আমি দয়াময় বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের দরবারে মা-বাবার কষ্টমুক্ত বার্ধক্য ও সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ নেক হায়াত কামনা করছি। গবেষণাকর্ম সম্পাদনে অফিসিয়াল বিভিন্ন কাজে আমাকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রেজিস্ট্রার অফিস ও রেজিস্ট্রার অফিস এম.ফিল.শাখা ও হলের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ যথেষ্ট সহযোগিতা এবং আন্তরিকতা দেখিয়েছেন। তাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসায় আমার কাজকে আরো সহজতর করে তুলেছে। আমি তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাদের যথাযথ উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমি মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, তাফসিরুল কুর'আন, তাফসীরে বায়যাভী, তাফসীরে মাযহারী, ইলমুল হাদিস, সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আত-তিরমিযি, সুননে আবু দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে নাসাঈ, শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী, ইলমুল ফিকহ্,ইসলামে হালাল-হারাম, ফিকহ্ ও মৌলিক ইসলামি আইন গ্রন্থ, হিলইয়াতুল আওলিয়া, সিরাত গ্রন্থ ও সিরাত সংক্রান্ত বিশ্বকোষ সমূহ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রণিত অতীত ও সমকালীন দেশি-বিদেশি বহুবিজ্ঞ লেখক-সম্পাদকের মূলবান গ্রন্থ, জার্নাল এবং প্রামাণ্য পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি পাদটিকায় সেসব লেখকের নাম, গ্রন্থের নাম এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রবন্ধের নাম, প্রকাশনা সংস্থার নাম সহ শ্রদ্ধার সাথে রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করেছি। আমি উপর্যুক্ত গ্রন্থের লেখকগনের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। এ গবেষণাকর্মে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমার সহকর্মী সম্মানিত ব্যক্তিত্ব নাজমুল হাসান সাহেব এবং আমার সহধর্মীনির ত্যাগ স্বীকারের কথা, তাঁদের পরার্মশ ও ত্যাগের কারণে আমি অনুকূল পরিবেশে দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য এ গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করতে পেরেছি। আমার শ্রদ্ধেয় পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্যের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। জীবনের শুরু থেকে অদ্যাবধি পরম স্নেহ, মমতা ও ভালবাসার বন্ধনে তারা সর্বদা আমাকে আবদ্ধ করে রেখেছেন। আমার সফলতার জন্য তাদের আন্তরিক দো'আ, কল্যাণ কামনা, প্রেরণা দান ও সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন। কর্মজীবনে আমার সকল সহকর্মীবৃন্দের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা যথেষ্ট সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন, যেন আমি গবেষণায় মনোনিবেশ করতে পারি। আমি তাদের সকলের সাফল্য ও উন্নতি কামনা করছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আকুল আবেদন, তিনি যেন আমার এ সামান্য প্রচেষ্টা কবুল করেন। এ গবেষণাকর্মের মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব উপলব্ধি করে অটিস্টিক শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মুসলিম উম্মাহ্সহ অন্য সকল জাতি সচেতন ভাবে এগিয়ে আসে। মহান আল্লাহর অস্বাভাবিক সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধি ও অনুধাবন করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির পথে জীবনের সবটুকু মেধা, শ্রম, প্রচেষ্টা দিয়ে যেন নিজেকে উৎসর্গ করে বিশ্বস্ত গোলাম হিসেবে জীবন যাপন করতে পারি। আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে যথাযথ দায়িত্ব পালন করে হাশরের দিন যেন তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হতে পারি এবং সে দিনের কঠিন সময়ে যেন দয়াময়ের করুনা ও নাজাত লাভ করতে পারি।

(আবুল খায়ের)
গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

‘আরবি বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

ا	=	অ
ب	=	ব
ت	=	ত
ث	=	স/ছ
ج	=	জ
ح	=	হ
خ	=	খ
د	=	দ
ذ	=	য
ر	=	র
ز	=	য
س	=	স
ش	=	শ
ص	=	স.
ض	=	দ/য
ط	=	ত.
ظ	=	য
ع	=	‘
غ	=	গ
ك	=	ক
ف	=	ফ
ق	=	ক.
ك	=	ক
ل	=	ল
م	=	ম
ن	=	ন
و	=	ড
ه	=	হ
ء	=	’
ى	=	য়
عَ	=	আ/া
عِ	=	ই/ি
عُ	=	উ/ু

ইংরেজি বর্ণসমূহের আরবী উচ্চারণ সংকেত

ا	=	অ
ب	=	ই
ت	=	ঞ
ث	=	ঞঐ
ج	=	ঔ
ح	=	ঐ.
خ	=	কঐ
د	=	উ
ذ	=	উঐ
ر	=	জ
ز	=	ত
س	=	ঝ
ش	=	ঝঐ
ص	=	ঝ.
ض	=	উ
ط	=	ঞ.
ظ	=	ত
ع	=	‘(অ)
غ	=	এঐ
ف	=	ঋ
ق	=	ছ
ك	=	ক
ل	=	খ
م	=	গ
ن	=	ঘ
و	=	ড
ه	=	ঐ
ء	=	দ

Short Vowels = ধ, র,
Long Vowels = a, i, u
প্রথম বর্ণ হস্‌যুক্ত=দীর্ঘ উচ্চারণ
হসচিহ্ন = দ্বিত্ববর্ণ/উচ্চারণ

বাংলা বর্ণসমূহের ইংরেজি উচ্চারণ সংকেত

অ	=	**A**	ভ	=	**BH/V**
আ	=	**A**	ম	=	**M**
ই	=	**D**	য	=	**W**
ঈ	=	**I**	র	=	**R**
উ	=	**U**	ল	=	**L**
ঊ	=	**U**	শ	=	**SH**
এ	=	**E**	ষ	=	**S**
ঐ	=	**OI**	স	=	**S**
ও	=	**O**	হ	=	**H**
ঔ	=	**OW**	ড়	=	**R**
ক	=	**K**	ঢ়	=	**R**
খ	=	**KH**	য়	=	**Y**
গ	=	**G**	ং	=	**N G**
ঘ	=	**GH**	ঃ	=	ঃ
ঙ	=	**N**			
চ	=	**CH**			
ছ	=	**CH**			
জ	=	**J**			
ঝ	=	**JH**			
ঞ	=	**N**			
ট	=	**T**			
ঠ	=	**TH**			
ড	=	**D**			
ঢ	=	**DH**			
ণ	=	**N**			
ত	=	**T**			
থ	=	**TH**			
দ	=	**D**			
ধ	=	**DH**			
ন	=	**N**			
প	=	**P**			
ফ	=	**PH**			
ব	=	**B**			

- উপর্যুক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। কোন কোন বানান বাংলা ভাষায় অধিক প্রচলিত হওয়ার কারণে উল্লিখিত প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।
- যেসব ‘আরবী শব্দ দীর্ঘদিন ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম যথাসম্ভব রক্ষা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশন

আ.	আলাইহিস্ সালাম
সা.	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রা.	রাদিয়াল্লাহু ‘আন্হু/ ‘আন্হুম/ ‘আন্হা/ ‘আন্হুমা/‘আন্হুন্না
রহ.	রাহ্মাতুল্লাহি ‘ধালাইহি
ড.	ডক্টর (পি এইচ. ডি / Doctor of Philosophy)
পৃ.	পৃষ্ঠা
হি.	হিজ্‌রী
বি. দ্র.	বিশেষ দ্রষ্টব্য
ঢা.বি.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমাম বুখারী	আবূ ‘আব্দুলাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী
ইমাম মুসলিম	আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী
ইমাম তির্‌মিযী	আবূ ‘ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ‘ঈসা আত-তিরমিযী
ইমাম আবূ দাউদ	আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ আস্ আস-সিজিস্তানী
ইমাম নাসাঈ	শু‘আইব আন-নাসাঈ
ইমাম ইব্ন মাজাহ্	আবূ ‘আব্দুলাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী
ইমামআহ্‌মাদ	আহ্‌মাদ ইব্ন হাম্বল
ইব্ন কাছীর	আবূল ফিদা ‘ইমাদুদ্দীন ইসমা‘ঈল ইব্ন কাছীর
ইব্ন জারীর	আবূ জা‘ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী
ই. ফা. বা.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
অনু.	অনুবাদ
অনূ.	অনূদিত
‘আ	‘ধারবি
আবি.	আবির্ভাব
(আ.)	‘আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম
ই.	ইত্যাদি
ইং.	ইংরেজি
ইবি	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
ই.শি	ইসলামি শিক্ষা
ঐ	ib. Ibid, একই পুস্তক
খ.	খণ্ড
খ্রি.	খ্রিষ্টাব্দ
খ্রি.পূ.	খ্রিষ্টপূর্ব
জ.	জন্ম
রেজিঃ	রেজিস্ট্রেশন
ডা.	ডাক্তার, চিকিৎসক
তাং	তারিখ
তাবি.	তারিখ বিহীন
দ্র.	দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

নং.	নম্বর
প.	পরবর্তী
পরি.	পরিশিষ্ট
পাণ্ডু.	পাণ্ডুলিপি
পূ.গ্র.	পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ
পূ. স্থা.	পূর্বোল্লিখিত স্থান
ব.ব.	বহুবচন
মু.	মুদ্রণ
মৃ.	মৃত্যু, মৃত
সং.	সংস্করণ
উ.	উদ্ধৃত
(দ.)	দরুদ
দুদক	দুর্নীতি দমন কমিশন
মূপা.	মূলপাঠ
আল কুর'আন, ০২: ১০	সুরা নম্বর ০২ তথা আল বাকারাহ্ এর ১০ নম্বর আয়াত
সম্পা.	সম্পাদিত
প্রাগুক্ত	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
ডি.ইউ	ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প.দ্র.	পরবর্তীতে দ্রষ্টব্য
শিরো.	শিরোনাম
১ম	প্রথম
২য়	দ্বিতীয়
৩য়	তৃতীয়
বি.	বিশেষ
M . Phil	Masters of Philosophy
CRPD.	Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Adi.	Addition
Art.	Article
ed.	Ediotor(s) /Edited et
al.	and others
Ibid.	ibidem
N.D.	No Date
Op.cit	Open cito
p. pp.	page/ pages.
Vol.	Volume (s)
Trs.	Translation

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

- উৎসর্গ III
- ঘোষণা পত্র IV
- প্রত্যয়ন পত্র V
- কৃতজ্ঞতা স্বীকার VI
- প্রতিবর্ণায়ন VIII
- শব্দ সংক্ষেপ IX
- সূচিপত্র XI
- সারসংক্ষেপ XVII

প্রথম অধ্যায় **গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা** ১-১৬

১.১ ভূমিকা ০২

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব ০৬

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ০৮

১.৪ গবেষণার পদ্ধতি ১০

১.৫ গবেষণার পরিধি ১০

১.৬ গবেষণার উৎসসমূহ ১১

১.৭ তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা ১২

১.৮ অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা ১৫

উপসংহার ১৬

দ্বিতীয় অধ্যায় **প্রতিবন্ধী,অটিজম ও অটিস্টিক শিশুর পরিচয়** ১৮-৫২

২.১ **প্রতিবন্ধী, অটিজম ও অটিস্টিক শিশুর সংজ্ঞার ব্যাপকতা** ১৮

২.১.১ প্রতিবন্ধীর পরিচয় ১৮

Dhaka University Institutional Repository

	২.১.২	অটিজম ও অটিস্টিক এর সংজ্ঞা এবং পার্থক্য	১৯
	২.১.৩	প্রতিবন্ধী অর্থের ব্যাপকতা	২২
	২.১.৪	অটিস্টিক শিশু ও সাধারণ শিশুর পার্থক্য	২৩
	২.১.৫	আল্লাহ তা'আলার বৈচিত্র্যময় মানব সৃষ্টির রহস্য	২৩
২.২		**অটিজম, অটিস্টিক এর লক্ষণ ও কারণ বিশ্লেষণ**	২৫
	২.২.১	শিশু অটিস্টিক হওয়ার কারণ	২৫
	২.২.২	বংশানুক্রমিক কারণ	২৬
	২.২.৩	অটিস্টিক শিশুর রোগের প্রধান লক্ষণসমূহ	২৭
	২.২.৪	অটিস্টিক শিশুর রোগ নির্ণয়ের অভ্যন্তরীণ লক্ষণসমূহ	২৯
২.৩		**প্রতিবন্ধীর প্রকারভেদ ও অটিস্টিক শিশু (অঙ্গ আক্রান্ত হয়েছে তার ভিত্তিতে)**	৩২
	২.৩.১	শারীরিক প্রতিবন্ধী	৩২
	২.৩.২	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী	৩২
	২.৩.৩	শ্রবণ প্রতিবন্ধী	৩৩
	২.৩.৪	বাক্ প্রতিবন্ধী	৩৩
	২.৩.৫	বুদ্ধি প্রতিবন্ধী (অটিস্টিক)	৩৩
	২.৩.৬	বহুবিধ প্রতিবন্ধী (মাত্রা অনুযায়ী মৃদু, মাঝারি,তীব্র, চরম)	৩৪
২.৪		**অটিস্টিক শিশুর বৈশিষ্ট্য**	৩৭
	২.৪.১	অটিস্টিক শিশুর স্বভাবগত ধরণ ও ভিন্নতার লক্ষণসমূহ	৩৭
	২.৪.২	অটিস্টিক শিশুর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য ও ধরণ	৩৮
	২.৪.৩	অটিস্টিক শিশুর পরবর্তী বা অর্জিত বৈশিষ্ট্য ও ধরণ	৪০
	২.৪.৪	অটিস্টিক শিশুর ধরণ অনুযায়ী চিকিৎসার পদক্ষেপ গ্রহণ	৪২
	২.৪.৫	অটিস্টিক শিশুর ধরণ অনুযায়ী শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ	৪৪
২.৫		**অটিজম, অটিস্টিক শিশুর মানবিকতা বিকাশে প্রতিবন্ধকতা**	৪৬

Dhaka University Institutional Repository

২.৫.১	পারিবারিক আচরণগত প্রতিবন্ধকতা	৪৬
২.৫.২	সামাজিক প্রতিবন্ধকতা	৪৭
২.৫.৩	পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতা	৪৮
২.৫.৪	অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা	৪৮
২.৫.৫	সঠিক পরিচর্যা ও সচেতনতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা	৪৯
২.৫.৬	প্রতিবন্ধী শিশু আমাদের জন্য অভিশাপ নয়	৫০
২.৫.৭	অটিস্টিক শিশুদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন আন্তরিক ভালবাসা	৫১
তৃতীয় অধ্যায়	**অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও সামাজিক অবস্থান**	৫৩-৭১
৩.১	**সামাজিক অবহেলার শিকার অটিস্টিক শিশু**	**৫৫**
৩.১.১	অটিস্টিক শিশু মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত	**৫৫**
৩.১.২	অটিস্টিক শিশু সামাজিক যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত	**৫৬**
৩.১.৩	অটিস্টিক শিশু সাধারণ মানুষের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত	**৫৭**
৩.১.৪	অটিস্টিক শিশু প্রতিবেশীর সাথে মেলামেশা থেকে বঞ্চিত	**৫৮**
৩.১.৫	অটিস্টিক শিশু পিতা-মাতা ও সমাজের বোঝা নয় বরং সম্পদ	**৫৮**
৩.২	**সমাজে অটিস্টিক শিশু ও তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থান**	**৬০**
৩.২.১	অটিস্টিক শিশু উন্নত শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত	**৬০**
৩.২.২	অটিস্টিক শিশু পারিবারিক ভাবে সঠিক তত্ত্বাবধান থেকে বঞ্চিত	**৬১**
৩.২.৩	অটিস্টিক শিশুকে সমাজের মানুষ অবহেলার চোখে দেখে	**৬২**
৩.২.৪	অটিস্টিক শিশু বংশগত মর্যাদা থেকে অবহেলিত ও বঞ্চিত	**৬২**
৩.৩	**অটিস্টিক শিশু সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত**	**৬৩**
৩.৩.১	অটিস্টিক শিশু প্রতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা থেকে বঞ্চিত	**৬৩**
৩.৩.২	অটিস্টিক শিশু সামাজিক প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড থেকে বঞ্চিত	**৬৪**
৩.৩.৩	অটিস্টিক শিশু ধর্মীয় সংস্কৃতিমূলক প্রতিযোগিতা থেকে বঞ্চিত	**৬৫**

Dhaka University Institutional Repository

	৩.৩.৪	অটিস্টিক শিশু বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত	৬৬
৩.৪		**অটিস্টিক শিশুর স্বাস্থ্যগত সামাজিক অবস্থানসমূহ**	৬৬
	৩.৪.১	অটিস্টিক শিশু সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত	৬৬
	৩.৪.২	অটিস্টিক শিশু সঠিক পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত	৬৮
	৩.৪.৩	অটিস্টিক শিশু সুষম খাদ্য থেকে বঞ্চিত	৬৯
	৩.৪.৪	অটিস্টিক শিশু পরিচ্ছন্ন পোশাক ও বাসস্থান থেকে বঞ্চিত	৭০
	৩.৪.৫	অটিস্টিক শিশু দাঁতের সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত	৭০
চতূর্থ অধ্যায়		**প্রতিবন্ধীত্ব ও অটিজম ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি**	৭২-১২৮
৪.১		**ইসলামে প্রতিবন্ধী শিশুর মানবাধিকার**	৭৪
	৪.১.১	ইসলামে প্রতিবন্ধী অটিস্টিক শিশুর মৌলিক অধিকার	৭৪
	৪.১.২	ইসলামে অটিস্টিক শিশুর মানবীয় অধিকার	৮০
	৪.১.৩	ইসলামে অটিস্টিক শিশু হত্যা নিষিদ্ধ	৮৬
	৪.১.৪	ইসলাম মানবাধিকারের প্রতীক	৮৮
৪.২		**ইসলামে অটিস্টিক শিশুর অবস্থান**	৯১
	৪.২.১	ইসলামে অটিস্টিক শিশুর যত্ন	৯১
	৪.২.২	ইসলামে অটিস্টিক শিশুর মর্যাদা	৯২
	৪.২.৩	প্রতিবন্ধীতায় যারা বিশ্বব্যাপী অনন্য	৯৫
	৪.২.৪	ইসলামে প্রতিবন্ধী অটিস্টিকদের মধ্যে যারা সম্মানিত	৯৬
৪.৩		**অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম**	৯৭
	৪.৩.১	শিশু সম্পর্কে ইসলামি আইনের বিশ্লেষণ	৯৭
	৪.৩.২	নবজাতকের পরিচর্যায় ইসলাম	১০২
	৪.৩.৩	ইসলামে অটিস্টিক সন্তানের স্বীকৃতি ও পিতৃত্বদান	১০৩
	৪.৩.৪	ইসলামে অটিস্টিক শিশু তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব	১০৫

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪		**ইসলামে প্রতিবন্ধী অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও করণীয়**	১০৮
	৪.৪.১	ইসলামে প্রতিবন্ধী অটিস্টিক শিশুর অধিকার	১০৮
	৪.৪.২	ইসলামে প্রতিবন্ধী অটিস্টিক শিশুর অধিকারের প্রতি গুরুত্ব	১১৮
	৪.৪.৩	ইসলামে অটিস্টিক শিশুর প্রতি পরিবারের সদস্যদের কর্তব্য	১২১
	৪.৪.৪	ইসলামে অটিস্টিক শিশুর প্রতি প্রতিবেশীর কর্তব্য	১২২
	৪.৪.৫	ইসলামে প্রতিবন্ধী অটিস্টিক শিশুসহ মানবেতর প্রাণীর প্রতি কর্তব্য	১২৫
পঞ্চম অধ্যায়		**আধুনিক বিশ্বে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের দৃষ্টিতে করণীয়**	১২৯-১৭১
৫.১		**অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় পরিবারিক অবস্থানে ইসলাম**	১৩১
	৫.১.১	অটিস্টিক শিশুর জন্য পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের করণীয়	১৩১
	৫.১.২	অটিস্টিক শিশুর জন্য পরিবারের সদস্যদের করণীয়	১৩৪
	৫.১.৩	অটিস্টিক শিশুর জন্য নিকট আত্নীয় ও প্রতিবেশীদের করণীয়	১৩৭
	৫.১.৪	অটিস্টিক শিশুর জন্য দূরবর্তী আত্নীয়দের করণীয়	১৩৭
৫.২		**অটিস্টিক শিশুর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম**	১৩৮
	৫.২.১	অটিস্টিক শিশুকে সামাজিকভাবে অবহেলা প্রতিরোধে করণীয়	১৩৮
	৫.২.২	অটিস্টিক শিশুর সামাজিক বৈষম্য দূরিকরণে করণীয়	১৪০
	৫.২.৩	অটিস্টিক শিশুকে সামাজিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগদানে করণীয়	১৪১
	৫.২.৪	অটিস্টিক শিশুকে সামাজিকভাবে সকলের ভালোবাসা দানে করণীয়	১৪২
	৫.২.৫	অটিস্টিক শিশুকে সামাজিক ও বংশগত মর্যাদা দানে করণীয়	১৪৩
৫.৩		**অটিস্টিক শিশুর মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম**	১৪৫
	৫.৩.১	অটিস্টিক শিশুকে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় শিক্ষাদানে পিতা-মাতার করণীয়	১৪৫
	৫.৩.২	অটিস্টিক শিশুকে ধর্মীয় নীতিমালা শিক্ষাদানে করণীয়	১৪৫
	৫.৩.৩	অটিস্টিক শিশুকে মানবীয় গুণাবলী অর্জনে করণীয়	১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

	৫.৩.৪	অটিস্টিক শিশুর জন্য পরিচ্ছন্ন পোশাক ও বাসস্থান নিশ্চিত করতে করণীয়	১৪৭
	৫.৩.৫	অটিস্টিক শিশুকে পিতা-মাতা ও সমাজের বোঝা মনে করে না ইসলাম	১৪৯
৫.৪		**অটিস্টিক শিশুর স্বাস্থ্যগত পরিচর্যায় ইসলাম**	১৫০
	৫.৪.১	অটিস্টিক শিশুর সুচিকিৎসা নিশ্চিতকরণে করণীয়	১৫০
	৫.৪.২	অটিস্টিক শিশুর দাঁতের সুচিকিৎসা প্রদানে করণীয়	১৫২
	৫.৪.৩	অটিস্টিক শিশুর সঠিক পরিচর্যা নিশ্চিতকরণে করণীয়	১৫৩
	৫.৪.৪	অটিস্টিক শিশুর সুষম খাদ্য নিশ্চিতকরণে করণীয়	১৫৫
৫.৫		**অটিস্টিক শিশুর সুশিক্ষা নিশ্চিতকরণে ইসলাম**	১৫৬
	৫.৫.১	অটিস্টিক শিশুর ধর্মীয় সংস্কৃতিমূলক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে করণীয়	১৫৬
	৫.৫.২	অটিস্টিক শিশুর শিশু প্রতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে করণীয়	১৫৮
	৫.৫.৩	অটিস্টিক শিশুর সহপাঠিদের সাথে বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে করণীয়	১৫৯
	৫.৫.৪	অটিস্টিক শিশুর সামাজিক প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে করণীয়	১৬০
	৫.৫.৫	অটিস্টিক শিশুর উন্নত শিক্ষা গ্রহণে ইসলামে করণীয়	১৬১
৫.৬		**অটিস্টিক শিশুর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা**	১৬৩
	৫.৬.১	সামাজিকভাবে যাকাতের গুরুত্বে জনগণকে সচেতন করা	১৬৩
	৫.৬.২	অটিস্টিক শিশুদের জন্য সামাজিকভাবে যাকাতের বিধান প্রতিষ্ঠায় ইসলাম	১৬৪
	৫.৬.৩	অটিস্টিক শিশুদের জন্য সামাজিকভাবে যাকাত আদায় ও প্রদান নিশ্চিত করা	১৬৫
	৫.৬.৪	অটিস্টিক শিশুদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থ আদায় ও প্রদান সুনিশ্চিতকরণে ইসলাম	১৬৬
	৫.৫.৬	অটিস্টিক শিশুদের প্রতি অবহেলায় আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন	১৬৮
উপসংহার			১৭২
গ্রন্থপঞ্জী			১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য,[১] যিনি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যুগে যুগে মানবজাতির শ্বাশত কল্যাণ ও মুক্তির সোপান দিয়ে অসংখ্য নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সেই নবুওয়াতির ধারার সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে এই ধরাধামে প্রেরণ করে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে নবুওয়াত প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা.) এর নবুওয়াতের সুদীর্ঘ ২৩ বছর জীবনের মাধ্যমে ইসলামকে মানবজাতির জন্য সার্বজনীন পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। তিনি মানবজাতির সামগ্রিক জীবনধারাকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের দ্বারস্থ করতে এই জীবনধারাকে তাঁর অনন্য সুন্দর সৃষ্টি নৈপুণ্য ও বৈচিত্রতা দিয়ে সুশোভিত করেছেন। যেখানে রয়েছে পূর্ণতা ও অপূর্ণতা, ভাল ও মন্দ, সাদা ও কালো, উঁচু ও নীচু, ধনী ও গরীব, রাজা ও প্রজা, প্রজ্ঞতা ও অজ্ঞতা, সুন্দর ও অসুন্দরের এক নিগুঢ় রহস্যঘেরা ভারসাম্যতা। যা একে অপরের পরিচয় তুলে ধরে, এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা অবনত করতে হৃদয়ে আকুতি তৈরি করে এবং সকল ভেদাভেদ ভুলিয়ে এক আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে নিজেদের ঐক্যবদ্ধতা ও একে অপরের পরিপূরক সমেত পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্যে পরিণত করে। মানুষের প্রতিবন্ধকতা সেই সৃষ্টি নৈপুণ্যতা ও বৈচিত্রতার একটি অংশমাত্র যার পিছনে আল্লাহ তা'আলার রয়েছে মহান উদ্দেশ্য। কেননা তিনি পৃথিবীতে কোনো কিছুকেই নিছক সৃষ্টি করেননি।[২]

আর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিগ্রস্ততার কারণে যারা যথাযথ কাজের সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে তাদেরকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বা অটিস্টিক শিশু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। জাতিসংঘ কর্তৃক সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীতে প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ রয়েছে যারা কোন না কোনভাবে প্রতিবন্ধী। এ সংখ্যা দিন দিন আরও বাড়ছে। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। মানবজীবনে কেউ প্রতিবন্ধকতা প্রত্যাশা করে না তারপরও ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তার জীবনে এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। দুর্ঘটনা, সুচিকিৎসার অভাব, অপুষ্টিজনিত সমস্যা, মাতৃগর্ভে যথাযথ যত্নের অভাব, গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া, প্রসবকালীন সমস্যা, জন্মের সময় শিশুর কম ওজন, শিশু ও শিশুর মায়ের ভিটামিনের অভাব দেখা দেওয়া, উচ্চ মাত্রার শব্দ দূষণ, মানসিক চাপ, বংশগত কারণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা পারস্পরিক সহিংসতাসহ বিভিন্ন কারণে প্রতিবন্ধিতার মত অস্বাভাবিক ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে থাকে। এসব কারণে অটিজম, মানসিক প্রতিবন্ধিতা,বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম ও ভাষাগত অথবা ভাষা আয়ত্তে অপারগতাজনিত প্রতিবন্ধিতাসহ অসংখ্যা প্রতিবন্ধিতার ধরণ লক্ষ্য করা যায়।

আর অটিজম মানুষের প্রতিবন্ধিতার একটি ধরণ যা মূলত বুদ্ধিভিত্তিক প্রতিবন্ধিতাকে বুঝায়। যে শিশু এই অটিজম রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তাদের বলা হয় অটিস্টিক শিশু। সমাজের কুলষিত জীবনের বাস্তবতায় প্রতিবন্ধিদের নিয়ে রয়েছে নানাবিধ কুসংস্কার ও অজ্ঞতা। অনেকে এর দোষটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাকে দেয় অথবা শিশুর পিতামাতাকে বা সদ্যভূমিষ্ট নিষ্পাপ শিশুর উপরে দিয়ে থাকে; অথচ মহান আল্লাহর যাত ও স্বত্তার দিক থেকে তিনি পুত-পবিত্র ও সকল ধরনের দোষত্রুটি মুক্ত। বান্দা যেন আল্লাহ তা'আলার একচ্ছত্র ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারে যে, তিনি সব বিষয়ে ক্ষমতাবান। তাই তিনি যেমন স্বাভাবিক সুন্দর আকৃতি সৃষ্টি করতে সক্ষম, তেমনি তিনি এর ব্যতিক্রমও সৃষ্টি করতে সক্ষম।[৩]

---

১. ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ অর্থ সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। আল কুর'আন, ০১: ০১

২. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ তোমরা কি মনে কর এমনিতেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না। আল কুর'আন, ২৩ : ১১৫

৩. فِيَ أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ আমি যেমন ইচ্ছা মাতৃ গর্ভে আকৃতি দান করেছি। আল কুর'আন, ৮২: ০৮

Dhaka University Institutional Repository

তা'আলার দয়া ও অনুকম্পাকে স্মরণ করে, অতঃপর তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অন্যদিকে শিশুর পিতামাতাও অপরাধী নন। কিন্তু সমাজের এহেন কুসংস্কারের দরুণ প্রতিবন্ধী অটিস্টিক শিশুরা সমাজের অনেক ক্ষেত্রেই অবহেলিত ও যথাযথ প্রতিপালন থেকে বঞ্চিত হয়ে নিদারূণ কষ্টকর ও লাঞ্চিত জীবন অতিবাহিত করে,যা মানবসভ্যতার মুখে এক চপেটাঘাত ও ইসলামের মৌলিকত্বের প্রতি অবজ্ঞা ও পরিপন্থী। পৃথিবীর সকল সত্য ও প্রিয় মানুষের ন্যায় ইসলাম তাদের দিয়েছে সকল ধরণের অধিকার ও মর্যাদা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। যা মৌলিকভাবে ইসলামের সুমহান আর্দশ ও পূর্ণাঙ্গতার পরিচায়ক। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালে পাস হয় মানবাধিকার সনদ এবং ২০০৬ সালে পাস হয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সনদ অথচ ইসলামের নীতিমালার মধ্যেই এ বিষয়ে বলা হয়েছে। মানবাধিকার সনদের যে সকল ধারা ও উপধারা প্রতিবন্ধীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে তার অনেক কিছুই ইসলামের দিক-নির্দেশনারই অংশ। কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামে তার চেয়ে বেশি রয়েছে।

বিশ্বব্যাপী মানুষের মধ্যে প্রতিবন্ধিতার হার দিন দিন বাড়ছে বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের ফলে সে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বর্তমান সরকারের সামগ্রিক কার্যক্রম ও দৃষ্টিভঙ্গির ফলে অটিস্টিক ব্যক্তি সম্পর্কে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশে অটিস্টিক শিশুদের কল্যাণার্থে অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অটিজম সম্পর্কে মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছেন বঙ্গবন্ধুর নাতনী ও বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন। এছাড়াও সামাজিক নিরাপত্তার বেষ্টনীর অধীনে সরকার বিভিন্নভাবে অটিস্টিক শিশুদেরকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। কিন্তু ইসলাম অটিস্টিক শিশুর অধিকার শুধু ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং এদেরকে পরিচর্যা ও প্রতিপালনে দিয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। অটিস্টিক শিশুর পরিচর্যাকারী ও প্রতিপালন-কারীদের জন্য ঘোষিত হয়েছে বিশেষ মর্যাদা ও পুরস্কার। ইসলামের সুমহান বিধানে অটিস্টিক শিশু ও ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে সহজতা, সহনশীলতা ও বিশেষ মর্যাদা। মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে সবাই সমান, আর তাক্বওয়াই হচ্ছে মানুষের মর্যাদার মান-দণ্ড ইসলামে মানব মর্যাদার মাপ-কাঠি রং, বর্ণ, ভাষা, সৌন্দর্য্য, সুস্থতা, ইত্যদি নয়। ইসলামে অটিস্টিক শিশুদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে **''অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও ইসলাম''** শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভটিতে।

গবেষণার সুবিধার্থে **"অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও ইসলাম"** শীর্ষক এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভকে ভূমিকাসহ ৫টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়কে কয়েকটি অনুচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিবন্ধী, অটিজম ও অটিস্টিক শিশুর পরিচয়, ধরন, প্রকারভেদ আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে অটিস্টিক শিশু সামাজিক ভাবে লাঞ্ছিত ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার অবস্থা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রতিবন্ধী অটিস্টিক শিশু ব্যক্তির অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ফিকহের মূলনীতি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে সঠিক তথ্য প্রমাণ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এবং পঞ্চম অধ্যায়ে আধুনিক বিশ্বে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের দৃষ্টিতে করণীয় বিষয়সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভটির মধ্যে ইসলামে প্রতিবন্ধী অটিস্টক শিশুদের মর্যাদা ও মানবীয় মৌলিক অধিকার প্রাপ্তিতে নিশ্চয়তা এবং তাদের যথাযথভাবে প্রতিপালনকারীদের বিষয়ে যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত করার জন্যে যে আদেশ ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থার আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করার জন্য সে সর্ম্পকিত বিষয়াদি আল-কুর'আন ও সুন্নাহ এর ভিত্তিতে প্রমাণিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যার ফলে এ গবেষণাকর্মটি মুসলিম উম্মাহর ও বিশ্ববাসীর জন্য অটিস্টিক শিশুর অধিকার সুরক্ষায় ও প্রতিষ্ঠায় এক অনুকরণীয় মাইলফলক হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

আল্লাহ তা'আলা যাকে এই পরীক্ষা থেকে মুক্ত রেখেছেন, সে যেন নিজের প্রতি আল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

ক্রম		পৃষ্ঠা
১.১	গবেষণা প্রস্তাবনা	২-৬
১.২	গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব	০৬
১.৩	গবেষণার উদ্দেশ্য	০৮
১.৪	গবেষণার পদ্ধতি	১০
১.৫	গবেষণাকর্মের পরিধি	১১
১.৬	গবেষণার উৎসসমূহ	১২
১.৭	তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা	১৩
১.৮	অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা	১৬
	উপসংহার	১৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

১.১গবেষণা প্রস্তাবনা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য।[১] যিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা একক ইলাহ।[২] তিনি ভাল-মন্দেরও সৃষ্টিকর্তা।তিনি যেমন স্বাভাবিক সুন্দর আকৃতি সৃষ্টি করতে সক্ষম, তেমনি এর ব্যতিক্রমও সৃষ্টি করতে সক্ষম।[৩] তিনি মাতৃগর্ভে যেমন ইচ্ছা আকৃতি দান করেন।[৪]তিনি আদি পিতা আদম ও মা হাওয়া (আ:) এর মাধ্যমে বনি আদম (আশরাফুল মাখলুকাত) কে সৃষ্টি করেছেন।[৫]আর তাদের সন্তানদের মধ্যে আমরা কিছু মানুষকে অস্বাভাবিক ও বিকৃত দেখতে পাই তারা হলো প্রতিবন্ধী।[৬]আর প্রতিবন্ধীর একটি ধরন হলো অটিজম। যারা এ রোগ বা সমস্যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে অথবা বিভিন্ন দূর্ঘটনায় মাথায় আঘাত বা অধিক অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণের ফলে মস্তিষ্কে অস্বভাবিক ক্রোমোজম বৃদ্ধি নিয়ে যে সন্তান জন্ম নেয় বা জন্মের পরে উচ্চ মাত্রার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পরিমাণের অধিক অ্যান্টিবায়োটিকগ্রহণের ফলে মস্তিষ্কে বিষাক্ত বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত করে ও বিভিন্ন ইনফেকশনের সৃষ্টি করে মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা সাময়িক বা চিরতরে হারিয়ে ফেলে তাকে অটিস্টিক শিশু বলে।মানবজীবনে কেউ অটিস্টিক হওয়ার প্রত্যাশা করে না; তারপরও ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভে, জন্মের সময় ও জন্মের পরে বিভিন্ন দুর্ঘটনার কারণে এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। এক্ষেত্রে মায়ের অপুষ্টিজনিত সমস্যা, মাতৃগর্ভে যথাযথ যত্নের অভাব, গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া, প্রসবকালীন সমস্যা, অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন কর্মীর দ্বারা প্রসবের কাজ করানো, জন্মের সময় শিশুর কম ওজন, শিশু ও শিশুর মায়ের ভিটামিনের অভাব দেখা দেওয়া, উচ্চমাত্রার শব্দদূষণ, মানসিক চাপ, বংশগত কারণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধকালীন শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির কিংবাপারস্পরিক সহিংসতা, সুচিকিৎসার অভাবসহ বিভিন্ন কারণে অস্বাভাবিক ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে থাকে। অনেকে এর দোষটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাকে দেয়;অথচ তিনি পুত-পবিত্র ও দোষমুক্ত, আবার অনেকে সেই সৃষ্টিকেই দোষারোপ করে।[৭]

---

১. اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ অর্থ সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। দ্র.আল কুর'আন, ০১:০১

২. وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ اَلرَّحْمَـٰنُ اَلرَّحِيمِ আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি অতি দয়াময়, পরম দয়ালু। আল কুর'আন, ০২:১৬৩

৩لَقَدْ خَلَقْنَا اَلإِنسَانَ فِيَ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে। আল কুর'আন, ৯৫ : ০৪

৪. هُوَ اَلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى اَلأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ তিনিই মাতৃগর্ভে তোমাদেরকে আকৃতি দান করেন যেভাবে তিনি চান। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল কুর'আন, ০৩ : ০৬

৫. يَأَيُّهَا اَلنَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ اَلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ اَللَّهَ اَلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَاَلأَرْحَامَ হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফ্স থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক। আল কুর'আন, ০৪:০১

৬. أَن جَآءَهُ اَلأَعْمَىٰ - কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি আগমন করেছিল। (আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম)। আল কুর'আন, ৮০: ০২

৭. هُوَ اَللَّهُ اَلَّذِى لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوسُ اَلسَّلاَمُ اَلْمُؤْمِنُ اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبَّارُ اَلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اَللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, তাঁরই সকল উত্তম নাম। আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছুই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।আল কুর'আন, ৫৯ : ২৪

Dhaka University Institutional Repository

মা দায়ী নয়, অনেক সুস্থ ও স্বাভাবিক বাবা মায়েরও অটিস্টিক সন্তান জন্ম হতে পারে। একে আধুনিক বিজ্ঞান মানসিক বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধীহিসেবেওবিবেচনা করে। আর অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস এর সাথে অটিজম রোগ হিসাবে সেরিব্রাল পালসি,ও ডাউন সিনড্রোম,স্টেরিওটা-ইপিক মুভমেন্ট, সিলেক্টিভ মিউটিজম, স্কিসোফ্রেনিয়াকে ধরা হয়। এছাড়া অটিজম কেন হয় এর প্রকৃত কারণ আজও আবিষ্কার করা যায়নি। এর কারণ একমাত্র মহান আল্লাহই ভালো জানেন।[৮]এর পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ও রহস্য মহান।[৯]তবে ধারণা করা যেতে পারে,বান্দা যেন আল্লাহ তা'আলার একচ্ছত্র ক্ষমতা সর্ম্পকে জানতে পারে যে, তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।[১০] তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।[১১] তিনি একক ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই একচ্ছত্র ক্ষমতাকে বিশ্বময় প্রতিষ্ঠা ও মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য সত্য ধর্ম ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করে যুগে যুগে অনেক নবি-রাসূল পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। যা আদি পিতা আদম (আ.) এর মাধ্যমে শুরু হয়ে সর্বশেষ রাসূল[১২] বিশ্বনবি মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে।[১৩]

ইসলাম হলো মহান আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান।[১৪] যেখানে সকল সৃষ্টির অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।[১৫]যার একটি হল অটিস্টিক শিশুর অধিকার।[১৬]আর মানুষ হিসেবে তাদের মৌলিক অধিকার ভোগের অধিকার রয়েছে।[১৭]অটিস্টিক শিশুর,মান-সম্মান সংরক্ষণ,মানুষ হিসেবে তাদের অধিকার প্রদান ও তাদের সাথে কোমল ও সদাচরণ করতে ইসলাম জাতিসংঘের চৌদ্দশত বছর আগেই সবার প্রতি আহবান জানিয়েছে। ২০০৬ সালে জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ পাস হয়। তাতে যে সকল ধারা ও উপধারায় প্রতিবন্ধীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে তার অনেক কিছুই ইসলামের দিক-নির্দেশনারই অংশ। অবহেলা ও অবজ্ঞার স্বীকার না হয়ে সমাজে একজন সফল নাগরিক হিসেবে

অনেকে আবার মাতা-পিতার পাপের ফসল হিসাবে মাকে বেশি দোষারোপ করে, মা ও সন্তানকে ঘর থেকে বের করে দেয় এবং অনেক স্থানে মাকে হত্যা করা হয়। অথচ এর জন্য সন্তান বা তার বাবা-

---

৮. بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কিভাবে ? তাঁর তো কোনো সঙ্গিনী নেই। আর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বদ্ধে তিনি সবিশেষ অবগত। দ্র.আল কুর'আন, ০৬:১০১,*Dr. Abu Bakr Muhammad Zakaria.* https://quran.comভিজিট ০২/০২/২০১৭

৯. إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى ٱلأَرْضِ وَلاَ فِى ٱلسَّمَآءِ নিশ্চয় আল্লাহ্, আসমান ও যমীনের কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না। আল কুর'আন, ০৩:০৫

১০. لِلَّهِ ما فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِى ٱلأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيۤ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [illegible] আল্লাহ্ সেগুলোর হিসেব তোমাদের কাছ থেকে নিবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দিবেন । আর আল্লাহ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান ।আল কুর'আন, ০২:২৮৪

১১. فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন ।আল কুর'আন, ৮৫:১৬

১২. مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন ; ববং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আর আল্লাহ্ সর্বকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ ।আল কুর'আন, ৩৩:৪০

১৩. وَهَـٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ আর এটাই আপনার রব নির্দেশিত সরল পথ। যারা উপদেশ গ্রহণ করে আমারা তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি ।আল কুর'আন, ০৬:১২৬

১৪. إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلإِسْلاَمُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দীন। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা কেবল পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর যে ব্যক্তি আলল্লাহ্র আয়াতসমূহে কুফরী করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী ।আল কুর'আন, ০৩:১৯

১৫. হযরত আয়েশা (রা.) নবী কারীম (স.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আর রাহেম"শব্দটি (আর রাহমান থেকে) উৎপন্ন। যে ব্যক্তি এর সাথে সর্ম্পক অটটু রাখে আমি তার সাথে সর্ম্পক রাখি। আর যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। বুখারী, ৫৫৩০।

১৬. অধিকার অর্থ দাবি। আইনের ভাষায়, অধিকার হলো নৈতিক ও আইনি নিয়ম-নীতি দ্বারা সংরক্ষিত কতগুলো স্বার্থ। ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে মানবাধিকার*। পৃ-১৬

১৭. وَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً আর আত্মীয়স্বজনকে দাও, তাঁর প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্থ ও মুসাফিরদেরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় কর না। আল কুর'আন, ১৭:২৬

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে জীবন যাপনের ব্যবস্থা করেছে ইসলাম। যার ফলশ্রুতিতে বিশ্বে অটিস্টিক শিশুর অধিকার নিয়ে কিছু সংস্থা কাজ করছে। বাংলাদেশেও অটিস্টিক শিশুদের কল্যাণার্থে অনেক সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্নভাবে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অটিজম সম্পর্কে মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছেন বঙ্গবন্ধুর নাতনী ও বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন। তিনি গ্লোবাল অটিজম পাবলিক হেলথ ইনিসিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা(ডব্লিউ এইচ ও) ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে 'হু অ্যাক্সিলেন্স' অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করেন। এতদ সত্ত্বেও সরকারের পক্ষে সারা বাংলাদেশে অটিস্টিক শিশুর অধিকার নিয়ে কাজ করা সম্ভব নয় দরকার জনসচেতনতা বৃদ্ধি। এজন্য ইসলামের বিধান অনুসরণ করা জরুরী। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের বিকল্প কোন ধর্ম নেই। কেননা ইসলামশুধু অটিস্টিক শিশুর অধিকারের প্রতি মানবিক আহবান করে ক্ষান্ত হয়নি বরং সব ধরণের অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত মানুষ এ আহবানের মধ্যে শামিল। যে কোনো ধরণের রোগী ইসলামের পতাকা তলে[১৮] অনুকম্পা, রহমত, দয়া ও কল্যাণ পেতে পারেন। তাছাড়া অটিস্টিক শিশুর প্রতি ইসলামের এ আহবান কোনো মৌসূম বা উপলক্ষ্যের সাথে নির্দিষ্ট নয় বরং এ বিধান রাসূল (সা.) এর নবুয়তের সূচনা থেকে শুরু হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

এজন্য ইসলামের এই মনোরম বিধানে অটিস্টিদের জন্য রয়েছে সহজতা ও সহনশীলতা। তাই এমন অটিস্টিক ব্যক্তি যে ইসলামের বিধান পালনে একেবারে অক্ষম যেমন, পাগল ও জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি, তার উপর ইসলাম কোন বিধান অপরিহার্য করে না। আর আংশিক অটিস্টিক ব্যক্তি সে যতটুকু করতে সক্ষম তার প্রতি ততটুকুই পালনের আদেশ দেয়। প্রাচীনযুগে অনেকে অটিস্টিকদের মানুষ ও রাজা-বাদশাগণ উপেক্ষা করতো, তাদের সামাজিক মান-মর্যাদা দেওয়া হত না। এমনকি এখনও কিছু সমাজে তা দেখা যায়। যার ফলে বর্তমানে আর্ন্তজাতিক আইন তৈরি করে তাদের অধিকার দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাস্তবে দেখা গেছে তাদের অনেকেই সফলতার এমন পূর্ণ শিখরে আরোহণ করেছে যা অন্যদের জন্য ইসলামের ইতিহাসে নির্দশন হয়ে রয়েছে। যার দৃষ্টান্ত প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা.) ১৪ শত বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর তা হলো, তাঁর অনুপস্থিতিতে একাধিকবার মদীনার মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব এক প্রতিবন্ধী সাহাবীকে অর্পণ করে তাদেরকে সমাজে ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত করার দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন। তিনি সেই প্রতিবন্ধী সাহাবীকে আযান দেওয়ার কাজেও নিযুক্ত করেছিলেন। সেই সম্মানীয় প্রতিবন্ধী সাহাবী হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা.)।

মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে সবাই সমান। আর তাক্বওয়াই হচ্ছে মানুষের মর্যাদার মান-দণ্ডঃ, ইসলামে মান মর্যাদার মাপ-কাঠি। রং,বর্ণ, ভাষা, সৌন্দর্যতা, সুস্থতা, ইত্যাদি নয়। বরং মান-দন্ড হচ্ছে তাক্বওয়া তথা আল্লাহভীরুতা। এই তাক্বওয়ার মাপ-কাঠির মাধ্যমে ইসলাম অটিস্টিক ও স্বাভাবিক মানুষের মাঝে ভেদাভেদ দূরীভূত করেছে এবং উভয়কে সমমর্যাদা দান করেছে।[১৯]

---

১৮. وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجاً।আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।আল কুর'আন, ১১০:০২

১৯. يأيها الناسُ إنا خلقناكم من ذكرٍ و أنثى و جعلناكم شعوباً وّ قبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم 'হে মানুষ ! তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী, জাতি ও উপদলে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের মধ্যে খোদাভীতিতে যে সবচেয়ে উত্তম সেই সর্বোত্তম।' আল কুর'আন, ৪৯:১৩

Dhaka University Institutional Repository

বা ব্যক্তিকে উপহাস করার কোন অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। যখন কোন সুস্থ ব্যক্তি অটিস্টিক ব্যক্তিকে উপহাস করে তখন সে দারুণ ভাবে মর্মাহত হয়।[২০] তাই ইসলামের বিধানের মাধ্যমে অটিস্টিকগণ সর্বোচ্চ সম্মান ও অধিকার লাভ করেছে। কিন্তুইসলাম ধর্মে অটিস্টিক শিশু ও ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদার বিষয়টি বলা হলেও বিশ্বে যতগুলো মুসলিম প্রধান দেশ রয়েছে সেখানে ইসলামের আলোকে স্ব স্ব দেশের মানুষকে নির্দেশনা দেওয়া হয় না। বিশ্বের সকল মুসলমানের কাছে ইসলামের দেওয়া বিধান প্রকৃতভাবে উপস্থাপন করা হলে অটিস্টিক শিশু বা ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা বাস্তবায়নে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে। সকল মানুষের মনে রাখা উচিত, আল্লাহতা'আলা চাইলে আমাদেরকেও অটিস্টিক করে সৃষ্টি করতে পারতেন।

তাই আল্লাহতা'আলা যাকে এই আপদ থেকে নিরাপদে রেখেছেন সে যেন নিজের প্রতি আল্লাহতা'আলার দয়া ও অনুকম্পাকে স্মরণ করে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেএবং অটিস্টিকদের অধিকার বাংলাদেশসহ বিশ্বময় প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। অপরদিকেঅটিস্টিকদের জন্য করণীয় হলো; তারা যেন ধৈর্যধারণ করে ও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকে কারণ এটি ভাগ্যের লেখা, যা ঈমানের অঙ্গ।[২১]তারা যেন আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদের নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধী তাকে ভুলে গিয়ে শরীরের বাকি অঙ্গগুলোকে কাজে লাগায়। কারণ কোন এক অঙ্গের অচলতা জীবনের শেষ নয়। তাছাড়া দেখা যায়, যার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোন একটি অচল তার বাকি ইন্দ্রিয় বা অঙ্গগুলো বেশি কিংবা দ্বিগুণ সচল। যেন সে বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন মুমিনকে পরীক্ষায় ফেলেন, তখন তিনি তাকে ভালবাসেন এবং অন্যান্যদের থেকে তাকে বেশি অগ্রাধিকার দেন। তাই তিনি নবীগণকে সবচেয়ে বেশি বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন।[২২]এজন্য পিতা মাতা ও অভিভাবকগণ হতাশ না হয়ে অটিস্টিক শিশুদের এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিবে যার মাধ্যমে তারা নিজের প্রয়োজনীয় কাজ নিজেই সম্পন্ন করে এবং রোজগার করে স্বয়ংসম্পন্ন হতে পারে। এবং জীবন-যাপনের মান উন্নত করে হাসিমুখে তারা দাঁড়াতে পারে সমাজের সবার সাথে এক কাতারে।

যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে অটিস্টিক শিশুর অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক সর্ম্পকে সাধারণতবিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন গবেষণা, পর্যালোচনা ও প্রকাশনা অতীতে করা হয়েছে। এ ছাড়াও

---

২০ يٰأيها أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوۤاْ أَنفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُواْ بِٱلأَلْقَابِ بِئْسَ ٱلاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ 'হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাস কারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাস কারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।' আল কুর'আন, ৪৯ : ১১

২১. ما أصابَ مِنْ مصيبة في الأرضِ ولا في أنفُسكُم إلا في كتابٍ مِن قبل أن نبرأها إنَّ ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كا مختال فخور 'পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগত ভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসেনা ; কিন্তু তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সহজ। এটা এ জন্যে, যাতে তোমরা যা হারাও তাতে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে উল্লাসিত না হও। আল্লাহ তা'আলা উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।'আল কুর'আন, ৫৭:২২-২৩

তাই কোন সুস্থ ব্যক্তি অটিস্টিক শিশু

২২ أشد الناس بلاءاً الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلي الرجل على حسب دينه إن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه ، و إن كان في دينه رقة ، ابتلي على قدر دينه فمايبرحالبلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة '' রাসূল (সা.) বলেন-"নবীগণ সবচেয়ে বেশি পরীক্ষিত হন, অতঃপর তাদের থেকে যারা নিম্ন স্তরের। মানুষকে তার দ্বীন অনুযায়ী পরীক্ষা নেওয়া হয়, যদি তার দ্বীনী অবস্থা প্রবল হয়, তাহলে তার বিপদও কঠিন হয়। আর যদি তার দ্বীন দুর্বল হয়, তাহলে তার পরীক্ষা সে অনুপাতে হয়। বিপদ বান্দার পিছু ছাড়ে না পরিশেষে তার অবস্থা এমন হয় যে, সে পাপ মুক্ত হয়ে যমীনে চলা-ফেরা করে।ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী,*জামে' আত-তিরমিযী*, অনুবাদ : মুহাম্মদ মূসা, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪ খ্রি.) দ্র. হাদিস নং- ১৪৩,আবু অবদুল্লাহ ইব্‌ন মাজা,*সুনান ইবনে মাজা*, অনুবাদ : মুহাম্মদ মূসা, (ঢাকা : আধু- নিক প্রকাশনী, ২০০০ খ্রী.), খন্ড-০১, হাদিস নং-১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

অটিস্টিক শিশুর অধিকার সম্পর্কে আলাদা আলাদা ভাবে এ পর্যন্ত যদিও বিভিন্ন লেখা-লেখি, পর্যালোচনা ও সম্পাদিত হয়েছে এবং সেগুলো হতে জনগণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপকৃতও হচ্ছে। কিন্তু পুরো বিষয়টি একত্রিত করে মৌলিক ও পরিপূর্ণ গবেষণাকর্ম না থাকায় যে শূণ্যতা ও অস্পষ্টতা রয়েছে,'অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও ইসলাম' শিরোনামে পুরো বিষয়টিকে একত্র করে সেটি পূরণের জন্যই আমার এ গবেষণা হবে মৌলিক। অত্র গবেষণাকর্ম সে শূণ্যতা পূরণে এবং আধুনিক বিশ্বে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের দৃষ্টিতে করণীয় বিষয়ের সহায়ক হবে বলে আশাবাদী ইন্‌শা-আল্লাহ।[২৩] অতএব, আমাদের জাতীয় পর্যায়ে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের বিধানসমূহ পবিত্র কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস ও সার্বজনীন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, নীতিমালা, আইন-কানুন সমূহ বাংলাদেশের পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সঠিকভাবে, বিন্যস্ত আকারে তুলে ধরার জন্য এ গবেষণাকর্ম গূরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, অটিস্টক শিশু ও তাদের পরিবার যেমন এর দ্বারা উপকৃত হবেন, সেই সাথে রাষ্ট্র ও সমাজ অটিস্টিক শিশুদের সংকট উত্তরণে পাবে দিক-নির্দেশনা। যার মাধ্যমে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের মানুষ অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি সুখী সমাজ ও কল্যাণময় রাষ্ট্র গঠনে এগিয়ে এসে পরকালে মহান আল্লাহতা'আলার ক্ষমা ও করুণা লাভের মাধ্যমে ধন্য হতে পারে।

১.২গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে ইসলামি রাষ্ট্র হতে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন একটি স্বাধীন মুসলিমসংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র[২৪]যেখানেজনসংখ্যার ৫৪%দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে।ফলে বেকারত্ব,রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং জাতীয়তাবাদের[২৫]অপব্যবহারের কারণে অটিস্টিক[২৬] শিশুর অধিকার বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করা আজও সম্ভব হয়নি যা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।অথচ বাংলাদেশ স্বাধীনতা[২৭]

---

২৩. خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ اٰمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَكُنْتُمআর আত্মীয়স্বজনকে দাও, তাঁর প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্থ ও মুসাফিরদেরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় কর না । তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য যাদের বের করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে। আর আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা ছিল তাদের জন্য ভালো। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুমিন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই ফাসেক।আল কুর'আন, ০৩:১১০

২৪. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এক প্রতিবেদনে তথ্য প্রকাশ করা হয়। "বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ যেখানে শতকরা প্রায় ৮৮.৪ শতাংশ মানুষের ধর্ম ইসলাম।' *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা: ৩০ মে ২০১৭, পৃ. ১

২৫. জাতীয়তাবাদ বলতে বুঝায় বিশেষ ভাষা, অঞ্চল ও গোষ্ঠির লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক, উন্নয়ন চিন্তা, সম্মিলিত শক্তি এবং তা অর্জন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্যদেরকে নিজেদের থেকে আলাদা মনে করা। 'একটি বিশেষ গোষ্ঠির লোকেরা নিজেদের সম্মিলিত স্বার্থ ও কল্যাণে কাজ করবে এবং নিজেদের সামগ্রিক প্রয়োজনে একটি 'জাতি' হিসেবে বসবাস করবে এটি স্বাভবিক। কিন্তু তাদের ভিতরে যখন জাতীয়তার উদ্ভব ঘটে তখন অনিবার্যভাবে তাতে গোত্র প্রীতির বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। এমন একটি জাতি আপন ও পরের বাছ বিচার করবেই এবং অন্যের তুলনায় আপন লোকদেরকে প্রাধান্য দিবেই। জাতিগত স্বার্থ ও কল্যাণের বিষয়ে যখন বিরোধ দেখা দিবে তখন সে নিজের বা নিজ জাতির স্বার্থকে সংরক্ষণ করবে এবং অপরের স্বার্থকে অগ্রাহ্য করবে। এটিই হচ্ছে জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা ও সবচেয়ে ভয়ানক কুফল। এ কারণেই ইসলামের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ কোন উদার ও বিশ্বজনীন মতবাদ নয়।' দ্র. আব্দুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান* (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ২য় মুদ্রণ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৪০

২৬. "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রতিবন্ধী : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট" নামক এক গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশে সচেতনতার অভাব, পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার না থাকা, আইন বাস্তবায়ন না হওয়া ও অপ্রতুল বরাদ্দের কারণে দেশের ১ কোটি ৬০ লক্ষ প্রতিবন্ধী মানুষ অধিকার বঞ্চিত। (*দৈনিক প্রথম আলো*, ১৯ নভেম্বর ২০১৫, পৃ. ০৩)

২৭.বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি রাষ্ট্র যার আনুষ্ঠানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রি বাংলাদেশ। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনাবসানে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামে যে দেশটি সৃষ্টি হয়েছিল, এর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা করা। তাই অটিস্টিক শিশুর অধিকার জাতীয় পর্যায়ে ও আর্ন্তজাতিকভাবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামের আইন-কানুন,বিধি বিধান,নীতিমালা,পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস,ও সার্বজনীন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসমূহকে বাংলাদেশের পারিবারিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সঠিকভাবে, বিন্যস্ত আকারে তুলে ধরার জন্য এ গবেষণাকর্মটি গূরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। কারণ আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণির একটি বিরাট অংশ ইসলাম সম্পর্কে যতটুকুই জানতে পেরেছে, তার বেশীরভাগ ইসলামের চিরশত্রু ইয়াহুদি ও খৃষ্টানদের দ্বারা প্রভাবিত শিক্ষাব্যবস্থার জ্ঞানার্জনের কারণে ইসলাম সম্পর্কে খণ্ডিত ধারণা নিয়ে ধোঁকায় নিপতিত হয়েছে। অপরদিকে ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক বেশকিছু নির্মম বাস্তবতার কারণে ইসলামে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক গবেষণা ও প্রচারণায় অসামর্থ্য এবং মতের অনৈক্য এ সংকটকে আরো ঘনীভূত করেছে। ফলে এ দেশের সাধারণ মানুষ আজ ইসলামের বাস্তব বিধান থেকে দুরে সরে গিয়েছে। যার কারণে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সঠিক ভূমিকা রাখতে পারছে না। অথচ সর্বজন স্বীকৃত ও সর্বোতোভাবে প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য হলো ইসলামের অনুসারি কোন মুসলিম জাতি, গোষ্ঠি বা রাষ্ট্র কোনভাবেই অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব থেকে দুরে থাকার কথা নয়।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বাস্তবতা হলো-'মানবতার মুক্তিই ছিল যেখানে মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার যেখানে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে স্বীকৃত, কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যেখানে রয়েছে সাংবিধানিক[২৮] স্বীকৃতি ও জাতীয় ঐকমত্যসেখানে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি মানুষের চিন্তার সম্পূর্ণ বাইরে। আমাদের জানা উচিত যে, আমরা এক আল্লাহ্ তা'আলার গোলাম, জীবন চলার পাথেয় ও চিরস্থায়ী সংবিধান একমাত্র আল কুর'আন, একমাত্র রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মত হিসেবে একই ক্বা'বামূখী হয়ে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করি। সেখানে সর্বস্তরে সঠিক জ্ঞানচর্চাসৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার অভাবে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সর্ম্পকে অজ্ঞতাই আমাদের কাংঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনে প্রধান অন্তরায়। এ সমস্ত অন্তরায় দূর করে অবশ্যই ইসলামী সমাজ গঠন এবং রাষ্ট্র গঠনে একযোগে কাজ করার জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরে সচেতনতা,পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছজ্ঞান এবং আন্তরিক সদিচ্ছা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইতিপূর্বে বাংলাদেশে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক সরকারি বে-সরকারি সংস্থা সংস্কারমূলক অনেক কাজ করেছে কিন্তু উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচেষ্টা শুধুমাত্র ইসলামের বিধান আল-কুর'আনের আলোকে গ্রহণ না করার কারণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আবার কখনো বিচ্ছিন্ন ভাবে ইসলামের কিছুঅংশ গ্রহণ করার কারণে ব্যাপক ফলাফল অর্জনে সক্ষম হয়নি। বর্তমানে মুসলিম জাতি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নিজস্ব বোধশক্তি কাজে লাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে ও হারাতে বসেছে। উদাসীনতা ও অলসতার চরম পরিণতিতে বিভ্রান্ত হয়ে তারা আজ মৌলিক অধিকারসমূহ থেকে সরে গিয়ে পরম বন্ধুকে চরম শত্রু আর চির শত্রুকে বানিয়েছেন বন্ধু। সর্বোপরি অটিস্টিক শিশুরা আজ বঞ্চিত হচ্ছে ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্রের উন্নত সমাজ ব্যবস্থার সুবিধা থেকে এবং মানুষ মহান আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি

বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ, বাংলাদেশ নামে আত্মপ্রকাশ ঘটে। দ্র. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ২৬, পৃ. ৪৮১, ৫৪২ ও ৬৬৫

২৮. আমাদের রাষ্ট্র গঠনের মূল লক্ষ্য হইবে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য,স্বাধীনতা ও সুবিচার।' দ্র. আইন বিচার ও সংসদ বিয়ক মন্ত্রণায়, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (ঢাকা: ৩১ মে ২০০০ খ্রি.), প্রস্তাবনা অংশ, পৃ. ১; দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার। সকল কার্যাবলীর ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস।' দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্জন থেকে। এককথায় পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ এবং মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌র করুণা ও জান্নাত লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সেরা সৃষ্টি মানুষ।

তাই এমতাবস্থায় বাংলাদেশের মুসলিম[২৯]ও সাধারণ জনগণের মধ্যে ইসলামের বিধান অনুযায়ী অটিস্টিক শিশুর মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সরাসরি আল কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে নিশ্চিত জ্ঞানলাভের মাধ্যমে এবং পরিপূর্ণ জনসচেতনতা বৃদ্ধি যেমনি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে তেমনি পাঠক ও গবেষকদের জন্য বাংলাদেশে অটিস্টিক শিশুর অধিকার সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা ও অধ্যয়নের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লেখা-লেখি ও বই-পুস্তক প্রণয়ন করা হলেও সমন্বিত প্রচেষ্টা ও গবেষণার অভাব স্পষ্ট লক্ষণীয় হওয়ার কারণে এ বিষয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব অত্যধিক। আর এ প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য গবেষণার বিষয়টিকে **"অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও ইসলাম"** শিরোনামে সাজানো হয়েছে।

১.৩ গবেষণারউদ্দেশ্য

মানুষ আল্লাহতা'আলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি,আর অটিস্টিক শিশুরাও আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি তাঁর বান্দা। অতএব, তাদেরকে কষ্ট দেয়া এবং তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারও নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ 'পবিত্র কুরআনে বলেন-হে লোক সকল তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক পুরুষ (আদম) ও এক নারী (হাওয়া) হতে সৃষ্টি করেছেন'।[৩০] মহান আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা 'তিনি তা-ই করেন যা ইচ্ছা করেন'।[৩১] তিনি ভাল-মন্দের ও সৃষ্টিকর্তা। আর প্রতিবন্ধীদের দিকে তাকালে আমরা অস্বাভাবিক ও বিকৃত কিছু সৃষ্টি দেখতে পাই।অনেকে এ দোষটা মহান আল্লাহকে দেয় অথচ তিনি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর ক্ষমতা ও মহত্ত্ব প্রকাশ পায় যাতে মানুষ আল্লাহতা'আলাকে ভয় করে ও নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে। বাস্তবে এদের সৃষ্টির পিছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য ও রহস্য মহান।মানুষ যাতে আল্লাহর একক ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারে।'তিনি-ই একমাত্র মহান আরশের অধিপতি'।[৩২]প্রতিবন্ধীকে আল্লাহ তা'আলা এই বিপদের বিনিময়ে তার সন্তুষ্টি দয়া,ক্ষমা এবং জান্নাত দিতে চান, রাসূল (সা.)বলেন: 'আমি যার দুই প্রিয়কে (দু'চোখকে) নিয়ে নেই,অতঃপর সে ধৈর্য্য ধরে ও নেকীর আশা করে, তাহলে আমি তার জন্য এর বিনিময়ে জান্নাত ছাড়া আর অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হই না'।[৩৩]

---

২৯. পবিত্র ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা 'ইসলামের' অনুসারীগণকে মুসলিম বলা হয়। মুসলিম বলতে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুগত হয়, আল্লাহ্‌কে নিজের মালিক, প্রভু ও মা'বুদ হিসেবে মেনে নেয়, নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ করে দেয় এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে সে ই মুসলিম। এ 'আকিদা বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির নাম 'ইসলাম'। দ্র. আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত ও আব্বাস আলী খান সম্পাদিত, *তাফহীমুল কুরআন* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯ সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১১৯

৩০. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً আর আত্মীয়স্বজনকে দাও, তাঁর প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্থ ও মুসাফিরদেরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় কর না। হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক্ দাবী কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক। আল কুর'আন, ৪:১

৩১. فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন।আল কুর'আন, ৮৫:১৬

৩২. ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ আরশের অধিকারী ও সম্মানিত।আল কু'আন, ৮৫:১৫

৩৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ প্রাগুক্ত,তিরমিযী, ২৪০১

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহতা'আলা মানব জাতির জন্য ইসলামকে একমাত্র শান্তির ধর্মও জীবনবিধান হিসেবে পৃথিবীতে মনোনীত করে,মানবজাতির হেদায়াত ও মুক্তির পথ সহজ করেছেন।[৩৪]মুহাম্মদ (সা.) কে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রিসালাতের দায়িত্ব,মযার্দা ও উত্তম আদর্শ দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।[৩৫]সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব বিজ্ঞানময় আল-কুরআন'বতর্মান তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যমান জ্ঞানের ভিত্তিতে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করে নতুন জ্ঞান সৃষ্টিই হচ্ছে একটি গবেষণার উদ্দেশ্য।[৩৬] যে কোন মৌলিক গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হলো এমন বিষয় আবিষ্কার করা,যা এখন পযর্ন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। এক কথায় বলা যায় গবেষণায় নতুন জ্ঞান আবিষ্কারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের যৌক্তিক ও সহজতম পথ এবং পন্থা আবিষ্কারই হচ্ছে গবেষণার উদ্দেশ্য।[৩৭]তাই বাংলাদেশ ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে অটিস্টিক শিশুর অধিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান তুলে ধরা আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনার মূল উদ্দেশ্য।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছেঃ

১. মহান আল্লাহতা'আলার নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানি কিতাব, মহাগ্রন্থ আল কুর'আন ও হাদিসের আলোকে অটিস্টিক শিশুর পূর্ণ অধিকার তুলে ধরে,মহান আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বময়সর্বোন্নত করা ।

২. আল কুর'আন ও হাদিসের মূলবক্তব্যের মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুর অধিকার স্পষ্টভাবে তুলে ধরে বিশ্ববাসীর সামনে তাদের মর্যাদা ও ইসলামের সত্যতা সর্বোন্নত এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করা।

৩. মানুষের প্রকৃত পরিচয়,আল্লাহ্তা'আলার মানব সৃষ্টি ও অস্বাভাবিক সৃষ্টির রহস্যের কারণ এবং উদ্দেশ্য সরাসরি আল কুর'আন ও হাদিস থেকে সু-স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে মানুষকে চুড়ান্ত জীবনোদ্দেশ্যের প্রতি মনোযোগী হতে উদ্বুদ্ধ করা।

৪. অটিস্টিক শিশুর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় কুর'আন ও হাদিসের যাবতীয় নির্দেশাবলী ও বিধি-বিধান সংগ্রহ করে এবং বাংলাদেশে পারিবারিক, আর্থ-সমাজিক,রাষ্ট্রীয়এবং সংস্কৃতিক[৩৮]প্রেক্ষাপটে এর প্রকৃত ধারণাও যৌক্তিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেঅধিকার প্রতিষ্ঠার একটি স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ ধারণা উপস্থাপণ করা।

৫. অটিস্টিক শিশু পারিবারিক,সামাজিকভাবে অবহেলিত,লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত নির্মম বাস্তবতার শিকার।ইসলামের বিধান সমূহের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে, অটিস্টিক শিশুর অধিকার বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করাই গবেষণার উদ্দেশ্য ।

৬. বর্তমান বাংলাদেশে পারিবারিক,সামাজিকভাবে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কুর'আন ও হাদিসের আলোকে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে মানবকল্যাণ সাধনে সকলকে উৎসাহিত করা।

---

৩৪. إِنَّالدِّينَعِندَٱللَّهِٱلإِسْلاَم নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্ম।আল কুর'আন, ০৩:১৯

৩৫. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।আল কুর'আন, ৬৮:০৪

৩৬. ٱلْحَكِيمِوَ ٱلْقُرْآن শপথ প্রজ্ঞাময় কুরআনের। আল কুর'আন, ৩৬:০২

৩৭. মোঃ শাহ জাহান তপন, *থিসিস ও এসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল* (ঢাকা: প্রতিভা প্রকাশনি, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল'১৯৯৩ খ্রি.), পৃ.১৩

৩৮. ডক্টর শাহ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলাম শিক্ষা*, (ঢাকা: সোনালী সোপান প্রকাশন, ১৯৯৭ খ্রি.),পৃ.১৭

Dhaka University Institutional Repository

৭. পরিশেষে বাংলাদেশ ও আর্ন্তজাতিকভাবে সর্বস্তরের জনগণের কাছে"অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও ইসলাম"অভিসন্দর্ভটি কুর'আন ও হাদিসের আলোকে সু-স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে বিশ্বময় ইসলামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করাই অত্র অভিসন্দভর্টি উপস্থাপনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১.৪গবেষণা কর্মেরপদ্ধতি

সরেজমিনেপর্যবেক্ষণএবংসহায়কগ্রন্থাবলীরভিত্তিতে কোননির্দিষ্ট বিষয়েব্যাপকঅনুসন্ধানেরমাধ্যমে সঠিক তথ্য উদঘাটনএরপ্রচেষ্টাকেইগবেষণাবলাহয়।[৩৯]গবেষণারউদ্দেশ্য ও নীতিমালাকেঠিক রেখেপ্রথমে গবেষণারবিষয়বস্তু নির্বাচনকরাহয়েছে।বিষয়নির্বাচনের পর ধারাবাহিকভাবেগবেষণার কাঠামো তৈরি,তথ্য ও উপাত্তসংগ্রহ,বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনইত্যাদি কাজসম্পন্নকরাহয়েছে।[৪০]এগবেষণাকর্মেরউদ্দেশ্য প্রমাণ ও বাস্তবায়নেরজন্য বাংলাদেশেরপারিবারিক,আর্থ-সামাজিক,ধর্মীয়এবংরাষ্ট্রীয়অবস্থা ও প্রেক্ষাপটসমূহবিশ্লেষণকরেনতুন তথ্য উদঘাটন ও প্রমাণকরারজন্য এ গঠনমূলকপদ্ধতিগ্রহণকরাহয়েছে।

সার্বিকপর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এ গবেষণাঅভিসন্দর্ভ প্রণয়নেরজন্য কার্যোপযোগীগবেষণারবর্ণনামূলক, বিশ্লেষণমূলক,পর্যবেক্ষণমূলকধাপসমূহ মেনেকাজকরারমাধ্যমে আন্তর্জাতিকপদ্ধতিঅনুসরণকরাহয়েছে।বাংলাদেশ[৪১]ওআর্ন্তজাতিক প্রেক্ষাপটেঅটিস্টিকশিশুরঅধিকারপ্রতিষ্ঠায়ইসলামেরবিধানসমূহেরবাস্তবতাজানারজন্য বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন এবংপর্যবেক্ষণকরেএরপ্রায়োগিকদিকসমূহমুল্যায়নকরেপ্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতাউপলব্ধি করারজন্য তথ্য ও উপাত্তেরমাধ্যমে সামষ্টিকআলোচনাপদ্ধতিঅনুসরণকরাহয়েছে।বাংলাদেশ ও আন্তজার্তিক স্বীকৃত ও অনুসৃতগবেষণানীতিসমূহঅত্যন্তযত্নের সাথে অনুসরণেরমাধ্যমে অভিসন্দর্ভের প্রাসঙ্গিকতা রক্ষায়সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকেপ্রাধান্য দেয়া হয়েছে। গবেষণায়অর্জিতফলাফলযাতেসার্বজনীন ও দীর্ঘস্থায়ীহয়এবংএর কোনঅংশ কখনো যেনঅপ্রয়োজনীয়প্রমাণিতনাহয় সে বিষয়টিসর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনাকরাহয়েছে। আমার এ গবেষণারমাধ্যমবাংলাভাষায়।তবে তত্ত্ব-উপাত্ত ও তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেপ্রাসংগিকসহযোগিতারজন্য ইংরেজি, আরবি ও বাংলাভাষায়রচিতগ্রন্থাবলীরসহায়তা গ্রহণকরাহয়েছে।প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেকুর'আন,সুন্নাহ,ইজমা ও কিয়াসের

---

৩৯. ঐতিহাসিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাড়া মানুষ আরও তিনটি উপায়ে জ্ঞান অর্জন করেছে। আর তা হলো কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতি (Authoritarian Mode), অতীন্দ্রিয় পদ্ধতি (Mzstical Mode) ও যুক্তিবাদী পদ্ধতি (Rationalistic Mode)। এই তিনটি পদ্ধতিরই জ্ঞান অর্জনের আলাদা আলাদা পদ্ধতি ও প্রপঞ্চ রয়েছে। কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতি হলো জ্ঞানের উৎস কি সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। অতীন্দ্রিয় পদ্ধতি হলো জ্ঞান কিভাবে অর্জিত হয়েছে তা যথাযথভাবে অনুসন্ধান করা এবং যুক্তিবাদী পদ্ধতি হল যে জ্ঞান অর্জিত কিংবা উৎপাদিত হয়েছে তার ফলাফলটি পূর্বের জ্ঞানের সাথে কোন পার্থক্য তৈরি করছে কিনা তা সঠিকভাবে বিচার ও বিশ্লষণ করা। (ধ্যাপক ড. এ কে এম নূর-উন-নবী, গবেষণা পদ্ধতি (সমাজতত্ত্ব-৫),ড. আবুল হোসাইন আহমেদ ভূঁইয়া (সম্পা.), গাজীপুর: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩, পৃ. ০২)

৪০. গবেষণার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে সাহিত্যিক নিরীক্ষণ। কেননা গবেষণার বিষয়বস্তু', সমস্যা নির্বাচন, অনুকল্প গঠন, অনুমান নির্ধারণ, প্রত্যয় সংজ্ঞায়ন, তথ্য সংগ্রহ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া গবেষকের দায়িত্ব। ফলাফল তুলনা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই সাহিত্যিক নিরীক্ষণ প্রয়োজন হয়। দ্র. এ এস এম আতীকুর রহমান, *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকশেন্স, ২০০৫, পৃ. ৫৮

৪১.বাংলাদেশ খ্রিস্টপূর্ব সাড়ে পাঁচ হাজার আগে 'বঙ' নামে জৈনক ব্যক্তি এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর উত্তর পুরুষদের সমন্বয়ে এরপর এ অঞ্চলে যে জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে, ইতিহাসে তা বঙ্গ জনগোষ্ঠী নামে পরিচিত। কালের বির্বতনে উক্ত বঙ্গ থেকে বঙ্গদেশের নামকরণ করা হয়েছে। ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল ও সাবিহা ইসলাম, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*। প্রথম প্রকাশ, মে-২০১৪। প্রকাশক- মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১২ বাংলাবাজার (শিকদার ম্যানসন), ঢাকা-১০০০,পৃ-১। ড. কে এম মোহসীন, ড.কাজী দীন মোহাম্মদ ও ড.এম এ আজিজ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ ,পৃ.-২-৩

উদ্ধৃতিমূলভাষাতথা‘আরবিতেউল্লেখকরাহয়েছে।যারমাধ্যমে আমার এ অভিসন্দর্ভেরগবেষণাটিহয়েছে মৌলিক।

১.৫ গবেষণাকর্মের পরিধি

আল্লাহতা‘আলা তার সৃষ্টির প্রতি পরম করুণাময় ও অতীব দয়ালু।[৪২] সৃষ্টির সেরা হলো মানুষ এবং স্রষ্টার ইবাদতের মধ্যে মানব জীবনের অফুরন্ত সফলতা নিহিত আছে।অগণিত সৃষ্টি রাজির মধ্যে সৃষ্টির সেরা ও সুন্দর হলো মানুষ।[৪৩]আর তাই মানুষ অধিকার ও অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হককুল্লাহ বা আল্লাহর অধিকার এর মধ্যে পড়ে।[৪৪]মূলতঃ মানবসেবা প্রতিষ্ঠার জ্ঞান যার মধ্যে নেই সে পশু সমতুল্য।তার মধ্যে মনুষ্যত্ব লোপ পায়। নিশ্চয় সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবে যে (মানব সেবা) পবিত্রতা অর্জন করে।[৪৫]রাসূল (সা.) এর হাদিসে এসেছেঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,‘যে লোক দয়ার সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তার সাথে দয়ার সম্পর্ক বজায় রাখবেন। আর যে লোক দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার সাথে দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করেন’।[৪৬]

আমার এ গবেষণা কর্মের ব্যাপকতা ও বিশালতা যে সুদূর প্রসারী তা সহজেই অনুমেয়।বাংলাদেশ সহ সারাবিশ্বে ইসলামি বিধানের আলোকে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পার্থিব জীবনে শান্তি,নিরাপত্তা ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে জান্নাতবাসি[৪৭]হওয়ার জন্য মহান আল্লাহতা‘আলার অস্বাভাবিক সৃষ্টির রহস্য ও ক্ষমতার[৪৮]পরিচয় উপলব্ধি করে,মহান আল্লাহ্‌তা‘আলার কৃতজ্ঞতা স্বীকারকরা[৪৯] এ গবেষণা বিষয়ের পরিধির আওতাভুক্ত।মানুষ তার প্রকৃত পরিচয় ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিকভাবে জেনে আল্লাহ্ তা‘আলার প্রকৃত বান্দা[৫০]হিসেবে নিজেকে প্রমাণ,অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হককুল্লাহ প্রতিষ্ঠা করা ও মহান আল্লাহতা‘আলার আনুগত্য[৫১]

৪২ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়। আল কুর’আন, ১:২

৪৩. لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَانَ فِيۤ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে। আল কুর’আন, ৯৫:০৪

৪৪. إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে ফিরিয়ে দিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। দ্র.আল কুর’আন, ০৪:৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ আদল (ন্যায়পরায়ণতা), ইহসান (সদাচরণ) ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।আল কুর’আন, ১৬:৯০

৪৫. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে যে পরিশুদ্ধ হয়। আল কুর’আন, ৮৭ : ১৪

৪৬. প্রাগুপ্ত,তিরমিযী, ১৯২৪

৪৭. জান্নাত অর্থ হচ্ছে গাছ-গাছালিপূর্ণ উদ্যান, বাগান, বেহেশত, স্বর্গ, সুখ-শান্তির স্থান। *আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকাঃ ইফাবা, ১ম সংস্করণ,২০০৬ খ্রি.), পৃ.৭৫৬। وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا فِيهَآ أَبَداً আর যারা ঈমান আনে এবং ভালো কাজ করে, অচিরেই আমরা তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার পাদদেশে নদী-নালাসমূহ প্রবাহিত; যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র স্ত্রী থাকবে এবং তাদেরকে আমরা চিরস্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করাব।আল কুর’আন, ০৪:৫৭। নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও ঝর্ণাধারায়।আল কুর’আন, ৫১:১৫

৪৮. إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।আল কুর’আন, ০২:১০৯

৪৯. فَٱذْكُرُونِيۤ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ে না।আল কুর’আন, ০২:১৫২

৫০. ‘বান্দা’ ‘আরবিতে বলা হয়, আব্দ অর্থাৎ দাস, ভৃত্য বা গোলাম। যারা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন। *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), খ.১, পৃ. ৬২৮

৫১ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ স্মরণ করুন, যখন তার রব তাকে বলেছিলেন, ‘আত্মসমর্পণ করুন’, তিনি বলেছিলেন, ‘আমি সৃষ্টিকুলের রবের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম’।আল কুর’আন, ০২ : ১৩১

Dhaka University Institutional Repository

যথাযথ যোগ্যতা অর্জনে সক্ষমতা লাভ করেইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা এ গবেষণা কর্মের পরিধির আওতাভুক্ত।

১.৬ গবেষণার উৎসসমূহ

গবেষণা কর্মটির প্রাথমিক উৎস(Primary Sources)এবং দ্বৈতীয়িক উৎসের (Secondary Sources) ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। উভয়বিধ উৎস অনুসরণে গবেষণা রীতির প্রতি সর্বোচ্চ যত্নবান থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। উৎসসমূহ ব্যবহারে তথ্য সূত্রের পূর্ণ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাথমিক উৎস

গবেষণা কর্মের মধ্যে বিভিন্ন গ্রন্থাবলি ও পত্র-পত্রিকা,মাজাল্লাতুল্ হিকমাহসহবিভিন্ন ওয়েবসাইট আমার এ অভিসন্দর্ভ গবেষণা কর্মের জন্য প্রাথমিক উৎসের সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করেছি। অতএব প্রাথমিক উৎস সমূহের মধ্যে রয়েছে, বাংলাদেশ ও আর্ন্তজাতিক অটিজম সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাবলী। ইসলামি বিধানের আলোকে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুর অধিকার[৫২]বাস্তবায়নে সক্রিয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রমাণাদি এবং তথ্যাবলী। এ বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচি, আন্তর্জাতিক কর্মসূচি, অটিজম দিবস বিষয়ক বিভিন্ন স্মারক, সমীক্ষা। প্রতিবন্ধী ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিঁ, অটিজম আমাদের অ-সাধারন শিশু, ইসলামে নৈতিক মূল্যবোধ, ইসলামে মানবাধিকার, শ্রম ও শিল্প আইন, মানব সম্পদ উন্নয়ন : প্রেক্ষিত ইসলামসহ বিভিন্ন বই ও বাংলাপিডিয়া, ইসলামী বিশ্বকোষ, এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, প্রথম আলো পত্রিকা ও ম্যাগাজিন, অনলাইন ও অটিস্টিক শিশু বিষয়ক অনলাইন ম্যাগাজিন এবং দেশ-বিদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন স্মরণিকা,পত্র-পত্রিকা,জার্নাল,স্মারক গ্রন্থ, ক্রোড়-পত্র, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট ও গুগলসহ বিভিন্ন সমীক্ষা। অটিস্টিক শিশুর অধিকার সম্পর্কে সরে-জমিন থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও মতামত এবং পরামর্শ প্রাথমিক উৎস হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। প্রকাশের

দ্বৈতীয়িক উৎস

আমার এ অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে রয়েছে,আল-কুর'আন, তাফসীরে বায়যাভী, তাফসীরে মাযহারী, সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আত-তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে ইব্ন মাজাহ, সুনানে নাসাঈ, শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ইসলামে হালাল-হারাম, ফিকহ্ ও মৌলিক ইসলামি আইনগ্রন্থ, সিরাত গ্রন্থ সিরাত সংক্রান্ত বিশ্বকোষসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ইসলামি সাহিত্য গবেষণার দ্বৈতীয়িক উৎস সমূহের অন্তর্ভূক্ত। অতএব,সরে-জমিনে পর্যবেক্ষণ এবং সহায়ক গ্রন্থাবলীর ভিত্তিতে রচিত আমার এ গবেষণা কর্মটি হবে মৌলিক।

১.৭তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা

৫২. নির্মলেন্দুধর, *বাংলাদেশ শ্রম ও শিল্প আইন*,'শিশু ৩৯ ধারা'। প্রকাশক-রেমিসি পাবলির্শাস, ৬/সি, নয়াপল্টন (নীচ তলা) ঢাকা-১০০০।পৃ.৩২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ও আর্ন্তজাতিকভাবে প্রতিবন্ধীদেরঅধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন এবং এ বিষয়কে মানুষকে উপজীব্য করার জন্য বেশ কিছু সংখ্যকবই পুস্তক,প্রবন্ধ ও জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে তেমনি অটিস্টিক শিশুর[৫৩]অধিকার সম্পর্কেও কিছু সংখ্যক প্রকাশনা রয়েছে।ইসলামি বিধানের আলোকে মহাগ্রন্থ আল কুর'আনও তাফসির গ্রন্থ,হাদিস[৫৪] ও ফিকাহ্ গ্রন্থ,সিরাত গ্রন্থসমূহ,ইসলামি বিশ্বকোষসমূহ এবং বিভিন্ন ইসলামি সাহিত্যকেউপরোক্ত বিষয়সমূহকে প্রাসংগিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।কিন্তু কুরআন ও হাদিসে অটিস্টিক শব্দটি হুবহু না থাকায় এর প্রতিশব্দ এ ছাড়াও বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীর অধিকারপ্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের পারিবারিক,আর্থ-সামাজিক,রাজনৈতিক,ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন পযার্য়েরসমস্যা এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকা,বই-পুস্তক,জার্নাল ও গবেষণাপত্র রয়েছে।এসব বইপুস্তকেরমধ্যে কয়েকটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। যথা,

হাফেজইমাদুদ্দিন ইব্ন কাসির (রহ.)[৫৫] প্রণীত, তাফসির ইব্ন কাসির, মূল নাম: 'তাফসিরুল কুর'আনিল 'আযিম' (২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে অনূদিত ও প্রকাশিত চারখণ্ডে প্রায় ২৪০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থ'। ইতোপূর্বে গ্রন্থ'টি অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তাফসীর পাবলিকেশন্স কমিটি কর্তৃক গ্রন্থ'টি ১৯৮৬ সালে প্রথম বাংলায় প্রকাশিত হয়। কুর'আনি তত্ত্ব বিশ্লেষণে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী গ্রন্থ'টি তাফসির শাস্ত্রের জগতে একটি বহুল আলোচিত, ব্যাপক পঠিত ও সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য অনন্য তাফসির গ্রন্থ' এটি।

আল্লামা কাযি ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.)[৫৬] প্রণীত, ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত 'তাফসিরে মাজহারি' (১৯৯৭ খ্রি.) প্রকাশিত হয়। 'আরবি ভাষায় প্রণীত আধুনিক ফিকাহ্ভিত্তিক একটি বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ'। গ্রন্থ'টি তাফসির শাস্ত্রের প্রাচীন ও আধুনিক উভয়রীতির সমন্বয়ে প্রণীত।গ্রন্থ'টিতে ব্যাকরণ-গত ও ভাষা সংক্রান্ত আলোচনা, কিরাত ও 'আকিদা বিষয়ক আলোচনা এবং ফিকাহ্ বিষয়ক আলোচনা সন্নিবেশিত হওয়ার কারণে ছাত্র,গবেষক ও শিক্ষকগণের নিকট একটি অত্যন্ত সহায়ক ও তাৎপর্যপূর্ণ তাফসিরগ্রন্থ' হিসেবে সমাদৃত। এটি গতানুগতিক একটি তাফসির গ্রন্থ'। এখানে খুঁটিনাটি

---

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩

৫৪.রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী,কাজ ও মৌন সম্মতিকে ইসলামি শরি'আতের পরিভাষায় হাদিস বলা হয়। দ্র. ড.শাওকি, মুহাম্মদ মোস্তাফা সম্পাদিত, *আল মু'জামুল ওয়াসিত* (ঢাকা: মাকতাবাতু ইসলামিয়্যা, ২০১৩ খ্রি.), পৃ.১৬৫; 'আল্লামা মুল্লাজিউন, *নূরুল আনওয়ার*, পৃ. ২৫৭; রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে আল কুর'আন ব্যতীত যা এসেছে যথা তাঁর কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম ও মৌন সম্মতি তাই আল হাদিস। দ্র. ড. আব্দুল কারিম যায়দান, *আল মাদখাল ফি দিরাসাতিশ শার'ইয়্যা আল ইসলামিয়্যা* (বৈরুত: দারু ইহয়াউল 'উলূম, তাবি.), খ. ১৪, পৃ. ১৬০

৫৫. ঈসমাইল ইব্ন 'উমার ইব্ন কাসির আল কুরাশি যিনি ইমাদুদ্দিন নামে পরিচিত। তিনি ১৩০০ খ্রি. দামেশ্কে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৩৭৩ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। ঐতিহাসিক তাফসিরকার ও বিখ্যাত মুহাদ্দিস হিসেবে দুনিয়াব্যাপী পরিচিত। ইব্ন কাসির প্রখর প্রতিভা ও স্মরণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি একবার যা পাঠ করতেন বা শুনতেন অথবা দেখতেন তা সহজে ভুলতেন না। হাদিস, তাফসির, ফিকাহ্ ও ইতিহাস শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ব্যাকরণ ও হাদিসের রাবিদের জীবনী (আসমাউর রিজাল) সংক্রান্ত বিষয়েও তিনি অত্যন্ত পারদর্শি ছিলেন। ইতিহাস বিষয়ে প্রায় ৫৩০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত তাঁর অনন্য গ্রন্থ','আল বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'। এছাড়া *ফাদায়েলুল কুর'আন*, *আল ফসূল ফি মুখতাসার সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, *জামি'উ মাসানিদ ওয়াস সুনান*, *কিতাবুল আহ্কামুল কাবির* ইত্যাদি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত অসাধারণ গ্রন্থ'। দ্র. এ. টি. এম. মুসলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইফাবা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ৪,পৃ. ২৩৪

৫৬. 'আল্লামা কাজি হাফিজ মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ মুজাদ্দেদি 'উসমানি (রহ.) পূর্ব পাঞ্জাবের পানীপথ নামক স্থানে ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহ্লবি (রহ.) নিকট 'ইল্মে হাদিস ও তাফসির শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হাফিজ মুহাম্মাদ 'আবিদ লাহুরি (রহ.) এর নিকট তরিকত ও 'ইল্মে মা'রিফাতের শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে মির্জা মাজহার 'আলি (রহ.) এর নিকট বাই'আত গ্রহণ করেন। তাঁর সুক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি, আল্লাহ্ প্রদত্ত 'ইলম ও 'ইবাদাত বন্দেগি দেখে মির্জা জানই জানান তাঁকে 'আলামুল হুদা অর্থাৎ হিদায়াতের ঝাণ্ডা উপাধি প্রদান করেন। হাদিস, তাফসির, ফিকাহ্ ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি ত্রিশটির বেশি গ্রন্থ' রচনা করেন। "মালাবুদ্দামিনহু" 'ইল্মে ফিকাহ্ সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ' এবং "ইশারুত তালেবিন" তাসাউফ সম্পর্কিত অনন্য গ্রন্থ' অন্যতম ঐতিহাসিক রচনা। 'ইল্মে শরি'আতের এ মহান পণ্ডিত ১৮১০ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত, *তাফসীরে মাযহারী* (ঢাকা: ইফাবা. ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১,পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্‌হি মাস'আলা ও ভাষা বিশ্লেষণ যত গুরুত্বের সাথে আলোচিত রয়েছে ঠিক ততখানিই উপেক্ষিত হয়েছে আল কুর'আনের কেন্দ্রীয় বক্তব্যটি তথা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা শুদ্ধিকরণের বিপ্লবী আহবান।

ইমাম আবূ'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারি[৫৭]কর্তৃক সংকলিত ও মাওলানা আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী কর্তৃক অনূদিত 'আল-আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থ'টি 'অনন্য শিষ্ঠাচার' শিরোনামে ২০০৪ খ্রি. প্রকাশিত হয়। এটি ইমাম বুখারি (রহ.) এর সংকলিত অসাধারণ ও ব্যতিক্রমধর্মী হাদিস গ্রন্থ'। উম্মতের চরিত্র গঠন, নৈতিক মান উন্নয়ন, উন্নত ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণসহ মানবজীবনের খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদিসসমূহ গ্রন্থ'টিতে একত্রিত করা হয়েছে। হাদিস গ্রন্থ'টি অধ্যয়নে পাঠক মাত্রই অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে, কেবল 'আইন, বিচার ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা দিয়েই ইসলাম বিশ্বজয় করেনি বরং মু'মিনের সদা জাগ্রত বিবেক, উন্নত মানবীয় আচরণ ও হৃদয়াগ্রহী আধ্যাত্মিক শক্তিই এর প্রধান কারণ।

ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক রচিত ও সম্পাদিত, সীরাত বিশ্বকোষ[৫৮](২০০৩ খ্রি.) প্রকাশিত গ্রন্থ'টি ১-১৪ খণ্ডে বিভক্ত। বাংলাভাষায় আম্বিয়া ('আ.)এর জীবনীর উপর প্রণীত সর্ববৃহৎ মৌলিক প্রামাণ্য গ্রন্থ'। পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও প্রথম নবি হযরত আদম ('আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবি রাসূল ও সাহাবিগণের জীবনী, জীবনের মৌলিক শিক্ষা, ঘটনাবলির দালিলিক বিশ্লেষণ, আপত্তি খণ্ডন ও আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার সমাধানে বাস্তব শিক্ষা ও উদাহরণ গ্রহণ সিরাত বিশ্বকোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কুর'আন, বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থ', হাদিস গ্রন্থ', ফিকাহ্ গ্রন্থ' ও বিভিন্নভাষায় রচিত সিরাত গ্রন্থাবলী সিরাত বিশ্বকোষের প্রধান উৎস। আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় উন্নত মানবীয় চরিত্র অর্জন ও নির্মল সমাজ বিনির্মাণের জন্য কার্যপদ্ধতি নির্ধারণে সিরাত বিশ্বকোষ পথ প্রদর্শকের মতো ভূমিকা রাখতে পারে।

ডক্টর ওসমান গনী রচিত 'মহানবী (সা.)' ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত সিরাত গ্রন্থ'। বাংলাভাষায় রচিত আল কুর'আনের আলোকে প্রণীত মহানবি (সা.) এর জীবনী গ্রন্থ'। মানব জাতির উত্থান, মানবতার বিকাশ ও সমাজ সংস্কারে মহানবির কর্মময় জীবনচিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি একই সাথে গ্রন্থে' মহানবি (সা.) কে মানবজাতির আদর্শ হিসেবে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। লেখক উপস্থাপন করেছেন সত্যবাদী, সংগ্রামী, সাধক, বিশ্বসংস্কারক ও ব্যক্তিসমস্যা থেকে শুরু করে অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব সমস্যা সমাধানকারী মহানবিকে। রাসূলের জীবন ইতিহাস থেকে উপস্থাপন করেছেন শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, গরিব, দুর্বল ও সবলের সমন্বয়ে শান্তিময় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন প্রতিষ্ঠা করার প্রেরণা এবং বাস্তব শিক্ষা।

---

৫৭. 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারি রহ. (১৯৪ হি.-২৫৬ হি.) সমরকন্দে জন্ম গ্রহণ করেন। এক হাজারেরও বেশি সংখ্যক মুহাদ্দিস থেকে হাদিসের শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি জামি' সহিহ বুখারি শরিফ সর্বপ্রথম মক্কা মকাররমায় মসজিদে হারামে প্রণয়ন শুরু করেন এবং দীর্ঘ ষোল বছর সময়ে এ বিরাট বিশুদ্ধ গ্রন্থ'টি রচনা করেন। অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর স্মৃতি শক্তির অধিকারী ইমাম বুখারি এর নিকট হতে সরাসরি হাদিস শ্রবনকারী 'আলেমের সংখ্যা নব্বই হাজারেরও অধিক। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযি, ইমাম আবু হাতিম আর রাযি প্রমুখ। দ্র. এ.টি.এম. মুছলেহ্ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইফাবা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১৬, প্রথম ভাগ, পৃ. ৩৮৪

৫৮. বিশ্বকোষ হল জ্ঞান জগতের এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভাণ্ডার। ইংরেজি Enczclopaedia কে বাংলায় বিশ্বকোষ বলা হয়। এটি গ্রিক শব্দ Enkzklios (বৃত্তাকারে বা চক্রাকারে) paideia (শিক্ষা) হতে নির্গত। এর অর্থ বিদ্যা শিক্ষা চক্র বা পরিপূর্ণ জ্ঞান সংগ্রহ। 'আরবিতে বলা হয়-'দাইরাতুল মা'আরিফ' অথবা আল মাওসু'আ। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাত বিশ্বকোষ*(ঢাকা: ইফাবা, ২০০৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

নঈম সিদ্দিকী প্রণীত,আকরাম ফারুক অনূদিত ও আব্দুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত 'মানবতার বন্ধু রাসূলুল্লাহ্ (সা)' (১৯৯৮ খ্রি.)। উর্দু ভাষায় রচিত 'মুহ্সিনে ইন্সানিয়াত' নামক সিরাত গ্রন্থে'র অনুবাদ। লেখক রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর আগমনের উদ্দেশ্য, সমাজ গঠন পদ্ধতি, অনুপম সংস্কার কৌশল এবং এ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত বৈজ্ঞানিক কর্মসূচিসমূহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। ইসলামি সমাজ গড়ার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পর্যায়ক্রমিক চিত্র এবং এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কারণে গ্রন্থ'টি ইসলামি সমাজ বিনির্মাণে আগ্রহী মু'মিনগণের জন্য জীবন্ত উপদেশ হিসেবে যুগযুগ ধরে ভূমিকা রাখছে।

আব্দুল্লাহ আল মামুন আল আযহারী প্রণীত, ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদীত, লেখক, মাহমুদ কাল'আবী ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *প্রতিবন্ধী: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি (২০১৪ খ্রি. ও ১৪৩৫হি)*, বইতেইসলামের আলোকে প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও মযার্দা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে।[৫৯] কিন্তু অটিস্টিক শিশুদের অধিকার নিয়ে আলাদা ভাবে কোন আলোচনা করা হয়নি। প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিয়ে যা আলোচনা করেছেন তাতে কুর'আনের ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়নি। এবং বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান ও কুর'আনের আলোকে অধিকার প্রতিষ্ঠায় করণীয় বিষয় আলোচনা করা হয়নি।

রাজীব সেনগুপ্ত প্রণীত, পার্থশঙ্করবস নয়া উদ্যোগ ২০৬, বিধান সরণি কলকাতা-৭০০ ০০৬ কর্তৃক প্রকাশিত,'উত্তরণ' প্রথম সংস্করণ-২০০৯ বইটি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রিত। যেখানে হ্যান্ডবুক আকারে অটিজমের পরিচয় ও ধরন তুলে ধরেছেন। এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সমান সুযোগ,অধিকার সুরক্ষা ও পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫ আলোচনা করেছেন।[৬০] কিন্তু বৈজ্ঞানিক কোন তত্ত্ব ও অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কুর'আন ও হাদিসের কোনো তথ্য আলোচনা করা হয়নি।

অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অটিজম, আবদুর রউফ বকুল কথামেলা প্রকাশন, বইতে অটিস্টিক শিশুর অবস্থা ও অটিস্টিক শিশুর ক্ষেত্রে করণীয় এবং বাংলাদেশে অটিজম পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৬১]কিন্তু তাদের অধিকার নিয়ে কোন আলোচনা করেননি।

মুহাম্মদ নাজমুল হক ও মুহাম্মদ মাহবুব মোর্শেদ, *অটিজমের নীল জগত*, বিশ্ব সাহিত্য ভবন প্রকাশন, বইতে অটিজমের লক্ষণ,কারণ ও স্নায়ুকোষের এক্রন, ডেনড্রাইট এবং তা কিভাবে অপর স্নায়ুর সাথে যুক্ত হয় দেখিয়েছেন[৬২] এবং একটি স্নায়ুকোষ থেকে অপর স্নায়ুকোষে নিউরোট্রান্সমিটারের সঞ্চালন প্রক্রিয়া দেখিয়েছেন। এছাড়াও স্নায়বিক নেটওর্য়াক এর সঞ্চালন ও বিভাজন এবং মস্তিষ্কের আন্তঃযোগাযোগ,আন্তঃকৌষিক ক্রিয়া সম্পন্ন নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন।[৬৩]যার মাধ্যমে অটিজমে আক্রান্ত শিশুর পিতা মাতা উপকৃত হবে। কিন্তু অটিস্টিক শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি এই বইটিতে।

---

৫৯. আব্দুল্লাহ আল মামুন আল আযহারী প্রণীত, ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদীত, মাহমুদ কাল আ'আবী ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *প্রতিবন্ধী: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি* (২০১৪ খ্রি. ও ১৪৩৫ হি.), পৃ. ১৫

৬০. রাজীব সেনগুপ্ত, *উত্তরণ*, (কলকাতা: পার্থশঙ্কর বস নয়া উদ্যোগ পাবলিকেশন্স ২০৬, বিধান সরণি-৭০০ ০০৬, প্রথম সংস্করণ-২০০৯ খ্রি.) পৃ. ২০, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১৮

৬১. অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, *অটিজম*, আবদুর রউফ বকুল কথামেলা প্রকাশন,৩৮/৪, বাংলাবাজার(৩য় তলা),ঢাকা ১১০০ পৃ. ১৫৫

৬২. মুহাম্মদ নাজমুল হক ও মুহাম্মদ মাহবুব মোর্শেদ, *অটিজমের নীল জগত*, বিশ্ব সাহিত্য ভবন প্রকাশন,৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ পৃ. ৪৯

৬৩. প্রাগুপ্ত, পৃ.৫০

Dhaka University Institutional Repository

তাই উপরোক্ত পর্যালোচনায় বাংলাদেশেরপ্রেক্ষাপটেঅটিস্টিক শিশুর অতীতেরঅবস্থা ও বর্তমান সমস্যা এবং ভবিষ্যতে করণীয় বিষয় পর্যালোচনা করেবাংলাদেশসহ বিশ্বময় তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কুর'আন ও হাদিসের আলোকে করণীয় দিকগুলো উদঘাটনের মাধ্যমেইসলামের অবদানবিশ্বে তুলেধরাই আমার গবেষণার মূল লক্ষ্য।

১.৮ অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা

গবেষণার সুবিধার্থে 'অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও ইসলাম'শীর্ষক এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভকে ৬টি অধ্যায় এবং প্রত্যেকটি অধ্যায়কে কয়েকটি করে অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনার শিরোনাম এবং অনুচ্ছেদের বর্ণনা নিম্নরূপ:

প্রথম অধ্যায় : এ অধ্যায়ে মূলত গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণার অবতরণিকা এ অধ্যায়ে প্রস্তুত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। যার মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব,গবেষণার উৎসসমূহ, গবেষণার সময়কাল, গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পুস্তক পর্যলোচনা এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। সবশেষে অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনার ধারাবাহিক পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: এ অধ্যায়ে প্রতিবন্ধী, অটিজম ও অটিস্টিক শিশুর পরিচয় অর্থ ব্যাপকতা ও পার্থক্য, প্রকারভেদ, অটিজম,অটিস্টিক কি এবং কেন হয়,অটিস্টিক শিশুর বৈশিষ্ট্য ও ধরন এবং মানবীয় বিকাশে প্রতিবন্ধকতার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়:এ অধ্যায়ে অটিস্টিক শিশু অধিকার ও সামাজিক অবস্থান,সমাজে অটিস্টিক শিশু ও তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থান, সামাজিক অবহেলার শিকার, সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত এবং সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতূর্থ অধ্যায়:এ অধ্যায়ে প্রতিবন্ধিত্ব ও অটিজমে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি,ইসলামের প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুর অধিকার,ইসলামে অটিস্টিক শিশুর মানবাধিকার, অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম, ইসলামে প্রতিবন্ধী,অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও করণীয়,এবং ইসলামে অটিস্টিক শিশুর অবস্থাননিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: এ অধ্যায়ে আধুনিক বিশ্বে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের দৃষ্টিতে করণীয়, অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় পরিবারিক অবস্থানে ইসলাম,অটিস্টিক শিশুর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায়ইসলাম,অটিস্টিক শিশুর মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম, অটিস্টিক শিশুর সাস্থ্যগত পরিচর্যায় ইসলাম, অটিস্টিক শিশুর সুশিক্ষা নিশ্চিতকরণে ইসলাম এবং অটিস্টিক শিশুর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।এবং সর্বশেষ অনুচ্ছেদে গবেষণার অভিজ্ঞতা ও অর্জিত জ্ঞান বাংলাদেশের বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করে এর সারনির্যাস উপস্থাপন করা হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে কুর'আন ও হাদিসের মাধ্যমে বিধি-বিধান প্রবর্তন করে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কল্যাণময় কর্মসূচি সহজে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সুপারশিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভের শেষে উপসংহার হিসেবে সমগ্র অভিসন্দর্ভের সারনির্যাস সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। অটিস্টিক শিশুর অধিকারের বিভিন্ন বিষয় গভীরভাবে পর্যালোচনাকরে তার ভিত্তিতে এ অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করা হয়েছে সে বিষয়ে নিজের একান্ত অভিব্যক্তি প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। সবশেষে একটি প্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে যা, শিক্ষার্থী ও গবেষকবৃন্দসহ সাধারণ জনগণ ও আলিম সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়। এ অভিসন্দর্ভ থেকে বাংলাদেশের পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক,ধর্মীয় সাংস্কৃতিকও রাষ্ট্রীয়ভাবে জনসচেতনতাবৃদ্ধিতে কার্যক্রম প্রণয়ন এবং পরিচালনার মাধ্যমে মানুষের অনুভূতি জাগ্রত করেঅটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতি কিংবা কোন ব্যক্তি যদি সামান্যতম আন্তরিক সহযোগি হয় তাহলে গবেষকের কষ্টসাধ্য শ্রম সার্থক হবেএবং আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতিবন্ধী,অটিজম ও অটিস্টিক শিশুর পরিচয়

			পৃষ্ঠা
২.১		**প্রতিবন্ধী,অটিজম ও অটিস্টিক শিশুর সংজ্ঞার ব্যাপকতা**	১৮
	২.১.১	প্রতিবন্ধীর পরিচয়	১৮
	২.১.২	অটিজম ও অটিস্টিক এর সংজ্ঞা এবং পার্থক্য	১৯
	২.১.৩	প্রতিবন্ধী অর্থের ব্যাপকতা	২২
	২.১.৪	অটিস্টিক শিশু ও সাধারণ শিশুর পার্থক্য	২৩
	২.১.৫	আল্লাহতা'আলার বৈচিত্র্যময় মানব সৃষ্টির রহস্য	২৩
২.২		**অটিজম এর লক্ষণ ও কারণ বিশ্লেষণ**	২৫
	২.২.১	শিশু অটিস্টিক হওয়ার কারণ	২৫
	২.২.২	বংশানুক্রমিক কারণ	২৬
	২.২.৩	অটিস্টিক শিশুর রোগের প্রধান লক্ষণসমূহ	২৭
	২.২.৪	অটিস্টিক শিশুর রোগ নির্ণয়ের অভ্যন্তরীণ লক্ষণসমূহ	২৯
২.৩		**প্রতিবন্ধীর প্রকারভেদ (অঙ্গ আক্রান্ত হওয়ার ভিত্তিতে)**	৩২
	২.৩.১	শারীরিক প্রতিবন্ধী	৩২
	২.৩.২	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী	৩২
	২.৩.৩	শ্রবণ প্রতিবন্ধী	৩৩
	২.৩.৪	বাক প্রতিবন্ধী	৩৩
	২.৩.৫	বুদ্ধি প্রতিবন্ধী (অটিস্টিক)	৩৩
	২.৩.৬	বহুবিধ প্রতিবন্ধী (মাত্রা অনুযায়ী মৃদু,মাঝারি,তীব্র, চরম)	৩৪
২.৪		**অটিস্টিক শিশুর বৈশিষ্ট্য ও ধরণ**	৩৭
	২.৪.১	অটিস্টিক শিশুর স্বভাবগত ধরণ ও ভিন্নতার লক্ষণসমূহ	৩৭
	২.৪.২	অটিস্টিক শিশুর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য ও ধরণ	৩৮
	২.৪.৩	অটিস্টিক শিশুর পরবর্তী বা অর্জিত বৈশিষ্ট্য ও ধরণ	৪০
	২.৪.৪	অটিস্টিক শিশুর ধরণ অনুযায়ী চিকিৎসার পদক্ষেপ গ্রহণ	৪২
	২.৪.৫	অটিস্টিক শিশুর ধরণ অনুযায়ী শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ	৪৪
২.৫		**অটিজম, অটিস্টিক শিশুর মানবিকতা বিকাশে প্রতিবন্ধকতা**	৪৬
	২.৫.১	পারিবারিক আচরণগত প্রতিবন্ধকতা	৪৬
	২.৫.২	সামাজিক প্রতিবন্ধকতা	৪৭
	২.৫.৩	পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতা	৪৮
	২.৫.৪	অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা	৪৮
	২.৫.৫	সঠিক পরিচর্যা ও সচেতনতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা	৪৯
	২.৫.৬	অটিস্টিক শিশু পিত-মাতা ও সমাজের জন্য অভিশাপ নয়	৫০
	২.৫.৭	অটিস্টিক শিশুদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন আন্তরিক ভালবাসা	৫১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতিবন্ধী, অটিজম ও অটিস্টিক শিশুর পরিচয়

প্রতিবন্ধিত্বের একটি ধরন হল অটিজম যা মূলত বুদ্ধিভিত্তিক প্রতিবন্ধীকে বুঝায়। আর যেসকল শিশু এই অটিজম সমস্যা নিয়ে বা অটিজমে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে থাকে তাদের বলা হয় অটিস্টিক। আর অটিস্টিক শিশু হল আল্লাহ তা'আলার এক বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি। তিনি এ পৃথিবীতে অনেক প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। এবং তাদের পরিপূর্ণ জীবন ধারণের অধিকার, খাদ্য ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা করেছেন। কারণ মহান আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম হল "রাজ্জাক" যার অর্থ রিজিক দাতা, অর্থাৎ তিনি সকল প্রাণীর রিজিকের দ্বায়িত্ব নিয়েছেন।[১] তাই অটিজমে আক্রান্ত অটিস্টিক শিশুগণও আল্লাহ তা'আলার এক অনন্য সৃষ্টি। তাদের রয়েছে সুন্দর জীবন ধারনের অধিকার। তাদের অধিকার পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা হক্কুল্লাহ এর মধ্যে পড়ে বলে সকলের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হল আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। তার ফলশ্রুতিতে এ অধ্যায়ে, প্রতিবন্ধী, অটিজম ও অটিস্টিক শিশুর সংজ্ঞার অর্থ ব্যাপকতা, অটিস্টিক এর লক্ষণ ও কারণ বিশ্লেষণ, অটিস্টিক শিশুর রোগের প্রধান ও অভ্যন্তরীণ লক্ষণসমূহ, প্রকার, অটিস্টিক শিশুর বৈশিষ্ট্য ও ধরণ, অটিস্টিক শিশুর মানবিকতা বিকাশে প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। নিম্নে আলোচনা করা হল।

২.১ প্রতিবন্ধী, অটিজম ও অটিস্টিক শিশুর সংজ্ঞার ব্যাপকতা

২.১.১ প্রতিবন্ধীর পরিচয়

আভিধানিক অর্থে প্রতিবন্ধী হচ্ছে, দৈহিক শক্তির একান্ত অভাব বা অঙ্গহানি হেতু যারা শৈশব বাধাপ্রাপ্ত, মূক-বধির, অন্ধ, খঞ্জ ইত্যাদি।[২] পারিভাষিক অর্থে প্রতিবন্ধী হচ্ছে, দেহের কোন অংশ বা তন্ত্র আংশিক বা সম্পূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী বা চিরস্থায়ীভাবে তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলা।[৩]

আরবি ভাষায় প্রতিবন্ধী বোঝাতে (المعقول ও المعاق / মু'আওয়াকুন ও আল-মু'আক) শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়। যা (ق و ع আউকুন) হতে উৎকলিত। উভয় শব্দের 'মাদ্দহ' বা মূল অক্ষর হল (ق-و-ع / কাফ, ওয়াউ ও আইন) 'মাদ্দাহ' থেকে مفعول اسم হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে উভয়ের باب ভিন্ন। অর্থ প্রতিবন্ধকতা। যেমন-

---

১. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً আর তাকে রিযক দিবেন (এমন উৎস) থেকে যা সে ধারণাও করতে পারে না। যে কেউ আল্লাহর উপর ভরসা করে, তবে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ নিজের কাজ সম্পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য করেছেন একটা সুনির্দিষ্ট মাত্রা। আল-কুর'আন, ৬৫ : ০৩। وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّازِقِ আর আল্লাহ্ সর্বেশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। আল-কুর'আন, ৬২ : ১১

২. *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : ডিসেম্বর ২০০০ পৃ. ৩৮২

৩. সিরাজুল ইসলাম,*বাংলাপিডিয়া*, বাংলাপিডিয়া ট্রাস্ট, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১ জানুয়ারী,২০০৩,ভিজিট, ১১/০৩/২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

(المعوق) মু'আওয়াকুন শব্দটি (আ'ম) অর্থাৎ যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতাকে বোঝায়।[৪] আর (المعاق) আল-মু'আক শব্দটি (খাস) অর্থাৎ শুধু শারীরিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীকে বোঝায়। পরিভাষায় উভয় শব্দই প্রতিবন্ধী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

'المعاق هوالذي أصابه نقص أو قصور عن الإنسان السوي في بدنه أو عقله'

عريف أنواع كثيرة كمن فقد بصره أو سمعه أوبعضا من ذالك أو فقد ويدخل تحت هذا الت القدرة على تحريك طرف من أطرافه أو أكثر،وكذلك من فقد جزعا من عقله يجعله دون الإنسان السوي ، ويقال ان نحوا من عشرة في المائة من البشر يعانون نوعا من الأنواع الإعاقة-

অর্থাৎ এ সংজ্ঞায় বহু শ্রেণীর প্রতিবন্ধীকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন: যে আংশিক বা পুরোপুরি দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি হারিয়েছে, যার এক বা একাধিক অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত, যার বোধ ও বুদ্ধি আংশিক বা পুরোপুরি লোপ পেয়েছে এবং সে স্বাভাবিক মানুষের মতো নয়।[৫] অন্যভাবে বলা যায় প্রতিবন্ধী হল দেহের কোন অংশ বা তন্ত্র যদি আংশিক বা সম্পূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী বা চিরস্থায়ীভাবে তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারায় সে অবস্থাটিকেই বোঝায়।

প্রতিবন্ধীর পরিচয় তুলে ধরে Oxford dictionary তে বলা হয়েছেঃ

A physical or mental condition that means you cannot use a part of your body completely or easily, or that you cannot learn easily a physical/mental disability people with severe learning disabilities synonyms at illness.[৬]

২.১.২ অটিজম ও অটিস্টিক এর সংজ্ঞাগত পার্থক্য

অটিজম এর সংজ্ঞা

'অটিজম' এর শাব্দিক অর্থঃ অটিজম (Autism) শব্দটি এসেছে Autos=Self' এবং 'Ismos = Condition' থেকে। শাব্দিক অর্থ করলে দাঁড়ায় 'অটিজম=নিজস্ব জগত'। পারিভাষিক অর্থে ঃ প্রতিবন্ধীর একটি ধরণ হল অটিজম। 'আর অটিজম কোন বংশগত রোগ নয়, এটা স্নায়ুগত বা মানসিক সমস্যা। এ সমস্যাকে ইংরেজিতে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার বলে।'[৭] সাধারণভাবে শিশুর মনোবিকাশগত জটিলতা হিসেবে অটিজমকে চিহ্নিত করা হয় এবং সাধারণদের চেয়ে একটু ব্যতিক্রমভাবে নিজেকে প্রকাশ করে থাকে।[৮] এটি নিউরোলজিক্যাল বা স্নায়ুবিক সমস্যা, যা মস্তিষ্কের বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে। যার কারণে শিশু নিজের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকে তখন অন্যদের সাথে যোগাযোগে, সামাজিকতায়, কথা বলতে বা বুঝতে ও নতুন জিনিস শিখতে এবং সমাজে চলতে কঠিন সমস্যার

৪. ইবনে মানজুর, লিসানুল আরব, (খ. ৯ম, ৩য় সংস্করণ), বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা. বি. পৃ. ৪৭৬
৫. আল মুশাওয়াক ফি আহকামিল মুআওয়াক, খ. ১, পৃ. ১, মাকতাবায়ে শামেলা, ভার্সান ৩.৬১
৬. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/americanenglish/disability, visitedon, 15/03/2017
৭. হোয়াইট সোয়ান ফাউন্ডেশন, অটিজম কী?, ০১ সেপ্টেম্বর,২০১৫, https://bengali.whiteswanfoundation.org/disorder. ভিজিট, ১৫/০৩/২০১৭
৮. Uta Frith, Autsim; *Expanding the Enigma,* USA: Blackwell Publishing, 2003, p. 1

Dhaka University Institutional Repository

সম্মুখীন হয় বলে অটিজমকে স্পেকট্রাম ডিস্অর্ডার বলা হয়।[৯] 'এই ধরনের শিশুরা নিজেদের মধ্যে মগ্ন থাকে অর্থাৎ অমগ্নতা বা অটিজম।'[১০] আর অটিজমে আক্রান্ত শিশুকে অটিস্টিক বলে।

অটিজমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে বলা হয়েছে:

> Autism is a behaviourally defined disorder, characterised byqualitative impair-ments in social commu-nication, social interaction, and social imagination, with a restricted range of interests and often stereotyped repetitive behaviours and mannerism.[১১]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে:

> Disability defines as an umbrella term for impairments, activity limitations, and participation restrictions. Disability refers to the negative aspects of the interaction between individuals with a health condition (such as cerebral palsy, Down syndrome, depression) and personal and environmental factors (such as negative attitudes, inaccessible transpor-tation and public buildings, and limited social supports) [১২]

অটিজমের লক্ষণ : অটিজমের লক্ষণগুলো শৈশবে তিন বছর থেকে প্রকাশ পেয়ে থাকে। অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা সামাজিক আচরণে অধিক দুর্বল ও পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অক্ষম হয়। মানসিক সীমাবদ্ধতা [১৩] ও একই কাজ বারবার করার প্রবণতা তাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এই রোগে আক্রান্ত শিশু কারো সাথেই মিশতে চায় না। হোক সে সমবয়সী বা বেশি বয়সী কিংবা অন্য যে কোনো বয়সী, কারো সাথে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সর্বক্ষেত্রে অক্ষম হয়। তাদেরকে নাম ধরে ডাকলেও তেমন সাড়া দেয় না, বরং আকার ও ইঙ্গিতে কথা বলতে পছন্দ করে। তারা কারো চোখের দিকে তাকানো পছন্দ করে না। বরং আপন মনে থাকতে বেশি পছন্দ করে ও নিজের ইচ্ছা মত চলাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যখন যা করতে ইচ্ছা হয় তা করতে না পারলে বা করতে দেয়া না হলে ভীষণ রকম বিরক্ত, তাদের কাজে বাধা প্রদান করলে এদের খিটখিটে ভাব হয়ে থাকে। নিজের ব্যবহারের জিনিস বা খেলনা কারো সাথে শেয়ার করাকে অপছন্দ করে। প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ কম থাকে। ছোট ছোট বস্তুর প্রতি আগ্রহ বেশি। এবং কারো দিকে তাকিয়ে হাসা বা কেউ তাদের আদর করা ততটা পছন্দ করে না। সাধারণভাবে তাদের কেউ কাছে বসে ডাকলে সাড়া না দিয়ে ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত থাকে ও একই কাজ বারবার করতে পছন্দ করে। অতএব, এ লক্ষণগুলো কোন শিশুর মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে পাওয়া গেলে বা প্রতীয়মান হলে তাকে অটিজম শিশু হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

অর্থাৎ বয়স, লিঙ্গ, জাতি, সংস্কৃতি বা সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী যার দ্বারা যে কাজগুলো করতে পারে প্রতিবন্ধকতার কারণে সে কাজগুলো প্রাত্যহিক জীবনে করতে না পারার অবস্থাটাই হল প্রতিবন্ধীতা (disability)। আর যারা এ প্রতিবন্ধীতায় আক্রান্ত হয় তাদের প্রতিবন্ধী বলে।

ইবনে মানজুর লিসানুল আরব গ্রন্থে প্রতিবন্ধীর পরিচয় তুলে ধরে বলেছেন:

---

৯. Victoria Stopford, *Understand Disability*, UK: Edward Arnold, 1988, p. 80

১০. রাজীব সেনগুপ্ত,উত্তরণ, (কলকাতা: পার্থশঙ্কর বস নয়া উদ্যোগ পাবলিকেশন্স ২০৬,বিধান সরণি-৭০০ ০০৬, প্রথম সংস্করণ-২০০৯খ্রি.)পৃ.২০

১১. Gillian Baird et al, "Diagnosis Of Autism", in *the British Medical Journal*, Vol. 327, No. 7413 (Aug, 2003), p. 488

১২ Sally Hartley et al.(Eds.), *Summary of World Report on Disability*, Geneva: WH & World Bank, 2011,p. 7

১৩. মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, *স্মৃতি ভ্রংশ বা ডিমেনশিয়া হলে মানুষের দৈনন্দিন কার্যকরণের ক্রমাবনতি ঘটে*, http://hbd-online.org/category.php?cid=47#, visited on- 25/03/2017

১৪. ডা. নাফিসুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পা.), *একীভূত শিক্ষার ধারণা ও নির্দেশিকা*, ঢাকা: জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম, ২০০৯, পৃ. ১০১

Dhaka University Institutional Repository

অটিজম দিবসের একটি জরিপ : প্রতিবছর বাংলাদেশে ২ এপ্রিল, বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত হয়। এ দিবসের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে অটিজমের অবস্থান তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশসহ বিশ্বে বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থা কাজ করে থাকে। ২০০৮ সাল থেকে বাংলাদেশে এই দিবসটি রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হয়ে আসছে। ২০১১ সালের ২৫ জুলাই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে বিশ্বের অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে একটি ফলপ্রসূ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[১৫] যার প্রধান হলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ, তিনি এ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে দেশে অটিজম সচেতনতামূলক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় দেশে অটিজম সচেতনতা ও জাগরণ তৈরি হয়। তিনি বৈশ্বিক অটিজম কর্মসূচিতে নেতৃত্বদানকারী মার্কিন সংস্থা 'অটিজম স্পিকসে'র অন্যতম একজন সদস্য। আর অটিজমে আক্রান্ত শিশু পৃথিবীর সব দেশে এবং সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবপরিবারেই কম বেশি দেখা যায়। তবে অটিজমের বিস্তারের হার কত এ নিয়ে বিশ্লেষকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে অটিজম নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে কোনো জরিপ না হলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য সংস্থার এক জরিপে দেখা যায়, কেবল ঢাকা বিভাগের শিশুদের মধ্যে অটিজমের হার প্রায় শূন্য দশমিক ৮৪ শতাংশ। এর প্রধান কারণ হল কিছু জরিপে শুধুমাত্র তীব্র মাত্রায় অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের বিবেচনা করা হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তীব্র মাত্রায় অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের হার কম পাওয়া যায়। আর অন্য জরিপগুলোতে শধুমাত্র মৃদু মাত্রায় অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের বিবেচনা করা হয়। ফলে মৃদু মাত্রায় আক্রান্তের হার বেশি আসে।[১৬] আমেরিকান সাইকিয়াট্রিস্ট লিওক্যানার ১৯৪৩ সালে প্রথম অটিজম আবিষ্কার করেন। তার এক তথ্য মতে, বাংলাদেশে প্রতি ৫০০ জনে একজন অটিস্টিক শিশু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতি হাজারে ২-৪ জন অটিজমে আক্রান্ত। আর ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টা ভিত্তিক সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল (সিডিসি) এর জরিপ মতে ৩ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে প্রতি হাজারে ৩.৪ জন শিশু অটিজমে আক্রান্ত। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যের মেডিকেল রির্সাচ কাউন্সিল ২০০১ সালে ৮ বছর বয়সী অটিজম শিশুদের মধ্যে একটি জরিপের পর্যালোচনা প্রকাশ করে। যাতে দেখা যায় প্রতি হাজারে ১-৩ জনের তীব্র মাত্রার অটিজম রয়েছে। এবং প্রতি হাজারে ৬ জন শিশুর মধ্যে মৃদু মাত্রার অটিজম রয়েছে। যাতে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের আক্রান্তের হার ১ : ৪। তবে অটিজমে আক্রান্ত ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে এই রোগের তীব্রতা বেশি থাকে। অটিজমে আক্রান্ত মেয়েদের মধ্যে নিম্ন বুদ্ধিমত্তা ছেলেদের তুলনায় বেশি দেখা যায়। এছাড়াও অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের তথ্য লাভের জন্য পৃথিবীতে বেশ কিছু উৎস রয়েছে যা তুলনামূলক ভাবে অন্যান্য উৎসের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। এদের মধ্যে- ১.বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ২.জাতিসংঘের কমিটি অন দ্যা রাইট অব পারসন উইথ ডিসিআবিলিটি। ৩.বাংলাদেশ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন। ৪. ব্রিটিশ ন্যাশনাল অটিস্টিক সোসাইটি সেন্টার ফর অটিজম। ৫. যুক্তরাজ্যের সরকারি তথ্য। ৬. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অ্যাক্যশন এইড বাংলাদেশ অন্যতম।

অটিস্টিক এর সংজ্ঞা

অটিজমে আক্রান্ত শিশুকে অটিস্টিক বলা হয়। বা যে শিশু এ রোগ বা সমস্যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তাকে অটিস্টিক শিশু বলে। অটিস্টিক শিশুদেরকে কোন কোন বিশ্লেষকগণ মানসিক বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বলে

১৫. প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা নির্ধারনে সরকারের সাম্প্রতিক জরিপে মাত্র মোট জনসংখ্যার ১.৫ শতাংশ প্রতিবন্ধী বলে দাবি করা হয়। (Govt. Bulletin, General Economic's Division, Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, *NSSS of Bangladesh*, July 2015, p. 20)

১৬. https://aponfoundationbd.com/issue/অটিজম/, visited on- 28/03/2017

Dhaka University Institutional Repository

আখ্যায়িত করেছেন।[১৭] তাদের মতে অটিস্টিক শিশু কখনো কখনো কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অত্যন্ত পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে তারা অনেক জ্ঞানী হয়। তবে সাধারণ শিশুর মত এদের জ্ঞান সব দিকে সমান হয় না। এদের কারো থাকে গণিতে, কারো বিজ্ঞানে, কারো ছবি আঁকাতে, এবং কারো মুখস্ত বিদ্যার উপর অসাধারণ জ্ঞান থাকে। আর এজন্য কোন অটিস্টিক শিশুকে ঠিক মত পরিচর্যা করলে সেও হতে পারে একজন বিজ্ঞানী। কারণ অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন অটিস্টিক। বিশেষজ্ঞদের ধারণা মতে মহা বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ও আইজ্যাক নিউটন অটিস্টিক ছিলেন। আর বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যেখানে নিউটনের অবদান নেই। আমাদের সমাজে অনেক শিশুকে দেখা যায়, যারা নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে থাকে ও অস্বাভাবিক আচরণ করে। সামান্য সহযোগিতার মাধ্যমে তাকে বেড়ে উঠায় সাহায্য করলে সেও হতে পারে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। ব্যাপকভাবে অটিস্টিক সর্ম্পকে জানা যায়, দর্শকপ্রিয় চলচ্চিত্র 'রেইন ম্যান' থেকে। যেখানে বিশ্বখ্যাত অভিনেতা ডাস্টিন হফম্যান একজন অটিস্টিক শিশুর চরিত্রে রূপায়ণ করেন। তিনি একজন অটিস্টিক মানুষের বিভিন্ন লক্ষণগুলো নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যারা চলচ্চিত্রটি দেখবে তারা অটিজম সম্পর্কে অনেক ধারণা পাবে। আর এ ধরণের লক্ষণগুলো যার ভিতরে পাওয়া যাবে তাকে বলা হয় অটিজম। অটিজম এক ধরণের রোগ যা ব্রেনের ৭ নম্বর ক্রোমজমের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে-মানসিক সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে দৈনিক কর্মক্ষমতা ব্যাহত হয়।[১৮] আর যে শিশু এ রোগে আক্রান্ত হয় তাকে অটিস্টিক শিশু বলে। আর তাদের মধ্যে প্রধান তিনটি সমস্যা (মৌখিক ও অমৌখিক যোগাযোগে অক্ষমতা, সামাজিক আচরণে অক্ষমতা ও পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণে অক্ষমতা) পাওয়া গেলে অটিস্টিক হিসেবে বিবেচনা করা যাবে।

২.১.৩ প্রতিবন্ধী অর্থের ব্যাপকতা

প্রতিবন্ধী শব্দটির অর্থ ব্যাপক, সাধারণত আভিধানিক অর্থে প্রতিবন্ধী হচ্ছে, দৈহিক শক্তির একান্ত অভাব বা অঙ্গহানি হেতু যারা শৈশবে বাধাপ্রাপ্ত, মূক-বধির, অন্ধ, খঞ্জ ইত্যাদি। আর ব্যাপক অর্থে প্রতিবন্ধী হচ্ছে-"বয়স, লিঙ্গ, জাতি, সংস্কৃতি বা সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী আর দশজন যে কাজগুলো করতে পারে প্রতিবন্ধীতার কারণে সে কাজগুলো প্রাত্যাহিক জীবনে করতে পারে না (disability)।" আর এ প্রতিবন্ধীতার বিভিন্ন ধরণ হতে পারে,তন্মধ্যে প্রধানত দুটি হল- ক) প্রাথমিক প্রতিবন্ধীতা; খ) পরবর্তী বা অর্জিত প্রতিবন্ধীতা। প্রাথমিক প্রতিবন্ধীতা হল, বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীত্ব নিয়ে জম্ম গ্রহণ করলে তাকে প্রাথমিক প্রতিবন্ধীতা বলা হয়। যেমন-কোন অঙ্গ আক্রান্ত হয়েছে তার ভিত্তিতে, শারীরিক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, বাক প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও বহুবিধ প্রতিবন্ধী, (মাত্রা অনুযায়ী, মৃদু, মাঝারি, তীব্র ও চরম) ইত্যাদি। আর পরবর্তী বা অর্জিত প্রতিবন্ধীতা হল, জম্মের পরে বিভিন্ন দূর্ঘটনার কারণে প্রতিবন্ধিত্ব করলে তাকে পরবর্তী বা অর্জিত প্রতিবন্ধীতা বলা হয়। যেমন-অন্ধ, খঞ্জ ও বধির ইত্যাদি। তাছাড়াও প্রতিবন্ধীদের সর্ম্পকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩-এ বলা হয়েছে, "যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী বলা যায়।"[১৯]'জাতিসংঘের সিআরপিডি (CRPD) ২০০৬' এর ধারা-১ এ বলা হয়েছে, "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ হলেন তারা যাদের দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত বা ইন্দ্রিয়গত অসুবিধা রয়েছে, যা নানা প্রতিবন্ধকতার সাথে মিলেমিশে সমাজে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তাদের পূর্ণ ও কার্যকর

---

১৭. আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলি আল জুরজানি, *আত-তা'রিফাত*, বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৫ হি., পৃ. ২৬১

১৮. মূল্যবোধ অর্থ-মানবিক বিধি ও আচরণগত রীতি-নীতি। *ইসলামে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ*, ড.মোঃ ইব্রাহীম খলিল। প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর-২০১৩। প্রকাশক-আলোর ভুবন, ১২ বাংলাবাজার (শিকদার ম্যানসন), ঢাকা-১০০০,পৃ. ১৫

১৯. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৮৭৭৬

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণে বিঘ্ন ঘটায়।"[২০] তবে অনেক অটিস্টিক শিশু দেখা, শোনা, গন্ধ, স্বাদ অথবা স্পর্শের প্রতি অতি সংবেদনশীল অথবা প্রতিক্রিয়াহীন হয়ে থাকে। তারা প্রখর দৃষ্টিশক্তি ও উন্নত স্মৃতি এবং বিশেষ ক্ষমতা ও গুণাবলী সম্পন্ন হয়ে থাকে। নিয়ম মাফিক এবং গুছিয়ে কাজকর্ম করার অভ্যাস থাকে। খুব সহজেই কঠিন জিনিস বুঝতে ও পছন্দের বিষয়ে সেরা হয়ে থাকে। মোট কথা বলা যায়- প্রতিবন্ধী শব্দটির অর্থ ব্যাপক, যা উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সহজে উপলব্ধি করা যায়।

২.১.৪ অটিস্টিক শিশু ও সাধারণ শিশুর পার্থক্য

অটিজমে আক্রান্ত শিশুকে অটিস্টিক বলা হয় বা যে শিশু এ রোগ বা সমস্যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তাকে অটিস্টিক শিশু বলে। অটিস্টিক শিশুদেরকে কোন কোন বিশ্লেষকগণ মানসিক বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের মতে অটিস্টিক শিশু কখনো কখনো কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অত্যন্ত পারদর্শীতা প্রদর্শন করতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে তারা অনেক জ্ঞানী হয়। তবে সাধারণ শিশুর মত এদের জ্ঞান সব দিকে সমান হয় না। এদের কারো থাকে গণিতে, কারো বিজ্ঞানে, কারো ছবি আঁকাতে, এবং কারো মুখস্ত বিদ্যার উপর অসাধারণ জ্ঞান থাকে। আর এজন্য কোন অটিস্টিক শিশুকে ঠিক মত পরিচর্যা করলে সেও হতে পারে একজন বিজ্ঞানী। আমাদের সমাজে অনেক শিশুকে দেখা যায়, যারা নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে থাকে ও অস্বাভাবিক আচরণ করে। যার কারণে তাদের মধ্যে প্রধান তিনটি সমস্যা (মৌখিক ও অমৌখিক যোগাযোগে অক্ষমতা, সামাজিক আচরণে অক্ষমতা ও পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণে অক্ষমতা) পাওয়া যাবে তাকে বলা হয় অটিজম। আর যে শিশু এ রোগে আক্রান্ত হয় তাকে অটিস্টিক শিশু বলে।

সাধারণ শিশুর পরিচয় ঃ অটিজমে আক্রান্ত অটিস্টিক শিশুর লক্ষণগুলো হতে যে সকল শিশু সম্পূর্ণভাবে মুক্ত তাকে সাধারণ বা স্বাভাবিক শিশু বলে। অর্থাৎ- মৌখিক ও অমৌখিক যোগাযোগে অক্ষমতা থাকে না। সামাজিক আচরণে অক্ষমতা থাকে না। পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণে অক্ষমতা থাকেনা। তাদেরকে সাধারণ বা স্বাভাবিক শিশু বলে।

২.১.৫ আল্লাহ তা'আলার বৈচিত্র্যময় মানব সৃষ্টির রহস্য

মহান আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা এবং একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বজাহানের মালিক। তিনি ভাল-মন্দেরও সৃষ্টিকর্তা।[২১] তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান একক ইলাহ। তিনি এ পৃথিবীকে বিভিন্ন সৌন্দর্যে ও বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। অসংখ্য তারকা রাজি দ্বারা আসমানকে করেছেন সুশোভিত।[২২]

---

২০. গোবিন্দ বর ও অন্যান্য সম্পাদিত, "*জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ এবং ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান-২০০৬*"-এর বাংলা অনুবাদ। ["জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ এবং ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান-২০০৬"-এর মূল বাংলা অনুবাদটি করেছে যৌথভাবে এ্যাকশন অন ডিজ্যাবিলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এডিডি), এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম (এনএফওডব্লিউডি), জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা (এনজিডিও), প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ ও ডিজএ্যাবিলিটি বাংলাদেশ।], মে ২০০৮। ধারা-১, পৃ. ৪

২১. فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন। আল-কুর'আন, ৮৫ :১৬

২২. وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ আর অবশ্যই আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। আল-কুর'আন, ৬৭ : ০৫

পাই। তারা হলেন প্রতিবন্ধী। আর প্রতিবন্ধীর একটি ধরণ হলো অটিজম। যারা এ সমস্যায় আক্রান্ত তারা হলো অটিস্টিক। অনেকে এর দোষটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাকে দেয়, অথচ তিনি পুত-পবিত্র ও দোষমুক্ত, আবার অনেকে সেই সৃষ্টিকেই (অটিস্টিক) দোষারোপ করেন। এর পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ও রহস্য মহান। সেটা একমাত্র তিনিই জানেন। তবে কুর'আন ও হাদিসের মাধ্যমে এই সৃষ্টি রহস্যের কিছু কারণ ধারণা করা যায়। তা হল-বান্দা যেন তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারে, যে তিনি সব বিষয়ে ক্ষমতাবান। তিনি যেমন স্বাভাবিক সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি[২৩] করতে সক্ষম, তেমন তিনি এর বিপরীতে অস্বাভাবিক আকৃতিতেও সৃষ্টি করতে সক্ষম।[২৪] তিনিই মাতৃগর্ভে যেমন ইচ্ছা আকৃতি দান করেন।[২৫] আল্লাহ যাকে এই আপদ (অটিস্টিক) থেকে নিরাপদে রেখেছেন, সে যেন নিজের প্রতি আল্লাহতা'আলার দয়া ও অনুকম্পাকে স্মরণ করে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মাধ্যমে তাকে ভয় করে। এবং আল্লাহতা'আলাকে একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক ও বিচার দিনের একমাত্র বিচারক হিসেবে ভয় করে তার আনুগত্য স্বীকার করার মাধ্যমে তার ইবাদত করে। কারণ আল্লাহতা'আলা চাইলে তার ক্ষেত্রেও সেই রকম করতে পারতেন। আল্লাহতা'আলার কাছে সবাই সমান, আর তাক্বওয়াই হচ্ছে মানুষের মর্যাদার মানদণ্ড। এই তাক্বওয়ার মাপ-কাঠির মাধ্যমে ইসলাম অটিস্টিক ও সাধারণ মানুষের মাঝে ভেদাভেদ দূরীভূত করে উভয়কে সমমর্যাদা দান করেছে।[২৬] আর অটিস্টিককে আল্লাহতা'আলা এই বিপদের বিনিময়ে তাঁর সন্তুষ্টি, দয়া, ক্ষমা এবং জান্নাত দিতে চান। রাসূল (সা.) বলেন,(আল্লাহতা'আলা বলেছেন) আমি যার দুই প্রিয়কে (দুই চোখকে) নিয়ে নিই, অতঃপর সে ধৈর্য ধরে ও নেকির আশা করে, তাহলে আমি তার জন্য এর বিনিময়ে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হইনা।[২৭] এ থেকে সু স্পষ্ট হয় যে, ইসলামের বিধানে অটিস্টিকদের জন্য রয়েছে সহজতা ও সহনশীলতা। আর এমন অটিস্টিক, যে ইসলামের বিধান পালনে একেবারে অক্ষম (পাগল ও জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি) তার উপর ইসলাম কোন বিধান জরূরী করে না। আর আংশিক অটিস্টিক ব্যক্তি যতটুকু পালন করতে সক্ষম তার প্রতি ততটুকুই পালনের আদেশ দেয়। এইভাবে অন্যান্য সকল বিধান পালনে ইসলামে রয়েছে তাদের জন্য সহজতা। কেননা আল্লাহতা'আলা বান্দার জন্য সকল বিষয় সহজ করেছেন, কোন বিষয় কঠিন করেননি।[২৮]

২৩. لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَانَ فِيۤ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে। আল কুর'আন, ৯৫ : ২৬

২৪. لِّلَّهِ ما فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِى ٱلأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيۤ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ আল্লাহ্‌র জন্যই যা আছে আসমানসমূহে ও যা আছে যমীনে। তোমাদের মনে যা আছে তা যদি তোমরা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ সেগুলোর হিসেব তোমাদের কাছ থেকে নিবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দিবেন। আর আল্লাহ সর্বকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল-কুর'আন, ২ : ২৮৪

এ পৃথিবীতে অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে, আর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল মানুষ। তিনি মানুষকে সুন্দর আকৃতি ও বৈচিত্র্যময় করে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। যার মধ্যে সাদা কালো, লম্বা, বেটে, চিকন, মোটা, রং, বর্ণ, ভাষা, সৌন্দর্য্য, সুস্থতা, অসুস্থতা ও বংশগত মর্যাদাসহ বিভিন্ন পার্থক্য রয়েছে। তার সৃষ্টিকুলের মধ্যে কিছু সৃষ্টিকে আমরা অনেক সময় অস্বাভাবিক ও বিকৃত দেখতে

২৫. هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই; (তিনি) প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল কুর'আন, ০৩ : ০৬

২৬. يَاأَيها النَّاسُ إنا خلقناكم من ذكرٍ و أنثى و جعلناكم شعوباً وّ قبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم হে মানুষ ! তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী, জাতি ও উপদলে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের মধ্যে খোদাভীতিতে যে সবচেয়ে উত্তম সেই সর্বাত্তম।' আল কুর'আন, ৪৯ : ১৩

২৭. প্রাগুপ্ত, *তিরমিজি* ১৯৫৯

২৮. لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ আল্লাহ্ কারও উপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত। সে ভাল যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই, আর মন্দ যা কামাই করে তার প্রতিফল তার উপরই বর্তায়। 'হে আমাদের রব! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের উপর তেমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না। হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না যার সামর্থ আমাদের নেই। আর আপনি আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব, কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। আল কুর'আন, ০২ : ২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

আমলের মাধ্যমে বেশি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম। তাই অটিস্টিক ব্যক্তি তাঁর দেহের সচল অঙ্গগুলোকে কাজে লাগিয়ে নিজের উপর নির্ভর করে পরিবারে ও সমাজ জীবন চলার-মান সহজ করার মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে সম্মান ও শান্তিলাভ এবং পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা-ই একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এজন্য যখন কোন সুস্থ মানুষ অটিস্টিক শিশু বা ব্যক্তিকে উপহাস করে তখন সে দারুণভাবে মর্মাহত হয় ও কষ্ট পায়। তাই ইসলাম একে অপরকে উপহাস করা নিষেধ করেছে।[২৯] কেননা অটিস্টিকদেরকে উপহাস করার মাধ্যমে মূলত আল্লাহ তা'আলাকে উপহাস করা হয়। এ থেকে বলা যায় যে, ইসলামের মাধ্যমেই অটিস্টিকগণ সর্বোচ্চ সম্মান ও অধিকার লাভ করেছে। অতএব, অটিস্টিক শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর এ বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির প্রতি চিন্তা ও গবেষণা[৩০] করার মাধ্যমে তার একক ক্ষমতাকে উপলব্ধি ও অনুধাবন করে বান্দার প্রতি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহকে স্বীকার করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে তার অনুগত বান্দা হিসেবে দুনিয়াতে সফলতা অর্জন ও পরকালে নাজাত লাভ করা যেন হয় সকল মানুষের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহতা'আলা আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন। আমীন।

২.২ অটিজম এর লক্ষণ ও কারণ বিশ্লেষণ

২.২.১ শিশু অটিস্টিক হওয়ার কারণ

অটিস্টিক শিশু হওয়ার কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, যে শিশুর মস্তিস্ক বিকাশের ক্ষেত্রে ব্রেনের অস্বাভাবিক রাসায়নিক কার্যকলাপের বৃদ্ধি কিংবা ব্রেনের কিছু অস্বাভাবিক গঠন প্রতিবন্ধকতা দায়ী।[৩১] তবে বেশীর ভাগ প্রতিবন্ধতার কারণ মানুষের অজানা। এর কারণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। কিন্তু যেগুলো কারণ হিসাবে বিশেষজ্ঞগণ বিবেচনা করে, সেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- ১.জন্ম-সম্পর্কিত বা জন্মের পূবের্র কারণ ; ২. জন্মের সময়ের কারণ এবং ৩.জন্মের পরের কারণসমূহ।

অত:এব,

জন্ম-সম্পর্কিত বা জন্মের পূর্বে যে সকল কারণে শিশু অটিস্টিক হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে। তা-হল

অটিস্টিক ব্যক্তি সাধ্যনুযায়ী ততটুকু বিধান পালন করবে, যতঠুকু পালন করতে সক্ষম। কেননা তারা কম

মায়ের বয়স যদি ১৬ বছরের নিচে অথবা ৩০ বছরের উপরে হয়। গর্ভাবস্থায় মায়ের যদি পুষ্টির অভাব থাকে। গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসের মধ্যে মা যদি কোন কারণে কোন প্রকার অধিক পরিমাণে কড়া ঔষধ বা কীটনাশক, রাসায়নিক দ্রব্য, রশ্মি, বিষক্রিয়া গ্রহণ করেন। সন্তান গর্ভে থাকা কালীন বা গর্ভাবস্থায় যদি মায়ের বিশেষ হাম হয়। যা সাধারণত প্রভাব বিস্তার করে থাকে ইন্দ্রিয়স্থান বা (শ্রবণ এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে) মস্তিস্কের সেরিব্রাল পালসিতে। এবং মানসিক প্রতিবন্ধীত্বের ক্ষেত্রে অথবা শরীরের অভ্যন্তরের বাহুতেও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। গর্ভধারণকারী মা যদি হৃদরোগে আক্রান্ত থাকে ও ডায়াবেটিস সংক্রান্ত জটিলতা থাকে। এছাড়া সন্তান গর্ভেধারণকারী মায়ের যদি বিভিন্ন খারাপ

---

২৯. يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوۤاْ أَنفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُواْ بِٱلأَلْقَابِ بِئْسَ ٱلاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ 'হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাস কারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাস কারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।' *আল কুর'আন*, ৪৯ : ১১।

৩০. ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ رَبَّنَآ مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে, আর বলে, 'হে আমাদের রব! আপনি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি, আপনি অত্যন্ত পবিত্র, অতএব আপনি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। আল কুর'আন,০৩:১৯১ ।

৩১. ডাঃ রওনাক হাফিজ, অটিজমের চিকিৎসা, প্রথম আলো, ভিজিট, ০২/০৪/২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

নেশাজাতীয় দ্রব্য (মদ পান, ধূমপান,তামাক ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক) গ্রহণে অভস্ত্য থাকে তাহলে নবজাতক সন্তান অটিস্টিক হয়ে জন্ম নিতে পারে।

আর জন্মের সময়ে যে সকল কারণে শিশু অটিস্টিক হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে: তা-হল অপরিপক্বতা, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সন্তান জন্ম লাভ করা। প্রসবের সময় অব্যবস্থাপনা থাকা ও অপ্রশিক্ষণকৃত কোন কর্মীর দ্বারা প্রসবের কাজ করা। প্রসবকালীন সময়ে সিনটোকিনিন ড্রপের ব্যবহার করা। পরিবেশ দূষণ ও অপরিচ্ছন্ন স্থানে প্রসুতি মাকে রাখা। প্রসবের সময় সঠিক ভাবে যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করা। কোন কারণে মাথায় আঘাত পেয়ে হতাশাগ্রস্থ হওয়া। জন্মের সময় শিশুর প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাব হওয়া অথবা শ্বাসকষ্ট হওয়া। খাদ্যনালীতে ছত্রাকের আধিক্য অধিক পরিমাণে থাকা। অধিক এলার্জি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টিজনিত সমস্যা থাকা। এছাড়াও গর্ভকালীন সময়ে যদি কোন কারণে মায়ের ভাইরাস (রুবেলা ভাইরাস,[৩২] সাইটোমেগালো ভাইরাস[৩৩]) জ্বর হয় তাহলেও শিশু অটিস্টিক হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে পারে।

জন্মের পরে যে সকল কারণে শিশুর অটিস্টিক হতে পারে। তাহল শিশু যদি কোন কারণে মাথায় কঠিন আঘাত পায়। শিশুর জন্মের পরে যদি প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাব হয়। কোন দূর্ঘটনার ফলে দেহের কোন অংশে আঘাত পেলে বা উচ্চ মাত্রার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পরিমাণের অধিক অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণের কারণে মস্তিষ্কে বিষাক্ত বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন ইনফেকশনের সৃষ্টি করে। যার ফলে দেহে বিভিন্ন রোগ এবং টিউমারের সৃষ্টি হয়ে মস্তিষ্কে আঘাত হানতে পারে। এবং শিশু কালীন টিকা বিশেষ করে গগজ টিকা না দিলেও শিশুর খিঁচুনি হওয়ার মাধ্যমেও শিশু অটিস্টিক হতে পারে। আর সারা বিশ্বে অটিস্টিক শিশুদের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশেও অটিস্টিক ছেলে মেয়ে শিশু কিশোরদের আনুপাতিক হার ৪:১। এবং শিশুদের বিকাশগত সমস্যার ক্ষেত্রে অটিজমের স্থান তৃতীয়। আর অটিজম মস্তিস্কের বিকাশগত সমস্যা হলেও শিশু বা কিশোরদের ব্যবহারিক সমস্যা দেখে ও মা-বাবার কাছ থেকে বিস্তারিত অবস্থা শুনে এবং কিছু মনস্তাত্বিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে একে সনাক্ত করা হয়। যার কারণে বিশেষজ্ঞগণ অটিজমকে মানসিক রোগ হিসেবে বিবেচনা করেন। কোন ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করে এই রোগটি অদ্যাবধি সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। মহান আল্লাহতা'আলাই এ সম্পর্কে অধিক ভালো জানেন।

২.২.২ বংশানুক্রমিক কারণ

কোন কোন বিশেষজ্ঞগণ অটিজমকে বংশগত কারণ বলেও মনে করেন। তাদের মতে বংশানুক্রমিক ভাবেও শিশু অটিস্টিক হয়ে থাকে। যার কারণ হিসাবে তারা বলেন, রক্তের সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন অটিস্টিক আত্মীয় বা অনাত্মীয়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হলে। এছাড়াও তাদের সন্তানদের মধ্যে যদি কোনো দূর্ঘটনা, উচ্চ মাত্রার জ্বর, বিষক্রিয়ার কারণে মস্তিষ্কে ইনফেকশন বা অসুখ, টিউমার,পুষ্টি, ভিটামিন, আয়োডিন ইত্যাদির অভাব হয় তাহলেও শিশুর অটিজম রোগ হতে পারে। এবং মস্তিষ্কের ৭ নম্বর ক্রোমজমের অস্বাভাভিক বৃদ্ধির ফলেও শিশুর অটিজম হতে পারে। তাছাড়াও কোন বাবা বা মায়ের

---

৩২. রুবেলা ভাইরাস (RuV), রুবেলা রোগের জীবাণু, এবং এই ভাইরাস এর কারণেই কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম হয়ে থাকে। আর এর সংক্রমণ ঘটে গর্ভাবস্থার প্রথম সপ্তাহে। উইকিপিডিয়া মুক্ত বিশ্বকোষ, *রুবেলা ভাইরাস*, https://bn.wikipedia.org/wiki/ রুবেলাথভাইরাস, ভিজিট, ২৬/০৪/২০১৭

৩৩. *সাইটোমেগালোভাইরাস,* হার্পিস ভাইরাস প্রজাতির এক ধরণের ভাইরাস হল সাইটোমেগালো ভাইরাস। যা গর্ভাবস্থায় শিশুকে বেশি আক্রমনের ঝুকি থাকে। https://myfairylandbd.com/সাইটোমেগালোভাইরাস, ভিজিট, ১৫/০৫/২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

মস্তিষ্কে ইনফেকশনের কারণে যদি কোন ক্রোমজমের অস্বাভাভিক বৃদ্ধি বা সংকোচিত হয় তাহলেও শিশু অটিস্টিক হয়ে জন্ম নিতে পারে।[৩৪] তবে এ ধারণা কিছু সত্য কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে ঠিক নয়। কারণ আমরা দেখি বাবা মা সম্পূর্ণ সুস্থ কিন্তু জন্মকৃত শিশুটি অটিজমে আক্রান্ত। আবার অনেকের ধারণা যে সঠিক পরিচর্যার অভাবে শিশু অটিস্টিক হয়ে থাকে। এটাও কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক নয়। অটিস্টিক শিশুকে অনেকে বাবা মায়ের অভিশাপ বলে থাকেন, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল এবং ভিত্তিহীন। কারণ এ রহস্য একমাত্র মহান আল্লাহতা'আলা জানেন।[৩৫] অনেক শিশু জন্ম ও স্বভাবগতভাবেই একটু বেশি অস্থির, চঞ্চল, রাগী অথবা জেদি প্রকৃতির হয়ে থাকে। এতেই ধারণা করে বোঝা যায় না যে শিশুটি অটিস্টিক। তবে যদি কোন শিশুর একাধিক আচরণে অটিজমের লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহলে দেরি না করে প্রাথমিক অবস্থাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া সকল পিতা মাতার জন্য অত্যন্ত জরূরী। যাতে কম সময়ের মধ্যে শিশুটির সুচিকিৎসা করার মাধ্যমে সুস্থ করা যায়। আমাদের সমাজে বিভিন্ন ভুল ধারণা ও কুসংস্কারের কারণে অনেক শিশুর ভুল চিকিৎসা হয়ে থাকে, যা শিশুর জীবনকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। ফলে বাবা মা অসহায় হয়ে অনেক সময় শিশুর পরিচয় গোপন করে। সর্বোপরি বংশানুক্রমিক কারণও শিশু অটিস্টিক হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া বংশগত, জন্মগত বা অজানা কারণেও শিশুর শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা হতে পারে।[৩৬] অতএব, সকল মানুষের উচিত তাদেরকে অবজ্ঞা না করে মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে জীবন চলার পথ সহজ করা সকলের মানবিক দায়িত্ব।

২.২.৩ অটিস্টিক শিশুর রোগের প্রধান লক্ষণসমূহ

অটিস্টিক শিশু কেন হয় বা কেন জন্ম গ্রহণ করে তার সামান্য কিছু ধারণা ও লক্ষণ ছাড়া সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। এর কারণ একমাত্র আল্লাহতা'আলাই জানেন। তবে ধারণা করা হয়, জনসংখ্যার ৫ থেকে ১০ শতাংশের ক্ষেত্রে অটিস্টিকের কারণ স্বরূপ রোগজনিত ভিত্তি চিহ্নিত করা গেছে। বাকি ৯০ শতাংশের ক্ষেত্রে এখন পযর্ন্ত এই ধরনের কোন সঠিক কারণ চিহ্নিত করা যায়নি।[৩৭]

---

৩৪. يٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে , আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল-হর কাছে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত। আল–কুর'আন, ৪৯:১৩

৩৫. لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ-أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ আসমানসমূহ ও যমীনের আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছে তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছে কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছে তাকে করে দেন বন্ধ্যা; নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাবান। আল-কুর'আন, ৪২:৪৯,৫০

৩৬. ড. নিরাফাত আনাম ও অন্যান্য, শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা; কারণ, প্রতিকার ও উন্নয়ন সহায়তা, ঢাকা: সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিসএ্যাবিলিটি (সিএসআইডি), ২০১১, পৃ. ১৩

৩৭. *প্রথম আলো ম্যাগাজিন*,পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

তাহলো:[৩৮] স্বাভাবিক একটি শিশু যেভাবে বেড়ে ওঠে, যেভাবে সামাজিক সম্পর্কের সাথে ধীরে ধীরে নিজেকে মানিয়ে নেয় ও যোগাযোগ তৈরি করে অটিস্টিক শিশু তা পারে না এবং সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অক্ষম হয়। পিতা মাতা বা প্রিয়জনের চোখে চোখ রাখতে অপছন্দ করে। মুখভঙ্গি ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নিজের চাওয়া বা না-চাওয়া বোঝাতে সে ব্যর্থ হয়। এবং সমবয়সী শিশুদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেনা, বরং অমিশুক প্রবণতা থাকে। কোনো ধরণের আনন্দদায়ক বস্তু বা বিষয় সে অন্যদের সাথে শেয়ার করাকে অপছন্দ করে। প্রথাগত শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহ কম বরং ছোট ছোট বস্তুর প্রতি আগ্রহ বেশি।[৩৯] স্বাভাবিক একটি শিশু কোনো খেলনা হাতে পেলে সেটার দিকে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আনন্দ পায় কিন্তু অটিস্টিক শিশুর ক্ষেত্রে এধরণের কোনো খেলনার প্রতি তার নিজস্ব কিছু আগ্রহ থাকলেও সেটা নিয়ে তার কোনো উচ্ছ্বাস থাকে না। অটিস্টিক শিশুর বাবা মাকে জিজ্ঞেস করলে বলেন 'আমার বাচ্চা আদর করা পছন্দ করে না! সে শারীরিক আদর, চুমু দেওয়া, কোলে নেয়া বা কোলে চড়াকে খুবই অপছন্দ করে। পরিবেশ ও প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরি করার ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে কমে যায়। দুই থেকে তিন বছরের স্বাভাবিক শিশুরা যে সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করতে পারে সমবয়সী অটিস্টিক শিশুরা তা উচ্চারণ করতে পারে না। আবার কোনো ক্ষেত্রে অটিস্টিক শিশু স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারলেও একটি বাক্য শুরু করতে তার অস্বাভাবিক দেরি হয় অথবা বাক্য শুরু করার পর তা শেষ করতে অক্ষম হয় ও একই শব্দ বার বার উচ্চারণ করে। স্বাভাবিক শিশুকে ডাকলে সাড়া দেয় ও কোন প্রশ্ন করলে তার উত্তর দেয় কিন্তু অটিস্টিক শিশুকে যদি প্রশ্ন করা হয় 'তুমি কি বল খেলবে?' প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে প্রশ্নটিই আবার উচ্চারণ করে বলে 'তুমি কি বল খেলবে? অথাৎ শিশুটি সাড়া দিতে অক্ষম হয়। আওয়াজ পছন্দ না করে বিশেষ ধরণের আচরণ (হাত দোলানো বা আঙুল নাড়ানো) বার বার করতে থাকে। তারা দৈনন্দিন রুটিনে চলতে পছন্দ করে এবং দৈনন্দিন রুটিনের এলোমেলো হলে উত্তেজিত হয়ে মন খারাপ করে। তাদের ঘুম স্বাভাবিক না হলে মনোযোগ ও কাজের সক্ষমতা কমে যায় এবং আচার আচরণে সেটা পরিষ্কার দেখা যায়। তাদের রাতে ঘুমানোর আগে হাত মুখ ধুয়ে, কাপড় বদল করে বিছানায় যাওয়ার অভ্যাসে ব্যত্যয় ঘটলে খুবই মন খারাপ করে ও অনেক ক্ষেত্রে রাতে ঘুমায় না। তারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ করে রেগে উঠে ও উগ্র আচরণ করে থাকে। তাদের মধ্যে পঁচিশ শতাংশের খিঁচুনি, ঘুম সম্পর্কিত সমস্যা বেশি থাকে ও সঠিক সময়ে কথা বলতে সমস্যা হয়। অনেক অটিস্টিক শিশুর মাঝে অল্প মাত্রায় হলেও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা লক্ষ্য করা যায় এবং শারীরিক বৃদ্ধিতে সঠিকভাবে বেড়ে উঠে না। অনেক অটিস্টিক শিশুকে দেখা যায় শোনা, গন্ধ, স্বাদ অথবা স্পর্শের প্রতি অতি সংবেদনশীল অথবা প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এবং মানসিক (বিষন্নতা, উদ্বিগ্নতা, মনোযোগে সমস্যা) অস্থিরতার ঝুঁকি বেশী থাকে। এবং প্রায়ই তাদের হজমের অসুবিধা, পেট ব্যথা, ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটের গ্যাস, বমিসহ বিভিন্ন সমস্যা হয়ে থাকে। এছাড়াও আরো ব্যাপক ভাবে অটিস্টিক শিশুর রোগের স্বভাবগত লক্ষণ জানা যায়, দর্শকপ্রিয় চলচ্চিত্র 'রেইন ম্যান' এ বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা ডাস্টিন হফম্যান এর চরিত্র রূপায়ণ করেন, তা থেকে যা আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। তিনি একজন অটিস্টিক মানুষের বিভিন্ন লক্ষণগুলো নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার চলচ্চিত্রে। অত:এব, এই লক্ষণসমূহের মধ্যে যে কোনোটি সাময়িক সময়ের জন্য স্বাভাবিক শিশুদের মধ্যেও থাকতে

---

৩৮. মুহাম্মদ নাজমুল হক ও মুহাম্মদ মাহবুব মোর্শেদ, অটিজমের নীল জগত, ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১২, পৃ. ১৮

৩৯. ডা. নাফিসুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পা.), *একীভূত শিক্ষার ধারণা ও নির্দেশিকা*, ঢাকা: জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম, ২০০৯, পৃ. ১০১

৪০. Sonia Boria et al., "Intention Understanding in Autism" *UK: PLOS Medicine Journal,* Volume 4, Issue 5, May 2005, p. 3

Dhaka University Institutional Repository

পারে, তাই একটি লক্ষণ দেখেই বাবা মা তার শিশুকে অটিস্টিক না বলে। আর একজন অটিস্টিক শিশুর মধ্যে উপরের যে সব লক্ষণগুলো একসাথে থাকবে তাও ঠিক নয়। আবার বাবা মায়েদের এটাও খেয়াল রাখতে হবে এ ধরণের কয়েকটি লক্ষণ একত্রে তার সন্তানের মধ্যে বেশি দিন ধরে দেখা যায়। তাহলে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে শিশুর চিকিৎসা করাতে হবে। যার ফলে শিশু স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের অটিস্টিক শিশু নিয়ে একটি সমীক্ষা : বাংলাদেশে অটিস্টিক শিশুদের নিয়ে গবেষণার এক সমীক্ষায় দেখা যায় বিশ্বের প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে একজন অটিজমে আক্রান্ত।[৪১] যাতে মেয়ে শিশুদের তুলনায় ছেলে শিশুদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা হার ১ : ৪। বর্তমান সময়ে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের আলোকে বাংলাদেশেও অটিজম অত্যন্ত আলোচিত একটি বিষয়। কিন্তু অটিজম কেন হয় তার সুস্পষ্ট কারণ এখনো আবিষ্কার হয়নি। তবে জেনেটিক প্রভাবের কারণে অটিজম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। তাদের মতে, ক্রোমোজোম নম্বর ৭ এর অস্বাভাবিকতার সাথে অটিজমের সম্পর্ক রয়েছে। এবং গর্ভাবস্থায় বা সন্তান জন্মাবার সময় জটিলতা হলে অটিজম হবার সম্ভাবনা থাকে ১২.২৪ শতাংশ। এবং ৩০ শতাংশ মানসিক প্রতিবন্ধী। তাদের মতে সাধারণ যাদের ভাই বা বোন অটিস্টিক তাদের এ রোগ হবার সম্ভাবনা প্রায় ৫০ গুণ বেশি থাকে। চার থেকে ছয় বছর বয়সের অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে ১০-২০% শিশু মোটামুটি সুস্থ হয়ে সাধারণ স্কুলে স্বাভাবিক শিশুদের সাথে পড়ালেখা করতে পারে। আরো ১০-২০% শিশু স্বাভাবিক শিশুদের সাথে পড়তে পারে না, তারা বাসায় থাকে বা তাদের জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষায়িত স্কুল ও বিশেষ প্রশিক্ষণের। তারা বিশেষায়িত স্কুলে পড়ে, ভাষা সহ বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সমাজে মোটামুটি স্থান করে নেয়। কিন্তু বাকি প্রায় ৬০% অটিস্টিক শিশু, সব ধরণের সহায়তা পাওয়ার পরও স্বাধীন ভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারে না। তাদের জন্য প্রয়োজন হয় দীর্ঘ দিনের সেবা ও সারা জীবনের জন্য অন্যের উপর নির্ভরতা। তাদের প্রয়োজন হয় বিশেষ আবাসন ও সেবা যত্নের। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন ও গবেষণা সংস্থার (ডিআরআরএ) যৌথ সেমিনারে এই তথ্য তুলে ধরা হয়।[৪২] অতএব, এ সমীক্ষাকে মুল্যায়ন ও বিবেচনা করে বলা যায় রাষ্ট্রের সাথে সমাজের সকল জনগণ যদি আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তাহলে তারা কিছু করতে না পারলেও অন্তত একটু হাসি মুখে জীবন অতিবাহিত করতে পারবে।

২.২.৪ অটিস্টিক শিশুর রোগ নির্ণয়ের অভ্যন্তরীণ লক্ষণসমূহ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবেশগত দূষণ ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে একাধিক শিশু জন্ম গ্রহণ করে। যেখানে নেই ভালো ডাক্তার ও ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা। যা আছে তাও অর্থনৈতিক স্বল্পতার কারণে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে অটিস্টিক শিশুর সংখ্যা দিন দিন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর অটিস্টিক শিশুর রোগ নির্ণয়ের অভ্যন্তরীণ লক্ষণসমূহের উপসর্গগুলো শিশুর ৩ বছর বয়সের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্ষেত্র বিশেষে সেই উপসর্গ কম কিংবা বেশী হতে পারে। এবং এক একজন শিশুর এক এক ধরনের উপসর্গ হতে পারে। অনেক সময় এর থেকে এপিলেপসিও হতে পারে। কোন কোন শিশুর ক্ষেত্রে

৪১. *প্রথম আলো* ম্যাগাজিন, পৃ-২০

৪২. প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনে সহায়তার হাত বাড়ান নামে শিরোনামসহ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। (দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ১০ আগষ্ট ২০১৫ইং, পৃ. ৩)

Dhaka University Institutional Repository

অটিজমের পাশাপাশি বুদ্ধিগত প্রতিবন্ধকতা, মোটর নার্ভে সমস্যাসহ অন্ধত্ব বা বধিরতা এবং অতিরিক্ত চঞ্চলতাও দেখা যেতে পারে। এজন্য অটিস্টিক শিশুর অভ্যন্তরীণ রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে উপসর্গগুলো পরীক্ষার করা যেতে পারে। তাহলো-১.নিউরোলজিক্যাল টেস্ট; ২.অটিজম ডায়াগনস্টিক ইন্টার্ভিউ রিভাইজ্ড (ADI-R); ৩. অটিজম ডায়াগনস্টিক অব্জারভেশন শিডিউল (ADOS); ৪. চাইল্ডহুড অটিজম রেটিং স্কেল টেস্ট (CARS); ৫.গিলিয়াম অটিজম রেটিং স্কেল; ৬.পার্ভেসিভ ডেভেলাপমেন্টাল ডিস্ অর্ডার স্ক্রিনিং টেস্ট; ৭.ক্রোমোজোম গত সমস্যা আছে কিনা জানার জন্যে জিনের পরীক্ষা; এবং ৮. শিশুর শেখার ক্ষমতা, ভাষাজ্ঞান, কথা বলার ক্ষমতা ইত্যাদি পরীক্ষা করা।[৪৩] এছাড়াও অটিস্টিক শিশুর স্পেকট্রাম নির্ণয় করার ধাপ হলো দুইটি। যার মাধ্যমে বুঝা যাবে শিশুটি অটিস্টিক। যেমন- প্রথম-ধাপে একজন শিশু চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য কর্মী দ্বারা সুস্থ শিশু চেকআপে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ পর্যবেক্ষণ করা হয়। যে সকল শিশুর বিকাশগত সমস্যা সনাক্ত হয় তাদেরকে অধিকতর পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। দ্বিতীয় ধাপে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও অন্যান্য প্রফেশনালদের সমন্বয়ে একটি পুনঃমূল্যায়ন করা হয়। এই পর্যায়ে শিশুর অটিস্টিক বা অন্য কোন বিকাশ জনিত সমস্যা আছে কিনা তা নির্ণয় করা যায়। এক্ষেত্রে দুই বছর বয়সী শিশুদের অটিজম স্পেক্ট্রাম ডিজঅর্ডার নির্ভরযোগ্যভাবে নির্ণয় করা যায়। তবে গবেষণায় বুঝা যায় যে, কিছু রোগ সনাক্তকরণ পরীক্ষা ১৮ মাস বা আরও কমবয়সে সনাক্তকরণে সহায়তা করতে পারে। এজন্য স্কুলে যাওয়ার আগে অটিস্টিক শিশুদের জন্য প্রযোজ্য ধাপসমূহ বা অটিস্টিক শিশুর স্পেক্ট্রাম ডিজঅর্ডার সনাক্তকরণের ধাপসমূহ হলো,' ১. চেকলিস্ট ফর অটিস্টিক চাইল্ড ইন টডলার্স (CHAT); ২. মডিফাইড চেকলিস্ট ফর অটিস্টিক চাইল্ড ইন টডলার্স (M-CHAT); ৩. স্ক্রিনিংটুল ফর অটিস্টিক চাইল্ড ইন টুইয়ারওলডস (STAT); ৪. সোশ্যাল কমিউনিকেশন কোশ্চেনেয়ার (SCQ); এবং ৫.কমিউনিকেশন এন্ড সিম্বোলিক বিহেভিয়ার স্কেল (CSBS)।এই বয়সের চেয়ে বড় শিশুদের মৃদু মাত্রার অটিস্টিক শিশুর স্পেক্ট্রাম ডিজঅর্ডার বা এসপার্গারস সিন্ড্রোম সনাক্ত করার জন্য চিকিৎসা করা।'[৪৪] এছাড়াও নিম্নের সনাক্তকরণ টুলসমূহ অন্যান্য টুলের উপর নির্ভর করে। তাহলো ১.অটিস্টিক চাইল্ড স্পেক্ট্রাম স্ক্রিনিং কোশ্চেনেয়ার (ASSQ) ২.অস্ট্রেলিয়ান স্কেল ফর এসপার্গারস সিন্ড্রোম (ASAS) ৩.চাইল্ডহুড এসপার্জারস সিন্ড্রোম টেস্ট (CAST) ইত্যাদি।

অটিস্টিক শিশুর রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অন্য রোগ বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ যে শিশু খুব দেরিতে কথা বলে বা অস্বাভাবিক আচরণ করে এবং অন্য লক্ষণগুলোর সঙ্গে মিল খুঁজে পেলে সেই শিশুকে অটিস্টিক শিশু হিসেবে প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং অটিস্টিক শিশুর রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অন্য রোগ বিবেচনা করতে হবে। কারণ কোনো শিশুর অটিজমের লক্ষণ থাকলেই অটিজম না হয়ে অন্য যেসব রোগ হতে পারে তাহলো;-

১. **ডাউন সিনড্রোমঃ** ইংরেজিতে Down syndrome(সংক্ষেপে DS ev DNS), এটা ট্রাইসোমি ২১ নামেও পরিচিত। এটি একটি জেনেটিক রোগ যেখানে ২১ নং ক্রোমোজোমে আরেকটি অতিরিক্ত ক্রোমোজোম বিদ্যমান। আর এই রোগে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও বুদ্ধিমত্তা স্বাভাবিকের তুলনায় কম হয় বলে একে ডাউন সিনড্রোম বলে।[৪৫] ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত

৪৩. হোয়াইট সোয়ান ফাউন্ডেশন, কীভাবে এই রোগ ধরা পড়ে? ০১ সেপ্টেম্বর,২০১৫,https://bengali.whiteswanfoundation.org/disorder/ কীভাবে এই রোগ ধরা পড়ে/, ভিজিট, ১৫/০৩/২০১৭

৪৪. *প্রথম আলো* - সহযোগিতায় ঃ ডাঃ রওনাক হাফিজ। ভিজিট - ১৫/০৫/২০১৭

৪৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্তবয়স্ক তরুণের গড় আইকিউ (IQ) ৫০ যা ৮-৯ বছরের সুস্থ শিশুর সমান। অর্থাৎ স্বাভাবিক-ভাবে একজন মানুষের প্রত্যেক দেহকোষে ২৩ জোড়া অর্থাৎ ৪৬টি ক্রোমোজম থাকে। ডাউন্স সিনড্রোম শিশুদের ক্ষেত্রে ২১তম জোড়ায় একটি অতিরিক্ত ক্রোমোজোম থাকার ফলে ক্রোমোজমের সংখ্যা হয় ৪৭টি এবং শিশুটি ডাউন্স সিনড্রোম শিশু হিসেবে জন্মগ্রহণ করে।[৪৬] আক্রান্ত শিশুর পিতামাতা জেনেটিকভাবে স্বাভাবিক থাকে। অতিরিক্ত ক্রোমোজোমের ঘটনা দৈবক্রমে ঘটে থাকে।

২. **অ্যাসপারজার ডিসঅর্ডার:** অ্যাসপারজার বৈশিষ্ট্যসমূহ জৈবনিক ও স্নায়ুবিক। তবে জৈবনিক ভিত্তি সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে না। তবে এটি প্রধানত জিনঘটিত বা বংশানুক্রমিক ফেনোটাইপ বলে মনে করা হয়, তবে এর অন্যান্য কারণ যেমন এপিজেনেটিক কারণ আছে বলে মনে করা হয়। পরিবেশগত কারণ, বিশেষতঃ গর্ভস্থ ভ্রূণ বড় হবার সময় ভ্রূণের ওপর পরিবেশগত ও হরমোন-গত চাপ এবং ভুল ঔষধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে এরূপ অবস্থা তৈরি হতে পারে বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া শারীরস্থানবিদ্যা (অ্যানাটমি) এবং কলাস্থানিক গঠন বিদ্যা (হিস্টোলজি ও সাইটো-আরকিটেকচার) এর পরিপ্রেক্ষিতে গবেষকরা মনে করেন মস্তিষ্কের ভাঁজ ও গঠনে সামান্য পার্থক্যের কারণে, অথবা শ্বেতবস্তুর পরিমাণ কম থাকার জন্য মস্তিষ্কের পৃথক কাজ করার কেন্দ্রগুলির পারস্পরিক যোগাযোগ দুর্বল কিংবা ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ার কারণে, কিংবা ধূসর-বস্তুর বিতরণ (distribution) এর বিন্যাস (patterning) ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ার কারণে, কিংবা মধ্য মস্তিষ্ক বা পশ্চাৎমস্তিষ্কের বা মস্তিষ্কের অন্য কোনও অংশ যেরকম প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স বা অরবীটো-ফ্রন্টাল কর্টেক্স ইত্যাদিতে কোন সমস্যা থাকার ফলে এরকমটা হতে পারে। যদিও এই জাতীয় সমস্যা যে কোনো দু'জন সাধারণ মানুষের মধ্যেও থাকতে পারে। তাই গঠনগত পার্থক্যই এই সমস্যার ভিত্তি কি না, তা নিয়েও রয়েছে বিতর্ক। আর একটি তত্ত্ব অনুযায়ী, মিরর নিউরোন সিস্টেম অর্থাৎ আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ নকল করবার স্নায়ু-বর্তনী দুর্বল হওয়ার কারণে এই সকল সমস্যা সৃষ্টি হয়। নারী ও পুরুষ উভয়েরই অ্যাসপারজার বা অটিস্টিকের লক্ষণসমূহ থাকতে পারে।

৩. **স্টেরিওটাইপিক মুভমেন্ট** ঃ(মুদ্রণের ক্ষেত্রে) কম্পোজকরা টাইপের ছাঁচ থেকে নেওয়া ছাপার ফলক বিশেষ বা Mreuvav সাধারণ কথাবার্তা বলা বা পুনরুক্তি করা; কোন রকম ভাবনা চিন্তা ছাড়া মামুলি কথা বলা ইত্যাদি।

৪. **সিলেক্টিভ মিউটিজম ঃ** (উদ্বেগমূলক ব্যাধি) উদ্বেগমূলক ব্যাধি হলো এক শ্রেণির মানসিক ব্যাধি যার বৈশিষ্ট্য হল উদ্বেগ ও ভয়ের গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতি। উদ্বেগ হলো ভবিষ্যতের ঘটনাগুলির বিষয়ে দুশ্চিন্তা, আর ভয় হলো বর্তমান ঘটনাগুলির ওপরে প্রতিক্রিয়া। এই অনুভূতিগুলি শারীরিক লক্ষণ ঘটাতে পারে, যেমন দ্রুত হৃদস্পন্দন ও অস্থিরতা। সাধারণ উদ্বেগমূলক ব্যাধি, সুনির্দিষ্ট ভীতি, সামাজিক উদ্বেগমূলক ব্যাধি,আলাদা হওয়ার উদ্বেগমূলক ব্যাধি, খোলা জায়গার প্রবল ভীতি, আতঙ্কজনিত ব্যাধি ও সিলেক্টিভ মিউটিজমসহ অনেকগুলি উদ্বেগমূলক ব্যাধি আছে। কিসের ফলস্বরূপ লক্ষণগুলি দেখা দেয় সেই অনুযায়ী ব্যাধিটির পার্থক্য হয়। মানুষের প্রায়ই একাধিক উদ্বেগমূলক ব্যাধি হয়ে থাকে।

৪৬. দিলারা সাত্তার মিতু (সম্পা.), *প্রতিবন্ধিতা কি ও কেন?* (Primary Handbook on Disability) ঢাকা: সীড ট্রাস্ট, ২০১২, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

৫. **স্কিসোফ্রেনিয়া** ঃ(মানসিক ব্যাধি) স্কিসোফ্রেনিয়া একটি মানসিক ব্যাধি; একে প্রায়শঃ সিজোফ্রেনিয়া উচ্চারণ করা হয় যা শৈশব শুরু হওয়ার সাথে সাথে দেখা দেয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে সিজোফ্রেনিয়া রোগীর মধ্যে অস্বাভাবিক জিন রূপান্তরের বা বিবর্তনের হার বেশি।[৪৭] এ রোগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে চিন্তাধারা এবং অনুভূতির প্রকাশের মধ্যে সঙ্গতি থাকে না। সিজোফ্রেনিয়া রোগীর মধ্যে স্নায়ু রাসায়নিক (Neurochemical) অসামঞ্জস্যতা বিশেষ করে ডোপামিন (Dopamine), সেরোটোনিন (Serotonin) ওনরএপিনেফ্রিন (Norepin -ephrine) স্নায়ু ইঙ্গিত সরবরাহকারীগুলোর (Neurotransmitter) ক্রিয়ার অসাম্যতা দেখা যায়।[৪৮] এর লক্ষণগুলো হলো উদ্ভট চিন্তা, বিভ্রান্তিকর বা অলীক কিছু দেখা, অসঙ্গতিপূর্ণ কথাবার্তা এবং অন্যরা যা শুনতে পায় না এমন কিছু শোনা। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সামাজিক বা কর্মক্ষেত্রে সচারচর অক্ষমতাজনিত অসুবিধার সম্মুখীন হয় বলেও দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। তাই, অটিজমের মাত্র একটি লক্ষণ থাকলেই অভিজ্ঞ চিকিৎসককে না দেখিয়ে কাউকে অটিস্টিক শিশু বলা যাবে না।

২.৩ প্রতিবন্ধীর প্রকারভেদ ঃ (অঙ্গ আক্রান্ত হওয়ার ভিত্তিতে)

২.৩.১ শারীরিক প্রতিবন্ধী

জন্মের পরে বিভিন্ন দুর্ঘটনাজনিত কারণে দেহের কোন অঙ্গ হারিয়ে ফেললে বা প্যারালাইসিস হয়ে প্রতিবন্ধীত্ব বরণ করে থাকলে তাকে শারীরিক প্রতিবন্ধী বলে। অন্যভাবে বলা যায়, একটি বা উভয় হাত বা পা না থাকা। কোন হাত বা পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ অথবা গঠনগত এইরূপ ত্রুটিপূর্ণ বা দূর্বল, যে দৈনন্দিন সাধারণ কাজ-কর্ম বা সাধারণ চলন বা ব্যবহার ক্ষমতা আংশিক বা পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। স্নায়ুবিক অসুবিধার কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য না থাকলে তাকে 'শারীরিক প্রতিবন্ধী' বলে।

২.৩.২ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

জন্মের পরে বিভিন্ন দুর্ঘটনাজনিত কারণে চোখের আলো হারিয়ে বা দুটো চোখ অথবা একটি চোখ নষ্ট হয়ে প্রতিবন্ধীত্ব বরণ করে থাকলে তাকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলে।[৪৯] অন্যভাবে বলা যায়, সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা (blindness) : উভয় চোখে একেবারেই দেখতে না পারা; বা যথাযথ লেন্স ব্যবহারের পরও দৃষ্টিহীনতা (visual acuitz) ৬/৬০ বা ২০/২০০ এর কম; বা দৃষ্টি ক্ষেত্র (visual field) ২০ ডিগ্রী বা উহার চাইতে কম; আংশিক দৃষ্টিহীনতা (partial blindness), যথা: এক চোখে একেবারেই দেখতে না পারা; ক্ষীণদৃষ্টি (low vision): উভয়চোখে আংশিক বা কম দেখতে পারা; বা যথাযথ লেন্স ব্যবহারের পরও দৃষ্টি তীগ্নতা (visual acuitz) ৬/১৮ বা ২০/৬০ এবং ৬/৬০ বা ২০/২০০ এর মধ্যে; বা দৃষ্টি ক্ষেত্র (visual field) ২০ ডিগ্রি হইতে ৪০ ডিগ্রির মধ্যে ব্যক্তিকে 'দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' বলে। যখন কোন ব্যক্তি চোখে সামান্য দেখতে পায় কিংবা একেবারেই দেখতে পায় না তখন তাকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

---

৪৭. Patrick F. Sullivan, "The Genetics of Schizophrenia" (Research Translation) *PLOS Medicine Journal*, Volume 2, Issue 7, UK, July 2005, p. 614

৪৮. দিলারা সাত্তার মিতু (সম্পা.), *প্রতিবন্ধিতা কি ও কেন?* (Primary Handbook on Disability) ঢাকা: সীড ট্রাস্ট, ২০১২, পৃ. ৪৮

৪৯. *দৃষ্টি প্রতিবন্ধি*, *আপন ফাউণ্ডেশন*, ২০১৮,ভিজিট, ২০/০৫/২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

বলে।[৫০] এছাড়াও বিভিন্ন সমাজ বা রাষ্ট্র দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। ফিনল্যান্ডে সেই ব্যক্তিকে দৃষ্টিহীন বলা হয়, যিনি কোনো নতুন স্থানে দৃষ্টিশক্তির অভাবে পথ হারিয়ে ফেলেন। ইরানে দৃষ্টিহীন বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যার দু'টি চোখেই দৃষ্টিশক্তির অভাব রয়েছে। মিশরে যে সকল ব্যক্তি এক মিটার দূরত্বে হাতের আঙ্গুল গুণতে অক্ষম হয় তাদের দৃষ্টিহীন বলে। তবে অধিকাংশ দেশেই সেই সকল লোককে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন বলা হয় যাদের কোনো আলোক প্রত্যক্ষণ ক্ষমতা নেই। অধিকাংশ ব্যক্তি মনে করে যে, যে সকল ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি নেই তারাই অন্ধ। এবং অন্ধরা অন্ধকার জগতের বাসিন্দা (School, ১৯৮০)। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, যাদের আমরা অন্ধ বলি তাদের মাত্র ১০% সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন (Khan & Moorhead, ১৯৭৩) এবং বিদ্যালয়গামী শিশুদের ২০% দৃষ্টি প্রতিবন্ধী(Hatfield, ১৯৭৫)। দৃষ্টিহীন বলে পরিচিত অধিকাংশ ব্যক্তিই আলো-অন্ধকার, ছায়া, চলমান বস্তু ইত্যাদিকে বুঝতে পারেন এবং সম্পূর্ণ অন্ধকার জগতের বাসিন্দা নন। যেসকল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু তাদের স্বল্প দৃষ্টিকে শিখনের কাজে ব্যবহার করতে পারে এবং যাদের ভিজুয়্যাল একুইটি ২০/২০০ হতে ২০/৭০ এর মধ্যে হয় তাদের স্বল্পদৃষ্টি সম্পন্ন শিশু বলে। সবশেষে বলা যেতে পারে যে, দৃষ্টিহীন শব্দটি কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে যাদের একেবারে দৃষ্টিশক্তি নেই অথবা যারা শুধুমাত্র আলো-ছায়ার পার্থক্যটুকু বুঝতে সক্ষম এবং অন্যান্য সকলের ক্ষেত্রে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শব্দটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

২.৩.৩ শ্রবণ প্রতিবন্ধী

জন্মের পরে বিভিন্ন দুর্ঘটনাজনিত কারণে কানের শ্রবণ শক্তি হারিয়ে থাকলে বা দু'টো কান অথবা একটি কান নষ্ট হয়ে প্রতিবন্ধীত্ব বরণ করে থাকলে তাকে শ্রবণ প্রতিবন্ধী বলে। অন্যভাবে বলা যায়, সম্পূর্ণ শ্রবণহীনতা (complete deafness): উভয় কানে একেবারেই শুনতে না পারা; বা আংশিক শ্রবণহীনতা (partial deafness): এক কানে একেবারেই শুনতে না পারা; বা ক্ষীণ শ্রবণ (hard of hearing): উভয় কানে আংশিক বা কম শুনতে পারা বা কখনও কখনও শুনতে না পারা। মোটকথা,শব্দের তীব্রতা ৬০ ডেসিবল এর নিম্নে হলে শুনতে না পাওয়া ব্যক্তিকে 'শ্রবণ প্রতিবন্ধী' বলে। শ্রবণ প্রতিবন্ধীর ব্যাপকার্থে, ব্যক্তির শ্রবণ ক্ষমতা নষ্ট হওয়ার মাত্রা, শিক্ষাগত অবস্থান, কোন বয়সে শ্রবণ ক্ষমতা নষ্ট হয়েছে এবং কানের কোন অংশের ক্ষতির কারণে শ্রবণের সমস্যা হচ্ছে ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন লেখক শ্রবণ প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা দানের চেষ্টা করেছেন। সেই ব্যক্তিকে বধির বলা যাবে যার শ্রবণ ক্ষমতা এতটাই নষ্ট হয়েছে যে,"শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের (Hearingaid) সাহায্য নিয়ে বা সাহায্য ছাড়া তিনি অন্য ব্যক্তির কথা বুঝতে অক্ষম বা শ্রবণ ক্ষমতার মাত্রা এতটাই কম যে শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে বা সাহায্য ছাড়াই কেবলমাত্র কানে শুনে তিনি অন্যের কথা বুঝতে সক্ষম"।[৫১] শিশুর হাম, মেনিনজাইটিস, মামস্, এনকেফালাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা হলে কিংবা কান হতে অতিরিক্ত সেরুমেন নির্গত হলেও শ্রবণ প্রতিবন্ধী হয়।[৫২]

২.৩.৪ বাক্ প্রতিবন্ধী

জন্মের পর কোন দুর্ঘটনাজনিত কারণে আতংকিত হয়ে মস্তিষ্কে আঘাত পেয়ে মুখের ভাষা হারিয়ে যে প্রতিবন্ধীত্ব বরণ করে তাকে বাক প্রতিবন্ধী বলে। অন্যভাবে বলা যায়, একেবারেই কথা বলতে না পারা।

---

৫০. দিবা হোসেন ও মোঃ শাহরিয়ার হায়দার, *দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা ও শিক্ষা*, ঢাকা: চাইল্ড সাইট ফাউন্ডেশন, ২০০৯, পৃ. ৩

৫১. http://aponfoundation.bd/ শ্রবণ প্রতিবন্ধী/, visited on- 30/05/2017

৫২. রুমিজ উদ্দীন আহমেদ ও অন্যান্য, প্রতিবন্ধী: বিশেষ শিক্ষার চাহিদাসম্পন্ন শিশু, ডা. নাফিসুর রহমান (সম্পা.), ঢাকা: মিতা ট্রেডার্স,২০১০, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ কথোপকথনে প্রয়োজনীয় শব্দ সাজিয়ে এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্বরে স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলার সীমাবদ্ধতা; বা কণ্ঠনালী ও গলার স্বর বা বাক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যা, জন্মগত ত্রুটি, ক্ষতিগ্রস্ততা বা সীমাবদ্ধতার কারণে শব্দ তৈরি ও উচ্চারণে সমস্যা; বা বাক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যা, ত্রুটি বা ক্ষতিগ্রস্ততার কারণে বাধাহীনভাবে কথা বলায় সীমাবদ্ধতা, তোতলানো ব্যক্তিকে 'বাক প্রতিবন্ধী' বলে।

২.৩.৫ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী (অটিস্টিক)

অটিজম স্নায়ুগত বা মানসিক সমস্যা। এ সমস্যাকে ইংরেজিতে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার বলে। অটিজমকে সাধারণভাবে শিশুর মনোবিকাশগত জটিলতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এটি নিউরোলজিক্যাল বা স্নায়বিক সমস্যা যাতে মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অটিজমে আক্রান্তদেরকে অটিস্টিক বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বয়স উপযোগী কার্যকলাপে তাৎপর্যপূর্ণ সীমাবদ্ধতা; বা বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপে সীমাবদ্ধতা, যেমন- কার্যকরণ বিশেষণ, শিক্ষণ বা সমস্যা সমাধান; বা দৈনন্দিন কাজের দক্ষতায় সীমাবদ্ধতা, যেমন- যোগাযোগ, নিজের যত্ন নেওয়া, সামাজিক দক্ষতা, নিজেকে পরিচালনা করা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, লেখাপড়া ইত্যাদি; বা বুদ্ধাঙ্ক স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা কম ব্যক্তিকে 'বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী' বলে। ব্যাপকার্থে অটিস্টিক সর্ম্পকে জানা যায়, দর্শকপ্রিয় চলচ্চিত্র 'রেইন ম্যান'এ বিশ্বখ্যাত অভিনেতা ডাস্টিন হফম্যান একজন অটিস্টিক এর চরিত্র রূপায়ণ করেন তা থেকে। তিনি একজন অটিস্টিক মানুষের বিভিন্ন লক্ষণসমূহ নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যারা চলচ্চিত্রটি দেখেছেন তারা অটিজম সম্পর্কে অবশ্যই ধারণা পেয়েছেন। আর আমাদের আশেপাশে হয়তো আমরা এমন কিছু শিশু কখনও দেখে থাকি যারা নিজের ভেতর গুটিয়ে থাকে, সামাজিক ভাবে আর দশটা শিশুর মত বেড়ে উঠেনা এবং আচরণগত অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। এ ধরণের রোগের লক্ষণ থাকলে তাকে বলা হয় অটিজম। অটিজম এক ধরণের রোগ আর যে শিশু এ রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে বা আক্রান্ত হয় তাকে অটিস্টিক শিশু বলে ।

২.৩.৬ বহুবিধ প্রতিবন্ধী ঃ (মাত্রা অনুযায়ী মৃদু, মাঝারি, তীব্র, চরম)

সর্বশেষ বহুবিধ প্রতিবন্ধী আর তা হল, জন্মের পরে বিভিন্ন দুর্ঘটনাজনিত কারণে দেহের কোন অঙ্গ (হাত, পা বা চোখ অথবা দুটো হাত, পা বা চোখ অথবা একটি হাত, পা বা চোখ) হারিয়ে ফেললে বা অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ গ্রহণের ফলে দেহের কোন অঙ্গ অস্বাভাবিক ভাবে বড় বা ছোট হয়ে প্যারালাইসিস অথবা প্রতিবন্ধীত্ব বরণ করে থাকলে তাকে খঞ্জ বা বহুবিধ প্রতিবন্ধী বলে। যে নিজ থেকে ঠিকভাবে হাঁটতে পারে না।[৫৩] অন্যভাবে বলা যায়, কোন ব্যক্তির মধ্যে, প্রতিবন্ধী আইনের ধারা ৪ হতে ১২ তে উল্লিখিত প্রতিবন্ধিতার মধ্যে, একাধিক ধরনের প্রতিবন্ধিতা পরিলক্ষিত হলে তাকে 'বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী' বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি প্রতিবন্ধী আইনের ধারা ৪ হতে ১৩ তে উল্লিখিত প্রতিবন্ধিতা ব্যতীত এইরূপ অন্য কোন অস্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে যা তার স্বাভাবিক জীবন-যাপন, বিকাশ ও চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে জাতীয় সমন্বয় কমিটি ঘোষণা করলে উক্ত ব্যক্তিও, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে। এবং অপরিণত মস্তিষ্কে কোন আঘাত বা রোগের আক্রমণের কারণে যদি কোন ব্যক্তির, সাধারণ চলাফেরা ও দেহভঙ্গিতে অস্বাভাবিকতা দেখা যায়, যাহা দৈনন্দিন কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে; এইরূপ ক্ষেত্রে

---

৫৩. আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান, *তাওজিহুল আহকামি মিন বুলুগিল মারাম*, খ. ৭ম, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্ততার পরিমাণ পরবর্তীতে হ্রাস বা বৃদ্ধি না হয়; এবং উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে দৈনন্দিন কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়, তাহলে তিনি 'সেরির্বাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী' বলে বিবেচিত হবে। এছাড়াও দুই নাকের শিশুও পাওয়া যায় যাদেরকে প্রতিবন্ধী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। "দুই নাকের শিশু" পেরুতে একটি শহরে দুই নাক বিশিষ্ট ১ টি শিশু জন্মগ্রহণ করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় শিশুটির ১৩ নম্বর ক্রোমোসোমের অস্বাভাবিক কম্পনে এটি ঘটেছে।[৫৪] সেরিব্রাল পালসি জনিত প্রতিবন্ধিতার বৈশিষ্ট্যসমূহ হল নিম্নরূপ, যথা: পেশী খুব শক্ত বা শিথিল থাকা; হাত বা পায়ের সাধারণ নাড়াচড়ায় অসামঞ্জস্যতা বা সীমাবদ্ধতা; স্বাভাবিক চলাফেরায় ভারসাম্যহীনতা বা ভারসাম্য কম থাকা; দৃষ্টি, শ্রবণ, বুদ্ধিগত বা সর্বক্ষেত্রে কম বা বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ততা; আচরণগত সীমাবদ্ধতা; যোগাযোগের সীমাবদ্ধতা; বা এক হাত বা দুই হাত অথবা এক পা বা দুই পা অথবা এক পাশের হাত ও পা বা উভয় পাশের হাত ও পা আক্রান্ত হওয়া। বুদ্ধি প্রতিবন্ধীকে, মানসিক প্রতিবন্ধীর একটি ধরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা তিনভাগ মানসিক ভাবে প্রতিবন্ধী এবং প্রতি দশটি পরিবারের মধ্যে একটি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত। বর্তমানে দেশে শিশু মানসিক প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ৮ লাখ ৬ হাজার ৩১০ জন, এর মধ্যে ১ লাখ ২১ হাজার ৪৭ জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী (১৫ই জানুয়ারি, ২০১৮)। দেশে দরিদ্র্য, পুষ্টিহীনতা ও মহামারীর ব্যাপকতা হিসাবের মধ্যে রাখলে বাংলাদেশে মানসিক প্রতিবন্ধীর সংখ্যা যে আরো অনেক বেশি হবে এটা নিশ্চিত। কোনো ব্যক্তি

মানসিক প্রতিবন্ধী বা স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন বলতে আমরা বুঝি,জীবনের শুরু থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা, বাড়ন্ত বয়সে মানসিক বিকাশের ধীরগতি, শিক্ষা গ্রহণে অক্ষমতা এবং সামাজিক ও আচরণগত সামঞ্জস্য সাধনের অভাব।[৫৫] ইত্যাদি কারণগুলো বিবেচনা করলে বহুবিধ প্রতিবন্ধীর অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

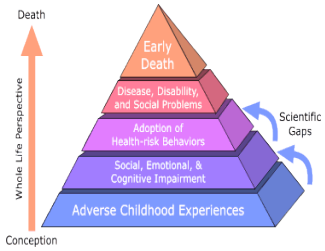

জাতিসংঘের একটি সমীক্ষার পর্যালোচনা

জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষার গবেষণায় দেখা যায় যে, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০% লোক কোন না কোনভাবে প্রতিবন্ধীর স্বীকার। যদি সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সংখ্যা হিসাব করা হয় তবে এই সংখ্যা ২৪ থেকে ২৫%-এ উন্নীত হবে। সমীক্ষায় আরো জানা যায় যে, উন্নয়নশীল দেশে অন্তত ৮০% অটিস্টিক শিশু গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে।[৫৬] অপর্যাপ্ত প্রতিরোধ ও নিরাময় ব্যবস্থার কারণে এই হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিবন্ধী মূলত শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টি, শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ক্ষতির কারণে হয়ে থাকে। আর প্রত্যেক প্রতিবন্ধিত্বকেই তিন ভাগে (মৃদু, মাঝারি এবং চরম) ভাগ করা হয়। প্রতিবন্ধিত্বের কারণে-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিদ্যমান সকল নাগরিক অধিকার ও সুবিধাদি থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশে ৫-১৪ বছর বয়সের ২২% শিশু শ্রমে নিয়োজিত যারা অপরিণত বয়সে

৫৪. দুই নাকের শিশু শিরোনামে একটি সংবাদ প্রচার হয়, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা: ২ অক্টোবর ২০১৫, পৃ. ২০

৫৫. বাংলাপিডিয়া, মানসিক-প্রতিবন্ধী,ভিজিট-১৫/০৬/২০১৭

৫৬. শেখ সালমা নার্গিস, "বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা অধিকার: একটি পর্যালোচনা" *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (সম্পা.), খ. ১১, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৩, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমদানের জন্য অপুষ্টির কারণে অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হচ্ছে।[৫৭] প্রতিবন্ধিত্বের কারণে তাদেরকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বাধা হিসেবে মনে করা হয়। প্রতিবন্ধী বিষয়ে যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণের জন্য অটিস্টিক শিশু ও ব্যক্তি সম্পর্কিত জাতিসংঘের বিশ্ব কর্ম-পরিকল্পনা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবন্ধিত্বের সংজ্ঞাকে পথনির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করে বিভিন্ন অর্থে গঠন করা হয়েছে। যথা- প্রতিরোধ অর্থে- যেমন- মানসিক, শারীরিক, স্নায়ুগত প্রতিবন্ধিত্ব দূরীকরণে বা দুর্বলতা দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ অথবা শারীরিক, মানসিক কিংবা সামাজিক নেতিবাচক ঘটনা যখন পরিলক্ষিত হয় উহা দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ। দুর্বলতা অর্থে- একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সম্পাদনে অসামর্থতা অথবা অস্বাভাবিকতাকে বুঝায়। প্রতিবন্ধীত্ব অর্থে-যে কোন ধরনের বাধা অথবা একজন স্বাভাবিক মানুষের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য কোন কাজ সম্পাদনে অসুবিধাকে বুঝায়। অক্ষমতা অর্থে-কোন ব্যক্তির অসুবিধাসমূহ, যা তার প্রতিবন্ধীত্বের অথবা দুর্বলতার কারণে ঘটে, যা বয়স, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং লিঙ্গভেদে ঐ ব্যক্তির স্বাভাবিক ভূমিকার অন্তরায়কে বুঝায়। পুনর্বাসন অর্থে- লক্ষ্য ভিত্তিক ও সময়-নির্ধারিত এমন কিছু পদ্ধতি যা এক জন দুর্বল ব্যক্তিকে মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিকভাবে স্বাভাবিক পর্যায়ে উন্নতি ঘটায় এবং সুযোগের সমতা বিধান অর্থে-এই প্রক্রিয়ায় প্রচলিত সাধারণ সামাজিক অধিকার ও সুযোগসমূহ তাহলো শারীরিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশ, আবাসন এবং যানবাহন, সমাজ ও স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন, খেলাধুলা এবং বিনোদনমূলক সুযোগ সুবিধাসমূহ সকলের জন্য সহজলভ্য করে তোলাকে বুঝায়। তাই জাতিসংঘের সংজ্ঞাকে যে পাঁচটি অর্থে বিবেচনা করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করলে অটিস্টিক শিশুর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে ইনশা-আল্লাহ।

বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিষয়ক নীতিমালা

বাংলাদেশের সাংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, নির্বিশেষে সমসুযোগ ও সমঅধিকার ভোগের অধিকার রয়েছে এবং জাতীয় উন্নয়নে দেশের সকল নাগরিকের সমঅংশীদারিত্বের সুযোগ সৃষ্টি একটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক নাগরিকদেরও রয়েছে উন্নয়নের ও অংশগ্রহণের পূর্ণ অধিকার। প্রতিটি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক নাগরিক প্রথমে নাগরিক, পরে প্রতিবন্ধী। কিন্তু আমাদের দেশের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রতিবন্ধী বিশেষ করে অটিস্টিক নাগরিকদের প্রতি আমাদের অজ্ঞতা, ভয় ও কুসংস্কারচ্ছন্ন মনোভাবের কারণে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তথা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের অধিকার খুবই নগণ্য।[৫৮] বাংলাদেশের সংবিধান সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা, কর্মের অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করছে। অনাকাঙ্ক্ষিত চাহিদার ফলে সরকারী সাহায্যের কারণ হিসাবে অক্ষমতাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং সমতা বিধান (১৯৯৩) শীর্ষক এসকাপ ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর দান ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার শীর্ষক জাতিসংঘের কার্যবিবরণী (১৯৭৫) অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকাণ্ডে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষ (১৯৮১), প্রতিবন্ধী দশক (১৯৮৩-৯২) এবং প্রতিবন্ধী সার্ক বর্ষ (১৯৯৩) কর্ম-পরিকল্পনা নীতি নির্দেশক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০০০ সালে সকলের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ঘোষণা পত্রের স্বাক্ষরদাতায় অন্যতম দেশ। বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা-প্রণয়নের

৫৭. আ. গ. ম. অহিদুল ইসলাম ও অন্যান্য, *"সমাজে প্রতিবন্ধীদের অবস্থা এবং আমাদের করণীয়"*, প্রতিবন্ধি ও উন্নয়ন, সেলিম রেজা হাসান ও এম. এম. শামছুল আজম (সম্পা.), ঢাকা: গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ২০০২, পৃ. ৬৮

৫৮. https://web.facebook.com /notes/awareness-union. visited on- 20/06/2017

Dhaka University Institutional Repository

মূল উপাদান হচ্ছে সকলের পূর্ণ অংশগ্রহণ, সমসুযোগ নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের সংবিধানেও প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত রচিত আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণাসমূহ বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা, চাকুরীর নিশ্চয়তার বিধান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ অনুচ্ছেদ: ১৫, ১৭, ২০, ২৯ আলোচনা করা হয়েছে।

১৫ অনুচ্ছেদে মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থায় বলা হয়েছে। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্ন লিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়: (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা; (খ) কর্মের অধিকার,অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করে যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার (গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার।

১৭ অনুচ্ছেদে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাক্ষেত্রে বলা হয়েছে। রাষ্ট (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য; কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ২০ অনুচ্ছেদে অধিকার ও কর্তব্যরূপে বলা হয়েছে (১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"-এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয়কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন। (২) রাষ্ট্র এমন অবস্থাসৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।

২৯ অনুচ্ছেদে সরকারী নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতায় বলা হয়েছে। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। (২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই- (ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে, (খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সমপ্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে, (গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে, রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।[৫৯]

৫৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদশেরে সংবধিান (১৯৭২ সনের নং আইন), http://bdlaws.minlaw.gov.bd. act- visited on-28/06 /2017

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ অটিস্টিক শিশুর বৈশিষ্ট্য ও ধরণ

২.৪.১ অটিস্টিক শিশুর স্বভাবগত ধরণ ও ভিন্নতার লক্ষণসমূহ

অটিস্টিক শিশুর স্বভাবগত ধরন ও ভিন্নতার লক্ষণসমূহ সাধারণত শিশু অবস্থাতেই প্রকাশ পায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশুর বয়স তিন বছর হবার আগেই অটিজমের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। অটিস্টিক শিশুর ক্ষেত্রে সাধারণত যে সমস্ত অস্বাভাবিকতা দেখা যায় তাহলো, শিশু সামাজিক আচরণে অধিক দুর্বল হয় ও পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে কম মেলামেশা করে। মানসিক সীমাবদ্ধতা ও একই কাজ বারবার করার প্রবণতা থাকে। সে সমবয়সী হোক কিংবা অন্য যে কোনো বয়সী হোক কারো সাথেই সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না। নাম ধরে ডাকলেও তেমন সাড়া দেয় না। সব সময় আকার ইঙ্গিতে কথা বলা ও আপন মনে একা থাকতে পছন্দ করে। নিজের ইচ্ছার মতে চলে। কোন কোন অটিস্টিক শিশু অনেক বেশি শব্দ করে না।[৬০] যখন যা করতে ইচ্ছা হয় তা করতে না পারলে বা কেউ বাধা প্রদান করলে অধিক রাগান্বিত হয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করে। কারো চোখের দিকে তাকানো পছন্দ করে না। এবং কারো সাথে নিজের ব্যবহারের জিনিস পত্র ভাগাভাগি করাও পছন্দ করে না। এরা কারো দিকে তাকিয়ে হাসে না কিংবা আদর করলেও ততটা সাড়া দেয় না। কোন আবেদনে বা উচ্ছ্বাসে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয় এমনকি বাবা-মা কোলে নেয়ার পরও আনন্দ প্রকাশ করে না। চোখের সামনে দিয়ে কোন চলমান বস্তু বা আলো নিয়ে গেলে সে তা চোখ দিয়ে অনুসরণ করে না।[৬১] এছাড়া ব্যথা ও অস্বাভাবিক ভীতিহীনতার কারণেও অনেক সময় তারা কোনো প্রকার সাড়া দিয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে না। এবং নিজেদের চোখের কাছে আঙুল কচলিয়ে, হাততালি ও লাফ দিয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করে। কিছু অটিস্টিক শিশু আছে যারা পায়ের অগ্রভাগের ওপর ভর করে হাঁটতে পছন্দ করে। অটিস্টিক শিশুদের অন্যতম একটি লক্ষণ হল তার লালন-পালনকারী বা তত্ত্বাবধানকারীদের কাছ থেকে দৌড়ে অন্যত্র চলে যায় ও কাছে গেলে মন খারাপ করে। মাঝে মধ্যে শিশু একই শব্দ পুনরায় উচ্চারণ করে। অটিস্টিক শিশুরা খুব কম ক্ষেত্রে ইংরেজি অক্ষর আই উচ্চারণ করতে পারে। আবার প্রায়ই অর্থহীন শব্দ বা কথা উচ্চারণ করে আবার অনেক সময় একদম চুপচাপ থাকে। তাই জেনে রাখা আবশ্যক বাড়ন্ত বয়সের সাধারণ অসুখগুলির মধ্যে অটিস্টিক শিশুর স্থান তৃতীয়। অন্য সকল শিশুর মতোই প্রত্যেকটি অটিস্টিক শিশুই আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই একজন অটিস্টিক শিশুর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য থাকবে অন্য আরেকজন অটিস্টিক শিশুর মধ্যে সেই একই বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ নাও থাকতে পারে।[৬২] প্রতি ২৫০ জন শিশুর মধ্যে একজন অটিস্টিক শিশু হবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব, শিশুকে কোন ভাবেই উত্তেজিত হতে দেয়া যাবে না। কারণ যদি অটিস্টিক শিশু উত্তেজিত বা হতাশাগ্রস্ত হয় তাহলে উপরিউক্ত লক্ষণগুলো বেড়ে যেতে পারে। অতএব অভিভাবকদের উচিত অটিস্টিক শিশুর স্বভাবগত ধরন ও ভিন্নতার লক্ষণসমূহের প্রধান দিকগুলো মনে রেখে কাজ করা ও চিকিৎসা প্রদান করা।

২.৪.২ অটিস্টিক শিশুর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য ও ধরণসমূহ

৬০. নুশেরা তাজরীন, *শিশুর অটিজম: তথ্য ও ব্যবহারিক সহায়তা*, ঢাকা: তাম্রলিপি, ২০১৩, পৃ. ১৯
৬১. মুহাম্মদ নাজমুল হক ও মুহাম্মদ মাহবুব মোর্শেদ, অটিজমের নীল জগত, ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১২, পৃ. ১৮
৬২. দিলারা সাত্তার মিতু (সম্পা.), প্রতিবন্ধিতা কি ও কেন? প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে অটিস্টিক শিশুর লক্ষণ একেক শিশুর ক্ষেত্রে একেক রকম হয়ে থাকে। তবে সার্বিক বিবেচনায় প্রধান তিনটি ধরন প্রত্যেক অটিস্টিক শিশুর মধ্যে একই থাকে। তাহলো, ১. মৌখিক ও অমৌখিক যোগাযোগে অক্ষমতা; ২. সামাজিক আচরণে[৬৩] অক্ষমতা; এবং ৩. পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণে অক্ষমতা বা একই আচরণ বার বার করার প্রবণতা। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো:

মৌখিক ও অমৌখিক যোগাযোগে অক্ষমতা ঃ অটিস্টিক শিশুরা অধিকাংশ সময় তাদের দৈনন্দিন যোগাযোগ স্থাপনে কঠিন প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়।[৬৪] আর তাহল কাউকে কোন কিছু দেখানোর ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হয় অথবা খুব ধীরে ও দেরীতে কাজ করে। প্রথম বছরে শিশু সুলভ আওয়াজ বা শব্দ করলেও পরবর্তী বছরে তা বন্ধ হয়ে যায়। কোন শিশু বা ব্যক্তি অন্যেরা কী বলছে তা বুঝতে পারে, কিন্তু নিজে কথা বলে যোগাযোগ করতে পারে না।[৬৫] তারা দেরীতে ভাষা শেখে এবং এক্ষেত্রে অনেক কষ্ট হয়। একটি শব্দ বা বাক্যের অংশ বার বার বলতে থাকে ও প্রায় সময় তারা অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরীতে ব্যর্থ হয়। একটি শব্দ বা বাক্য তারা শুনে, সেই শব্দ বা বাক্যকে তারা হুবহু বলে যা 'ইকোলালিয়া' নামে পরিচিত। অপ্রাসঙ্গিক ও অপরিচিত শব্দ ব্যবহার করে যা শুধুমাত্র এই শিশুদের সাথে সংশ্লিষ্টরাই বুঝতে পারে। এবং তাদের মধ্যে ভাষার দক্ষতা ভাল শিশুরাও প্রায় কথোপকথনে খেয়াল হারিয়ে ফেলে। কথা বলার সময় ইশারা ইঙ্গিতের সাহায্য নিয়ে থাকে। তাদের শরীরী ভাষা, গলার স্বর বা কথার অর্থ বুঝতে সমস্যা হয়। নিজেদের চাহিদা বা আবেগের বহিঃপ্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। কারও চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না। যথেষ্ট শব্দ ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও অর্থবহ বাক্য রচনা করতে ও বলতে পারে না। বিনা কারণে তাদের মেজাজ পালটে গিয়ে অত্যধিক হাসি বা কান্না করে থাকে। মাংশপেশির আস্বাভাবিক চঞ্চলতা এই রোগের অন্তর্ভূত। এবং বিনা কারণে অথবা যে কোন অবস্থার পরিবর্তনে প্রচণ্ড রাগ করতে পারে। ফলে কেনো কাজে মন বসাতে পারেনা এবং খাওয়া-দাওয়া নিয়েও অধিক সমস্যা করে। যার কারণে অন্যদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে অসীম প্রতিবন্ধকতার সম্মুক্ষীণ হয়।

সামাজিক আচরণে অক্ষমতা ঃ অটিস্টিক শিশুরা অধিকাংশ সময় তাদের দৈনন্দিন সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তাহল, খুব সামান্য অন্যের চোখে চোখ রাখে। তাদের আশে পাশে উপস্থিত লোকদের কথা শুনতে আগ্রহ দেখায় না এবং অন্যদের কথায় সাড়া দেয় না। তারা সহসা নিজেদের আনন্দ অন্যের সাথে ভাগ করতে পারেনা অথবা পছন্দের জিনিস আঙুল দিয়ে দেখায় না। অন্যরা রাগ, দুঃখ বা স্নেহ প্রদর্শন করলেও কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় না বা নির্লিপ্ত থাকে। সাম্প্রতিক গবেষনায় দেখা যায় অটিস্টিক শিশুরা সাধারণত সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত স্বাভাবিক সামাজিক আবেগীয় ইঙ্গিতগুলো বুঝতে পারেনা বরং নিজের খেলার মধ্যে মনোযোগ থাকে এবং নিজেকে সবর্দা নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখে।

পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণে অক্ষমতা ঃ অটিস্টিক শিশুরা অধিকাংশ সময় তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কাজে পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ স্থাপনে অসীম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হয়। আর অটিস্টিক

---

৬৩. মূল্যবোধ অর্থ-মানবিক বিধি ও আচরণগত রীতি-নীতি। *ইসলামে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ*, ড.মোঃ ইব্রাহীম খলিল। প্রথম প্রকাশ,সেপ্টেম্বর-২০১৩। প্রকাশক-আলোর ভুবন, ১২ বাংলাবাজার (শিকদার ম্যানসন), ঢাকা-১০০০,পৃ. ১৫

৬৪. যখন কোন ব্যক্তির অন্যদের ভাষা বুঝতে এবং নিজের প্রয়োজন, অনুভূতি ও চিন্তা-ভাবনা অন্যদের কাছে প্রবেশ করাতে সমস্যা হয় বা পারে না তখন তাকে যোগাযোগ প্রতিবন্ধী বলে। দ্র. Sue Roulstone & Sam Harding,"Defining Communication Disability in under served communities in response to the World Report on Disability" in *the International Journal of Speech-Language Pathology,* 15(1)UK, 2013, p.28

৬৫. হাকিম আরিফ ও তাওহিদা জাহান, *যোগাযোগবিজ্ঞান ও ভাষাগত অসঙ্গতি*, ঢাকা: বুকস্ ফেয়ার, ২০১৪, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

শিশুরা প্রায়ই অস্বাভাবিক আচরণ এবং একই জিনিস বার বার করার প্রবণতা দেখা যায়। এই আচরণগুলো বারবার করাকে "স্টেরিওটাইপ" আচরণ বলে। তাদের অনেক সময় কোন একটি বিষয়ে অতি মাত্রায় আগ্রহ বা আসক্তি দেখা যায়। অটিস্টিক শিশুরা চলমান গাড়ির চাকা দেখে উত্তেজিত বা আকর্ষিত হতে পারে। সমস্ত কিছুতে যেমন আছে তেমন দেখতে পাওয়ার প্রবণতা থাকে। কোন পরিবর্তন পছন্দ করে না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অদ্ভুতভাবে ব্যবহার করে নাড়াতে থাকে। হাত ঝাপটা দেওয়া, আঙুল নাড়ানো, মুখ বিকৃতি করা, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে হাঁটা ও এপাশ ওপাশ শরীর নাড়ানোসহ বিভিন্ন কাজ করে থাকে। সৃজনশীল বা কল্পনা-নির্ভর খেলা করতে তারা অক্ষম হয়। অদ্ভুত জিনিস নিয়ে খেলতে ভালোবাসে। কোন কোন সময় তারা তাদের খেলনাগুলোকে নিয়ে যথাযথ ভাবে না খেলে রেলগাড়ির মত একটার পেছনে আরেকটা লাইন করে সাজাতে থাকে। এসময় কেউ একটা খেলনা সরিয়ে ফেললে বা নিয়ে গেলে সে খুব উত্তেজিত হয়ে যায়। অনেক অটিস্টিক শিশুর মধ্যে সংখ্যা, বিভিন্ন সংকেত ও বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। অটিস্টিক শিশুরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপ নিয়ম মাফিক ভালভাবে করতে পারে যদি তাদেরকে নিয়ম করে তা শিখানো হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তারা একই খাবার খাওয়ার জন্য অথবা একই পথে স্কুলে যাওয়ার জন্য জেদ করে থাকে। অনেক সময় দৈনন্দিন কার্যকলাপের সামান্যতম পরিবর্তন তাদের উত্তেজিত করে তোলে। নতুন পরিবেশে কিছ কিছু শিশুর মধ্যে চরম উত্তেজনা বা হতাশা দেখা দিতে পারে। তারা যে কোন সময় হাসতে হাসতে বিষণ্ন হয়ে পড়ে এবং আক্রমণাত্মক বা ধ্বংসাত্মক আচরণ করে। অদ্ভুত ধরনের ভয় বা আতংকে তারা আতংকিত হয়ে থাকে। অনেক শিশুর মধ্যে নিজের শরীরে আঘাত করার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন- নিজের হাত কামড়ানো, মাথা ঠোকা এবং জিহবা দিয়ে হাত চাটা ইত্যাদি। অতি অল্প সময় ঘুমিয়ে সারা রাত জেগে থাকে। ঊৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা যায়। অত্যন্ত চঞ্চল ও অস্থির হয়ে থাকে এবং নিজের আগ্রহ বা পছন্দের জায়গা ছাড়া অন্য কিছুতে মনোযোগ দেয়ার আগ্রহ থাকে না। তাদের মধ্যে কয়েকজন শিশু বেশী রকমের জেদি হয়ে থাকে ও অন্যের কথার বিরুদ্ধাচরণ করে। যার ফলে পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

অতএব, উপরে উল্লেখিত প্রধান তিনটি সমস্যা সকল অটিস্টিক শিশুর মধ্যে বিদ্যমান। তাই প্রত্যেক শিশুর ধরন ও অবস্থার আলোকে বাড়ির পরিবেশটি সাজিয়ে শিশুর খেলা ও কাজের উপযোগী করা জরুরী। পরিবারের সদস্য ও অভিভাবকদের আন্তরিক সহোযোগিতায় নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রধান তিনটি সমস্যা থেকে ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখতে পারবে। তাই এক্ষেত্রে সাহায্য করা সকল মানুষের নৈতিক দায়িত্ব ও কতর্ব্য।

২.৪.৩ অটিস্টিক শিশুর পরবর্তী বা অর্জিত বৈশিষ্ট্য ও ধরণ

অটিস্টিক শিশুর পরবর্তী বা অর্জিত বৈশিষ্ট্য ও ধরনগুলো হল জন্মের পরে বিভিন্ন দূর্ঘটনাজনিত কারণে প্রতিবন্ধিত্ব বরণ করলে তাকে পরবর্তী বা অর্জিত প্রতিবন্ধী বলা হয়। আর অর্জিত বৈশিষ্টগুলো বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- অন্ধ, খঞ্জ, বধির, বাক, বুদ্ধি ও শারীরিক অঙ্গহানি ইত্যাদি। অন্ধ বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হল, জন্মের পরে বিভিন্ন দুর্ঘটনাজনিত কারণে চোখের আলো হারিয়ে বা দুটো চোখ অথবা একটি চোখ নষ্ট হয়ে প্রতিবন্ধিত্ব বরণ করে থাকলে তাকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলে। খঞ্জ প্রতিবন্ধী হল, জন্মের পরে বিভিন্ন দূর্ঘটনাজনিত কারণে দেহের এক হাত, এক পা অথবা উভয় হাত বা উভয় পা হারিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

থাকলে অথবা এক হাত এক পা অথবা উভয় হাত বা উভয় পায়ের শক্তি হারিয়ে প্রতিবন্ধীত্ব বরন করে থাকলে তাকে খঞ্জ প্রতিবন্ধী বলে। শ্রবণ প্রতিবন্ধী হল, জন্মের পরে বিভিন্ন দুর্ঘটনাজনিত কারণে কানের শ্রবণ শক্তি হারিয়ে থাকলে বা দুটো কান অথবা একটি কান নষ্ট হয়ে প্রতিবন্ধীত্ব বরন করে থাকলে তাকে বধির বা শ্রবণ প্রতিবন্ধী বলে। বাক প্রতিবন্ধী হল, জন্মের পর কোন দূর্ঘটনাজনিত কারণে আতংকিত হয়ে মস্তিষ্কে আঘাত পেয়ে মুখের ভাষা হারিয়ে যে প্রতিবন্ধীত্ববরণ করে তাকে বাক প্রতিবন্ধী বলে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী (অটিস্টিক) হল, অটিজম স্নায়ুগত বা মানসিক সমস্যা। এ সমস্যাকে ইংরেজিতে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার বলে। অটিজমকে সাধারণভাবে শিশুর মনোবিকাশগত জটিলতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এটি নিউরোলজিক্যাল বা স্নায়বিক সমস্যা যা মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অটিজমে আক্রান্তদেরকে অটিস্টিক বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বয়স উপযোগী কার্যকলাপে তাৎপর্যপূর্ণ সীমাবদ্ধতা; বা বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপে সীমাবদ্ধতা, যেমন- কার্যকারণ বিশেষণ, শিক্ষণ বা সমস্যা সমাধান; বা দৈনন্দিন কাজের দক্ষতায় সীমাবদ্ধতা, যেমন- যোগাযোগ, নিজের যত্ন নেওয়া, সামাজিক দক্ষতা, নিজেকে পরিচালনা করা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, লেখাপড়া, ইত্যাদি; বা বুদ্ধাঙ্ক স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা কম ব্যক্তিকে ‘বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী’ বলে। শারীরিক প্রতিবন্ধী হল, জন্মের পরে বিভিন্ন দুর্ঘটনাজনিত কারণে দেহের কোন অঙ্গ হরিয়ে ফেললে বা প্যারালাইসিস হয়ে প্রতিবন্ধিত্ব বরণ করে থাকলে তাকে শারীরিক প্রতিবন্ধী বলে।

অতএব জন্মের পরে বিভিন্ন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে যখন কোন শিশু প্রতিবন্ধিত্ব বরণ করে তখন সেই পরিবারের মা-বাবার এবং আর সব সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট একটি স্বাভাবিক পরিবারের সদস্যদের ধারনার সম্পূর্ণ বাইরে থাকে। কারণ এ মানসিক কষ্ট কারো সাথে ভাগ করা সম্ভব নয়। এছাড়াও যদি কোন পরিবারে একজন অটিস্টিক শিশু থাকে, তখন সেই পরিবারের মা-বাবা এবং সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সাধারণ পরিবারের ধারনার বাইরে থাকে। যাকে সাম্প্রতিককালে বিশেষজ্ঞরা অটিজম "স্পেকট্রাম ডিসওর্ডার" বলে আখ্যায়িত করছেন। যার ফলে অতি সামান্য থেকে শুরু করে গুরুতর সমস্যাগ্রস্থ অটিস্টিক শিশুরা এ নামের ছত্র ছায়ায় চলে আসছে। যদিও অটিজম বলে চিহ্নিত করার ব্যাপ্তি বিশাল আকার ধারণ করেছে এবং এক একজন অটিস্টিক শিশু এক এক ধরনের হয়ে থাকে তবুও প্রধান সমস্যাগুলো সকল অটিস্টিক শিশুর ক্ষেত্রে এক। তারা মৌখিক ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যোগাযোগে অক্ষম হয়। যার ফলে তারা ভাবভঙ্গি বা কথায় তাদের মনের ভাব প্রকাশে ব্যর্থ হয়। তাদের বয়স অনুযায়ী শব্দ বৃদ্ধি কম হয়, অনেক শিশুর যে কথাগুলি এসেছিল, সেগুলো হারিয়ে যায়। অনেক শিশু তোতা পাখির মত কথার প্রতিধ্বনি করে। অনেকে চোখে চোখে তাকাতে চায়-না অন্য কেউ তাকালে সে অপছন্দ করে। সহপাঠিদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও অক্ষম হয়। যার কারণে স্বাভাবিক সামাজিক আচরণেও তারা অনেক পিছিয়ে থাকে। তাই বাবা অফিসে যাবার সময় টাটা দেয়া কিংবা সমবয়সীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কিংবা অন্যের মনোভাব বোঝা তাদের কাছে এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে যায়। একজন অটিস্টিক শিশু, কিশোর জানেনা কিভাবে বন্ধুত্ব করতে হয় কিংবা কিভাবে বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখা যায়। তারা খেলা বা ক্রিয়াকলাপেও অক্ষম হয়। আদান-প্রদান মূলক খেলায় বিশেষ করে কল্পনাযুক্ত খেলায় অটিস্টিক শিশুরা অত্যন্ত পিছিয়ে থাকে। এছাড়া অটিস্টিক শিশু কিশোররা পঞ্চ ইন্দ্রিয় যথা ঃ দেখা, শোনা, স্পর্শ, স্বাদ গন্ধ, চলাচলে কোনো না কোনো ভাবে সংবেদনশীল থাকে এবং এই সংবেদনশীলতার কারণেও অনেক ক্ষেত্রে তারা অস্বাভাবিক আচরণ করে থাকে। তাদেরকে সাধারণ সকল শিশুদের মতই দেখতে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কোন শারীরিক সমস্যা থাকে না। ব্যাবহারিক সমস্যা দিয়েই অটিজমকে

Dhaka University Institutional Repository

সনাক্ত করা হয়। এই অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতা, অটিজম সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধিও আর একটি প্রধান অন্তরায়। সাম্প্রতিক-কালে বিশেষজ্ঞরা মস্তিস্কের বিকাশের প্রতিবন্ধকতার কারণ হিসাবে ব্রেনের অস্বাভাবিক রাসায়নিক কার্যকলাপ কিংবা ব্রেনের কিছু অস্বাভাবিক গঠনকে দায়ী করছেন। আর প্রথম সন্তান অটিস্টিক হলে দ্বিতীয় সন্তান অটিস্টিক হওয়ার ঝুঁকি কিছুটা বেড়ে যায়।' আর যমজ বাচ্চার ক্ষেত্রে অটিস্টিক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রতি ২৫০ জনে ১ জন শিশু অটিজমে আক্রান্ত। বাংলাদেশে অটিস্টিক শিশুদের জন্য মাত্র ২০টি স্কুল আছে যার সবগুলোই ঢাকায় অবস্থিত। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের জন্য কোন সুব্যবস্থা আগে ছিল না বর্তমানে কিছু কিছু সংস্থা কাজ করছে। বাংলাদেশে অটিজমকে অভিশাপ হিসেবেই দেখা হয়। আবার যেসব মা অটিজমে আক্রান্ত শিশুর জন্ম দেয়, তারাও সমাজে নিগৃহীত হয়। অনেক ক্ষেত্রে, অটিজম সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় অনেক শিশু ভুল রোগ নির্ণয়ের শিকার হয়ে থাকে। এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় না করেই তাদের অ্যান্টিসাইকোটিক জাতীয় ঔষধ দেয়া হয়ে থাকে। চিকিৎসকদের মধ্যেও অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। সঠিক সময়ে চিকিৎসা গ্রহণ করলে সম্পূর্ণ সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে বিয়ে ও সংসার করাও অনেকের পক্ষে সম্ভব। চলতে পারে সমাজে সবার সাথে এক সারিতে।

২.৪.৪ অটিস্টিক শিশুর ধরণ অনুযায়ী চিকিৎসার পদক্ষেপ গ্রহণ

শিশুর জন্মের তিন বছরের মধ্যে যদি যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যায়, যা শিশুটিকে সময়মত কথা বলতে বাধার সম্মুখীন করে বা কথা আসছে না, কিংবা একই কথা বার বার বলতে থাকে, খেলনা দিয়ে সঠিকভাবে খেলতে পারছে না, চোখে চোখে তাকাচ্ছে না এবং সম বয়সীদের সাথে মেশার কোন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না, ইত্যাদি অনেক সমস্যা দেখা যায় তবে অবশ্যই একজন সঠিক বিশেষজ্ঞ সনাক্ত করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া অত্যন্ত জরুরি। সাধারণত তিনটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রেখে অটিস্টিক শিশুর চিকিৎসা দেয়া জরুরী। যেমন:- প্রথমত : অস্বাভাবিক আচরণ পরিবর্তনের জন্য শিশুর বাবা মাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া; যাতে তারা বাড়িতে শিশুর আচরণগত পরিবর্তন করতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। আচরণের পরিবর্তন হলে পরিবার ও সমাজে ভবিষ্যতে শিশুটি স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করতে পারবে। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও মনোবিদগণের পরামর্শ জরুরী। দ্বিতীয়ত : বিশেষায়িত স্কুলে ভর্তি ও ক্লাসের মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুকে একদিকে যেমন প্রথাগত শিক্ষা প্রদান করা তেমনি ভবিষ্যতে তার জন্য উপযোগি যে কোনো পেশাগত প্রশিক্ষণ নেয়ার ব্যবস্থা করা। তৃতীয়ত : প্রয়োজন ও রোগের লক্ষণ অনুযায়ী কিছু ঔষুধ প্রদান ও সাইকোথেরাপিও দেয়া যেতে পারে, তবে তা অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিতে হবে। তাই এই পদ্ধতিগুলো শুধুমাত্র উপসর্গ নিয়ন্ত্রণের জন্যে যা শিশুর ওপর নির্ভর করে আলাদা হতে পারে। ফলে চিকিৎসক এবং অভিভাবক একসাথে পরামর্শ করে স্থির করে নিবেন যে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করলে অবস্থার আলোকে শিশুর ভাল ফল পাওয়া যাবে। যথাঃ-ডেভেলপমেন্টাল, ইন্ডিভিজুয়াল ডিফেরেন্সেস, রিলেশনশিপ-বেস্ট অ্যাপ্রোচ ইত্যাদি। রিলেশনশিপ-বেস্ট অ্যাপ্রোচ (DIR বা ফ্লোর টাইম) কে আবেগ ও যুক্তির উন্নতি ঘটানো এবং দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ ক্ষমতা এবং গন্ধ বোঝার ক্ষমতার উন্নতির উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। অকুপেশনাল থেরাপির মাধ্যমে পোশাক পড়া, খাবার খাওয়া, স্নান করা ইত্যাদি শেখানো হয়ে থাকে। সেন্সরি মাইগ্রেশন থেরাপি

Dhaka University Institutional Repository

প্রদানের মাধ্যমে সেসব শিশুদের চিকিৎসা দেয়া হয় যেসব শিশুরা বিশেষ স্পর্শে বা শব্দে ভয় পায়, তাঁরা এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে। স্পিচ থেরাপির মাধ্যমে শিশুকে কথা বলতে ও শিখতে সাহায্য করে। মিউজিক থেরাপির মাধ্যমে শিশুকে গান গাওয়া, সঙ্গীত রচনা এবং বাদ্যযন্ত্র শেখানোর মাধ্যমে শারীরিক উন্নতি সাধন করে। পিকচার এক্সচেঞ্জ কমিউনিকেশন সিস্টেমের (PECS) মাধ্যমে ছবি দেখিয়ে কথা বলা শেখানো হয়ে থাকে। প্যারেন্টাল প্রোগ্রামের সাহায্যে শিশুর বাবা-মাকে এই রোগের ব্যাপারে সঠিক তথ্য প্রদান এবং শিশুর যত্ন নেওয়া শেখানো হয়। যা শিশুকে একা স্কুলে যেতে, সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে, স্বাধীনভাবে চলতে, ঠিকমত কথা বলতে সাহায্য করে। যা সঠিক এবং নিয়মিত চিকিৎসায় সম্ভব। এই রোগের চিকিৎসার উদ্দেশ্যই হলো শিশুকে একা স্কুলে যাওয়া, সামাজিক সম্পর্ক গড়া, ঠিকমত কথা বলা ও অন্যের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনভাবে চলতে সাহায্য করা।

উপরে উল্লিখিত চিকিৎসাপদ্ধতি ছাড়াও অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে। তাহলো ক) অ্যাপলায়েড বিহেভিওর অ্যানালাইসিস (ABA) : শিশুকে আলাদা করে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও ছক বেঁধে নিয়ম মাফিক কাজ করা শেখানো। একটা বড় কাজকে ছোট ছোট কাজে ভেঙ্গে নিয়ে সময়মত সেই কাজ করা শেখানো। ঠিকমত কাজ করলে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে শিশুকে কাজ করতে উৎসাহ দেওয়া এবং তার উন্নতির হিসেব রাখা। (এ বি এ) বিভিন্ন রকম হতে পারে। খ) ডিসক্রিট ট্রায়াল ট্রেনিং (DTT) : এক্ষেত্রে একটা বড় কাজকে ছোট ছোট কাজে ভেঙ্গে নিয়ে সময়মত সেই কাজ করতে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং ঠিকভাবে তা শেষ করলে পুরস্কৃত করা। গ) আর্লিইন্টেনসিভ বিহেভিওরাল ইন্টারভেনশন (EIBI) : এটা ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্যে ব্যবহৃত পদ্ধতি। ঘ) পিভোটাল রেসপন্স ট্রেনিং (PRT) : শিশুকে নতুন জিনিস শিখতে উৎসাহ দেওয়া। এই পদ্ধতিতে উন্নতি পেতে গেলে শিশুকে নিজে থেকেই তার চালচলনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখাতে হয়। ঙ) ভার্বাল বিহেভিওর ইন্টারভেনশন (VBI) : ভাষা শেখানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়। চ) ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড এডুকেশন অফ অটিস্টিক অ্যান্ড রিলেটেড কমিউনিকেশন হ্যান্ডিক্যাপড চিলড্রেন মেথড (TEACCH) : শিশুর মধ্যে উপস্থিত প্রতিভা ও গুণাবলি নিয়ে উৎসাহ দেওয়া এবং সেটাকে কাজে লাগিয়ে স্বাবলম্বী হতে শেখানো। পাশাপাশি এই পদ্ধতিতে শিশুকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় চলাও শেখানো হয়ে থাকে। যে পরিবারে একজন অটিস্টিক শিশু রয়েছে সে পরিবারের সদস্য বিশেষ করে বাবা-মায়ের জন্য প্রয়োজন বিশেষ সেবা-পরামর্শ। তারা যেন অটিস্টিক শিশুটিকে নিজেদের বোঝা মনে না করেন অথবা শিশুর অটিজমকে লুকিয়ে না রেখে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও বিশেষায়িত স্কুলের সাহায্য গ্রহণ করেন সে বিষয়ে সকলেরই সচেতনতা প্রয়োজন। আমাদের দেশেও এখন বেশকিছু প্রতিষ্ঠান অটিস্টিক শিশুদের নিয়ে প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছে, একটু পিছিয়ে থাকা অটিস্টিক শিশুদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দেয়াই সকলের মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

অটিস্টিক শিশু ও স্পিচ থেরাপি : অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে যাদের ইনটেলেকচুয়াল ডিজেবিলিটি নেই, অর্থাৎ অ্যাসপারগার সিনড্রোমে ভুগছে, এমন শিশুদের ১০-২০% নিবিড় যত্ন ও পরিচর্যা করা হলে চার থেকে ছয় বছর বয়সের মধ্যে তাদের সীমাবদ্ধতাগুলো একটু একটু করে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়। এবং কিছু অসুবিধা সত্ত্বেও একসময় সাধারণ স্কুলে স্বাভাবিক শিশুদের সাথে পড়ালেখা করতে পারে। আরো ১০-২০% শিশু স্বাভাবিক শিশুদের সাথে পড়তে না পারলেও বাসায় থেকে বা বিশেষায়িত স্কুলে নিবিড় যত্নসহ পড়ার সুযোগ পেলে, ভাষাসহ বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ নিয়ে সমাজে মোটামুটি স্বনির্ভর একটা স্থান করে নিতে পারে। এসব ক্ষেত্রে নিবিড় পরিচর্যার অন্যতম ব্যবহারিক উপায় হলো

Dhaka University Institutional Repository

স্পিচ থেরাপি। স্পিচ প্যাথোলজি বা স্পিচ থেরাপির আওতা বা পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত। বাকযন্ত্রের গঠন জনিত কারণে কথা শেখার সমস্যা থেকে শুরু করে বুদ্ধিবৃত্তিক ঘাটতির কারণে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ বা মিথস্ক্রিয়ার সমস্যা হয়। এরকম বহুবিধ সমস্যার সমাধানে এর কার্যকর প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব। এখানে স্পিচ থেরাপির কিছু ব্যবহারিক কৌশল বর্ণনা করা হল: স্পিচ থেরাপি মৃদু বা মাঝারি মাত্রার অটিজম আছে এমন শিশুরাই নয়, স্বাভাবিক বা মেইনস্ট্রিম শিশুদের মধ্যে যাদের অতি চঞ্চলতা, অস্থিরতা, শারীরিক আঘাতের প্রবণতা বা অমনোযোগিতার মতো আচরণগত সমস্যা আছে, তাদের জন্যও এসব কৌশল যথেষ্ট উপকারী। এখানে যে কৌশলগুলো আলোচনা করা হবে, সেগুলো মূলত কিছু স্ট্রাকচার্ড প্লে, যেগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যেন দেখে,শুনে, চিন্তা করে শেয়ারিং এবং চোখে চোখে তাকানো এর মাধ্যমে কাজগুলো করে থেরাপিস্টের সঙ্গে শিশুর মিথস্ক্রিয়া নিশ্চিত হয়। শিশুর সঙ্গে থেরাপিস্ট (এখানে 'শিক্ষক' টার্মটি ব্যবহার করা হবে) এগুলো খেলবেন। এজন্য শিশু ও শিক্ষক মুখোমুখি বসবেন। তুলনামূলক ভাবে ছোট মাপের চেয়ার-টেবিল ব্যবহার করতে হবে, যাতে করে সহজে শিশুর সঙ্গে শিক্ষকের আই-কন্ট্যাক্ট ঘটে, এবং শিশুর মনোযোগের কেন্দ্রীভবন বাধাগ্রস্ত না হয়। মোটামুটি ভাবে যাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বয়স আড়াই থেকে তিন বছর তাদের গ্রুপ থেকে এই কৌশলগুলো প্রয়োগ করা যাবে। শিশু অভ্যস্ত বা দক্ষ হওয়া পর্যন্ত নিয়মিতভাবে একই কৌশলের চর্চা চালিয়ে যেতে হবে। তারপর ক্রমান্বয়ে আরেকটু চিন্তাভাবনা করার সুযোগ আছে, এমন কাজ বা খেলাগুলোতে অগ্রসর হওয়া। প্রতিবারে ৫ থেকে ৬ টি স্ট্রাকচার্ড প্লে করা ভাল। এসবের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের মধ্যে সংশ্লিষ্ট খেলনা, কার্ড, কাগজ, রং-পেন্সিল, ইত্যাদি ছাড়াও আরো কিছু জিনিস লাগবে। যেমন দু'টো কার্ড, যার একটাতে "help" আর দ্বিতীয়টাতে "wait" লেখা (সঙ্গে উপযুক্ত ভাব-প্রকাশক কোন প্রতীক বা ছবি আঁকা) থাকবে। কোন কাজ করতে গিয়ে শিশুর সমস্যা হলে তাকে "help" লেখা কার্ডটা তুলে ধরে শিক্ষকের সাহায্য চাইতে হবে। আবার কখনও শিক্ষকের নির্দেশনা পুরোপুরি না শুনে শিশু খেলা শুরু করলে, অথবা শিক্ষকের পালার সময় নিজে খেলতে চাইলে, কিংবা অন্য কোন অবস্থায় প্রয়োজন বুঝে "wait" লেখা কার্ডটি তুলে ধরে শিক্ষক তাকে অপেক্ষা করতে বলবেন। এই অভ্যস্ততা শিশুকে দৈনন্দিন জীবনে যে কোন কাজে প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যের সাহায্য চাইতে এবং ধৈর্যশীল হতে শেখাবে। যেসব কাজ বা খেলা করা হবে, তার উপকরণ, খেলনা ইত্যাদি খেলাশেষে গুছিয়ে রাখার জন্য টেবিলের নীচে বা মেঝেতে একটা খালি বাক্স রাখতে হবে। বাক্সের গায়ে দাবার ছকের মতো সাদাকালো খোপকাটা থাকবে, যেটা দেখে বোঝা যাবে এর নাম ফিনিশ-বক্স। টেবিলের একপাশে বা দেয়ালে একটা ছোট আয়তকার বোর্ড বা ওয়ালহ্যাং থাকবে, যেখানে এক সারিতে খেলার প্রতীকগুলো আর্কষণীয় করে সাজানো থাকবে। এই প্রতীকগুলো শক্ত কাগজ বা কার্ড কেটে তৈরি করে ল্যামিনেট করে নিতে হবে; যাতে ছবি এঁকে ও লিখে একেকটা কাজ বা খেলা বোঝাতে পারে। সর্বশেষে সাদাকালো খোপকাটা একটা ফিনিশ পকেট থাকবে। প্রথম খেলাটি শেষ হবার পর তার উপকরণগুলো গুছিয়ে ফিনিশবক্সে শিশু রাখবে। এরপর সে বোর্ড থেকে প্রথম প্রতীকটি সরিয়ে ফিনিশপকেটে রেখে দেবে। তারপর সে পরবর্তী প্রতীকটি দেখে শিক্ষককে বলবে পরবর্তী খেলা বা কাজটি কী। এভাবে প্রতিবার খেলনা গোছানো আর প্রতীক সরানোর মধ্য দিয়ে কাজের সূচনা,পর্যায়ক্রম, রুটিন, অপেক্ষা ও সমাপ্তি প্রত্যয়গুলো সম্পর্কে শিশুর ধারণা জন্মাবে ও আগ্রহ সৃষ্টি হবে। তাই সঠিক টেস্ট, চিকিৎসা, থেরাপি এবং কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে শিশুদের নব্বই থেকে পঁচানব্বই ভাগ জীবন আচরণ স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব। বর্তমানে দেশের অনেক শিশুই অটিস্টিক হওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিক জীবনের সাথে মানিয়ে চলতে সক্ষম হচ্ছে। বিভিন্ন আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে ও অভিভাবকের নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং যত্নের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৪.৫ অটিস্টিক শিশুর ধরণ অনুযায়ী শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ

অটিস্টিক শিশুর ধরনসমূহ সাধারণত তিন বছরের মধ্যে প্রকাশ পায়। তবে কিছু শিশুর ক্ষেত্রে রোগ সঠিকভাবে নিরূপণ করতে আরেকটু সময় বেশি লাগে। অটিজমের বিষয়টি যত দ্রুত নির্ণয় করে চিকিৎসা করা যায় ততই ভাল। কেননা অটিস্টিক শিশু হয়তো সাধারণ শিশুর মতো সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে না। কিন্তু সাইকোথেরাপি বা স্পেশাল শিক্ষাদানের মাধ্যমে এসব শিশুকে ৮০ থেকে ৯০ ভাগ পর্যন্ত সুস্থ করে তোলা সম্ভব। 'অটিস্টিক শিশুদের জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের তথ্য মতে, সারাদেশে ৬২ টি বিশেষায়িত স্কুল আছে।'[৬৬] সেখানে তাদের জন্য বিশেষভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা আছে। এ ধরনের স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন অকুপেশনাল থেরাপিষ্টের পরামর্শ নিতে হবে। তিনি পরামর্শ দেবেন, কোন ধরনের স্কুলে আপনার শিশুকে ভর্তি করতে হবে। সঠিক পদ্ধতিতে এগোলে প্রতিটি অটিস্টিক শিশুই উন্নতি লাভ করতে পারবে। এমনকি অনেক শিশু সাধারণ স্কুলে যাওয়ার মতোও হয়ে উঠতে পারে। এজন্য অটিস্টিক শিশুর ধরন অনুযায়ী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। নিম্নে কয়েকটি দিক বর্ণনা করা হল।

উপযুক্ত স্কুল নির্বাচন ঃ একজন অটিস্টিক শিশুকে দ্রুত সনাক্ত করে সঠিক প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যেমন জরুরি তেমনই জরুরি ৩-৫ বছরের ভেতর স্কুলে দেয়া। শিশুটির যোগাযোগের ধরন, অটিজমের তীব্রতা, ব্যবহারিক সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যার উপর নির্ভর করে বিশেষ স্কুলে (বিশেষ করে অটিস্টিক শিশুদের স্কুল) অথবা সাধারণ স্কুল নিবার্চন করে ভর্তি করা। এক্ষেত্রে সকলের জানা আব্যশক, মৃদু অটিস্টিক শিশু কিশোর কিংবা মেধাবী অটিস্টিক শিশু কিশোররা অনায়াসে সাধারণ স্কুলে লেখাপড়া করতে পারে। শুধু দরকার একটু সহযোগিতা ও অটিজম সম্পর্কে মানবিক সচেতনতা। তাই শিশুর উন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষক-অভিভাবকের সম্পর্ক খুবই নিবিড় হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সব শিক্ষা পদ্ধতি বা প্রশিক্ষণ সকল অটিস্টিক শিশুর জন্য একইভাবে প্রযোজ্য নয়, আবার একটি শিক্ষা পদ্ধতি একজন শিশুর জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য শিশুর ধরন অনুযায়ী স্থান কাল অবস্থার আলোকে প্রশিক্ষণ দেয়া অভিভাবকদের দায়িত্ব।

তথ্য ও প্রযুক্তির জ্ঞান লাভ ঃ বর্তমান বিশ্বে অটিজম বিষয়ে আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক উন্নতি সাধন করেছে। যা বিশ্বকে আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। তাই সকল অভিভাকদের এখন প্রয়োজন অটিজম বিষয়ে নতুন তথ্যবহুল বই, ইন্টারনেটে তথ্যাদি জানা ও সংগ্রহ করা। এছাড়া বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালায় অংশগ্রহণের চেষ্টা করা। যে কোন স্থান থেকে শিশুর উন্নতি সাধনে সামান্য তথ্য সংগ্রহ করা গেলেও সেটা হবে অনেক পাওয়া। পরিশেষে, অভিভাবকগণ তাদের শিশুকে অন্য কোন শিশুর সাথে তুলনা করবেন না। প্রত্যেকটি শিশুর মত অটিস্টিক শিশুরাও প্রত্যেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও আল্লাহ তা'আলার সেরা সৃষ্টি। তাই তাদের জীবনের উন্নতি সাধনে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক পিতা মাতার উপর আব্যশক।

অভিভাবক সহায়তা গ্রুপ গঠন ঃ একজন অটিস্টিক শিশুর পরিবারের সুখ, দুঃখ বেদনার কথা আর একজন অটিস্টিক শিশুর অভিভাবকই ভাল অনুভব করতে পারেন। তাই একজন অভিভাবক আর একজন

---

৬৬. এস এম আব্বাস, *প্রত্যেক উপজেলায় অটিস্টিক শিশুদের বিশেষায়িত স্কুল হচ্ছে*, ০৩ এপ্রিল ২০১৮, https://www.banglatribune.com/others/310921/, প্রত্যেক-উপজেলায়-অটিস্টিক-শিশুদের-বিশেষায়িত-স্কুল, ভিজিট ১১/০৭/২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

অভিভাবকের কাছে তার অবস্থা ও অভিজ্ঞতার কথা অনায়াসে ব্যক্ত করতে পারেন। অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে এক অভিভাবক অন্য অভিভাবকের কাছ থেকে অনেক বিষয় শিখতে ও জানতে পারেন। এজন্য অভিভাবক সহায়তা গ্রুপ তৈরি শিশুর উন্নতি সাধনে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। এবং অভিভাবকদের সাথে পরস্পরের যোগাযোগ সম্পর্ক ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাবে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা ঃ অভিভাবক সহায়তা গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ হয়। ফলে এক অভিভাবক অন্য অভিভাবকের কাছ থেকে অনেক বিষয় শিখতে ও জানতে সহজ হয়। যা সময়ের প্রেক্ষাপটে আস্তে আস্তে শিশুকে প্রশিক্ষণ দিয়ে উন্নতি করা যায়। পাশাপাশি দু'বছর থেকে অভিভাবকগণ শিশুর ভবিষ্যতের কথা ভেবে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। এবং শিশুর বয়স ১০ বছর হলে পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে অভিভাবকগণ। এজন্য যে বিষয়ে শিশুর কর্মদক্ষতা ভাল সেই বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে শিশুটিকে ভবিষ্যতের একজন আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অভিভাবকদের শুরু থেকেই নিতে হবে। যার মাধ্যমে সে হয়ে উঠবে আত্মনির্ভরশীল নাগরিক ও প্রকৃত দেশপ্রেমিক। 'এ লক্ষে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবসময় প্রতিবন্ধীদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন'।[৬৭]

২.৫ অটিস্টিক শিশুর মানবিকতা বিকাশে প্রতিবন্ধকতা

২.৫.১ পারিবারিক আচরণগত প্রতিবন্ধকতা

অটিস্টিক শিশুর সাথে পারিবারিক সদস্যদের অমানবিক আচরণ, তাদের মানবিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। কারণ উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবারগুলো শুধু নয় বরং শহর অঞ্চলের পরিবারগুলোতেও অটিস্টিক শিশুদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাদেরকে পরিবারের সকলে বোঝা হিসেবে মনে করে এবং সামান্য সময়ও তাদের সাথে ব্যায় করে না। তাই পারিবারিক আচরণগত প্রতিবন্ধকতা অটিস্টিক শিশুর মানবিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি কারণ। এজন্য পরিবারের সকলের জানা উচিত যে,অটিজমে আক্রান্ত সব শিশুই বুদ্ধি প্রতিবন্ধী নয়, মাত্র ৩০ শতাংশ অটিস্টিক শিশুর বুদ্ধি স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কিছুটা কম থাকে। আর ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশের বুদ্ধিবৃত্তি উল্লেখযোগ্য কম হয়। আবার কিছু অটিস্টিক শিশুর বিশেষ কোনো বিষয়ে অধিক জ্ঞান থাকে। যেমন, সংগীত, ছবি আঁকা, আবৃত্তি ইত্যাদিতে তার বয়সী শিশুর থেকেও অধিক পারর্দশী দেখা যায়। তাই পরিবারের সদস্যদের উচিত অটিস্টিক শিশুকে বোঝা মনে না করে আন্তরিকতার সাথে সময় দিয়ে তার মেধাকে বিকাশিত করার সুযোগ দেয়া। অন্যদিকে যারা তীব্র মাত্রায় অটিজমে আক্রান্ত তারা পরিবারের সদস্যদের সাথে বিভিন্ন ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ করে যার ফলে অন্য সদস্যগণ তার সাথে মেশার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। পরিবারে সদস্যদের সাথে যে সকল আচরণ করে তার ধরনসমূহ আলোচনা করা হলো- যথা, অটিস্টিক শিশু অহেতুক বা উদ্দেশ্যহীনভাবে একই আচরণ বারংবার করতে থাকে। যেমন, মাথা সামনে পেছনে দোলাতে বা হাত তালি দিতে থাকে। এদের আচরণ ও কাজকর্ম সীমিত বা গন্ডিবদ্ধ। অনেকে সব কিছু রুটিন মাফিক বা একই রকমভাবে করতে পছন্দ করে। এই রুটিন অনাবশ্যক এবং অপ্রয়োজনীয় হলেও এর ব্যতিক্রম হলে তারা অস্বাভাবিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়।

৬৭. শিরোনাম-"প্রতিবন্ধীদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রীর" *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা: ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ইং পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বা অবস্থার পরিবর্তনও সে সহ্য করতে পারে না। ঘরের আসবাব যে রকমভাবে ছিল, তার পরিবর্তনেও শিশু বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়, চিৎকার করে বা কাঁদে। বিশেষ কোনো খেলনা বা বস্তু বা কাজের প্রতি এদের অতিরিক্ত মোহ দেখা যায়। অনেকে আবার খেলনার চেয়ে খেলনার নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নিয়েই মেতে থাকে। যেমন, খেলনা পুতুল নিয়ে পুতুলের মতো না খেলে এর একটি হাত নিয়েই কেবল নাড়াচাড়া করতে থাকে। দোলনা বা রকিং চেয়ার বা একই স্থানে দাঁড়িয়ে ঘুরতে থাকা, এ জাতীয় পুনরাবৃত্তিমূলক খেলা পছন্দ করে। এছাড়াও অটিস্টিক শিশুদের মাঝে আরো নানা ধরনের উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা যায়। তার একটি হলো উচ্চস্বরে কথা বা গান শুনলে তারা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়। অনেক অটিস্টিক শিশুর ব্যথার অনুভূতি কমে যায়, আবার কেউ কেউ একটুতেই অস্বাভাবিক ব্যথার প্রতিক্রিয়া দেখায়। কোনো কোনো অটিস্টিক শিশু আপাতদৃষ্টিতে কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ করে রেগে যায় বা ভয় পায়। বিশেষ কোন খেলনা বা সাধারণ কোন বস্তুর প্রতি তার অতিরিক্ত আকর্ষণ থাকে। সেটা সবসময় সঙ্গে রাখতে চায়। কিন্তু খেলনা হিসেবে সেটার যে বৈশিষ্ট্য, তা তাকে আকর্ষণ করেনা। যেমন কোন কোন শিশুর খেলনা গাড়ী চালানোতে আগ্রহ না থাকলেও কিন্তু সেটা উল্টে ধরে হাত দিয়ে চাকাগুলো ঘোরাতে দেখা যায়। অধিকাংশ অটিস্টিক শিশু পেন্সিল বা কলম ধরে মুঠোবন্দী করে। দু'আঙুল দিয়ে চিমটি দেয়ার মতো করে বা তিন আঙুলে পেন্সিল ধরার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কিছু ধরতে পারেনা। হাত ধুয়ে মোছার আগে হাত থেকে পানি ঝেড়ে ফেলা বা কুলি করার কায়দাটা শিশুরা বড়দের দেখেই শিখে। কিন্তু অটিস্টিক শিশু এই সাধারণ বিষয়গুলো আয়ত্তে আনতে পারেনা। শেখালেও দেখা যায় হাত ধুয়ে ঢেউয়ের মতো দোলাচ্ছে, পানি ঝরবে এমনভাবে ঝাড়তে পারছে না। হাত মুছতে গেলেও তোয়ালেটা এমনভাবে ধরছে যে ঠিকমতো মোছা হচ্ছেনা ইত্যাদি। অতএব, উপরের লক্ষণগুলোর মধ্যে যে কোনটি একজন অটিস্টিক শিশুর মধ্যে খুব প্রবল হতে পারে। অথবা উপরের সবগুলো লক্ষণ একসঙ্গে থাকতে পারে। অতএব সকল বাবা মায়ের এটা খেয়াল রাখতে হবে। এ ধরণের কয়েকটি লক্ষণ সন্তানের মধ্যে বেশি দিন ধরে দেখা যাচ্ছে কিনা। যদি তা হয় তবে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। আর সঠিক পরার্মশ ও সুচিকিৎসার মাধ্যমে পারিবারিক আচরণগত প্রতিবন্ধকতাগুলো দুর করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক সহোযোগিতা একান্ত কাম্য।

২.৫.২ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা

অটিস্টিক শিশুর জন্য সামাজিকগত প্রতিবন্ধকতা মানবিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম আর একটি কারণ। অটিস্টিক শিশুরা অধিকাংশ সময় তাদের দৈনন্দিন সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে সমবয়সী বন্ধু ও প্রতিবেশীর সাথে আচরণগত বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হয়। অটিস্টিক শিশুর সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণ হিসাবে যে লক্ষণগুলোকে[৬৮] বিবেচনা করা হয়। তাহলো তারা খুব সামান্য অন্যের চোখে চোখ রাখে। অর্থাৎ বাবা-মা বা নিয়মিতভাবে দেখা হচ্ছে এমন আপনজনদেরও চোখে চোখ রেখে তেমন তাকায় না। তার কাছে গিয়ে বা কোলে নিয়ে আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করলেও দেখা যায়, খুব দ্রুতই সে চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। এছাড়া তারা সহসা নিজেদের আনন্দ অন্যের সাথে ভাগ করতে পারে না। অর্থাৎ, সমবয়সী শিশুদের সঙ্গে মিশতে বা খেলতে চায় না। অন্য শিশুদের খেলতে দেখলে সে একপাশে সরে যায়। অন্যরা কী করছে, সেটা দেখতে বা তাদের খেলায় অংশ নিতে অনীহা বা বিরক্তি প্রকাশ করে

৬৮. https://bengali.whiteswanfoundation.org/disorders/autism-spectrum-disorder, visited on 02/09/2017

Dhaka University Institutional Repository

এবং নিজেদের পছন্দের জিনিসের প্রতি অন্যকে আকৃষ্ট করতে পারে না। অর্থাৎ সাধারণ শিশুরা কোনো খেলনা হাতে পেলে সবাইকে সেটা দেখাতে চায়। কথা বলে বা অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, অটিস্টিক শিশুর ক্ষেত্রে এধরণের কোনো খেলনার প্রতি নিজস্ব কিছু আগ্রহ থাকলেও সেটা নিয়ে কোনো উচ্ছ্বাস থাকে না। অন্যরা রাগ,দুঃখ বা স্নেহ প্রদর্শন করলেও কোন প্রতিক্রিয়া তারা দেখায় না। তাদের আশেপাশে উপস্থিত লোকদের ডাকে সাড়া দেয় না। অর্থাৎ তাকে নাম ধরে ডাকলে সাড়া দিয়ে চোখ ফিরিয়ে তাকায় না। সে হয়তো নামের ব্যাপারটা বুঝতে পারেনা, অথবা ডাকের ব্যাপারটা শুনে বুঝতে পেরে যে কাজ বা খেলায় সে ব্যস্ত ছিল সেটা কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে দেয় কিন্তু যে ডাকছে তার দিকে ফিরে তাকায় না। পরিশেষে বলা যায় অটিস্টিক শিশুরা সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত স্বাভাবিক সামাজিক আবেগীয় ইঙ্গিতগুলো বুঝতে পারেনা। আর বেশীরভাগ অটিস্টিক শিশুকে ডায়াগনোসিসের আগেই পারিবারিক ভাবে 'অমিশুক' হয়ে থাকে। একারণে তারা সামাজিকভাবে সাধারণ মানুষের সাথে মিশতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা যেমন: মস্তিস্ক পক্ষাঘাত (সিপি), কাটা ঠোঁট ও কাটা তালুর সমস্যা থাকলে যোগাযোগ প্রতিবন্ধিতার মত সমস্যা ঘটতে পারে। বাক, শ্রবণ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা থাকলেও যোগাযোগ প্রতিবন্ধিত্ব দেখা দিতে পারে।[৬৯] তাই সকল সচেতন নাগরিকদের উচিত উক্ত আচরণগুলোকে সমস্যা মনে না করে তাদের সাথে কোমল ও সুন্দর আচরণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সাহায্য করা।

২.৫.৩ পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতা

অটিস্টিক শিশুর জন্য পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতা মানবিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি মূল কারণ। পরিবেশ ও প্রতিবেশির সাথে যোগাযোগ করার ক্ষমতা শিশুর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠে। অটিস্টিক শিশুর ক্ষেত্রে এই যোগাযোগ তৈরি করার ক্ষমতা গড়ে উঠে না বরং কমে যায়।[৭০] কেননা দু' থেকে তিন বছর বয়সে স্বাভাবিক শিশুরা যেসমস্ত শব্দ উচ্চারণ করে সমবয়সী অটিস্টিক শিশুরা তা পারে না। অথবা অনেক ক্ষেত্রে তারা স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে হয়ত পারে কিন্তু একটি বাক্য শুরু করতে তার অস্বাভাবিক রকম দেরি হয় বা বাক্য শুরু করার পর তা শেষ করতে পারে না। নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়টা তৃতীয় ব্যক্তি বলে থাকে। এবং বন্ধুদের সাথে খেলার ক্ষেত্রে একই কথা বা বাক্যাংশ বার বার উচ্চারণ করে। অটিস্টিক শিশুকে প্রশ্ন করা হলে উত্তর দিতে পারে না,বরং সে প্রশ্নটিই আবার উচ্চারণ করে-'তুমি কি বল দিবে?' ইত্যাদি। তিন বছর বা তারও কম বয়সী শিশুরা তাদের বয়সোপযোগী নানা রকম খেলা স্বতস্ফূর্তভাবে নিজেরাই তৈরি করে খেলে কিন্তু অটিস্টিক শিশুরা তা পারে না। যেমন, পুতুলকে সাজানো ও খাওয়ানো, গাড়ী চলানো ইত্যাদি। তারা কথা বলার সময় ইশারা ইঙ্গিতের সাহায্য নেয়। প্রায় কথোপকথনে খেয়াল হারিয়ে ফেলে। অপরিচিত ও অপ্রাসঙ্গিক শব্দ ব্যবহার করে যা অন্যরা সহজে বুঝে না শুধুমাত্র এই শিশুদের সাথে সংশ্লিষ্টরাই বুঝতে পারে। কোন কাজ করার ক্ষেত্রে খুব ধীরগতি হয় বা কাজটি করতে পারে না। শরীরী ভাষা, গলার স্বর বা কথার মানে বুঝতে সমস্যা হয়। যথেষ্ট শব্দ ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও অর্থবহ বাক্য রচনা করতে ব্যর্থ হয়। নিজেদের চাহিদা বা আবেগের বহিঃপ্রকাশ করতে পারে না। কোন কারণ ছাড়া হঠাৎ মেজাজ পাল্টে যায় ও অত্যধিক হাসি বা কান্না

৬৯. আইনুন নাহার, "বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের যোগাযোগ সমস্যা" *বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ*, ঢাকা: সুইড বাংলাদেশ, ২০০৭ পৃ. ১৩০)

৭০. রাজীব সেনগুপ্ত, *উত্তরণ*, (কলকাতা: পার্থশঙ্কর বস নয়া উদ্যোগ পাবলিকেশন্স ২০৬, বিধান সরণি-৭০০ ০০৬, প্রথম সংস্করণ-২০০৯খ্রি.) পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

করে। ফলে কোন শিশু বা ব্যক্তি তাদের সাথে মিশতে ও সময় ব্যয় বিরক্তি প্রকাশ করে। সমবয়সী অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে তুলনা করে বাবা মা বিষয়টি বুঝতে পারেন এবং পিতা-মাতা ও চিকিৎসক অটিস্টিক শিশুদের পরিবেশগতভাবে অন্যদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার প্রধান কারণ হিসাবে লক্ষণগুলোকে বিবেচনা করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, 'অন্ধ, বধির, খোড়া, অটিষ্টিক ও পঙ্গুদের জন্য এ চলাচল সংক্রান্ত সমস্যা নানামূখী হয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য চলাচল সংক্রান্ত কিছু অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা হলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তা অপ্রতুল। বাংলাদেশের রাস্তা-ঘাট, রেলপথ, নৌপথ, কিংবা অন্যান্য সাধারণ যোগাযোগ ব্যবস্থাও প্রতিবন্ধীবান্ধব নয়।[৭১] তাই পরিবারের সদস্যদের সঠিক চিকিৎসা ও আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতা দুর করা সম্ভব।

২.৫.৪ অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা অটিস্টিক শিশুর মানবিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান একটি প্রতিবন্ধক। কারণ বাংলাদেশে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার হার বেশি হওয়ার ফলে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থার অভাবে বেকারত্বের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার কারণে সাধারণ মানুষের সাথে অটিস্টিক শিশু ব্যাক্তিরাও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হচ্ছে। বঞ্চিত হচ্ছে তাদের জন্মগত মৌলিক অধিকার থেকে। এবং অভিজ্ঞ চিকিৎকের চিকিৎসা, উন্নত সুচিকিৎসা, সুশিক্ষা, সঠিক পরিচর্যা, সুষম খাদ্য, পারিবারিক ভালোবাসা, সামাজিকভাবে সহোযোগিতা,বংশগত মর্যাদা, আত্নীয় স্বজনের ভালোবাসা, ধর্মীয় সংস্কৃতিমূলক প্রতিযোগিতা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকেও অটিস্টিক শিশুকে বঞ্চিত করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। পরিবার ও সমাজের লোকেরা তাদেরকে বোঝা মনে করে সবর্দা তাদের কাছ থেকে দুরে থাকে এবং সর্বজনীন প্রবেশাধিকারের অভাবসহ বিভিন্ন বাধা বিঘ্নের কারণে প্রতিবন্ধীরা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।[৭২] এছাড়াও এজন্য অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে পারিবারিক ভাবে অটিস্টিক শিশুদের প্রতি অবহেলা ও লাঞ্চনাকে আমি ছয়টি ভাগে ভাগ করেছি। যথা- ১. তত্ত্বাবধানজনিত অবহেলা: বাবা-মা না থাকা যার ফলে শিশুর শারীরিক ক্ষতি, যৌন নিপীড়ন বা অপরাধে জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি। ২.শারীরিক অবহেলা: নূন্যতম শারীরিক প্রয়োজনগুলো মেটাতে না পারা যেমন নিরাপদ ও পরিষ্কার ঘর। ৩. স্বাস্থ্যজনিত অবহেলা: শিশুকে সঠিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে না পারা। ৪. মানসিক অবহেলা: যত্ন, উৎসাহ এবং সহায়তা প্রদান না করা। ৫. শিক্ষাগত অবহেলা: স্কুলে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দিতে না পারা। ৬. ত্যাগ করা: কোন শিশুকে দীর্ঘ সময়ের জন্য একা রেখে যাওয়া। অটিস্টিক শিশুদের পারিবারিক ভাবে অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সমাজের সচেতন সকল নাগরিকদের এগিয়ে এসে আন্তরিক সহোযোগিতা করা নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব।

২.৫.৫ সঠিক পরিচর্যা ও সচেতনতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

পরিবার ও সমাজে অটিস্টিক শিশুর সঠিক পরির্চযা ও সচেতনতার ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো, মানসিক প্রতিবন্ধীদেরকে জীন কিংবা শয়তানের আছর পেয়েছে এমন

---

৭১. মোঃ আবুল বাশার, "প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান ও সম্পত্তিতে অধিকার" *আমরা করবো জয়*, (জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের একটি নিয়মিত প্রকাশনা), ২১তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২০১৫, পৃ. ২

৭২. আজিজুর রহমান নাবিল, শিরোনাম-"সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রতিবন্ধী তরুণেরা" অপরাজেয়, সাবরিনা সুলতানা (সম্পা.), (প্রতিবন্ধী মানুষের কণ্ঠস্বর নিয়ে ত্রৈমাসিক পত্রিকা), ৭১/১, ফকিরাপুল (২য় তলা), ঢাকা; বর্ষ-৩, সংখ্যা-১, ডিসেম্বর ২০১৪ ইং, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

সকল ধারণা থেকে তাদেরকে হুজুর, ফকির কিংবা দরবেশদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য।[৭৩] এসকল কুসংস্কার পরিহার করে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে সকল প্রতিবন্ধকতা সমাধান করা সম্ভব। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের করণীয় হলো বেঁচে থাকা ও স্বাবলম্বীতা বিকাশের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় যে কাজগুলো করা দরকার সেগুলো আন্তরিকতার সাথে প্রশিক্ষণ দেয়া। যেমন- টয়লেট ও ওয়াশ করা, জামা ও জুতা পরিধান করা, দাঁত ব্রাশ করা, মাথা আঁচড়ানো, নিজে নিজে খেতে পারা ইত্যাদি। তাই এ বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে না দেখার কারণে অটিস্টিক শিশুর স্বাবলম্বীতা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। আর সংবেদনশীলতার সমন্বয় করা অতীব জরুরী। কেননা এই ধরনের শিশুদের সংবেদনশীলতা অত্যন্ত প্রখর হয়। এজন্য তাদের সংবেদনশীলতার সমন্বয় না করা হলে কোন কিছু শিখতে কিংবা কোন কিছুতে মনোসংযোগ দিতে অনেক বিলম্ব হয়। তাই অভিভাবকগণ এ ধরনের শিশুদের প্রশিক্ষণের জন্য এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। আর তা না করা হলে অটিস্টিক শিশুর মধ্যে সংবেদনশীলতা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। এবং অনেক অটিস্টিক শিশুর বিভিন্ন মাংসপেশী, চোখ ও হাতের যথাযথ সমন্বয় এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাযথভাবে পরিপক্কতা ও পরিপূর্ণতার ঘাটতি থাকে। এক্ষেত্রে যথাযথ ফিজিওথেরাপি এবং অকুপেশনাল থেরাপি পরিমাণ অনুযায়ী নিয়মিত প্রয়োগ করলে অধিক কার্যকর ফলাফল পাওয়া যায়। তাই নিয়মিত প্রশিক্ষণের সাথে এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে কার্যকার পদক্ষেপ না নেয়ার কারণেও ফিজিওথেরাপি এবং অকুপেশনাল প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এজন্য বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া। পাশাপাশি কথা ও ভাষা শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়া। এক্ষেত্রে শিশুদের মুখোমুখি এবং একই উচ্চতায় বসে চোখে চোখ রেখে কথা বলা। ঠোঁটের নড়াচড়া এবং চোখের ও হাতের সঞ্চালন অনুসরণ করতে সাহায্য করা। যে কোন কার্যক্রম করার সময় শিশুর সাথে কথা বলে কাজটি করা এবং শিশুকে দিয়ে কাজটি করাবার চেষ্টা করা। শেখানো কথাগুলো বার বার এবং প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করানো যাতে কোনভাবেই শিশুটি শিখে ফেলা শব্দগুলো ভুলে না যায়। এভাবে ধীরে ধীরে শেখানোর চেষ্টা করলে কথা ও ভাষা বিকাশের প্রতিবন্ধকতা দুর হবে। অতএব, উপরের আলোচিত বিষয়গুলো অভিভাবকগণ সঠিকভাবে পালন করলে অটিস্টিক শিশুর পরিচর্যার ক্ষেত্রে ও সচেতনতার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

২.৫.৬ অটিস্টিক শিশু পিতা-মাতা ও সমাজের জন্য অভিশাপ নয়

অটিস্টিক শিশু পিতা-মাতা ও সমাজের জন্য অভিশাপ নয়, বরং তারাও পিতা মাতার প্রিয় সন্তান ও আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। অটিস্টিক শিশুদের শারীরিকভাবে কোন সমস্যা তেমন থাকে না। তাদের মানসিক তথা ব্রেনগত সমস্যা থাকে। তাদের স্বাভাবিক শিশুদের চেয়ে কোনো ক্ষেত্রে অধিক মেধাবী ও কর্মদক্ষতা বেশি থাকে। স্বাভাবিক শিশুদের জন্য পিতা-মাতা যে সময় ও অর্থ ব্যয় করে তার অর্ধেক অর্থ ও সময় অটিস্টিক শিশুর ক্ষেত্রে ব্যায় করলে তারা সাধারণ শিশুদের চেয়ে অধিক ভালো করবে এবং জাতীয় সম্পদে পরিণত হবে। কেননা ইতিহাস সাক্ষী বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনিস্টাইন অটিস্টিক ছিলেন। অথচ জাতি যুগ যুগ ধরে তাকে স্মরণ রাখবে বিজ্ঞানে তার অবদানের জন্য। আর সমাজে একটি কুসংস্কার ছিল যে, অটিস্টিক শিশুরা কিছুই করতে পারে না। বর্তমানে এ ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে

৭৩. "মানসিক রোগ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি" (দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ১৮ অক্টোবর ২০১৫, সম্পাদকীয় পাতা, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

অনেক অটিস্টিক শিশু নিজেদের যোগ্যতা দিয়ে সমাজে উন্নয়নমূলক কাজে অবদান রাখছে।[৭৪] শুধু তাই নয় বিশ্বের ইতিহাসে তারা সম্মানের সাথে দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করছে।[৭৫] এবং সরকারি বিভিন্ন পদে অনেক অটিস্টিক ব্যক্তি চাকুরি করছে।[৭৬] তাই অটিস্টিক শিশুদের দূর্বল ও সমাজের বোঝা মনে করার কোন সুযোগ নেই। কারণ ভবিষতে তারাও জাতির উন্নয়নে অকল্পনীয় অবদান রাখবে। এজন্য প্রয়োজন পারিবারিক বন্ধন, আন্তরিক ভালোবাসা ও সামাজিক জনসচেতনতা বৃদ্ধি। সকলের আন্তরিক সহোযোগিতা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই একমাত্র অটিস্টিক শিশুদের জীবনমান উন্নতি সম্ভব। তাহলে সমাজে তারাও আমাদের মত সহজ ও আনন্দময় জীবন উপভোগ করবে।

২.৫.৭ অটিস্টিক শিশুদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন আন্তরিক ভালবাসা

অটিস্টিক শিশুদের সমস্যা সমাধানে জনসাধারণের আন্তরিক ভালবাসা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি ঘটনা উপস্থাপন করা হল- রাকিব হোসেন আট বছরের বালক। স্কুলে ক্লাস ও বাড়িরকাজ করা তার কাছে অসম্ভব ছিল। তার গ্রেড ছিল খুবই খারাপ। শিক্ষকদের বকুনি, বাবার ধমক তার কাছে ছিল নিত্ত নৈমিত্তিক পাওনা। শিক্ষক, মা বাবা কেউই বুঝতে পারেনি যে, সে শিক্ষণে অক্ষমতা,তথা ডিসলিয়ায় আক্রান্ত। বাবা স্কুলের ফলাফলে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পাঠালেন এক বোর্ডিং স্কুলে। সেখানে অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়ায় ভর্তি করান আর্ট স্কুলে। আর্ট স্কুলের শিক্ষক খুবই দ্রুত বুঝতে পারলেন যে রাকিবের প্রয়োজন ডিসলিয়া উপশমের প্রয়োজনীয় আন্তরিক সাহায্য। সম্ভব সবকিছুই তিনি করলেন। স্কুলের আর্ট প্রতিযোগীতায় রাকিব প্রথম পুরষ্কার অর্জন করল। ফলে তার জীবনে এল নতুন সম্ভাবনা। সবার আদর ভালবাসায় তার জীবন হয়ে উঠল আনন্দময়।

এজন্য বর্তমানে শিক্ষণে অক্ষমতা তথা অটিস্টিক শিশুদের নিয়ে সমসাময়িক সময়ে অনেক ছবি ও অভিনয় সিনেমাতে হচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো। হলিউডের ছবি দি রেইনম্যান, একজন অটিস্টিককে নিয়ে, মোজার্ট এন্ড দা ওয়াল, এসপারজার সিনড্রোমের (অটিজমের এক ধরন) এক বালক ও বালিকাকে নিয়ে, কিলার ডিলার, এক অটিস্টিক পিয়ানো বাদককে নিয়ে, দি বয় হু কোড ফ্লাই, এক অটিস্টিক টিনএজারকে নিয়ে, মারকারি রাইজিং, নয় বছরের এক জিনিয়াস অটিস্টিক বালককে নিয়ে, যে বিভিন্ন কোড ভাঙতে পারে, ডেভিডস মাদার, এক অটিস্টিক বালকের মায়ের সংগ্রাম নিয়ে

---

৭৪. ব্র্যাক আয়োজিত চিত্র, গীতি, সূর ও ছন্দে বিকশিত হোক শৈশব' শীর্ষক শ্লোগানে নাচ, গান, কবিতা, আবৃত্তি ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা 'দীপ শিখা-২০১২' এ ৬ বছর বয়সী সাথী খাতুন পা দিয়ে ছবি এঁকে আদিবাসী, প্রতিবন্ধী ও হরিজন গ্রুপের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। শিশুটির একটি হাত নেই অপর হাতটিও অর্ধেক। তাই সে পা দিয়ে হাটে ও লেখে। শারীরিক প্রতিবন্ধীতা তাকে দমাতে পারেনি। (দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ইং)

৭৫. অন্য সকল শিশুদের মতই জন্মগ্রহণ করেছিল শাওন। দশম শ্রেণীতে অধ্যায়নরত অবস্থায় আখ মারাই করতে গিয়ে হাত কাটা পড়ে তার। এত সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি এখন কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। পড়াশুনার পাশাপাশি ক্রিকেটও খেলছে শাওন। প্রথমবারের মত আয়োজিত শারীরিক প্রতিবন্ধীদের টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের মূল একাদশে স্থান পায় এরপরে ভারতের বিপক্ষে তার অভিষেক। (দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ. ১১)

৭৬. বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) ও সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিজঅ্যাবিলিটি (সিআইএসডি) ২০০৯-২০১০ সাল থেকে ৪১১ জন ব্যক্তিকে আইটি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তখন থেকেই প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগেও সচেষ্ট তারা। ১২ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে তারা প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধীদের জন্য এক চাকরির মেলার আয়োজন করেন। একদিনের এই মেলায় ৪০ জনের চাকরি হয়। তার মধ্যে ৬ জন নারী ও ৩৪ জন পুরুষ। অন্য ২০ জনের বিষয় বিভিন্ন কোম্পানীর আগ্রহ দেখায়। গত বছর এই মেলায় ৩০ জন নিয়োগ লাভ করে।(দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ২৭ জানুয়ারী ২০১৬)

Dhaka University Institutional Repository

ছাড়াও অসংখ্য সিনেমায় এ সমস্যার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বলিউডের ছবি 'তারি জামিন পার' ছাড়াও সাড়া জাগানো মাই নেইম ইজ খান, এসপারজার সিনড্রোম নিয়ে, এক অটিস্টিক কিশোরী নিয়ে টিভি সিরিয়াল আপকা অন্তরা সমস্যার দিকে আলোকপাত ও তার গভীরতা, সমাধানের উপায় নিয়ে তৈরী করা হয়েছে।

আর বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে রাশিয়া বা জাপান থেকেও গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। জনসম্পদই হল আমাদের প্রধান হাতিয়ার- যা দিয়ে প্রতিযোগিতার মধ্যে আমাদের টিকে থাকতে হবে। তাই প্রশ্ন উঠে যেখানে আমরা ৯৮% শিশুর জন্য ফলপ্রসু কিছুই করতে পারছি না সেখানে মাত্র ১%-২% এর জন্য উদ্বিগ্ন থাকার কী কারণ থাকতে পারে? প্রথমত অন্যসব স্বাভাবিক শিশুদের মত এসব শিশুদের অধিকার আছে প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভের। দ্বিতীয়ত, একজন অটিস্টিক শিশুর জন্য একটি পরিবারের কমপক্ষে ৭-৮ জন সদস্যের জীবনের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়, জাতীয় উন্নয়নে তাদের অবদান বাধাপ্রাপ্ত হয়। তৃতীয়ত, এসব শিশুরা যে অবদান রাখতে পারত তা থেকে জাতি বঞ্চিত হয়। আমাদের দেশের অসংখ্য শিশুর ভাগ্যে ঘটে রাকিব হোসেনের মত অবজ্ঞা, অবহেলা। কারণ তা আমাদের অজ্ঞতা।

তারা একটু প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগীতা পেলে অসম্ভব কিছু করতে না পারলেও জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতাটুকু এরা অর্জন করতে পারতো। এজন্য প্রয়োজন এ ব্যাপারে সবার এগিয়ে আসা। বিশেষভাবে স্বাভাবিক স্কুলের শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ এসব ছাত্রদের আশ্রয়ের সুযোগ যদি করে দেয় এবং শ্রেণী শিক্ষক অন্যান্য ছাত্রদের সাথে প্রত্যেকটি ক্লাসের ২/১ জন ছাত্রকে ক্লাস করার সুযোগ দেয় এবং বাড়িতে সাধ্যমত কাজ দেয়, তাহলে তারাও জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিক্ষা লাভের মাধ্যমে নিজেদের উন্নতি করতে পারবে। মনে রাখতে হবে এসব শিশুদের জন্য তাদের বাবা মা দায়ী নন। এসব মা বাবার কষ্ট কিছুটা অনুধাবন করার চেষ্টা করা নৈতিক কর্তব্য মনে করা।[৭৭] আল্লাহ তা'আল যে কাউকেই এ ধরনের পরীক্ষায় ফেলতে পারেন। যেহেতু বেশীরভাগ সময় এসব শিশু মা বাবার কাছে থাকে। সেহেতু এদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানে পিতা-মাতাকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। তাই প্রথমে পিতা মাতাকে প্রশিক্ষণ দেয়া। এজন্য ভুক্তভোগীদের এগিয়ে আসা দরকার। কেননা ভারতের মেরী বড়ুয়া গড়ে উঠেছে, 'একশান ফর অটিজম' নামক বিরাট এক প্রতিষ্ঠান। ঢাকার সোয়াক ভুক্তভোগিদের অবদানে গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠান। চট্টগ্রামেও শিশু একাডেমির সহযোগিতায় ও অটিস্টিক অভিভাবকদের উদ্যোগে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু সিলেটসহ দেশের অন্যান্য এলাকার শত শত শিশু এ ধরনের সব সহযোগিতা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হচ্ছে। সামর্থ্যবান দু-একজন শিশুদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাচ্ছেন। বাকীরা মানসিক কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এজন্য সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলা সম্ভব হলে সকলেই উপকৃত হবে এবং গ্রামাঞ্চলেও বেশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। কারণ এসব শিশুরা প্রত্যেকেই স্পেশাল। সামান্য সাহায্যে এদের উন্নতি সম্ভব।

তাই বর্তমানে অনলাইনে এ বিষয়ের অনেক মেটেরিয়ালস ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী পাওয়া যায় যেগুলো ব্যবহার করে বিশ্বমানের ট্রেনিং দেয়া সম্ভব। এছাড়াও মাঝে মাঝে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে ওয়ার্কশপের আয়োজন করে পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নতি সাধন করা অতীব জরুরী।

---

৭৭. দেব দুলাল সাহা ও মোঃ আজিজুর রহমান (সম্পা.), বর্ণ পত্র, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১, ঢাকা: সিডিডি, পৃ. ১ ; এ বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সর্বস্তরের মানুষকে অনুরোধ করছি যে, যদি কারো ছেলে বা মেয়ে প্রতিবন্ধী হয় তবে তাকে অবহেলা করবেন না।' (দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ইং, পৃ. ১১)

Dhaka University Institutional Repository

এজন্য অধিকাংশ অভিভাবকদের সীমিত সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে সামর্থ্যবান অভিভাবক, দানশীল ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে সহযোগিতার হাত প্রশস্ত করা মানবিক দায়িত্ব। যার মাধ্যমে সচেতনতা ও গণপ্রচার বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের গণপ্রচারের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হবে। এবং অটিস্টিক শিশুদের কল্যাণে সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় অনেক মা বাবার অবিরাম ঝরা অশ্রু নিবারণে ভূমিকা রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও সামাজিক অবস্থান

ক্রম			পৃষ্ঠা
৩.১		**সামাজিক অবহেলার শিকার অটিস্টিক শিশু**	**৫৫**
	৩.১.১	অটিস্টিক শিশু মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত	**৫৫**
	৩.১.২	অটিস্টিক শিশু সামাজিক যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত	**৫৬**
	৩.১.৩	অটিস্টিক শিশু সাধারণ মানুষের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত	**৫৭**
	৩.১.৪	অটিস্টিক শিশু প্রতিবেশীর সাথে মেলামেশা থেকে বঞ্চিত	**৫৮**
	৩.১.৫	অটিস্টিক শিশু পিতা-মাতা ও সমাজের বোঝা নয় বরং সম্পদ	**৫৮**
৩.২		**সমাজে অটিস্টিক শিশু ও তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থান**	**৬০**
	৩.২.১	অটিস্টিক শিশু উন্নত শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত	**৬০**
	৩.২.২	অটিস্টিক শিশু পারিবারিকভাবে সঠিক তত্ত্বাবধান থেকে বঞ্চিত	**৬১**
	৩.২.৩	অটিস্টিক শিশুকে সমাজের মানুষ অবহেলার চোখে দেখে	**৬২**
	৩.২.৪	অটিস্টিক শিশু বংশগত মর্যাদা থেকে অবহেলিত ও বঞ্চিত	**৬২**
৩.৩		**অটিস্টিক শিশু সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত**	**৬৩**
	৩.৩.১	অটিস্টিক শিশু প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা থেকে বঞ্চিত	**৬৩**
	৩.৩.২	অটিস্টিক শিশু সামাজিক প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড থেকে বঞ্চিত	**৬৪**
	৩.৩.৩	অটিস্টিক শিশু ধর্মীয় সংস্কৃতিমূলক প্রতিযোগিতা থেকে বঞ্চিত	**৬৫**
	৩.৩.৪	অটিস্টিক শিশু বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত	**৬৬**
৩.৪		**অটিস্টিক শিশুর সাস্থ্যগত সামাজিক অবস্থানসমূহ**	**৬৬**
	৩.৪.১	অটিস্টিক শিশু সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত	**৬৬**
	৩.৪.২	অটিস্টিক শিশু সঠিক পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত	**৬৮**
	৩.৪.৩	অটিস্টিক শিশু সুষম খাদ্য থেকে বঞ্চিত	**৬৯**
	৩.৪.৪	অটিস্টিক শিশু পরিচ্ছন্ন পোশাক ও বাসস্থান থেকে বঞ্চিত	**৭০**
	৩.৪.৫	অটিস্টিক শিশু দাঁতের সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত	**৭০**

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও সামাজিক অবস্থা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অন্য সদস্যদের মতো অটিস্টিক শিশুদের ন্যায্য অধিকার রয়েছে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের। এবং রয়েছে মৌলিক চাহিদা পূরণ, স্বাভাবিক ও সম্মানজনক জীবন যাপনের অধিকার। কেননা সকল শিশু তাদের মৌলিক অধিকারগুলো নিয়েই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে। এ সম্পর্কে ইসলাম অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ভাবে অবহেলার শিকার এবং মৌলিক অধিকার থেকে সামাজিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে অটিস্টিক শিশু। এজন্য তাদের সঠিক জনসংখ্যার হার নিরূপণ করা আজও সম্ভব হয়নি। এর কিছু অভ্যন্তরীণ কারণ রয়েছে। তাহলো বাংলাদেশ আয়তনের দিক থেকে ৯০ তম স্থানে অবস্থান হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে ৭ম স্থানে রয়েছে। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের ২০০৯ সালের বিশ্ব জনসংখ্যার প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে, বাংলাদেশে বর্তমান জনসংখ্যা হচ্ছে, ১৬ কোটি ২০ লাখ। অথচ ১৯৭১ সালে জনসংখ্যা ছিলো মাত্র সাড়ে ৭ কোটি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র মতে, এ জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ (১০ ভাগ তথা প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ ২০ হাজার) বিভিন্ন প্রতিবন্ধিতার শিকার। তার মধ্যে অন্যতম হলো অটিস্টিক শিশু। আর অধিকাংশ অটিস্টিক শিশু ও ব্যক্তির সামাজিক অবস্থার মূল প্রেক্ষাপট জনগণের কাছে উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারেণে জনশক্তিতে পরিণত করা বাংলাদেশে সম্ভব হয়নি। ফলে অটিস্টিক ব্যক্তিদের অবস্থার আশাতীত উন্নয়ন ঘটেনি। তাঁরা সবচেয়ে সুবিধা বঞ্চিত, অনগ্রসর ও দারিদ্র্য পীড়িত জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিণত হয়েছে বর্তমান সময়ে। স্বাধীনতার ৪৯ টি বছর অতিক্রম হলেও আজ পর্যন্ত আমাদের দেশের অটিস্টিক শিশু ও ব্যক্তিদের সঠিক পরিসংখ্যান হয়নি। আদম শুমারি হলেও সঠিক সংখ্যা নিরূপণ হয়নি। তবে ২০০৯ সালে বাংলাদেশে আদম শুমারির গণনা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী হচ্ছে জনসংখ্যার ১.৮ ভাগ অর্থাৎ ১ লাখ ৮০ হাজার যা তথ্য হিসেবে সঠিক নয়। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি (বিপিকেএস) এর মতে ৭ দশমিক ৮ ভাগ, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের মতে ৮ দশমিক ৮ ভাগ এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের মতে ৫ দশমিক ৬ ভাগসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বাংলাদেশে রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন উপস্থাপনের ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থান সমন্ধে ভালো-ভাবে জানা সম্ভব হয়নি। অটিস্টিক শিশু,ব্যক্তির ব্যাপারে যতটুকু জানা গেছে তা প্রতিবন্ধী স্ব-সংগঠন সমূহের তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার মাধ্যমে তাও অটিস্টিক শিশুর সামাজিক অবস্থান ও অবস্থার প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে খুবই অপ্রতুল। তাই বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে অটিস্টিক শিশু সামাজিক অবস্থা ও অধিকার হতে বঞ্চিত সামাজিক অবহেলার শিকার হচ্ছে। এবং অটিস্টিক শিশু ও তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা দারিদ্র্য সীমার নিচে হওয়ার কারণে সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও স্বাস্থ্যগত অধিকার ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অটিস্টিক শিশুর সামাজিক অবস্থানসমূহ ও স্বাস্থ্যগত প্রেক্ষাপট শিরোনামে তুলে ধরা হয়েছে। এবং প্রত্যেক শিরোনামকে বিভিন্ন উপ-শিরোনামে তুলে ধরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও সামাজিক অবস্থা সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য এ অধ্যায়ের বিষয়সমূহ অধিক ভূমিকা রাখবে ইন্‌শা-আল্লাহ এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। নিম্নে অটিস্টিক শিশুর বর্তমান সামাজিক অবস্থানের চিত্র তুলে ধরা হল।

৩.১ সামাজিক অবহেলার শিকার অটিস্টিক শিশু

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.১ অটিস্টিক শিশু মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত

সমাজের সদস্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট সমাজের সামর্থ্য ও গুণ অনুসারে সামাজিক সামর্থ্য ও গুণাবলি অর্জনের সুযোগ-সুবিধা সমাজ কর্তৃক প্রদানের নৈতিক বাধ্যবাধকতাই অধিকার। যে অধিকারগুলোর নৈতিক না হয় আইনগত ভিত্তি রয়েছে। আইন অধিকারকে সৃষ্টি করে না; অধিকার সমাজে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে আপনা আপনি জন্মলাভ করে এবং আইন উক্ত অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।[১] বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে অটিস্টিক শিশুদেরকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বিভিন্ন ভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে।[২] অথচ সমাজ ও পরিবারে অন্য সদস্যদের ন্যায় তাদেরও মৌলিক চাহিদা পূরণ, স্বাভাবিক ও সম্মানজনক জীবন উপভোগের অধিকার রয়েছে। কিন্তু অটিস্টিক শিশুরা শারীরিক, মানসিক কিংবা আর্থ-সামাজিক অক্ষমতার কারণে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে অক্ষম হওয়ায় নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।[৩] এজন্য অটিস্টিক শিশুর প্রতি সহৃদয়তা, দয়া, সেবা-যত্ন ও সাহায্যসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার হাত সম্প্রসারণ করা পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব। আর দায়িত্ব আদায়ের ব্যাপারে পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ পরিবারের সদস্য এবং নিকট আত্মীয়দেরকে অধিকার আদায়ে সচেতন হতে উৎসাহিত করবেন এবং তাদের বুঝাবেন মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য নূন্যতম মৌলিক অধিকার গুলো তাদেরও ন্যায্য প্রাপ্য। একজন সাধারণ শিশু যে মানবিক ও মৌলিক অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, অনুরূপ ভাবে অটিস্টিক শিশুও সে অধিকারগুলো নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।পিতা-মাতার কাছে পরিবারের অন্য সদস্যদের মতো ভালোবাসা ও সেবাযত্ন পাওয়া তাদের নৈতিক অধিকার। অটিস্টিক হয়ে জন্মগ্রহণ করা তাদের দোষ নয়, বরং আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা আকৃতি দান করেন।[৪] এবং পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়দেরকে আরো বুঝতে হবে, অটিস্টিক শিশুরাও তাদের পিতা-মাতার প্রিয় সন্তান। তাদের মধ্যেও সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, ভালোবাসা ও দেশপ্রেমের অনুভূতি আছে। তাই তাদের সাহায্য করার প্রতি রাসূল (সা.) সকল উম্মতকে নির্দেশ করেছেন।[৫] অথচ বর্তমানে অটিস্টিক শিশুদের সামাজিক ও পারিবারিকভাবে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত।[৬] যা আমরা বিভিন্ন স্থানে ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিবেদনে দেখতে পাই।[৭]

---

১. মোঃ আব্দুল হালিম, *নিত্য দিনের আইন ও অধিকার*, ঢাকা: CCB Foundation, ২০১৫, পৃ. ১৭

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের সম্পত্তি রক্ষার করতে পারে না এই অজুহাতে তাদের সম্পত্তি থেকে তাদেরকে বঞ্চিত ও ঠকানো হচ্ছে। (মোঃ আবুল বাশার, "প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান ও সম্পত্তিতে অধিকার" *আমরা করবো জয়*, প্রাগুক্ত, ২১তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২০১৫, পৃ. ২

৩. অধিকাংশ প্রতিবন্ধী শিশু কিশোরি আবেগিক, শারীরিক এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে ৯২ শতাংশ প্রতিবন্ধী মেয়েরা এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। এমনকি এ ধরনের নির্যাতনের কথা প্রতিবন্ধীরা প্রকাশ করতেও পারে না। কেননা এ ধরনের অভিযোগের ফলে বিপরীতভাবে তাদেরকেই হুমকীর সম্মুখীন হতে হয় এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তারা নিজেরা অভিযোগ করেনা। দ্র. A. M. Golam Haider (Ed.), *The Feminine Dimension of Disability; A Study on the Situation of Adolescent Girls and Women with Disabilities in Bangladesh*, Dhaka: CSID, 2002, p. 15

৪. هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ অর্থ- 'তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন।' আল কুর'আন, ০৩:০৬

৫. রাসূল (সা.) বলেছেন, 'বান্দা যতক্ষণ তার ভাইকে সাহায্য করে, আল্লাহ ততক্ষণ বান্দাকে সাহায্য করে থাকেন।' দ্র. মুসলিম,২৩১৪

৬. শারীরিক প্রতিবন্ধী একজন মেয়েকে একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে অস্বীকৃতি জানায়। মেয়েটি অন্য সকল দিক থেকে স্বাভাবিক থাকলেও তার ডান হাত অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও পুরোপুরি সক্ষম না থাকার ফলে সে বেশিরভাগ কাজ করে বাম হাত দিয়ে এবং সে লেখে বাম হাত দিয়ে। ম্যাথিই (হেজী) স্মিথ, "সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা" *'আমার কথা আমি বলব';* বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার আদায়ে সেল্ফ এডভোকেসীঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, দিলারা সাত্তার মিতু (সম্পা.), ঢাকা: সীড, সপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ৩৫)

৭. "প্রতিবন্ধী হত্যার দায় স্বীকার করে জবানবন্দি" চান্দিনায় প্রতিবন্ধী তরুণী হত্যার প্রধান আসামি ৪০ বছর বয়সী মকবুল হোসেন খুনের দায় স্বীকার করে গত রবিবার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। মকবুল হোসেন প্রতিবেশী গুলশানারা নামে এক প্রতিবন্ধীর সাথে বিভিন্ন কৌশলে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। দীর্ঘদিন অবৈধ সম্পর্কের ফলে ওই তরুণী প্রায় পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। বিষয়টি লোকমুখে

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী অটিস্টিক শিশুদের সঙ্গে সদাচরণ করা, সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না করে অগ্রাধিকার দেয়া মানবতার দাবি। বিপদ-আপদে সব সময় তাদের পাশে দাঁড়ানো ইমানের দাবি। আর ইসলাম অটিস্টিক শিশুদের মানবিক মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে মানুষকে কর্তব্য-সচেতন হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।[৮] তাই অটিস্টিক শিশুদেরকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না করে, জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে সকল নাগরিক ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এক সাথে কাজ করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা সকলের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব।

৩.১.২ অটিস্টিক শিশু সামাজিক যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত

বাংলাদেশের শহর ও গ্রামের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক যোগাযোগ ও কর্মকাণ্ড থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে অটিস্টিক শিশু। পরিবারের সদস্যগণ ও সমাজের লোকজন অটিস্টিক শিশুর সাথে কথা বলা ও সময় ব্যয় করা অপছন্দ করে। এজন্য অটিস্টিক শিশুর সামাজিক যোগাযোগে উন্নতি সাধনে ও সমাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় অভিভাবক ও পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অভিভাবক ও পরিবারের সদস্যগণ তাদের করণীয় বিষয় ও দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ অমনোযোগি। এজন্য অটিস্টিক শিশু প্রতিবেশিদের সাথে সামাজিক যোগাযোগ ও সর্ম্পক স্থানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হলো তাদের ভাষা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। এজন্য ভাষাগত সমস্যার দরুণ তাদেরকে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়।[৯] তাই অটিস্টিক শিশুর সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনে অভিভাবক ও পরিবারের সদস্যদের করণীয় অনেক বিষয় রয়েছে। তা হল সমবয়সী শিশুদের সাথে মিশতে ও ভাবের আদান-প্রদান করতে সার্বিক সাহায্য ও সহায়তা করা। সমবয়সীদের সাথে মিশতে ও খেলতে দেয়ার মাধ্যমে কোন কিছু আদান-প্রদান করা শেখানো। পরিবারের সদস্য ও সমবয়সীদেরকে সম্ভাষণ করা শেখানো। আর সম্ভাষণ হলো হাসির জবাবে হাসি ও আনন্দ প্রকাশের মাধ্যমে সালাম দিয়ে বিদায়সুচক হাত নেড়ে অন্যের দৃষ্টি আর্কষণ করতে পারা এবং আদান-প্রদানমূলক খেলা। যেমন-বল দেয়া-নেয়া, গাড়ি দেয়া-নেয়া ইত্যাদি নিয়ম করে শিশুদের সাথে খেলা করা শেখানো। বিভিন্ন আর্কষণীয় স্থান, খেলার মাঠ ও পার্কে নিয়ে যাওয়া এবং সহজ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দেয়া। খেলার মাঠে সমবয়সীদের সাথে খেলায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করা। পাশাপাশি ধর্মীয় ও সামাজিক সকল অনুষ্ঠানাদিতে নিয়ে যাওয়া ও অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখ ও হতাশার বিষয় হলো পরিবারের সদস্যগণ তাদের করণীয় বিষয় সর্ম্পকে সম্পূর্ণ অমনোযোগি। কারণ পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ তাদের করণীয় বিষয়ে পরিবারের সদস্যদেরকে উৎসাহিত করে না। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে অটিস্টিক শিশুদের সঙ্গে অসদাচরণ করা সৃষ্টিকে তথা আল্লাহকে উপহাস করার শামিল। অটিস্টিক শিশুদের সামাজিক যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত না করে সামাজিক ও আচরণগত বিকাশে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিক্ষা দিতে ইসলামে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।[১০] আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন "নিঃসন্দেহে মানুষের মধ্যে সেই সফলকাম যে (পাপ থেকে দূরে থেকে) নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে, আর ব্যর্থ সে

ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে গত ১১ আগষ্ট সন্ধ্যার পর মকবুল প্রতিবন্ধী তরুণীকে একটি ধঞ্চে ক্ষেতে নিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। এ ঘটনায় নিহতের বাবা ১২ আগষ্ট চান্দিনা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। (দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ইং)

৮. রাসূল (সা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তার প্রতি দয়াা করেন, যে তার বান্দাদের প্রতি দয়া করে। দ্র. বোখারি, ১৭৩২

৯. হাকিম আরিফ ও সালমা নাসরীন, *আমাদের অটিস্টিক শিশু ও তাদের ভাষা*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ১৫

১০. মূল্যবোধ অর্থ-মানবিক বিধি ও আচরণগত রীতি-নীতি। ড.মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ*। প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১৩। প্রকাশক-আলোর ভুবন, ১২ বাংলাবাজার (শিকদার ম্যানসন), ঢাকা-১০০০,পৃ-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে যে (ব্যক্তি পাপে নিমজ্জিত হয়ে) নিজেকে কলুষিত করেছে।[১১] অতএব, আদি যুগের কুসংস্কারের প্রভাবে অটিস্টিক শিশুদের সামাজিক যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত না করে সামর্থ্য অনুযায়ী স্থান কাল পাত্রভেদে প্রত্যেকে স্ব স্ব অবস্থান থেকে তাদের প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগে উন্নতি সাধন করা সকল নাগরিকের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব।

৩.১.৩ অটিস্টিক শিশু সাধারণ মানুষের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত

বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা হল ধনী ব্যক্তিদের সাথে সাধারণ মানুষ ও পরিবারের সদস্যগণও অটিস্টিক শিশুদেরকে অবহেলার চোখে দেখে ও তাদের সাথে অমানবিক আচরণ করে। কেউ তাদের সাথে হাসি মুখে কথা বলে না।[১২] মানুষ হিসেবে সকলের কাছে স্নেহ ভালোবাসা পাওয়া তাদের অন্যতম একটি মানবিক অধিকার অথচ সকলে তাদেরকে স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করে। তার একটি উদাহরণ হল অটিস্টিক শিশু আলম। আট বছর বয়সী আলম নিয়মিত স্কুলে গিয়ে লেখা পড়া করা ও বাড়ির কাজ সম্পন্ন করা তার কাছে অসম্ভব ও তার লেখা পড়ার অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। ফলে শিক্ষকদের খারাপ আচরণ, বাবা মায়ের ধমক তার কাছে ছিল নিয়মিত একটি বিষয়। বাবা মা, শিক্ষক কেউই বুঝতে পারেনি সে শিক্ষণে অক্ষমতা ও মনোযোগে সমস্যা হওয়া ডিসলিয়া নামক রোগে আক্রান্ত। আলমের বাবা স্কুলের ফলাফলে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে ভর্তি করান এক প্রাইভেট স্কুলে। সেখানে তার অবস্থার আরো অবনতি হওয়ায় ক্রমাগত মানসিক অত্যাচার বাড়ছে। যার কারণে বাবা মা দুচিন্তায় পড়েন এবং তাদের অনেক আশা ও স্বপ্নকে বাদ দিয়ে তার লেখাপড়ার আশা ছেড়ে দেন। সর্বশেষ মায়ের পরামর্শে হতাশামন নিয়ে এক আর্ট শিক্ষক একাডেমীতে ভর্তি করান। সেখানে শিক্ষক খুব দ্রুত তার আচরণ দেখে বুঝতে পারলেন যে আলমের প্রয়োজন ডিসলিয়া উপশমের প্রয়োজনীয় আন্তরিক সাহায্য ও ভালোবাসা। তিনি সম্ভব অনুযায়ী সবকিছুই করলেন। স্কুলের আর্ট প্রতিযোগিতায় আলম পেল প্রথম পুরষ্কার। তার জীবনে আসে নতুন পরিবর্তন ও বাবা মা পেল আশার আলো। সবার আদর যত্ন ও ভালবাসা পাওয়ায় তার জীবন হয়ে উঠল সুখের ও আনন্দময়। শিক্ষণে অক্ষমতা তথা অটিস্টিক শিশুদের নিয়ে সমসাময়িক সময়ে অনেক লেখালেখি, আলোচনা, নাটক,অভিনয় ও টিভি সিরিয়ালে অসংখ্য সমস্যার দিকে আলোকপাত এবং তার গভীরতা ও সমস্যা সমাধানের উপায় নিয়ে তৈরী করা হচ্ছে অসংখ্য ছবি। তারপরও আমাদের দেশের অসংখ্য শিশুর ভাগ্যে ঘটে আলম এর মত অবজ্ঞা ও অবহেলা। কারণ, তা আমাদের অজ্ঞতা।[১৩]

---

১১. قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে। আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে । আল কুর'আন, ৯১:০৯-১০

১২. পরিবার অর্থ : স্বামী-স্ত্রীর সমন্বয় গঠিত সম্পর্ক। আশরাফ আলী থানভী (র) : অনুবাদ-মাওলানা আবু তাহের রাহমানী, *পারিবারিক জীবন*, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী -১৯৯৯, প্রকাশক-বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০, পৃ. ১৫

১৩. সর্বজনীন প্রবেশাধিকারের অভাবসহ বিভিন্ন বাধা বিঘ্নের কারণে প্রতিবন্ধীরা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। দ্র. আজিজুর রহমান নাবিল, শিরোনাম-"সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রতিবন্ধী তরুণেরা" *অপরাজেয়*, সাবরিনা সুলতানা (সম্পা.), (প্রতিবন্ধী মানুষের কণ্ঠস্বর নিয়ে ত্রৈমাসিক পত্রিকা), ৭১/১, ফকিরাপুল (২য় তলা), ঢাকা; বর্ষ-৩, সংখ্যা-১, ডিসেম্বর ২০১৪ ইং, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৪ অটিস্টিক শিশু প্রতিবেশীর সাথে মেলামেশা থেকে বঞ্চিত

বাংলাদেশের শহর, জেলা ও আঞ্চলিক গ্রাম্য উপকূলে অটিস্টিক শিশু ও ব্যক্তিরা প্রতিবেশির সাথে মেলামেশা থেকে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হয়।[১৪] কারণ সমাজ ও পরিবারে তাদের ভাষা এবং অভিব্যক্তির মাধ্যমে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগের দক্ষতা কমতির ফলে প্রতিবেশীদের সাথে মিশতে ও কথা বলার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। প্রতিবেশীদের সাথে যোগাযোগের ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে।[১৫] কিন্তু অটিস্টিক শিশুর ক্ষেত্রে মানসিক যোগাযোগের দক্ষতা ও ক্ষমতা কমে যায়। যার ফলে ২ থেকে ৩ বছর বয়সের স্বাভাবিক শিশুরা সমবয়সীদের সাথে যে সব শব্দ উচ্চারণ, খেলাধুলা, ভাবের আদান প্রদান ও ভাষা শিখতে পারে কিন্তু অটিস্টিক শিশুরা তা শিখতে ব্যর্থ হয়। দুই থেকে তিন বছর বয়সী স্বাভাবিক শিশুরা যেসব শব্দ উচ্চারণ করতে পারে অটিস্টিক শিশুদের বাকযন্ত্রের গঠন, জিহ্বা-তালু, ধ্বনির উচ্চারণে কোনো সমস্যা না থাকা সত্বেও তা উচ্চারণ করতে পারে না। শব্দ ভাণ্ডার ঠিক থাকা সত্বেও সমবয়সী বন্ধুদের সাথে নিয়মিত কথা বলতে ও বাক্য শুরু করতে অস্বাভাবিক দেরি হয়। আবার অনেকের ক্ষেত্রে সর্বনাম ব্যবহারে অসামঞ্জস্য হয়, যেমন-'আমির'-পরিবর্তে তুমি' বলে ও সাথে অপ্রাসঙ্গিক, নিরর্থক শব্দ বা বাক্যাংশ বারবার বলতে থাকে। তিন বছর বা তার কম বয়সী স্বাভাবিক শিশুরা পুতুল হাতে পেলে পুতুলকে খাওয়ানো, কাপড় পরানো ও খেলনা গাড়ি চালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু অটিস্টিক তা চেষ্টা না করে বিরক্তি প্রকাশ করে দুরে সরে যায় এবং সাধারণ মানুষ এ সকল শিশুদের ইশারা ভাষা কিংবা আঙ্গিক ভাষা বুঝতে অক্ষম।[১৬] এজন্য পরিবারের সদস্যগণ তাদের সাথে মেশার বিষয়টি এড়িয়ে চলে সাথে সমাজের লোকেরাও। যার কারণে অনেক অটিস্টিক শিশু প্রতিবেশীর সাথে মেলামেশার অধিকার থেকে বঞ্চিত ও নির্যাতনের শিকার হয়।[১৭] অটিস্টিক শিশুদের প্রতিবেশীর সাথে মেলামেশা থেকে বঞ্চিত না করে উপরিউক্ত সমস্যাগুলো সমাধানে সকলের সহযোগিতা ও আন্তরিক ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দেয়া একান্ত প্রয়োজন। সকলের প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন করে মানব সম্পদে পরিণত হয়ে জাতির উন্নয়নে বিশেষ আবদান রাখবে।

৩.১.৫ অটিস্টিক শিশু পিতা-মাতা ও সমাজের বোঝা নয় বরং সম্পদ

আদম সন্তানের সৃষ্টিকর্তা হলেন মহান আল্লাহ। তিনি যেমন ইচ্ছা মানব সন্তানের আকৃতি দিয়ে থাকেন। অটিস্টিক শিশুরাও মহান আল্লাহর সৃষ্টি ও পিতা মাতার আদরের সন্তান। অটিস্টিক শিশুকে পিতা-মাতা ও সমাজের জন্য অভিশাপ নয় বরং সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। কারণ আল্লাহ চাইলে যে কাউকে ফেলতে পারেন। তাই অটিস্টিক শিশুদের সাধারণ মানুষের ভালোবাসা পাওয়া থেকে বঞ্চিত না করে ভালোবাসা ও আন্তরিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে মানসিক উন্নতি সাধন করা সকল প্রতিবেশির নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব।

অন্যসব স্বাভাবিক শিশুদের মত এসব শিশুদের অধিকার আছে প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার। এসব অটিস্টিক শিশু, কিশোর, কিশোরীরা যে অবদান রাখতে পারত তা থেকে জাতিকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আল্লাহ তা আলা যে কাউকেই এ ধরনের পরীক্ষায়

১৪. সামাজিক মেলামেশা, শিক্ষা, বিনোদন ইত্যাদি সব থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রতিবন্ধীদের বেশির ভাগই ঘরের কোণে একাকী নিভৃতে এক মানবেতর জীবন-যাপন করার কারণে 'দিশারী' নামক একটি সংগঠনের কর্ণধার মোহাম্মদ জাকারিয়া হায়দারসহ পাঁচজন বন্ধু মিলে একটি যন্ত্র তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। যা দিয়ে যেকোনো লেখা দৃষ্টিহীন মানুষের পড়ার উপযোগী ব্রেইলে রুপান্তর করতে সক্ষম। এই যন্ত্রটি আবিষ্কারের পর থেকেই দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের নিয়ে তাদের কাজ শুরু হয়। উদ্ভাবিত এই যন্ত্রের নাম 'ব্রেইল অ্যাম্বোসার'। (দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ২৪ আগষ্ট ২০১৫ইং

১৫. *প্রকাশিত প্রথম আলো*, ডা.আহমেদ হেলাল। ভিজিট-২২-০৬-২০১৮.

১৬. Mr.A.H. M. Noman Khan, *Educating Children in Difficult Circumstances: Children With Disabilities*, Dhaka: CSID, 2002, p.7

১৭. প্রতিবন্ধী হত্যার দায় স্বীকার করে জবানবন্দি" চান্দিনায় প্রতিবন্ধী তরুণী হত্যার প্রধান আসামি ৪০ বছর বয়সী মকবুল হোসেন খুনের দায় স্বীকার করে গত রবিবার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। মকবুল হোসেন প্রতিবেশী গুলশানারা নামে এক প্রতিবন্ধীর সাথে বিভিন্ন কৌশলে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। দীর্ঘদিন অবৈধ সম্পর্কের ফলে ওই তরুণী প্রায় পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। বিষয়টি লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে গত ১১ আগষ্ট সন্ধ্যার পর মকবুল প্রতিবন্ধী তরুণীকে একটি ধঞ্চে ক্ষেতে নিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। এ ঘটনায় নিহতের বাবা ১২ আগষ্ট চান্দিনা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। (দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ইং)

Dhaka University Institutional Repository

অটিস্টিক করে সৃষ্টি করতে পারতেন। তাই তাদেরকে পিতা মাতার অভিশাপের ফসল ও সমাজের বোঝা হিসেবে মনে করার কোন সুযোগ নাই। অটিস্টিক শিশুর সমস্যা শুধু বাংলাদেশে নয়, বরং বিশ্বব্যাপী এর বিস্তার উদ্বেগ জনক। বাংলাদেশে অটিস্টিক শিশুর সংখ্যা কত সে বিষয়ে সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি। তবে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ মানুষ প্রতিবন্ধিত্বের শিকার। বাংলাদেশে ১৯৯২ সালে দু'টি শহর ও তিনটি গ্রামের ২ থেকে ৯ বছর বয়সি ১০ হাজারের বেশি শিশুর উপর এক জরিপে শতকরা ১.৬ভাগ শিশুর মধ্যে মারাত্মক প্রতিবন্ধিত্বের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। ফলে তীব্রমাত্রার অটিস্টিক শিশুর অধিকার নিয়ে শিশু অধিকার সনদের ২৩ ধারায়[১৮] বলা হয়েছে, অটিস্টিক শিশুদের পরিপূর্ণ জীবনযাপন এবং তাদের মর্যাদা রক্ষা আত্মনির্ভরশীলতা ও সমাজে সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। তাদের বিশেষ তত্ত্বাবধানের অধিকারের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া। এবং অনুমোদনকারী রাষ্ট্রসমূহকে তাদের সম্পদ অনুযায়ী অটিস্টিক শিশু ও তাদের মা-বাবাকে চিকিৎসা সেবা, পুনর্বাসন সেবা, বিশেষ শিক্ষা, চাকরির প্রশিক্ষণ, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সহ প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অত্যাবশ্যক করা।[১৯] সমাজের সঙ্গে অটিস্টিক শিশু পরিপূর্ণভাবে অঙ্গীভূত হয়ে ব্যক্তিগত বিকাশের সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করা। অটিস্টিক শিশুর দৈহিক ও মানসিক উন্নতির ক্ষেত্রে পেশির সঞ্চালন বিকাশ, বাচনভঙ্গি, ভাষার উন্নয়ন, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের উন্নয়ন বিষয়ক সহায়িকা আমানত[২০] ও আন্তরিকতার সাথে প্রদান করা। কেননা বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ অটিস্টিক শিশু গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। পরিবারের স্বাভাবিক সদস্য ও রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মতো তাদের জীবন যাপনের সমান অধিকারের বিষয়টি সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃতি। সমাজের সকল অংশের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য তাদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন প্রয়োজন। এজন্য সমাজের সকল মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন করে অটিস্টিকদের সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত পরিচর্যা ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সকল সুস্থ নাগরিকের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি রাখা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অটিস্টিক শিশু সংসার ও সমাজের বোঝা নয়[২১] তারাও সুযোগ পেলে আর দশজন সুস্থ মানুষের মতো সমাজের সার্বিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সফলতার পরিচয় দিতে সক্ষম হবে।[২২] এজন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

---

১৮. শিশু ৪৩ ধারা (১),নির্মলেন্দু ধর, *বাংলাদেশ শ্রম ও শিল্প আইন*। প্রকাশক- রেমিসি পাবলিশার্স,৬/সি,নয়াপল্টন (নীচতলা) ঢাকা-১০০০,পৃ ৪২

১৯. বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অভিভাবকদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছেন, অনেক সময় মা বাবা প্রতিবন্ধী শিশুদের ঘরে বন্দী করে রাখেন, লুকিয়ে রাখেন কিন্তু তারাও মানুষ। তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। সপ্তম অটিজম দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, প্রতিবন্ধীরা যেন সমাজের মূল স্রোতের সাথে মিশে সুস্থভাবে বাঁচতে পারে সরকার সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের দায়িত্ব যেমন পরিবারের রয়েছে তেমনি রাষ্ট্রেরও রয়েছে। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা: ০২ এপ্রিল ২০১৪ইং)

২০. আমানত অর্থ : গচ্ছিত রাখা, নিরাপদ থাকা। সাধারণত কারো কাছে কোনো অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত অর্থ গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল আমিন, *ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা*। প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ২০১৫। প্রকাশনায়, দারুস সালাম বাংলাদেশ, বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০,পৃ-৫৮।

২১. 'অটিস্টিক শিশুরা'-সমাজে আর বোঝা হয়ে থাকবে না। তাদের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। তাদের জীবনকেও অর্থবহ করতে চাই। তারাও সমাজের অংশ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া প্রসারের লক্ষ্যে সরকার একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের কার্যক্রম হাতে হিয়েছে। (দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা: ০৩ এপ্রিল ২০১৫)

২২. প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝ নয়। তারাও অন্য দশটি সাধারণ শিশুদের মত খেলাধুলা ও বিনোদনে অংশগ্রহণ তাই বাণিজ্য মেলায় আয়োজন করা হয়েছে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিনামূল্যে ফ্যান্টাসি ইমেজিং ওয়ার্ল্ডের রাইডারগুলোতে চড়ে অন্য শিশুদের মত আনন্দ উল্লাস করে মেতে উঠার। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা: ২১ জানুয়ারী ২০১৫, পৃ. ৩)

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ সমাজে অটিস্টিক শিশু ও তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থান

৩.২.১ অটিস্টিক শিশু উন্নত শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক[২৩] স্বল্পতার কারণে উন্নত শিক্ষা হতে বঞ্চিত হচ্ছে অটিস্টিক শিশু।[২৪] ঢাকাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২-৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও প্রশিক্ষণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এছাড়াও এসব স্কুলের পড়ানোর অর্থ ব্যয়বহুল হওয়ায় সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাহিরে। জেলা ও উপজেলাতে কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেসব স্কুলে পড়ানোর অর্থও ব্যয়বহুল। এজন্য প্রয়োজন অটিজম সম্পর্কে আন্তরিক সহযোগিতা ও মানবিক সচেতনতা। যার মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুকে দ্রুত সনাক্ত করে সঠিক প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রমের মাধ্যমে তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে স্কুলে যাওয়ার উপযোগী করে গড়ে তোলা। এবং শিশুর যোগাযোগের ধরন, অটিজমের তীব্রতা, ব্যবহারিক সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যা পর্যালোচনা করে বিশেষ স্কুল অথবা সাধারণ স্কুলে ভর্তি করা।[২৫] কেননা মৃদু অটিস্টিক শিশু কিশোর কিংবা মেধাবী অটিস্টিক শিশু কিশোররা অনায়াসে সাধারণ স্কুলে লেখাপড়া করতে পারে। এজন্য শিশুর উন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষক-অভিভাবকের সম্পর্ক খুবই নিবিড় হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সব শিক্ষাপদ্ধতি বা প্রশিক্ষণ সকল অটিস্টিক শিশুর জন্য একইভাবে প্রযোজ্য নয় আবার একটি শিক্ষাপদ্ধতি একটি শিশুর জন্য যথেষ্ট নয় তা লক্ষ্য রেখে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং ধীরে ধীরে নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে অভ্যস্ত করা। এক্ষেত্রে তার পছন্দের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়া ও সহজ কাজগুলো আগে শিক্ষা দেয়া। যার মাধ্যমে জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে পারবে। আর প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শেখানোর উপায় হলো প্রথমেই নিশ্চিত করতে হবে যে, অটিস্টিক শিশু কী কী বিষয় (খাবার, খেলনা) খুব পছন্দ করে। এগুলো প্রশিক্ষণ সহায়ক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা। প্রশিক্ষণ সহায়ক বিষয়টিকে শিশুর দৃষ্টিসীমার মধ্যে রেখে তাকে আশ্বস্ত করা যে নির্দেশিত কাজটি করলে তার পছন্দের জিনিসটি দেওয়া হবে। এভাবে শিক্ষণীয় কাজটি সে নির্ভুলভাবে করতে পারলে তার চাহিদা পূরণ করে পুরস্কৃত করা। রুটিন মাফিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাকে দক্ষ করে তোলা। যাতে নিজের প্রয়োজনীয় কাজগুলো নিজে করে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সকল দারিদ্র পরিবারের পক্ষে বাসায় এ প্রশিক্ষণগুলো করা সম্ভব নয়। এজন্য ধনী ও সচেতন নাগরিকদের সাহায্য ও আন্তরিক সহোযোগিতা একান্ত্য প্রয়োজন। তাই অটিস্টিক শিশুদের উন্নত শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত না করে আন্তরিকতার সাথে সাহায্য করা সকল নাগরিকের মানবিক দায়িত্ব। প্রাথমিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভালো ও দক্ষ চিকিৎসকের সন্ধান দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে ঢাকার শিশু হাসপাতাল, চট্টগ্রামে মা ও শিশু হাসপাতাল এবং শিশু বিকাশ কেন্দ্রে অটিস্টিক শিশু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য। তাই সকল অভিভাবক ও সচেতন নাগরিকের উচিত অটিস্টিক শিশুকে উন্নত শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত না করে নিত্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো শিক্ষা দেয়া ও তার জীবন চলার পথ সহজ করা। তবেই বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

---

২৩. সাধারণ অর্থে অর্থনীতি হল অর্থ সম্পদ সর্ম্পকিত নীতিমালা ও বিধিবিধান। ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে অর্থব্যবস্থা*। প্রথম প্রকাশ, মে-২০০৯। প্রকাশক- মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১২বাংলাবাজার (শিকদার ম্যানসন), ঢাকা-১০০০,পৃ-১৭।

২৪. একটি রিপোর্টে দেখা গেছে, ১৪ বছর বয়সী আবুল নামের একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধীকে নিয়ে সহপাঠীরা সচরাচর হাসি ঠাট্টা করে। দ্র. ম্যাথিই (হেজী) স্মিথ, "*পুনর্বাসনের বেড়াজালে বন্দী আবুল*" প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

২৫. ডাঃ মারুফা আহমেদ, লেঃ কর্ণেল মোঃ তোফায়েল আহমেদ, *পিএসসি দৈ অটিস্টিক শিশুর ভিন্নতা*, ভিজিট-৩০/০৯/২০১৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.২ অটিস্টিক শিশু পরিবারের সঠিক তত্ত্বাবধান থেকে বঞ্চিত

বাংলাদেশে শহর ও উপকুলীয় অঞ্চলে অটিস্টিক শিশু সামাজিক ও পারিবারিকভাবে সঠিক তত্ত্বাবধান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর অটিস্টিক শিশুদের প্রতি অবহেলা প্রথমেই শুরু হয় পরিবার থেকে। পরিবারের সদস্যদের অবহেলা ও কোন কাজে তাদেরকে গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে তারা মানসিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত থাকে বলে কোন কাজ স্বাভাবিকভাবে করতে পারে না। তাদের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতা কাজ করে।[২৬] আর এটা এজন্য হয় যে, পারিবারিকভাবে অটিস্টিক শিশুর মেধা বিকাশে বাসায় গঠনমূলক কাজের ব্যবস্থা করার বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয় না। প্রত্যেক অটিস্টিক শিশু কিশোর স্বতন্ত্র। তাই তাদের দক্ষতা ও প্রতিভা যেমন স্বতন্ত্র তেমনই তাদের সীমাবদ্ধতাও স্বতন্ত্র। প্রত্যেক মা বাবা তার শিশুর দক্ষতা ও সীমাবদ্ধতার বিষয়টি পারিবারিকভাবে বিবেচনা করে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। এবং তাদের জন্য অর্পিত শিক্ষা কার্যক্রম, কর্মপরিকল্পনা ও অন্যান্য চিকিৎসার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেয়া হয় না। বাড়িতে সুন্দর অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও গঠনমূলক প্রোগ্রাম তৈরি করার বিষয়কে গুরুত্বের সাথে কার্যকর না করার কারণে মানসিক উন্নতি সাধন অসম্ভব। পরিবারের কোন সদস্য যদি গঠনমূলক প্রোগ্রাম পরিবারের নিজস্ব রুটিনের ভেতর করার চেষ্টা করে পরিবারের সকলে তাতে অংশগ্রহণ করে না।[২৭]

---

২৬. Noami B. Swiezy & Jane Summers, "Parents Perceptions of the use medication with children who are Autistic", in *the Journal of Developmental and Physical Disabilities*, Volume 8, Issue 4, 1996, p. 409

২৭. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا -وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا - فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا মানব প্রকৃতি এবং সেই সত্তার শপথ, যিনি সুবিন্যস্ত করেছেন, অত:পর তার পাপাচার ও তার সতর্কতা (তাকওয়া) তার পতি ইলহাম করেছেন। নিঃসন্দেহে কল্যাণ পেল সে, যে নিজের নফসের পবিত্রতা বিধান করল আর ব্যর্থ হল সে, যে তাকে খর্ব ও কলুষিত করল।" আল কুর'আন, ৯১: ৭-১০

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.৩ অটিস্টিক শিশুকে সমাজের মানুষ অবহেলার চোখে দেখে

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমাজ ও রাষ্ট্রে দারিদ্রতার প্রভাবে অটিস্টিক শিশু ও তার পরিবার সমাজে অবহেলিত হচ্ছে। বঞ্চিত হচ্ছে তার মৌলিক ও মানবীয় অধিকার থেকে। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারেও তারা অবহেলিত হচ্ছে তা কোন পরিবারে কম আবার কোন পরিবারে বেশি। আর পরিবার থেকেই তাদের অবস্থান তৈরি হয়। অতপর তার প্রভাব গ্রামের রন্ধে রন্ধে ছড়িয়ে পড়ে।[২৮] অবহেলার দরুণ হতাশা, দুর্দশা, দারিদ্র্যতার অভিশাপ নিয়ে অতিকষ্টে জীবন অতিবাহিত করে অনেক অটিস্টিক শিশু।[২৯] বাংলাদেশে ৮০ ভাগ নাগরিক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে বিধায় ঠিক মতো তিন বেলা খাবার খাওয়া কষ্টকর হওয়ায় অটিস্টিক শিশুদের অবস্থা আরো গুরুতর।[৩০] অনেক সময় অনাহারে জীবন কাটাতে হয় অনেক অটিস্টিক শিশুকে। অনেক সময় পরিবার তিন বেলা খাবার দিতে ব্যর্থ হয়। জনসচেতনতার অভাবে কোন কোন অটিস্টিক শিশু ও ব্যক্তিদের পরিবার তাদের বোঝা হিসেবে মনে করেন। অনেক পরিবার গুরুতর অটিস্টিকদের দুর্দশা ও কষ্ট দেখে মহান আল্লাহর কাছে সন্তানের মৃত্যু কামনা করে।[৩১] অনেক পরিবারে নারীর ওপর দোষ চাপিয়ে অটিস্টিক সন্তান ও মাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।[৩২] বাড়িতে অটিস্টিক শিশু ও ব্যক্তিরা অসহায়ভাবে বেকার জীবন যাপন করে বলে তাদের মতামত সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হলেও তা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা গুরুত্ব দেয় না। অতি দরিদ্র পরিবারে অটিস্টিক শিশুদের আয়ের উৎস হিসেবে বেছে নেয় ভিক্ষাকে যা শহরে অধিক দেখা যায়। মধ্যবিত্ত ও ধনাঢ্য পরিবারে অটিস্টিক শিশুর বর্তমান অবস্থা আরো কঠিন ও গুরুতর। তাঁরা পরিবারে পরিচয় [illegible] [illegible] ক্ষেত্রে পরিবার থেকে কোন আগ্রহ দেখানো হয় না। যার ফলে অটিস্টিক শিশুকে সমাজের মানুষ অবহেলার চোখে দেখে। উক্ত বিষয় সমাধানে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও আত্ম সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অটিস্টিক শিশু সামাজিক অবহেলার শিকল ভেঙ্গে নিজেকে সাবলম্বী করতে সক্ষম হবে। এজন্য পরিবারের অবহেলা থেকে মুক্তি করতে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

৩.২.৪ অটিস্টিক শিশু বংশগত মর্যাদা থেকে অবহেলিত ও বঞ্চিত

অটিস্টিক শিশু সামাজিকভাবে বংশগত মর্যাদা থেকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। এবং তারা কোন একক ধরনের সমস্যায় নয়,[৩৪] বরং নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। অনেক ক্ষেত্রে তাদের

অন্যের সাথে যোগাযোগ, সামাজিকতা বৃদ্ধি ও খেলাধূলাসহ যে কাজগুলো শিশুটির জন্যে গ্রহণযোগ্য সেই কাজগুলো রুটিন মাফিক করা হয় না। যোগাযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে ও প্রশিক্ষণে ছবির ব্যবহার অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও তা করা হয় না। দুই থেকে পাঁচ বছরের অটিস্টিক শিশুদের জন্য প্রত্যেকটি কাজ খেলার ছলে করানো হয় না। কাজের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শিশুটির কাজের তালিকা তৈরি করা হয় না। যেমন [illegible] অংশগ্রহণ করতে পারবে সেই কাজগুলো বেছে করানো হয় না। তার অর্জিত প্রতিটি দক্ষতাকে প্রশংসার মাধ্যমে উৎসাহ দিয়ে মূল্যায়ন করা হয় না। সুন্দর একটি কাজ সম্পন্ন করার পরও পুরস্কৃত না করে তিরস্কার ও মারধর করা হয়। কিছু শিশু যদিও স্কুলে পড়ে কিন্তু দৈনিক শ্রেণি শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে স্কুল ও বাসায় কাজগুলোকে গুরুত্বের সাথে সমন্বয় করা হয় না। পারিবারিকভাবে শিশুকে কোন কাজ পছন্দ করার সুযোগ দিয়ে সঠিকভাবে খেলা শেখানো হয়না। পিতা মাতা তার ভাইবোনকে খেলা ও কাজে অংশগ্রহণ করে, সময় দেয়ার প্রতি উৎসাহিত করে না। অটিস্টিক শিশুর সামাজিকতা বৃদ্ধির জন্য আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয় না এবং প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয় না। শিশুর প্রত্যেকটি কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অভিভাবকের স্পষ্ট কোন ধারণা থাকে না। শিশুর ছোট ছোট অর্জনকে উপভোগ করে পরিবারের সদস্যগণ উৎসাহ দিয়ে পুরস্কৃত করে না। যার ফলে পারিবারিকভাবে সঠিক তত্ত্বাবধান থেকে অটিস্টিক শিশুকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। যা মানবতার চরম অপমান ও মানবাধিকার লঙ্ঘন। অথচ কবি বিবেকানন্দ বলেছেন, "জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" তাই প্রতিটি অটিস্টিক শিশুকে পারিবারিকভাবে সঠিক তত্ত্বাবধান করা সকল সদস্যের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২৮. Ershadul Karim, "Human Rights of People with Mental Disorders in Bangladesh" in *the Yonsei Law Journal*, Vol. 2, No. 2, November 2011, p. 115

২৯. জয়পুরহাটের [illegible] ১৪ বছরের [illegible] নামে এক প্রতিবন্ধী কিশোরী [illegible] (বাংলা নিউজ [illegible] ডট কম, ১৩ সেপ্টেম্বর-২০১৪ইং)

৩০. মূল্যবোধ অর্থ-মানবিক বিধি ও আচরণগত রীতি-নীতি। ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ*। প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর-২০১৩। প্রকাশক-আলোর ভুবন, ১২ বাংলাবাজার (শিকদার ম্যানসন), ঢাকা-১০০০,পৃ-১৫

৩১. এক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী যুবককে পিটিয়ে হত্যা করেছে। (দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা: ২৫ অক্টোবর ২০১৫ইং)

৩২. রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় এক প্রতিবন্ধী নারীকে ধর্ষণের পর তাকে হত্যা করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। (বিডিনিউজ টুয়েন্টি ফোর ডট কম, ২০ অক্টোবর ২০১৪ইং)

৩৩. বাংলাদেশের অধিকাংশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও সমজাতীয় প্রতিবন্ধীরা বিয়ে করার সুযোগ পায় না। (ম্যাথিই (হেজী) স্মিথ, "*আত্ম-নির্ভরশীল ও অংশগ্রহণমূলক স্বাধীন জীবন*" প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

৩৪. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন:"পারস্পরিক সদিচ্ছা ও সদুপদেশই হচ্ছে দ্বীন।"দ্র.*সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, বাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৪২*

Dhaka University Institutional Repository

পরিচয় পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনগণ গোপন রাখে। অটিস্টিক শিশুরা নানা ধরনের নিপীড়ন, অবহেলা, অপব্যবহার এবং হিংস্রতার শিকার হয় তাদের শারীরিক এবং মানসিক বিভিন্নতার জন্যে।[৩৫] এর ফলে অন্যান্য বৈষম্যের সৃষ্টি হয় এবং বঞ্চিত করা হয় বংশগত মর্যাদা ও পৈতৃক সম্পত্তি থেকে। অবহেলিত ও লাঞ্ছিত অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয় তাদের। বঞ্চিত করা হয় সকল প্রকার অধিকার থেকেও যার ফলে সবাই তাদের অবহেলা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে।[৩৬] অথচ সরকার বাংলাদেশকে দারিদ্র্য মুক্ত করতে বদ্ধ পরিকর এবং সে অনুযায়ী কাজ করে উন্নতির দিকে এগোচ্ছে যেখানে সবার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। তাই সরকার এবং নীতি নির্ধারকদের উচিত অটিস্টিক শিশুর বংশগত মর্যাদা ও সম্পত্তির কথা বিবেচনা করে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাহলে সমাজ ও পরিবারে কোন অটিস্টিক শিশু বংশগত মর্যাদা থেকে অবহেলিত ও বঞ্চিত হবে না।

৩.৩ অটিস্টিক শিশু সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত

৩.৩.১ অটিস্টিক শিশু প্রতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা থেকে বঞ্চিত

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংস্কৃতিমূলক অনেক প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। যেমন- ক্লাসভিত্তিক প্রতিযোগিতা, বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সরকারি দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। এসকল প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতায় অটিস্টিক শিশুকে আমাদের সমাজে বিন্দুমাত্র অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় না। আমাদের দেশের অসংখ্য শিশুর ভাগ্যে ঘটে অবজ্ঞা, অবহেলা। কারণ বাবা-মা সহ শিক্ষকরাও পর্যন্ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অমনোযোগি। বাবা মা মনে করেন, তাদের সন্তান কিছুই করতে পারবে না। শিক্ষকরা অটিস্টিক শিশুর ব্যাপারে হতাশাজনক মন্তব্য করে এবং স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেন না।[৩৭] এ ব্যাপারে জনগণ সচেতন না হওয়ার কারণে পিতা-মাতা সন্তানের জন্য কোন পদক্ষেপ নিতে পারেন না। মধ্যবিত্ত ও ধনাঢ্য পরিবারে অটিস্টিক শিশুদের অবস্থা আরো খারাপ হীয়ার কারণে লাঞ্ছিত, অপমানিত, দুর্ভোগের ভিতরে অবস্থান করতে হয়। অনেক বাবা মা ও পরিবারের সদস্যগণ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁদের পরিচয় দিতে গিয়ে অটিস্টিক শিশুর কথা বলতে লজ্জাবোধ করে। অটিস্টিক শিশুর যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা হয়।[৩৮]

---

৩৫. Ershadul Karim, "Human Rights of People with Mental Disorders in Bangladesh" in *the Yonsei Law Journal*, Vol. 2, No. 2, November 2011, p. 115

৩৬. ذٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ এই হচ্ছেন তোমাদের মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, সবকিছুর (একক) স্রষ্টা তিনি, সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। সব কিছুর উপর তিনি চুড়ান্ত তত্ত্বাবধায়ক। "আল কুর'আন, ০৬:১০২

৩৭. 'প্রতিবন্ধী ছাত্রকে ভর্তি করেনি মাইলস্টোন কলেজ' কথা বলায় সামান্য সমস্যার কারনে এক শিক্ষার্থীকে ভর্তি করেনি মাইলস্টোন কলেজ। প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহানুভূতির কথা বলা হলেও তাকে ভর্তি না করায় অভিভাবকরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। (বাংলা নিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম, ১৫ জুলাই ২০১৫ইং)

৩৮. 'অনেক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে অনেক প্রতিবন্ধী কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় কিন্তু কোন কোন শিক্ষকের উপহাসমূলক আচরণ ও তুচ্ছ ব্যবহারের কারণে অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়তে বাধ্য হয়।' দ্র. দেব দুলাল সাহা ও মোঃ আজিজুর রহমান (সম্পা.), বর্ণ পত্র, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১, ঢাকা: সিডিডি, পৃ. ১; এ বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সর্বস্তরের মানুষকে অনুরোধ করছি যে, যদি কারো ছেলে বা মেয়ে প্রতিবন্ধী হয় তবে তাকে অবহেলা করবেন না।' (দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ইং, পৃ. ১১)

Dhaka University Institutional Repository

তাদের মধ্যে ও সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, ভালোবাসা ও দেশপ্রেমের অনুভূতি আছে। তাই রাসূল (সা.) বলেছেন, বান্দা যতক্ষণ তার ভাইকে সাহায্য করে, আল্লাহ ততক্ষণ বান্দাকে সাহায্য করে থাকেন। এজন্য অটিস্টিক শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা থেকে বঞ্চিত না করে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের অধিকার বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান আলোকে সকল পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের গুরুত্ব অপরিসীম।

৩.৩.২ অটিস্টিক শিশু সামাজিক প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড থেকে বঞ্চিত

বর্তমান বাংলাদেশের পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলাগুলোতে অটিস্টিক শিশুদের সামাজিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। অংশ গ্রহণ করার কথা অনেক সময় উপস্থাপন করা যায় না। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বর্তমানে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলাগুলোতে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ অটিস্টিক শিশুদের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজ করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষকে অটিজম বিষয়ে অবগত করার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা করছে। আর যে সকল এলাকায় এখনও কাজ শুরু হয়নি সে সব এলাকার শিক্ষিত ও সুশীল সমাজও অটিজম সর্ম্পকে সঠিক ধারণা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে না। তাই অটিস্টিক শিশুদের জন্য সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অনুকুল পরিবেশ আজও গড়ে ওঠেনি। দেশের নাগরিক ও সমাজের মানুষ হিসেবে নেই তাদের মর্যাদা। ফলে এলাকার জনসাধারণ অটিস্টিক শিশুদেরকে এখনও বিভিন্ন ব্যঙ্গ করে সম্বোধন করে। সমাজে একটি কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে যে, অটিস্টিক শিশুরা কোন কাজ করতে পারবে না। তাই সামাজিক প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় না। ফলে তারা সমাজে প্রতিনিয়ত বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।[৩৯] যার উদাহরণ হল, আব্দুল করিম ও সমিত চন্দ্রের সামাজিক অবস্থা। মানিকগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা ঘিওর। সেখানকার সদর ইউনিয়নের একজন তরুণ আব্দুল করিম। ছোটবেলা থেকেই তার আচার-আচরণে বিভিন্ন রকম অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পেতে থাকে। এ অবস্থাতেই কেটে যায় অনেক বছর। এই দীর্ঘ সময় আব্দুল করিমকে কোন ধরণের চিকিৎসা দেয়া হয়নি। পরিবারটি প্রথম দিকে বুঝতেই পারেনি তার সমস্যা মূলত কী? পরবর্তীতে তারা পাবনার মানসিক হাসপাতালে গেলেও সেখান থেকে তাকে ফেরত পাঠানো হয়। করিমের ভাই অহিদুল ইসলাম বল্লেন, "স্বাভাবিক মানুষের যে চলাফেরা, মানুষকে সঙ্গ দেয়া, করিম এমন কিছু করতো না। সবসময় একা একা থাকতে পছন্দ করে, খাবার খায়না, মায়ের সাথেও খারাপ ব্যবহার করতো।" আব্দুল করিমের বাড়ি থেকে অল্প দূরত্বে থাকেন আরেক যুবক সমিত চন্দ্রের পরিবার। সেখানে গিয়ে দেখা গেলো সমিতের পা শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা। গত ৫ বছর ধরে একই অবস্থায় রাখা হয়েছে তাকে। দুই- তিনমাস পর পর তার পায়ের শিকল খুলে দেয়া হয় বলে জানান তার বাবা রুপন চন্দ্র।[৪০] কিন্তু শেকল দেয়ার কারণ কী? এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তার ছেলে আশে-পাশের বাড়ি ঘরে যায়, লোকজনকে বিরক্ত করে। পরে সবার চাপে তিনি পায়ে শিকল দিয়ে রেখেছেন। ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করলেও অন্য ছাত্ররা অভিযোগ দেয়ায় ফিরিয়ে আনতে হয়। সামাজিক কোনও আচার অনুষ্ঠানে তাদের

অথচ ইসলাম শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে দুর্বল-অসহায় অটিস্টিক শিশুর অধিকারের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। অটিস্টিক শিশুরাও তাদের পিতা-মাতার প্রিয় সন্তান।

৩৯. মানব প্রকৃতি এবং সেই সত্তার শপথ, যিনি সুবিন্যস্ত করেছেন, অত:পর তার পাপাচার ও তার সতর্কতা (তাকওয়া) তার পতি ইলহাম করেছেন। নিঃসন্দেহে কল্যাণ পেল সে, যে নিজের নফসের পবিত্রতা বিধান করল আর ব্যর্থ হল সে, যে তাকে খর্ব ও কলুষিত করল। আল কুর'আন, ৯১: ৭-১০

৪০. কুষ্টিয়ার মিরপুরে ৩০ বছর বয়সী মীর শাহীন আলী নামে এক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী যুবককে পিটিয়ে হত্যা করেছে। (দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা: ২৪ নভেম্বর ২০১৫ইং)

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণ তো দূরের কথা অনেক ক্ষেত্রে সমাজের মানুষেরাও তাদের দূরে সরিয়ে রাখে এক ধরনের কুসংস্কারের বিশ্বাস থেকে। এখনো বাংলাদেশে বহু পরিবারে অটিজম আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসার ব্যাপারে পুরনো মানসিকতা খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। সমাজে চলাফেরা করার ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতার পরিমাণও কম এবং মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের কোন ভূমিকা রাখতে দেয়া হয় না। তাই সকলের উচিত অটিস্টিক শিশু ও ব্যক্তিদের সামাজিক সাংস্কৃতিমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ দানে প্রয়োজন সকলের আন্তরিক ভালোবাসা। যাতে করে তাদেরও জীবন চলার পথ সহজ ও সুন্দর হয়।

৩.৩.৩ অটিস্টিক শিশু ধর্মীয় সংস্কৃতিমূলক প্রতিযোগিতা থেকে বঞ্চিত

মানুষের মৌলিক অধিকার গুলোর মধ্যে ধর্মীয় সংস্কৃতিমূলক বিষয়টি অন্যতম একটি অধিকার। আর আল্লাহ্ প্রদত্ত এ অধিকার নিয়েই সে জন্মলাভ করে।[৪১] ব্যক্তি হিসেবে, সমাজের সদস্য হিসেবে সব মানুষের রয়েছে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার। রয়েছে সমাজে মানুষ হিসাবে সম্মান নিয়ে নিরাপদে বসবাস ও স্বাধীনভাবে চলাচল করার অধিকার। প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মানবাধিকার সুরক্ষায় ব্যক্তিগত ধর্ম পালন করে থাকে। বিপদে পড়লে নিরাপত্তা লাভ করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ দলমত নির্বিশেষে সবাই এসব অধিকার ভোগ করতে পারবে। মানুষের অধিকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়- যাই হোক না কেন মানবাধিকার মধ্যে ধর্মীয় অধিকার তার ন্যায্য অধিকার। মানুষের এ অধিকারটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত অন্যতম অধিকার। ইসলামে মানুষের ধর্মীয় বিষয়টি জীবনের সকল ক্ষেত্র ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত। আর একমাত্র ইসলাম মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবময় অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলামই সর্বপ্রথম মানুষকে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্যের বাণী শুনিয়েছে। জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব, বংশীয় মর্যাদা, শ্রেণি বৈষম্য ও বর্ণ প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করেছে। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান 'মদীনা সনদে' জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদার সার্বজনীন ঘোষণা রয়েছে। ইসলাম জাতিসংঘের ঘোষণারও প্রায় চৌদ্দশ' বছর পূর্বে মানব সমাজের সার্বজনীন মানবাধিকার ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষার সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে। বিশ্বনবী (সা.) দশম হিজরীতে বিদায় হজের যে ভাষণ দিয়েছিলেন যা ছিল সার্বজনীন মানবাধিকার সুরক্ষার এক ঐতিহাসিক ঘোষণা। ইসলাম মানব জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করেছে এবং সকল জাতিকে নিজ নিজ ধর্ম পালনে স্বাধীনতা দিয়েছে। ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ইসলাম সম্পূর্ণ নিষেধ করেছে।[৪২] কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে জেলা-উপজেলা ও সামাজিকভাবে অটিস্টিক শিশুকে ধর্মীয় সংস্কৃতি মূলক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রেখে ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আর সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানব জাতির সম্মান ও মর্যাদা সর্বশ্রেষ্ঠ। সব মানুষ মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে সমান।[৪৩]

---

৪১. وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ আর যারা তোমার ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনে এবং তোমার আগে (অন্য নবীদের ওপর) যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপরও তারা ঈমান আনে, (সর্বোপরি) তারা পরকালের ওপরও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।" আল-কুর'আন, ০২:০৪

৪২. لاَ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ অর্থ-'ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চই হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। দ্র. আল কুর'আন, ০২:২৫৬। لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ অর্থ-'তোদের জন্য তোমার দ্বীন (ধর্ম) আর আমার জন্য আমার দ্বীন। দ্র. আল কুর'আন, ১০৯ : ০৬

৪৩. يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত। আল কুর'আন, ৪৯ : ১৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিযোগিতায় অটিস্টিক শিশুর অংশগ্রহণের জন্য সকলকে সহোযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া মানবিক দায়িত্ব।

৩.৩.৪ অটিস্টিক শিশু বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত

বাংলাদেশে অনেক অটিস্টিক শিশুদের পরিবার গ্রামাঞ্চলে থাকার কারণে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। এজন্য তিন বেলা খাবার সংগ্রহ করা পরিবারের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। যার ফলে অটিস্টিক শিশুকে অনেক সময় অনাহারে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। আর পরিবার থেকেই তাদের অবস্থান তৈরি হওয়ার কারণে সমাজের মানুষ তাদেরকে অবহেলা করে ও এক ঘর করে রাখতে চায়। গরিব হওয়ার কারণে প্রতিবেশি সহপাঠিদের সাথে খেলতে ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়।[৪৪] ফলে জনসচেতনতার অভাবে কোন কোন অটিস্টিক শিশুর পরিবার মানুষের অশালীন ব্যবহারের কারণে তাদের বোঝা হিসেবে মনে করে বাড়িতে বন্ধী করে রাখার ফলে অসহায় জীবন অতিবাহিত করে। পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশিগণ তাদের অসহায়ত্বকে গুরুত্ব দেয় না। এজন্য সামাজিক পরিবেশে অটিস্টিক শিশুকে সহপাঠিদের সাথে বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার সুযোগ না দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এবং পরিবারের সদস্যগণও তাদের সাথে খেলাধুলা করতে চায় না, যা তাদের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টি করে। আর শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টি করা ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া একান্ত প্রয়োজন। তাই আন্তরিক সহোযোগিতার মাধ্যমে তাদের বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রণের সুযোগ করে দেয়া সকলের মানবিক দায়িত্ব। আর এ ক্ষেত্রে সরকারি পদক্ষেপ অধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৩.৪ অটিস্টিক শিশুর স্বাস্থ্যগত সামাজিক অবস্থানসমূহ

৩.৪.১ অটিস্টিক শিশু সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত

বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে অটিস্টিক শিশুদের তেমন সঠিক কোন উন্নত বিজ্ঞান[৪৫] সম্মত সুচিকিৎসা দেওয়া হয় না। যার ফলে তারা সুস্বাস্থ্যকর জীবন পরিচালনা করা থেকে বঞ্চিত হয়।[৪৬] যা তাদেরকে অন্য শিশুদের সাথে মেলামেশা থেকে দুরে সরিয়ে দেয়।[৪৭] বেশির ভাগ অটিস্টিক শিশুর স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকে। শতকরা ৭০ ভাগ অটিস্টিক শিশুর আইকিউ ৭০-এর নিচে থাকে। তবে কিছু কিছু অটিস্টিক শিশু বেশ বুদ্ধিমান হয়। তাই অভিভাবক ও পরিবারের সদস্যগণ অটিজম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের এজন্য ধর্মীয় সংস্কৃতিমূলক

৪৪. আজিজুর রহমান নাবিল, শিরোনাম-"সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রতিবন্ধী তরুণেরা" *অপরাজেয়*, সাবরিনা সুলতানা (সম্পা.), (প্রতিবন্ধী মানুষের কণ্ঠস্বর নিয়ে ত্রৈমাসিক পত্রিকা), ৭১/১, ফকিরাপুল (২য় তলা), ঢাকা; বর্ষ-৩, সংখ্যা-১, ডিসেম্বর ২০১৪ইং, পৃ. ২।

৪৫. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলমানদের অবদান*। প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল-২০১৫। প্রকাশক - মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১২ বাংলাবাজার (শিকদার ম্যানসন), ঢাকা-১০০০, পৃ-৫০

৪৬. দেশের মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থায় চিকিৎসা সেবা দেওয়ার কোন পাঠ্যক্রম নেই। সরকারি বা সেবরকারি মেডিকেলগুলোতে চিকিৎসকদের কাছ থেকে কোন চিকিৎসা পান না প্রতিবন্ধীরা। হাসপাতালগুলোতে আছে নানান প্রতিকূলতা। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এ্যাকশন এইডের "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য অধিকার সুরক্ষা: রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা" শীর্ষক এক গবেষণায় এ তথ্য পাওয়া গেছে। (দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা: ২৩ নভেম্বর ২০১৫ইং)

৪৭. বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শেফা সহপাঠীদের সাথে মিশতে চাইলেও তাকে মিশতে দেওয়া হয়না। (ম্যাথিই (হেজী) স্মিথ, "শেফা ঃ সুযোগের অপেক্ষা!!" প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১)

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়গুলো অনুসরণ করলে তারাও সুন্দর ও স্বভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে।[৪৮] এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে, কোনো শিশু যদি খুব দেরিতে কথা বলে বা অস্বাভাবিক আচরণ করে তাহলে অন্য লক্ষণগুলোর সঙ্গে মিল খুঁজে পেলে সেই শিশুকে অটিস্টিক শিশু হিসেবে প্রাথমিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অটিজমের গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষণ হলো ১৬ মাস বয়স পর্যন্ত অটিস্টিক শিশু একটি শব্দও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে অক্ষম হয়। তবে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই অভিজ্ঞ চিকিৎসককে দেখানো ও পরার্মশ নেয়া অতিব জরুরী। অটিজম রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অন্য রোগ বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। কোনো শিশুর অটিজমের লক্ষণ থাকলেই অটিজম না হয়ে অন্য যেসব রোগ হতে পারে সেগুলো হলো ডাউন সিনড্রম, এসপারগারস ডিসঅর্ডার, স্টেরিওটাইপিক মুভমেন্ট, সিলেক্টিভ মিউটিজম, সিজোফ্রেনিয়া (শৈশব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে) ইত্যাদি। কয়েকটি তুলে ধরা হলো- অটিস্টিক ডিজঅর্ডার ('ক্লাসিক অটিজম' নামেও পরিচিত): এটা অটিজমের সাধারণ ধরণ। অটিস্টিক ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত শিশুদের ভাষাগত বাধা থাকে। এজন্য সামাজিক আচরণ ও ভাষা বিনিময়ে অস্বাভাবিক আচরণ করে থাকে। এসপারজার সিন্ড্রোমে আক্রান্ত শিশুদের অটিস্টিক ডিজঅর্ডারের হালকা উপসর্গ থাকে। যা আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। পার্ভেসিভ ডেভোলাপমেন্টাল ডিজঅর্ডার (ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি সংক্রান্ত রোগ) অন্যভাবে চিহ্নিত করা যায় না (পিডিডি-এনওএস নামে): এটিকে"এটিপিকাল অটিজম" বলা হয়। যেসব লোকদের মধ্যে অটিস্টিক ডিজঅর্ডার বা এসপারজার সিন্ড্রোম নির্ণায়ক কিছু উপসর্গ দেখা যায়, কিন্তু সব উপসর্গ দেখা যায়না, তাদের সাধারণত: পিডিডি-এনওএস হিসাবে রোগ নির্ণয় করা হয়। পিডিডি- এনওএস আক্রান্ত লোকদের মধ্যে সাধারণত অটিস্টিক ডিজঅর্ডারে আক্রান্তদের থেকে কম এবং হালকা উপসর্গ থাকে। এই উপসর্গগুলি শুধুমাত্র সামাজিক ও ভাষা বিনিময় সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। আর এ এস ডি হওয়ার সঠিক কারণ এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি, তবে এটা জেনেটিক এবং পরিবেশগত কারণে হতে পারে।[৪৯] এই রোগের সঙ্গে যুক্ত জিনগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ এস ডি আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে গবেষণায় এর কারণ হিসেবে মস্তিস্কের বিভিন্ন অঞ্চলে জিন অনিয়মিত ভাবে বৃদ্ধিকে দায়ি করা হয়েছে। এ এস ডি আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে মস্তিস্কের সেরোটোনিন বা অন্যান্য নিউরোট্রান্সমিটার অস্বাভাবিক মাত্রায় আছে। এই সব অস্বাভাবিকতা ধারণা দেয় যে, ভ্রূণ বৃদ্ধির প্রারম্ভিক অবস্থায় স্বাভাবিক মস্তিস্কের বৃদ্ধিতে অমিল দেখা যায়। জিনের অস্বাভাবিকতার জন্য মস্তিস্কের বুদ্ধি এবং মস্তিস্কের কোষগুলো নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য সম্ভবত জিন ও পরিবেশগত উপাদানের প্রভাবে এএসডি রোগের সৃষ্টি হয় বলে তা নির্ণয় করা কঠিন হয়। কারণ এখানে ডাক্তারী পরীক্ষা যেমন রক্ত পরীক্ষার মতো কোনো পরীক্ষা নেই যার দ্বারা এই রোগ নির্ণয় করা যেতে পারে। চিকিৎসক শুধুমাত্র শিশুর আচরণ এবং বৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে এই রোগ নির্ণয় করে থাকেন। তাই অটিজমের একটি লক্ষণ থাকলেই অভিজ্ঞ চিকিৎসককে না দেখিয়ে কাউকে অটিস্টিক শিশু বলা যাবে না। আর উপরের লক্ষণগুলো পাওয়া মাত্র দেরি না করে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরার্মশ নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা

৪৮. অটিজম ব্যবস্থাপনা নিয়ে আয়োজিত এক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চিকিৎসকেরা বলেছেন, অটিস্টিক শিশুদের চিকিৎসার চেয়ে পরিচর্যাই মুখ্য। গতকাল শনিবার সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ইনষ্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক-নিউরো-ডিসঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম (ইনপা) দুই দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। অটিস্টিক শিশুদের মা-বাবাদের সচেতনতা ও বাসায় অটিস্টিক শিশুদের উন্নতির জন্য কাজ করার লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। (দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা: ২০ নভেম্বর ২০১৫ইং)

৪৯. বাংলাদেশের অধিকাংশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও সমজাতীয় প্রতিবন্ধীরা স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ পায় না। (ম্যাথিই হেজী) স্মিথ, "আত্ম-নির্ভরশীল ও অংশগ্রহণমূলক স্বাধীন জীবন" প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২)

Dhaka University Institutional Repository

করা সকল অভিভাবকের উপরে অতিব জরুরী। কারণ সুচিকিৎসা পাওয়া তার মৌলিক অধিকার। অথচ আমাদের সমাজে অটিস্টিক শিশুকে তার এ অধিকার সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হয়। তাই প্রত্যেক পিতা মাতা ও অভিভাবকদের উচিত তাদেরকে সুচিকিৎসা দেয়ার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সাহায্য করা। যাতে তারাও সমাজে সুন্দর ও আনন্দময় জীবন উপভোগ করতে পারে।

৩.৪.২ অটিস্টিক শিশু সঠিক পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবেশে অটিস্টিক শিশুদের সঠিক কোন পরিচর্যা ও যত্ন নেয়া হয় না। যার ফলে তারা স্বাস্থ্যকর জীবন উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত হয়।[৫০] তার অভিভাবক ও পরিবারের সদস্যগণ পরিচর্যার বিষয়কে কোন গুরুত্ব দেয় না। যার ফলে অটিস্টিক শিশুরা সুন্দর ও স্বভাবিক পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।[৫১] অটিস্টিক শিশুদের পরিচর্যায়, দৈনিককার্য সম্পাদন ও সাধারণ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে কাজগুলো প্রতিদিন করা দরকার সেগুলো গুরুত্বের সাথে প্রশিক্ষণ না দেয়া। যেমন- টয়লেট ও ওয়াশ করা, জামা ও জুতা পরিধান করা, দাঁত ব্রাশ করতে পারা, মাথা আঁচড়াতে পারা, নিজে নিজে খেতে পারা এবং নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানো ইত্যাদি। তাদের দৈনিক কাজে সংবেদনশীলতার সমন্বয় সাধন করার প্রতি পরিবারের সদস্যগণ গুরুত্ব দেয় না। যার ফলে কোন বিষয় শিখতে কিংবা মনযোগ দিয়ে কাজ করতে অনেক বিলম্ব ও অস্বাভাবিক দেরি হয়। বর্তমানে অটিস্টিক শিশুদের প্রশিক্ষণের জন্য এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে কিন্তু অভিভাবকরা তাতে গুরুত্ব দিচ্ছে না। অনেক অটিস্টিক শিশুর দেহের বিভিন্ন মাংস পেশী, চোখ ও হাতের যথাযথ সমন্বয় স্বাধন এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাযথ ভাবে পরিপক্কতা ও পরিপূর্ণতার ঘাটতি থাকে। সঠিকভাবে ফিজিওথেরাপি এবং অকুপেশনাল থেরাপি প্রয়োগ করলে এসব ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর ফলাফল পাওয়া যায়। কিন্তু পরিবারের সদস্যগণ এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় না। অটিস্টিক শিশুদের কথা ও ভাষা প্রশিক্ষণ অন্যান্যদের চেয়ে বেশ কঠিন। কারণ তারা চঞ্চল এবং বেশিক্ষণ একটি বিষয়ের প্রতি মনসংযোগ রাখতে পারেনা। কথা ও ভাষা শিক্ষণের জন্য যে কাজগুলো করা প্রয়োজন তা না করা, উদাহরণ স্বরূপ-শিশুদের সাথে মুখোমুখি এবং একই উচ্চতায় ও চোখে চোখ রেখে কথা না বলা। ঠোঁটের নাড়াচাড়া এবং চোখের ও হাতের সঞ্চালন অনুসরণ করতে সাহায্য না করা। যে কোন কার্যক্রম করার সময় শিশুর সাথে কথা বলে কাজটি না করা এবং শিশুকে দিয়ে করানোর চেষ্টা না করা। শুরুতে অতি প্রয়োজনীয় ও দরকারি কিছু সহজ শব্দ নির্বাচন করে সেগুলো শেখানোর চেষ্টা না করা। যে শব্দগুলো তার নিত্য কাজে লাগে সে শব্দগুলো শিখানোর প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। এসকল বিষয় শিক্ষা দেয়ার ফলে শিশু যে সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে জীবনে উন্নতি লাভ করত তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যার ফলে অন্যের সাহায্য ছাড়া নিজের কাজগুলো সম্পাদন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং সারা জীবনের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। এজন্য অটিস্টিক শিশুকে সঠিক পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত না করে প্রয়োজনীয় কাজগুলো শিক্ষা দেয়া প্রত্যেক অভিভাবকের দায়িত্ব। যদি অভিভাবকগণ একটু সচেতনতার সাথে উপরের কাজগুলো অটিস্টিক

---

৫০. নিসন্দেহে মানুষের মধ্যে সেই সফলকাম যে (পাপ থেকে দূরে থেকে) নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে, আর যে (ব্যক্তি পাপে নিমজ্জিত হয়ে) নিজেকে কলুষিত করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে। আল-কুর'আন, ৯১: ০৯-১০

৫১. যুক্তরাজ্যের একটি নার্সিং হোমে ডাক্তারদের নিতান্ত অবহেলায় এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান আমার ভাই ডাউন সিনড্রোমজনিত আক্রান্ত জেমস। (জুলিয়ান ফ্রান্সিস, "প্রতিবন্ধীদের বুঝতে ও সম্মান করতে শেখা কিছু করণীয় ও বর্জনীয়" *আমরা করবো জয়*, প্রাগুক্ত, ২১তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২০১৫, পৃ. ৪)

Dhaka University Institutional Repository

শিশুকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দেন ও আন্তরিকতার সাথে পরিচর্যা করেন তাহলে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। ইনশা্ আল্লাহ।

৩.৪.৩ অটিস্টিক শিশু সুষম খাদ্য থেকে বঞ্চিত

বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে অটিস্টিক শিশুদের তেমন সঠিক কোন তালিকাভুক্ত সুষম খাদ্য খাওয়ানো হয় না।[৫২] যার ফলে তারা স্বাস্থ্যকর জীবন পরিচালনা করা ও সুস্বাস্থ্য থেকে বঞ্চিত হয়।[৫৩] অনেক সময় অনাহারে জীবন কাটাতে হয় অনেক অটিস্টিক শিশুদের। ফলে তাদের স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি ঘটে না। পরিবার অর্থনৈতিক স্বল্পতার কারণে ঠিকমত তিন বেলা খাবার দিতে অক্ষম, হওয়াতে তারা সুষম খাদ্য হতে বঞ্চিত হয়। খাবার শরীর গঠন, বৃদ্ধি সাধন এবং ক্ষয়পূরণ করার পাশাপাশি তাপশক্তি ও কর্মক্ষমতা বাড়ায়। এছাড়া রোগমুক্ত রাখতে সহায়তা করে। অসুস্থ শরীরকে আরোগ্য হতেও সাহায্য করে। তাই শত দারিদ্রতার মধ্যে অভিভাবক ও পরিবারের সদস্যগণ আদর্শ খাবারের তালিকা অনুসরণ করলে তারাও সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে। আর আদর্শ খাবার পাঁচ প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন- ক) আমিষ জাতীয় খাবার; খ) প্রোটিন জাতীয় খাবার; গ) ফ্যাট জাতীয় খাবার; ঘ) কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার; এবং ঙ) ভিটামিন যুক্ত খাবার।[৫৪] আর দেহকে সুস্থ রাখতে কোন খাবার

---

৫২. প্রতিবন্ধীরা কোন ধরনের খাবার খাবে সে সিদ্ধান্ত পর্যন্ত তাদেরকে নিতে দেওয়া হয়না। তাদেরকে এ সকল সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়। (ম্যাথিই (হেজী) স্মিথ,"সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা" *'আমার কথা আমি বলব'*; বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার আদায়ে সেল্ফ এডভোকেসীঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, দিলারা সাত্তার মিতু (সম্পা.), ঢাকা: সীড, সপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ৫৫)

৫৩. জেনে রেখ মানব দেহে এমন একটা মাংসপিণ্ড রয়েছে, যা সুস্থ হলে সমস্ত দেহ সুস্থ থাকে। আর তা রোগাক্রান্ত হলে সমস্ত দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর তা হলো কৃলব বা হৃদয়। *প্রাগুপ্ত*, বুখারী, ৫৫৪৯

৫৪. ক). আমিষ জাতীয় খাবার ঃ আপেল ঃ একটি মাঝারি আকৃতির আপেলই যথেষ্ট। তবে এর বহিঃত্বক ফাইবারের উৎস হওয়ায় গিলে না ফেলে সময় নিয়ে চিবিয়ে খাওয়া উচিত। ২.আলু ঃ ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ হলেও একে ধরা হয় শর্করার উৎস হিসেবে। তাই প্রতিদিনের খাবারে আলু না রাখাটাই ভালো। ৩.বাঁধাকপি ঃ রান্নার কাজে ব্যবহৃত টেবিল চামচের চার চামচ পরিমাণ। ৪. রাইসিন ঃ একটা টেবিল চামচে যতটুকু ধরে অর্থাৎ প্রায় ৩০ গ্রাম। ৫. রাসপারবেরি ঃ হাতের দুই মুঠোয় যতটুকু ধরে ততটুকু খেলেই প্রয়োজনীয় চিনির চাহিদা পূরণ হবে। ৬.ভুট্টা ঃ পপকর্ন তৈরি করা হলে ছোট এক বাটি কিংবা মাঝারি বাটির অর্ধেক পরিমাণ খাওয়া সম্ভব। ৭.মরিচ ঃ টেবিল চামচের এক চামচ পর্যন্ত খাওয়া যেতে পারে। যা ক্যান্সার প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ৮.আঙুর ঃ সব থেকে ভালো হয় ১৬টি খেলে। তবে লাল ও কালো আঙুর প্রস্টেট ক্যান্সার প্রতিরোধে সক্ষম হওয়ায় পরিমাণ বাড়তে পারে। ৯. ক্লিমেন্টিন বা ছোট কমলা ঃ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটিই যথেষ্ট, তবে বড়রা চাইলে দুটি পর্যন্ত খেতে পারে। ১০. মটরশুটি ঃ বড় সাইজের টেবিল চামচের তিনটায় যতটুকু ধরে। ১১.পালং শাক ঃ এক বাটি ফ্রেশ পালং শাক দেহের জন্য বিশেষ উপকারী। এতে প্রচুর ভিটামিন এ ও সি থাকে। ১২.কলা ঃ একটি মাঝারি আকারের কলাতেও পর্যাপ্ত পটাশিয়ামের চাহিদা নিশ্চিত করতে পারে। তবে বড় আকারের কলায় মিষ্টির পরিমাণ বেশি থাকে। ১৩. এপ্রিকট ঃ শুকনা কিংবা আর্দ্র যা-ই হোক না কেন তিনটি এপ্রিকটই যথেষ্ট। ১৪.পেঁয়াজ ঃ বড় সাইজের পেঁয়াজ হলে তার অর্ধেক, মাঝারি হলে গোটাটা খাওয়া যেতে পারে। ১৫. গাজর ঃ একটি বড় সাইজের গাজরই যথেষ্ট। ১৬.কমলার রস ঃ ৪-৫ টা কমলা দিয়ে তৈরি জুস একটি ছোট গ্লাসে নিয়ে পান করুন। ১৭.ফলের জুস ঃ একটি ছোট আকৃতির গ্লাসে যতটুকু ধরে ততটুকু পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। ১৮.লেটুস ঃ খাবারের সঙ্গে প্রয়োজন এবং স্বাদমতো, তবে এক্ষেত্রে কুচি করা পাতা চার টেবিল চামচের বেশি না হওয়াটা ভালো। ১৯.কিডনি বিন ঃ তিনটি বড় আকৃতির টেবিল চামচে যতটুকু ধরে সেটুকু খেলেই চলবে।

খ). প্রোটিন জাতীয় খাবার ঃ প্রোটিন হল সাত থেকে আট গ্রাম প্রোটিন। পনিরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন। দুগ্ধজাত খাবারের মধ্যে পনির অন্যতম। পনিরে প্রোটিনের পাশাপাশি ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস রয়েছে যা হাড় ও দাঁতকে মজবুত রাখে। প্রোটিনযুক্ত খাবারের মধ্যে জনপ্রিয় খাবার মাছ ও মাংস। মাছ ও মাংসে রয়েছে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ প্রোটিন। যা দেহের মাংসপেশি শক্তিশালী করে। দুধ বা দুগ্ধজাত খাবার দৈনিক প্রোটিনের চাহিদা মেটায়। এক কাপ দুধে রয়েছে প্রায় সাত থেকে আট গ্রাম প্রোটিন।উচ্চ ভর বিশিষ্ট নাইট্রোজেন যুক্ত জটিল যৌগ। এটি কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন দিয়ে গঠিত। আমাদের শরীরের অস্থি, পেশি থেকে শুরু করে নাক, চুল, দাঁত পর্যন্ত প্রোটিন

Dhaka University Institutional Repository

কতটুকু শরীরের জন্য দরকার, সেটিও জানা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যার মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুদের মানসিক ও দৈহিক উন্নতি করা সম্ভব। অতএব, অটিস্টিক শিশুর পিতা-মাতা, অভিভাবক ও পরিবারের সদস্যদের উচিত সুষম খাদ্য থেকে বঞ্চিত না করে সাধ্যের মধ্যে সম্ভব অনুযায়ী আদর্শ খাবারের তালিকা থেকে কিছু খাবার নিত্য খাবারের সাথে যুক্ত করা। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ধনী, বিত্তবানদের সহযোগিতা অতীব জরুরী।

৩.৪.৪ অটিস্টিক শিশু পরিচ্ছন্ন পোশাক ও বাসস্থান থেকে বঞ্চিত

বাংলাদেশের গ্রাম্য সামাজিক পরিবেশে অটিস্টিক শিশুদের পরিচ্ছন্ন পোষাক ও বাসস্থানের বিষয়টি অভিভাবক ও পরিবারের সদস্যগণ গুরুত্বের সাথে না দেখার কারণে সঠিক কোন পরিচর্যা দেওয়া হয় না।[৫৫] ফলে অটিস্টিক শিশুরা পরিবারে প্রতিনিয়ত অবহেলার শিকার হচ্ছে। তাদের জন্য সুন্দর পরিবেশ ও পরিচ্ছন্ন বাসস্থান না থাকার ফলে পরিচ্ছন্ন পোশাক ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থানে জীবন পরিচালনা করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অটিস্টিক শিশুর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, মেধার বিকাশ, পরিচ্ছন্ন পোষাক ও বাসস্থানের উন্নয়নের বিষয়টি পারিবারিক ও সামাজিকভাবে ভোগ করার অধিকার রয়েছে, কিন্তু এসব সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অটিস্টিক শিশুর পিতা-মাতাকে গতানুগতিক পশ্চাদপদ ধারণা থেকে বের করে এনে স্বাভাবিক সন্তানের মতো মানুষ করে গড়ে তোলার ব্যাপারে দৃঢ় মনোবল তৈরি করতে এবং মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অটিস্টিক শিশুরা যেন স্বাভাবিক জীবন যাপন ও পরিচ্ছন্ন পোশাক, বাসস্থান থেকে বঞ্চিত না হয় সে ব্যাপারে অভিভাবক-পরিবার ও সমাজের সচেতন ব্যক্তিগণসহ রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সকলে মিলে কাজ করলে তারাও সুন্দর ও স্বভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে।[৫৬] তাই অটিস্টিক শিশুদের পরিচ্ছন্ন পোশাক ও বাসস্থান থেকে বঞ্চিত না করা পরিবারের সকল সদস্যের মানবিক দায়িত্ব। পরিচ্ছন্ন পোষাক ও বাসস্থানের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হলে তাদেরকে সমাজের অবিচ্ছিন্ন নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করা

দ্বারা গঠিত। মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটাতে প্রোটিন অপরিহার্য। প্রোটিনের অভাবে দেহের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়। তাই আদর্শ খাবারের তালিকা প্রোটিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। তা হল, ডিম ঃ- প্রতিদিন একটি ডিম মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটায়। একটি ডিমে রয়েছে।

গ). ফ্যাট জাতীয় খাবার ঃ প্রোটিনের মতো ফ্যাটও পুষ্টির একটি অপরিহার্য অংশ। ফ্যাট হল শক্তির প্রধান উৎস। এক গ্রাম ফ্যাটে নয় শতাংশ ক্যালোরি রয়েছে যা কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনের থেকেও বেশি। এটি অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত। যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরী। আদর্শ খাবারের তালিকায় ফ্যাট জাতীয় খাবার রাখা দরকার। তা হল, মাখন ও ঘি ফ্যাট জাতীয় খাবারের মধ্যে অন্যতম খাদ্য। মাখনে রয়েছে ওমেগা থ্রি ও ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিডও যা চুল, ত্বক ও হাড়ের পাশাপাশি মস্তিস্ক সতেজ রাখে। আমণ্ড বাদাম প্রতিদিন খাবারের তালিকায় বাদাম ফ্যাটের পাশাপাশি ভিটামিন ও যোগায়। শতকরা ৮০ ভাগ ফ্যাট থাকে বাদামে যা দেহের পক্ষে উপকারি। খাসির মাংস দুধ, ডিমের পাশাপাশি পুষ্টিগুণে পিছিয়ে নেই। প্রতি একশো গ্রাম খাসির মাংসে ২-৩ গ্রাম চর্বি থাকে।

ঘ). কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার ঃ শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট সুস্থ শরীরের অপরিহার্য অংশ। কার্বোহাইড্রেট জীবদেহে শক্তির প্রধান উৎস। এটি কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে গঠিত। কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, পুষ্টি ও অ্যান্টি অক্সিজেন থাকে। শরীরে প্রোটিন ও ফ্যাটের পাশাপাশি কার্বোহাইড্রেট থাকা গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চাদের জন্য মাছ উপযুক্ত খাদ্য। এবং সবুজ সবজি ঃ- আদর্শ খাবারের তালিকায় সবজি প্রথমেই রাখা উচিত। সুস্থ থাকার চাবিকাঠি হল সবুজ সবজি। আলু, পেঁয়াজ, বিনস, ফুলকপি, বাঁধাকপি প্রভৃতি সবজি কার্বোহাইড্রেট যুক্ত যা শরীরের পক্ষে উপযুক্ত। প্রতি একশো গ্রাম সবজিতে ১২-১৩ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট রয়েছে। আর মাশরুম কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার। মাশরুমে আট থেকে দশ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট আছে। নিঃসন্দেহে খাদ্য তালিকায় মিষ্টি রাখা যায়। মিষ্টিতে ৬৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট রয়েছে। দ্র. আর্দশ খাবার, http://bonikbarta.net/bangla/news. visited on 25/11/2017

৫৫. যে ব্যক্তি মানুষের সাথে ভালো কথা বলে, অনাহারীকে খাবার দেয়, সর্বদা রোযা রাখে এবং রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন সে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সালাত পড়ে।"আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, হাদীস নং- ১৯৩৪ (ঢাকা : *বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার*, ১৯৯৭ খ্রী.), খন্ড- ০৩, পৃ. ৪০৪

৫৬. "জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ ২০০৬" এর ধারা-২৬ এর বিভিন্ন উপ-ধারায় বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ যেন সাথী-সহযোগিতাসহ সর্বাধিক মাত্রায় আত্মনির্ভরশীলতা, পূর্ণ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করে সমাজ জীবনে সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হতে পারে এবং অংশগ্রহণ বজায় রাখতে পারে, শরীক রাষ্ট্র সে বিষয়ে কার্যকর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভব হবে, এ পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা অভিভাবক ও নাগরিকদের মানবিক দায়িত্ব। রাসূল (সা.) বলেছেন, যদি তুমি দুনিয়া বাসির (অটিস্টিক শিশু) প্রতি দয়া ও সহানুভূতি দেখাও তাহলে আকাশ বাসি (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করবেন। তাই তাদের পরিচ্ছন্ন পোষাক ও বাসস্থান নিশ্চিত করা সকল অভিভাবক ও নাগরিকদের মৌলিক দায়িত্ব ও কতর্ব্য।

৩.৪.৫ অটিস্টিক শিশুর দাঁতের সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত

অটিস্টিক শিশুর দাঁতের সমস্যা মৌলিক সমস্যা। অটিস্টিক শিশুর দাঁতের সমস্যার চিকিৎসায় কখনো দেরি করা ঠিক নয়। কিন্তু আমাদের সমাজে অটিস্টিক শিশুর দাঁতের চিকিৎসার সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও পিতা মাতা ও অভিভাবকরা কোন গুরুত্ব দেয় না। যার ফলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সঠিক পরামর্শ ও সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অটিস্টিক শিশু। যার কারণে স্বল্প সময়ে তাদের দাঁতে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। তাই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় এনে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শনুযায়ী সঠিক পদক্ষেপ ও চিকিৎসা নেয়া জরুরী। আর ডাক্তার অটিস্টিক শিশুর দাঁতের চিকিৎসার সময় যেসব বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে, তা হচ্ছে-দাঁতের চিকিৎসার সময় বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে। তার খেলনা বা প্রিয় জিনিস নিয়ে চিকিৎসকের কাছে আসতে সহোযোগিতা করা। এবং একই পরিবেশে ও একই চিকিৎসকের মাধ্যমে দাঁতের চিকিৎসা করানো।[৫৭] এক্ষেত্রে প্রথম সাক্ষাৎ স্বল্প সময়ে হওয়া ও শিশুকে আশান্বিত করা। এবং খুব্ই শান্ত ও ভয়-ভীতিহীন পরিবেশে রেখে দাঁতের চিকিৎসা করা। যে কোনো শব্দে, (ডেন্টাল কম্প্রেসার বা টারবাইনের আওয়াজ) পরিহার করা। কারণ তারা অস্বস্তিতে ভুগতে পারে অথবা অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে।[৫৮] অনেক সময় তাদের লোকাল অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে চিকিৎসা করা জটিল হয়। সে ক্ষেত্রে জেনারেল অ্যানেসথেসিয়া বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে দাঁতের চিকিৎসা করা।[৫৯] কারণ শিশু ডেন্টাল সার্জনকে জিজ্ঞাসা করতে পারে চিকিৎসকের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে। সে ক্ষেত্রে ডাক্তারকে বুঝে চিকিৎসা করতে হবে যাতে শিশু স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু এসকল চিকিৎসা মাত্র ১০% অভিভাবক তাদের সন্তানের জন্য গ্রহণ করে। বাকি ৯০% অটিস্টিক শিশু দাঁতের চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়। এজন্য অটিস্টিক শিশুকে দাঁতের চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না করে সুচিকিৎসা দেয়া অভিভাবক ও পরিবারের দায়িত্ব। কেননা তাদের কেউ বেশ বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। তাই সামান্য যত্ন নিলে তারাও জীবনে ভালো করতে পারবে। এবং রাষ্ট্র ও জাতীয় জীবনে অনেক অবদান রাখতে পারবে। এক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

---

৫৭. আর রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :-"সাবধান ! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হতে হবে।"*সহীহ আল বুখারী*, ৮৯৩, অনুবাদ : অধ্যাপক মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী গং (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০১২ খ্রী.), খন্ড- ০১, পৃ. ৯৬

৫৮. *প্রথম আলো ম্যাগাজিং*, ডা. মো.ফারুক হোসেন, পৃ. ১২

৫৯. ওষুধ প্রয়োগ করে দাঁতের চিকিৎসা করা যায়। কিন্তু ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ হ্রাসকারী ওষুধ বা ট্রাইসাইক্লিক বিষণ্নতানাশক ওষুধ দাঁতের চিকিৎসা জটিল করে তুলতে পারে। এজন্য ডেন্টাল সার্জনকে জিজ্ঞাসা করতে পারে চিকিৎসকের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে। সে ক্ষেত্রে ডাক্তারকে বুঝে চিকিৎসা করতে হবে। দাঁতের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার আগে তাকে বলে নেয়া ভালো কেন সেটা ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে সেটা হতে হবে ডাক্তারি কৌশল সম্মত। দাঁতের চিকিৎসার সময় ডেন্টাল লাইট চোখের ওপর না পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। অটিস্টিক শিশুদের দাঁতের স্থায়ী ফিলিং দেয়ার সময় অ্যামালগাম ডেন্টাল ফিলিং না দেয়াই ভালো। দ্র. ডা. মো. ফারুক হোসেন, *পারদ ছাড়া দাঁতের চিকিৎসা ও মুখের আলসার*, দৈনিক যুগান্তর, ২৩ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি. https://www.jugantor.com/todays-paper/features/stay-well/386817/পারদ-ছাড়া-দাঁতের-চিকিৎসা-ও-মুখের-আলসার, ভিজিট অন, ২৪/০৫/২০২১

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

প্রতিবন্ধীত্ব ও অটিজমে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ক্রম			পৃষ্ঠা
৪.১		**ইসলামে অটিস্টিক শিশুর মানবাধিকার**	৭৪
	৪.১.১	ইসলামে প্রতিবন্ধী অটিস্টিক শিশুর মৌলিক অধিকার	৭৪
	৪.১.২	ইসলামে অটিস্টিক শিশুর মানবীয় অধিকার	৮০
	৪.১.৩	ইসলামে অটিস্টিক শিশু হত্যা নিষিদ্ধ	৮৬
	৪.১.৪	ইসলাম মানবাধিকারের প্রতীক	৮৮
৪.২		**ইসলামে অটিস্টিক শিশুর অবস্থান**	৯১
	৪.২.১	ইসলামে অটিস্টিক শিশুর যত্ন	৯১
	৪.২.২	ইসলামে অটিস্টিক শিশুর মর্যাদা	৯২
	৪.২.৩	প্রতিবন্ধীতায় যারা বিশ্বব্যাপী অনন্য	৯৫
	৪.২.৪	ইসলামে প্রতিবন্ধী অটিস্টিকদের মধ্যে যারা সম্মানিত	৯৬
৪.৩		**অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম**	৯৭
	৪.৩.১	শিশু সম্পর্কে ইসলামি আইনের বিশ্লেষণ	৯৭
	৪.৩.২	নবজাতকের পরিচর্যায় ইসলাম	১০২
	৪.৩.৩	ইসলামে অটিস্টিক সন্তানের স্বীকৃতি ও পিতৃত্বদান	১০৩
	৪.৩.৪	ইসলামে অটিস্টিক শিশু তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব	১০৫
৪.৪		**ইসলামে প্রতিবন্ধী অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও করণীয়**	১০৮
	৪.৪.১	ইসলামে প্রতিবন্ধী অটিস্টিক শিশুর অধিকার	১০৮
	৪.৪.২	ইসলামে প্রতিবন্ধী অটিস্টিক শিশুর অধিকারের প্রতি গুরুত্ব	১১৮
	৪.৪.৩	ইসলামে অটিস্টিক শিশুর প্রতি পরিবারের সদস্যদের কর্তব্য	১২১
	৪.৪.৪	ইসলামে অটিস্টিক শিশুর প্রতি প্রতিবেশীর কর্তব্য	১২২
	৪.৪.৫	ইসলামে প্রতিবন্ধী অটিস্টিক শিশুসহ মানবেতর প্রাণীর প্রতি কর্তব্য	১২৫

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধীত্ব ও অটিজম ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিবন্ধীদের জন্য কতগুলো অধিকার রয়েছে যা ইসলামী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের পক্ষে কোন সংস্থা কর্তৃক প্রণয়ন ও বলবৎ হয়ে থাকে। তবে এটা কুরআন-সহীহ সুন্নাহর বাইরে নয়। এই আইন কেউ লংঘন করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে ইসলামী আইনে। তা হল মালিকানার অধিকার, মজুরী প্রাপ্তির অধিকার, মোহরানা প্রাপ্তির অধিকার, প্রতিশোধ ও প্রতিদানের অধিকার ইত্যাদি। তদ্রূপ কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে অধিকার থেকে বঞ্চিত বা হত্যা করলে পাল্টা ইসলামী আদালত দ্বারা অধিকার উদ্ধার ও কিছাছ বা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। ইসলামী আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জনগণের সাথে প্রতিবন্ধীদের পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছে যা প্রায় ১৪শ বছর আগে। জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী দিবসের সূচনা করে ২০০৬ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কনভেনশন প্রণয়ন করার মধ্য দিয়ে অধিকার রক্ষায় একটি নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। কিন্তু সি আর পি ডির আদলে এখনো আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ কিংবা প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন ২০১০ কোনটিরই পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষা,স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার ও রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অধিকার সুরক্ষা ও সমতা নিশ্চিত করা সম্ভব। বাংলাদেশ ২০০৭ সালে সি আর পি ডি তে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে এবং প্রতিবন্ধীর কল্যাণে আমাদের দেশে ১৯৯৯ সালে 'জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' গঠিত হলেও ২০০৯ সালে এর কার্যক্রমে নতুন গতি সঞ্চার হয়। বিশ্বের প্রায় শতকরা ১০ ভাগ জনগোষ্ঠী যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতার সমস্যায় আক্রান্ত। তাদের অন্যসব নাগরিকের মতো সমান অধিকার ও সুযোগের সমতা বিধান ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও বিশ্বব্যাপী সচেতনতা তৈরিতে প্রতিবছর ৩ ডিসেম্বর 'বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস' পালন করা হয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিবন্ধীদের জন্য আমাদের করণীয় হল নিজের সুস্থতা ও আরোগ্যতার কারণে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং প্রতিবন্ধী ভাইদের জন্য দো'আ করা। ইসলাম তাদের যে সব অধিকার দিয়েছে তা যথাযথ ভাবে আদায় করা। যথাসম্ভব প্রতিবন্ধীদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। তাদের জন্য এমন কিছু শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যা তাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলো নিজেরাই করতে সাহায্য করবে এবং নিজে কর্ম করে স্বয়ং সম্পন্ন হতে পারবে। প্রতিবন্ধীর দেখাশোনা করা তার অভিভাবকের উপর জরূরী। আর সমষ্টিগত ভাবে সকল মুসলিমের জন্য ফরযে কিফায়া। শুধুমাত্র আইনি সুরক্ষায় প্রতিবন্ধীদের সমাজে সহজগম্যতা বা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য প্রয়োজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি আমাদের সমাজে বিদ্যমান নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা। ইসলাম তাদেরকে যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে তা সবার সামনে সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরার জন্য প্রতিবন্ধীত্ব ও অটিজম ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি শিরোনামে এ অধ্যায়ের নাম দিয়েছি। এবং এর মধ্যে ইসলামে অটিস্টিক শিশুর মানবাধিকার; ইসলামে অটিস্টিক শিশুর অবস্থান; অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম; ইসলামে প্রতিবন্ধী,অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও করণীয় ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেছি। কারণ তাদের অধিকার নিয়েই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে। তাই তারা স্বাভাবিক মানুষের ন্যায় সমান অধিকার ভোগ করবে। কেননা প্রতিবন্ধীরাও মানুষ ও মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান এক মহান সৃষ্টি। আল্লাহর কাছে তাকওয়া ছাড়া শারীরিক অবকাঠামোর কোনো মূল্য নেই। আল্লাহ সব মানব জাতিকে সম্মানিত করেছেন। নিম্নে প্রতিবন্ধীত্ব, অটিজম ও অটিস্টিক শিশুর অধিকার সর্ম্পকে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হল।

৪.১ ইসলামে অটিস্টিক শিশুর মানবাধিকার

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.১ ইসলামে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুর মৌলিক অধিকার

সমাজ ও পরিবারে অন্য সদস্যদের মতো প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের অধিকার ও তাদের ন্যায্য পাওনা সম্পর্কে ইসলাম গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলামে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুর মৌলিক অধিকার[১] আদায়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। কারণ প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুরাও মানব জাতির ভবিষ্যৎ। আজকের এই শিশুই আগামী দিন দেশ, জাতি, সমাজ ও পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। মানুষের মধ্যে যে অমিত সম্ভাবনা থাকার কথা বলা হয়, তা মূলত শিশুর যথার্থ পরিচর্যা ও যত্নের উপর নির্ভর করে। প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুর বিকাশে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব না হলে মানব- সভ্যতা বিকাশিত হতে পারে না। ইসলাম তাই প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুর অধিকার নিশ্চিত করতে পিতা-মাতার প্রতি বিশেষ কিছু দায়িত্ব প্রদান করেছে। আর তা হল, বৈধ সম্পর্কে জন্মগ্রহণের অধিকার। গর্ভে স্থান পাওয়ার অধিকার। মাতৃদুগ্ধ পানের অধিকার। পরিচর্যা ও পালিত হওয়ার অধিকার। নিরাপত্তা লাভের অধিকার। ধর্মীয় শিক্ষা লাভের অধিকার। দু'আ ও স্নেহ পাওয়ার অধিকার। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত হওয়ার অধিকার। সৎ উপদেশ পাওয়ার অধিকার। বিলাসিতা মুক্ত থাকার অধিকার। মাতা-পিতার সুসম্পর্কের ভেতর লালিত হওয়ার অধিকার। বৈষয়িক ও ব্যবহারিক শিক্ষা লাভের অধিকার। প্রতিবন্ধী কন্যা শিশুর বেশি আদর পাওয়ার অধিকার। দুঃস্থ-ইয়াতিম ও অটিস্টিক শিশুর বিশেষ অধিকার ইত্যাদি। জীবনের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারে জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ হল : 'প্রতিটি মানুষের জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে' (অনুচ্ছেদ-৩)। অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষ তার নিজের জীবনের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। অন্যায় ভাবে কেউ কারো ব্যক্তিগত জীবনে হস্তেক্ষেপ করবে না ও হত্যা-নিপীড়ন করবে না। মানুষকে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য এ অধিকার অত্যন্ত প্রয়োজন, যা মানবাধিকার সনদে স্বীকৃত।

ইসলামের আলোকে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুর মৌলিক অধিকারের বিশ্লেষণ ঃ ইসলাম কেবল একটি ধর্ম নয় বরং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এটা শুধু মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য তা নয়; বরং গোটা বিশ্ববাসীর জন্য অবতীর্ণ। ইসলামী জীবন বিধানে মৌলিক একটি নির্দেশনা হল-প্রত্যেক মানুষ, জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। অর্থাৎ কোন মানুষ একে অন্যকে অন্যায় ভাবে হত্যা করবে না, জুলুম-নির্যাতন করবে না এবং স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার নষ্ট করে মৌলিক অধিকার হরন করবে না। এ ব্যাপারে ইসলামে কঠোর হুঁশিয়ারী প্রদান করে প্রতিবন্ধী শিশুর জীবনের নিরাপত্তায় গুরুত্ব দিয়েছে। পৃথিবীতে প্রতিবন্ধী শিশুদের সুষ্ঠু-সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকার জন্য ইসলাম দিয়েছে পূর্ণ নিশ্চয়তা। এতে প্রতিবন্ধী শিশুদের জান-মালের নিরাপত্তার ব্যাপারে চমৎকার দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনও করা হয়েছে। কেবল জাতিসংঘ সনদে নয়, অন্য কোন ধর্মে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।[২]

---

১. প্রফেসর ড.মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ ও ড.ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে মানবাধিকার*। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি-২০১৫। প্রকাশক- মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১২ বাংলাবাজার (শিকদার ম্যানসন), ঢাকা-১০০০,পৃ. ৩৯

২. مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعاً 'নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে হত্যা করল। আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে রক্ষা করল'। আল-কুর'আন, ৫: ৩২

Dhaka University Institutional Repository

করে,[৩] সে সম্পর্কে আল্লাহ কুরআন মাজীদে কঠোরভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।[৪] আধুনিক বিশ্বে মানুষ জন্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বংশ নিধনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এতদুদ্দেশ্যে সূরা বনী ইসরাঈলের ৩১, আন'আমের ১৪০ নং আয়াতেও তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৫] বর্তমান বাংলাদেশসহ বিশ্বের অবস্থা পর্যালোচনা করলেই বুঝা যায় যে, হত্যা, নির্যাতন, খুন-খারাবী যেন হিংস্র জানোয়ারকেও হার মানিয়েছে।[৬]

প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুর শিশুর বসবাসের স্বাধীনতাদান ঃ ইসলাম প্রতিবন্ধী শিশুর বসবাসের স্বাধীনতা দিয়েছে।[৭] ইসলাম বিনা অনুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করেছে।[৮] কারণ অটিস্টিক শিশুসহ সকলে যেন তাদের নিজ নিজ গৃহে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারে।[৯] পবিত্র কুর'আনের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কারো বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নিতে হবে। এছাড়া প্রতিবন্ধী শিশু প্রতিবেশীদের সাথে সম্মান ও পূর্ণ নিরাপত্তা নিয়ে বসবাসের জন্য নির্দেশ দিয়েছে। অপসংস্কৃতির অগ্রাসনে পরস্পর শত্রুতামূলক আচরণ করতে ইসলামে সম্পূর্ণ নিষেধ করেছে।[১০]

প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুর জীবনের নিরাপত্তাদান ঃ প্রতিবন্ধী শিশুর জীবনের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণ দেন। যা বিশ্বে অমীয় বাণী হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, হে লোক সকল! তোমাদের জান-মাল, ইযযত আব্রুর উপর হস্তক্ষেপ তোমাদের জন্য হারাম করা হল। তোমাদের আজকের এই পবিত্র দিন, এই পবিত্র (যিলহজ্জ) মাস, এই শহর (মক্কা) যেমন পবিত্র ও সম্মানিত অনুরূপভাবে উপরিউক্ত জিনিসগুলোও সম্মানিত ও পবিত্র। সাবধান আমার

---

৩. وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ 'দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দেই'। আল-কুর'আন, ৬ : ১৫১

৪. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيْهَا وَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيْماً-'আর কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সে স্থায়ী হবে। এবং তার প্রতি আল্লাহর গযব ও অভিসম্পাত এবং তিনি তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন'। আল-কুর'আন,৪:৯৩

৫. قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓاْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ-যাহারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞতাবশত নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ সমন্ধে মিথ্যা রচনা করিবার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ করে তাহারাতো ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। তাহারা আবশ্যই বিপথগামী হইয়াছে এবং তাহারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না। আল-কুর'আন, ০৬:১৪০

৬. وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقّ 'আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না'। আল-কুর'আন, ১৭:৩৩

৭. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتاً غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ- فَإِن لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের বাড়ী ব্যতীত অন্যের বাড়ীতে মালিকের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের সালাম না দিয়ে প্রবেশ কর না। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা। হয়ত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। যদি তোমরা বাড়ীতে কাউকে না পাও তাহ'লে তাতে প্রবেশ করবে না; যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বিশেষ অবহিত'। আল-কুর'আন, ২৪ :২৭-২৮

৮. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ 'হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা আহার প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ কর না। তবে তোমাদেরকে আহবান করলে তোমরা প্রবেশ কর এবং ভোজন শেষে তোমরা চলে যাও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড় না। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী গৃহে বা পাশে অবস্থান করা যাবে এবং লেন-দেনও করা যাবে।'নবীর সহ ধর্মিনীদের নিকট থেকে কোন বস্তু গ্রহণ করলে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নাও'। আল-কুর'আন, ৩৩: ৫৩

সমাজে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষ যেন তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানদের হত্যা না

৯. নবী করীম (সা.) বলেন, 'কেউ কারো ঘরের অভ্যন্তরে উঁকি মেরে তাকালে তার চক্ষু ক্ষত-বিক্ষত করে দাও। এতে কোন অপরাধ নেই। *বুখারী*, ৪৯০২

১০. أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ সৎ কাজ করতে ও সংযমী হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর। তবে পাপ ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করনা। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। আল-কুর'আন, ০৫: ০২

Dhaka University Institutional Repository

পরে তোমরা পরস্পরের হন্তা হয়ে কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে যেও না'।[১১] অতঃপর রাসূল (সা.) এর এই উপদেশ কার্যকর করতে গিয়ে সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বলেন, জাহিলী যুগের যাবতীয় হত্যা রহিত হল। প্রথম যে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ আমি রহিত করলাম তা হচ্ছে আমার বংশের রবী'আ ইব্ন লু হারিছের দুগ্ধপোষ্য শিশু হত্যার প্রতিশোধ। যাকে হুযাইল গোত্রের লোকেরা হত্যা করেছিল। অদ্য আমি তা ক্ষমা করে দিলাম।[১২] তিনি আরো বলেন,' কোন মুসলিম ব্যক্তির নিহত হওয়া অপেক্ষা সমগ্র পৃথিবীর ধ্বংস হওয়া আল্লাহর দৃষ্টিতে খুবই তুচ্ছ বিষয়।[১৩]

প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুর জীবনের স্বাধীনতাদান ও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ঃ প্রতিবন্ধী শিশুর জীবনের স্বাধীনতা আমরা রাসূল (সা.) এর মক্কা বিজয়ের পরে কা'বার প্রাঙ্গনে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলা ভাষণ থেকে সুস্পষ্ট বুঝতে পারি। তিনি বলেন, হে কুরায়েশগণ! আমি তোমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করব বলে তোমরা আশা কর'? সবাই বলে উঠল, 'উত্তম আচরণ। আপনি দয়ালু ভাই ও দয়ালু ভাইয়ের পুত্র'। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'শোন! আমি তোমাদের সেকথাই বলছি, যেকথা ইউসুফ তার ভাইদের বলেছিলেন, 'তোমাদের প্রতি আজ আর কোন অভিযোগ নেই' (ইউসুফ ১২:৯২)। যাও তোমরা সবাই মুক্ত-স্বাধীন'।[১৪] এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কার সকল শত্রুকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। [১৫] এক্ষেত্রে রাসূল (সা.) কর্তৃক কুরায়েশদের ক্ষমা প্রদর্শনের ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিৎ। জীবনের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে- কখন থেকে এর প্রয়োগ হবে? পৃথিবীর সাধারণ আইনে শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে জীবনের নিরাপত্তার অধিকার কার্যকর হয়। কিন্তু আল্লাহর আইনে মাতৃ উদরে গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর থেকেই প্রাণের মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এই কারণে মহানবী (সা.) গামিদ গোত্রের এক নারীকে ব্যভিচারের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও হত্যার নির্দেশ দেননি। কেননা সে তার জবানবন্দীতে নিজেকে গর্ভবতী বলে উল্লেখ করে। অতঃপর সন্তান প্রসব ও দুগ্ধপানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।[১৬] তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যু কার্যকর করলে অন্যায়ভাবে মাতৃগর্ভের সন্তানের প্রাণনাশের আশংকা ছিল। সে জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়নি।[১৭] এখানে বুঝা যায় যে, ইসলাম শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদা মাতৃগর্ভে নিশ্চিত করেছে।

ঘটনাটি হল, আযদ বংশের গামেদী গোত্রীয় এক মহিলা এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন'। তিনি বললেন, 'ধিক তোমাকে! তুমি চলে যাও। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তওবা কর'। তখন মহিলাটি বলল,আপনি মায়েয বিন মালিককে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমাকেও কি সেভাবে ফিরিয়ে দিতে চান? আমার গর্ভের এই সন্তান যেনার'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি (সত্যই অন্তঃসত্তা)? মহিলাটি বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, 'যাও, তোমার পেটের বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর'। বর্ণনাকারী বলেন,'আনছারী এক লোক মহিলাটির সন্তান হওয়া পর্যন্ত তাকে

---

১১. *বুখারী*, ৬৭; *মুসলিম*, ১২১৮

১২. *মুসলিম*, ১২১৮

১৩. *বুখারী*, *তিরমিযী*,১৩৯৫

১৪. হাদিস-১/৩৮২; যঈফাহ ১১৬৩

১৫. ড.সা'দ বিন 'আলী বিন, *হিসনুল মুসলিম*, অনুবাদ : মোহাম্মদওয়াহাফ আল কাহতানী রিয়াদ: ওয়াকফ, দাওয়াত, *পথনির্দেশ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়*, ১৪২৪ হিঃ। পৃ.৩১

১৬. *মুসলিম*, মিশকাত, ৩৫৬২

১৭. ادْرَءُوا الْحُدُودَ وَالْقَتْلَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন 'যতদূর সম্ভব মুসলমান (নাগরিক)-কে বেত্রাঘাত ও মৃত্যুদন্ড থেকে অব্যাহতি দাও' ।মুছান্নাফ ইব্ন আবী শায়বা, ইরওয়াউল গালীল। *বায়হাক্বী*, ২৩৫৫

Dhaka University Institutional Repository

নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে গেলেন। সন্তান প্রসব হওয়ার পর ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খেদমতে এসে বলল, গামেদী মহিলাটি সন্তান প্রসব করেছে। এবার তিনি (সা.) বললেন, 'এ শিশু বাচ্চাটিকে রেখে আমরা মহিলাটিকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করতে পারি না'। কারণ তাকে দুধ পান করানোর মতো কেউ নেই। এ সময় জনৈক আনছারী দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করব'। রাবী বলেন, তখন তিনি তাকে রজম করলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মহিলাটিকে বললেন, 'তুমি চলে যাও এবং সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর'। অতঃপর সন্তান প্রসবের পর যখন সে আসল, তখন তিনি বললেন, 'আবার চলে যাও এবং তাকে দুধ পান করাও এবং দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা কর'। পরে যখন বাচ্চাটির দুধ খাওয়া বন্ধ হয়, তখন মহিলাটি বাচ্চার হাতে এক খন্ড রুটির টুকরা দিয়ে তাকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খেদমতে উপস্থিত হলো। এবার মহিলাটি এসে বলল, 'হে আল্লাহর নবী! এই দেখুন আমি তাকে দুধ ছাড়িয়েছি, এমনকি সে নিজে হাতে খানাও খেতে পারে'। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বাচ্চাটিকে একজন মুসলমানের হাতে তুলে দিলেন। পরে মহিলাটির জন্য গর্ত খোঁড়ার নির্দেশ দিলেন। তার জন্য বক্ষ পর্যন্ত গর্ত খনন করা হলো। এরপর জনগণকে নির্দেশ দিলেন, তারা মহিলাটিকে রজম করল। খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার মাথায় এক খন্ড পাথর নিক্ষেপ করলে রক্ত ছিটে এসে তার মুখমন্ডলের উপর পড়ল। তখন তিনি মহিলাটিকে গাল-মন্দ করলেন। তা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন 'থাম হে খালেদ! যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, এই মহিলা এমন তওবা করেছে, যদি রাজস্ব আদায়ে কারচুপিকারী ব্যক্তিও এমন তওবা করত, তাহ'লে তাকেও ক্ষমা করা হতো'। অতঃপর তিনি ঐ মহিলার জানাযার সালাত আদায়ের আদেশ দিলেন এবং নিজে তার জানাযা পড়লেন। অতঃপর তাকে দাফন করা হলো। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তার জানাযা পড়লে ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর নবী (সা.)! আপনি তার জানাযা পড়লেন, অথচ সে যেনা করেছে? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'এ মহিলা এমন তওবা করেছে যে, তা সত্তর জন মদীনা বাসীর মধ্যে বণ্টন করে দিলেও যথেষ্ট হয়ে যেত। তুমি কি এর চাইতে উত্তম কোন তওবা পাবে, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে?'।[১৮] এ হাদীসটিতে কয়েকটি দিক ফুটে উঠেছে। ক.মানুষের মর্যাদা প্রদান ও জীবনের নিরাপত্তার সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। খ.প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমের দোষ-ত্রুটি যতদূর সম্ভব গোপন রাখতে হবে। কারো কোন ইযযত-আব্রু নিয়ে বাড়াবাড়ি কিংবা টানা-হেঁচড়া করা যাবে না। গ.বড় গুনাহের কারণে মানুষ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন। আর এজন্য কোন পাপীকে ঘৃণা করা বা দূরে ছুড়ে ফেলা উচিত নয়।

প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক কন্যা সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ ঃ ইসলাম জীবন্ত কন্যা সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ করেছে হোক তা সাধারণ বা প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশু। ইসলামের পূর্বে জাহেলী যুগে আরবরা তাদের কন্যা সন্তান জন্ম হওয়াকে সামাজিক নীচু, হীন ন্যক্কারজনক কাজ বলে মনে করত।[১৯] যার জন্য পিতা-মাতা তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতি আদরের সন্তানদের জীবন্ত কবর দিতে দ্বিধা করত না।[২০]

---

১৮. মুসলিম, ১৬৯৫-৯৬, *মিশকাত*, ৩৫৬২

১৯. খালেদ আবদের রহমান আল জেরাইসি, *ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম*, প্রকাশ, ২০১৩ খ্রি. পৃ ১০৮৪

২০. وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ- بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ 'যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল'? আল-কুর'আন, ৮১:৮-৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুকন্যা হত্যার জঘন্য প্রথা নিষিদ্ধ করেন। এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) কন্যাদের লালন-পালনের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে বলেন, 'যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান লালন-পালন করল সে জান্নাতে যাবে। এক সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি (সা.) বললেন, দু'টি মেয়েকে লালন-পালন করলেও সে জান্নাতে যাবে'।[২১] এ থেকে সুস্পষ্ট, ইসলাম সকল সামাজিক কুপ্রথাকে পদদলিত করে সাধারণ বা প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশু কন্যাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় স্থান দিয়েছে।

ইসলামে অমুসলিম প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশু হত্যা নিষিদ্ধ ঃ ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য নয় বরং ধর্ম-বর্ণ, গোত্র, শিশু-নারী যিম্মী বা বন্দীদের প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। যেমন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,'যে ব্যক্তি কোন যিম্মীকে হত্যা করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন'।[২২] তিনি আরো বলেন,'যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোন অমুসলমানকে হত্যা করল সে কখনো জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না'।[২৩] একবার কোন এক যুদ্ধে মুশরিকদের এক শিশু নিহত হ'লে রাসূলুল্লাহ (সা.) জানতে পেরে অত্যন্ত মর্মাহত হ'লেন; তিনি (সা.) বললেন, মুশরিক (সাধারণ বা প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক) শিশুরাও তোমাদের চাইতে উত্তম। সাবধান! শিশুদের হত্যা করো না। প্রতিটি জীবন আল্লাহ নির্ধারিত ফিতরাত (সৎ স্বভাব নিয়ে) জন্ম গ্রহণ করে থাকে।[২৪] আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) এর যুগে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গেল, কিন্তু হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেল না। মহানবী (সা.) চরম অসন্তুষ্ট অবস্থায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন; 'হে লোক সকল! ব্যাপার কী, আমি তোমাদের মাঝে বর্তমান থাকতে মানুষ নিহত হচ্ছে এবং তার হত্যকারীর পরিচয় মিলছে না? একজন মানুষ হত্যা করার জন্য আসমান-যমীনের সমগ্র সষ্টিও যদি একত্রে হয়ে যায়, তবুও আল্লাহ এদের সকলকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না'।[২৫] কোন এক যুদ্ধে এক নারী নিহত হয়। মহানবী (সা.) তাঁর লাশ দেখে বলেন, আহ! এ কী কাজ করলে? সেতো যোদ্ধাদের মধ্যে শামিল ছিল না। যাও সেনাপতি খালিদকে বলে দাও যে, নারী, (সাধারণ বা প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক) শিশু ও দুবর্লদের হত্যা করো না। এখানে সুস্পষ্ট যে, ইসলাম যুদ্ধবন্দি ও অমুসলিমদেরকেও কত নিরাপত্তা ও মর্যাদা দিয়েছে।[২৬]

শিশু ও ব্যক্তি হত্যা কারীর তওবা ঃ আল্লাহ পাক দুনিয়াতে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ও মর্যাদা দিয়েছেন। আবার কোন পাপী ও হত্যাকারী যদি তার কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। যেমন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি নিরানববই জন মানুষকে হত্যা করে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের সন্ধান করল। অতঃপর তাকে একজন খ্রীষ্টান পাদ্রীর কথা বলা হ'লে সে তার নিকট এসে বলল যে, সে নিরানব্বই জন ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। এমতাবস্থায় তার জন্য তওবার কোন সুযোগ আছে কি? পাদ্রী বলল, নেই। ফলে লোকটি পাদ্রীকেও হত্যা করল। এভাবে তাকে হত্যা করে সে একশত সংখ্যা পূর্ণ করল। অতঃপর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেমের সন্ধান করায় তাকে একজন আলেমের কথা বলা হল। সে তাঁর নিকট গিয়ে বলল যে, সে একশ' জনকে হত্যা করেছে, এখন তার জন্য তওবার কোন সুযোগ আছে কি? আলেম বললেন, হ্যাঁ, আছে। তার ও তার তওবার মাঝে কিসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল? তুমি অমুক জায়গায় এমন সময় মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণ করে তার নিকট আল-কুর'আন নাযিলের মাধ্যমে সাধারণ বা

২১. *আদাবুল মুফরাদ হাদিস* ৭৮; *মুসলিম* ১০২৭
২২. *নাসাঈ*, ৪৭৪৭
২৩. *বুখারী*, ৩১৬৬ ; মিশকাত,৩৪৫২
২৪. *আহমাদ*, ১৫৬২৬, *হাকেম*, ২৫৬৬
২৫. *তাবারাণী পৃ*,১৫
২৬. *আবু দাউদ*, *মিশকাত*, ৩৯৫৫

Dhaka University Institutional Repository

চলে যাও। সেখানে কিছু লোক আল্লাহর ইবাদত করছে। তুমিও তাদের সাথে ইবাদত কর। আর তোমার দেশে ফিরে যাবে না। কেননা ওটা খারাপ জায়গা। লোকটি নির্দেশিত জায়গার দিকে চলতে থাকল। অর্ধেক পথ অতিক্রম করলে তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল। সে তার বক্ষদেশ দ্বারা সে স্থানটির দিকে ঘুরে গেল। মৃত্যুর পর রহমতের ও আযাবের ফেরেশতাগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। রহমতের ফেরেশতা বলল, এ লোকটি নিখাদ তওবার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে। পক্ষান্তরে আযাবের ফেরেশতা বলল, লোকটিতো কখনও কোন ভাল কাজ করেনি। এমন সময় অন্য এক ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে তাদের নিকট আগমন করলেন। তখন তারা তাকেই এ বিষয়ের শালিস নিযুক্ত করল। তিনি বললেন, 'তোমরা উভয় দিকের জায়গার দূরত্ব মেপে দেখ। যে দিকটি নিকটবর্তী হবে, সে দিকের অন্তর্ভুক্ত হবে'। আল্লাহতা'আলা সামনের ভূমিকে আদেশ করলেন, তুমি মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে যাও এবং পিছনে ফেলে আসা স্থানকে আদেশ দিলেন, তুমি দূরে সরে যাও। অতঃপর জায়গা পরিমাপের পর যেদিকের উদ্দেশ্যে সে যাত্রা করেছিল, তারা তাকে সেদিকেরই এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী পেল। ফলে তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হলো এবং রহমতের ফেরেশতা তার জান কবয করল'।[২৭] দো'আসমূহ অধ্যায়,'ইস্তিগফার ও তওবা' অনুচ্ছেদ। আল্লাহ যে, অশেষ দয়ালু ও অতিশয় ক্ষমাশীল।[২৮]

অটিস্টিক শিশু ও মানুষের জীবনের স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা বিধানে জাতিসংঘের পর্যালোচনা : জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের ৩নং ধারাতে শিশু ও মানুষের জীবনের স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা বিধানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের সুষ্ঠু-সুন্দর জীবন পরিচালনার জন্য এই বিধানটিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়তার দিকটি তুলে ধরেছি। তবে উপরোক্ত আলোচনায় ইসলামের আলোকে এই ধারার বিস্তারিত ব্যাখ্যা অত্যন্ত চমৎকার ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এখানে কুর'আন ও হাদীসের তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেভাবে জাতিসংঘ সনদে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। যেমন- কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে কোন মানুষ অন্য কোন মানুষকে যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করে তবে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেই। উপরন্তু বলা হয়েছে, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকে হত্যা করল। যা জাতিসংঘের ধারাতে এতটা গুরুত্ব দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়নি। ইসলাম ছয় প্রকারের ব্যক্তি ছাড়া সকল প্রকারের হত্যাকে নিষিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে মানবাধিকার রক্ষার নামে পরাশক্তিগুলো বিশেষ করে ইঙ্গ-মার্কিনী বিশ্বব্যাপী মানুষ হত্যা ও নির্যাতন চালাচ্ছে। ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন,পাকিস্তান, কাশ্মীর, বার্মা, আসাম প্রভৃতি দেশে মুসলমানদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানো হচ্ছে। আর একাজে নিয়োজিত রয়েছে আমেরিকার (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের) পেন্টাগনের তত্ত্বাবধানে ২৬টি সন্ত্রাসী গোয়েন্দা বাহিনী। বর্তমান ভারত শাসিত কাশ্মীরে, আসামে মুসলিমদের উপর শুধু হত্যা-নির্যাতন নয়, তাদেরকে নিজ জন্মভূমি ছাড়তে বাধ্য করেছে। অন্যতম উদহারণ হল তারা আশ্রয় নিয়েছে পাশ্ববর্তী গরীব রাষ্ট্র বাংলাদেশে। এ সম্পর্কে একটি রিপোর্টে উপস্থাপন করা হল, ১৯৪৬ সালে পশ্চিমা বিশ্বের সহযোগিতা নিয়ে মায়ানমার সরকার ৭০% মুসলমান অধ্যুষিত আরকান দখল করে ১ লক্ষ ১০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আরাকান হতে নির্মূল করে

---

২৭. *বুখারী* ৩৪৭০, *মুসলিম* ২৭৬৬, মিশকাত ২৩২৭

২৮. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ 'বল, হে আমার সেসব বান্দা! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন আচরণ করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবে না। আল্লাহ নিশ্চয়ই সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। কেননা তিনিই অতিশয় ক্ষমাশীল ও অশেষ দয়াবান'। আল-কুর'আন, ৩৯ : ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

দেয়ার একটি মাত্র পরিকল্পনার অধীনে বর্মী সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে মুসলমানদের উপর অপারেশন চালায়। ১৯৪৮, ১৯৫৫-৫৯, ৬৬-৬৭, ৬৯-৭১, ৭৪-৭৮, ৭৮-৭৯ সাল সমূহে ১২টি অপারেশন চালিয়ে হাজার হাজার মুসলমানদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে, ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। একই নিয়মে ১৯৯১ সালেও মুসলিম নিধন চালানো হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে দেয়া হয়েছে আরও প্রায় লক্ষাধিক মুসলমান নারী-পুরুষ ও শিশুকে। এভাবে ১৯৪২-১৯৯১ সাল পর্যন্ত প্রায় ১২ লক্ষ মুসলমানকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। তারা অনাহার-অর্ধাহার ও বিনা চিকিৎসায় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে দুর্বিসহ মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। এভাবে ফিলিস্তিন কাশ্মীর, বুলগেরিয়া, চেচনিয়া, বসনিয়া, মিন্দানাও ও আফ্রিকার মুসলমানগণ বাস্তহারা, অধিকার হারা হয়ে উদ্বাস্ত শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছে। আরেক রিপোর্টে দেখা যায়, পৃথিবীর প্রায় ৯০% উদ্বাস্তু মুসলমান।[২৯] এখনও লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাদের মানবেতর জীবন যাপনের বিষয়টি নিয়ে কোন মানবাধিকার রক্ষাকারী দেশ বা সংস্থার কোন কথা বলে না। কি দুর্ভাগ্য আমাদের! তারও প্রমাণ মেলে নিম্নের রির্পোটের সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনী ৬৬ হাজার ১৫৮ জন কাশ্মীরী মুসলমানকে হত্যা করেছে। তাদের মধ্যে ৫৮৫ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ৫৬৮ জনকে দড়িতে বেঁধে ঝিলাম নদীর পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। ৫৯ হাজার ১৭০ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ২ হাজার ২৩৫ জনকে নানা ভাবে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। ১ লাখ কাশ্মীরবাসী গৃহহারা হয়েছে, ৩৮ হাজার ৪৫০ জন পঙ্গু হয়েছে, ২ হাজার ১০০ জন মানবিক নির্যাতনের ফলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে, ৪৬১ জন ছাত্রকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছে, ৭২০ টি শিশু অঙ্গ হারিয়েছে, ৭০ হাজার ৬০০ পুরুষ ও নারীকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে, ১৯ হাজার ২০ জন যুবককে টর্চার সেলে রেখে নির্যাতন করা হয়েছে। এছাড়া বাড়ী বাড়ী তল্লাসীর নামে কত যে কাশ্মীরী নারীকে নির্যাতন ও ধর্ষণ করা হয়েছে বা হচ্ছে তার বিচার নেই।[৩০] দি নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার রিপোর্ট মতে ভারতে প্রতি বছর ১০ থেকে ২০ হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে হত্যা করা হয়। মার্কিন সেনারা গুয়ানতানামোবে,আবুগারিব সহ অন্যান্য কারাগুলোতে মুসলমানদেরকে উলঙ্গ করে, গায়ে প্রস্রাব করে, জুতা-লাথি মেরে ইলেক্ট্রিক শক দিয়ে, খেতে না দিয়ে বছরের পর বছর নির্যাতন করছে। এভাবে তারা প্রতিনিয়ত জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ লংঘন করে যাচ্ছে। তাই বলা যায় যে, জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের ৩নং ধারাটি কার্যত অচল। পক্ষান্তরে ইসলামী মানবাধিকারই বিশ্ববাসীর জান-মাল ও মর্যাদার নিরাপত্তা দিতে পূর্ণভাবে সক্ষম। যার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হল মক্কা বিজয়ের সকলকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা।

৪.১.২ ইসলামে অটিস্টিক শিশুর মানবীয় অধিকার

ইসলামে অটিস্টিক শিশুর মানবাধিকার বলতে মানুষের সেই মৌলিক অধিকারকে বুঝায় যা নিয়ে সে জন্মলাভ করে। ব্যক্তি হিসেবে, সমাজের সদস্য হিসেবে তাদের রয়েছে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার। সমাজে মানুষ সম্মান নিয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস ও চলাচল করে। প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম মানবাধিকার সুরক্ষায় পালন করে। বিপদে পড়লে নিরাপত্তা লাভ করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ দলমত নির্বিশেষে সবাই এসব অধিকার ভোগ করতে পারে। মানুষের অধিকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়-যাই হোক না কেন মানবাধিকার তার ন্যায্য অধিকার। মানুষের এ

২৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ৪৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬,পৃ. ১১৬

৩০. *মাসিক আত-তাহরীক* ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর, ১৯৯, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারগুলো বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।[৩১] তাই ইসলামে অটিস্টিক শিশুর মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়টি জীবনের সকল ক্ষেত্র ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত। ইসলাম মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবময় অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে সাম্যের বাণী শুনিয়েছে। জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব, বংশীয় মর্যাদা, শ্রেণি বৈষম্য ও বর্ণ প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করেছে। 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানব জাতির সম্মান ও মর্যাদার অধিকার, অন্ন,বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রভৃতি জীবন যাত্রার মৌলিক অধিকার, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকার, জীবন রক্ষা ও সম্পদের নিরাপত্তার অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশ ও বাক-স্বাধীনতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, একতা, সংঘবদ্ধ ও সাম্যের অধিকার, হালাল উপার্জনের অধিকার, ইয়াতীম,[৩২] মিসকিন, অসহায়, নারী ও শিশুর অধিকার, প্রতিবেশীর অধিকার, কৃষক-শ্রমিকের অধিকার, প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রভৃতি সব ব্যাপারেই পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও কালজয়ী চিরন্তন আদর্শ হিসেবে ইসলাম মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান 'মদীনা সনদে'। ইসলাম জাতিসংঘের ঘোষণারও প্রায় চৌদ্দশ' বছর পূর্বে মানব সমাজের সার্বজনীন মানবাধিকার রক্ষার সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে মদিনা সনদে। বিশ্বনবী (সা.) দশম হিজরীতে বিদায় হজের যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন তা ছিল সার্বজনীন মানবাধিকার সুরক্ষার এক ঐতিহাসিক ঘোষণা। যার মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিকের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করবে।[৩৩] রাসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের পর অমুসলিমদের জান-মাল ও সম্মান রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। কোন মানুষের ধন-সম্পদ জোরপূর্বক দখল বা আত্মসাৎ করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[৩৪] ইসলামে মানুষের প্রাণ অপরিসীম মূল্যবান তাই অন্যায়ভাবে একজন মানুষেকে হত্যা সকল মানুষকে হত্যা করার সমান অপরাধ।[৩৫] পক্ষান্তরে, যে একজন মানুষের প্রাণ বাঁচাল সে যেন সমগ্র মানব জাতির প্রাণ রক্ষা করল। এজন্য নিরাপরাধ শিশু ও মানুষ হত্যার প্রতি পবিত্র কুর'আনে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।[৩৬] কেননা শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুদের মাধ্যমেই গড়ে ওঠবে সময়ের নতুন বিশ্ব। তাই ইসলাম শিশুকে স্নেহ-মমতা ও আদর-যত্ন দিয়ে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার গুরুত্ব দিয়েছে।[৩৭]

---

৩১. *প্রাগুক্ত, পৃ.* ৯৩

৩২. ইমাম আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইব্ন সাল্লাম (র), *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রথম খণ্ড, আনুবাদ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ। প্রকাশ, জুনঃ ১৯৯৭, প্রকাশক- পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০। পৃ. ৩৩

৩৩. اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاَمَ دِيناً আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম।। আল-কুর'আন, ০৫:০৩

৩৪. يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ اَمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاَلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوٓاْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اَللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً হে মু'মিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পদ গ্রাস করনা; কেবলমাত্র পরস্পর সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা কর তা বৈধ এবং তোমরা নিজেদের হত্যা করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল। আল-কুর'আন, ০৪:২৯

৩৫. وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اَللَّهِ يَسِيراً আর যে কেহ সীমা অতিক্রম করে অথবা যুলমের বশবর্তী হয়ে এ কাজ করে, ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব এবং আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজসাধ্য। আল-কুর'আন, ০৪:৩০

৩৬. وَلاَ تَقْتُلُواْ اَلنَّفْسَ اَلَّتِى حَرَّمَ اَللَّهُ إِلاَّ بِاَلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِى اَلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করনা; কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সেতো সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেই। আল-কুর'আন, ১৭:৩৩

৩৭. শিশুর প্রতি আচরণ সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শিশুকে স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান দেখায় না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' দ্র. *তিরমিজি*, ১৯২১

Dhaka University Institutional Repository

বাবার মমতা হারা শিশুদের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ আবশ্যক।[৩৮] তাদের প্রতি সাহায্য-সহায়তার হাত বাড়ানো জরুরি।[৩৯] মহানবী (সা.) শিশুদের ভালোবাসতেন ও খোঁজ খবর নিতেন[৪০] এবং শত ব্যস্ততার মাঝে ঘোড়া সেজে নাতি হাসান ও হোসাইনকে পিঠে নিয়ে আনন্দ করতেন।[৪১] এটি তার অনুপম ও সুমহান চরিত্রের দ্যুতিময় দৃষ্টান্ত। শিশুর প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসার কারণে শিশুরাও মহানবী (সা.)-কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন।[৪২] মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) মক্কা শহরে প্রবেশ করলে শিশুরা এগিয়ে আসলে তাদের আদর করেন। আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে হাজির হয়ে বলল, আমার হৃদয় খুব কঠিন। তিনি বললেন, তুমি কি তোমার অন্তর কোমল করতে চাও? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন, তাহলে এতিম (অটিস্টিক) বাচ্চাদের আদর কর, স্নেহ-ভালোবাসা প্রদান কর, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও, তাদের খাবার দাও। তবেই তোমার অন্তর কোমল হবে।' কেননা নির্দয় ব্যক্তি সবচেয়ে বড় হতভাগা। আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন। তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন না।[৪৩] তাই সাধারণ ও অটিস্টিক শিশুর প্রতি স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসপূর্ণ আচরণ করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব। ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি পালন করে অটিস্টিক শিশুদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সকলের সহযোগীতা করা ইমানি দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা পত্র ঃ এ ঘোষণা সকল জাতি এবং রাষ্ট্রের সাফল্যের সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে সেই লক্ষ্যে নিবেদিত হবে, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি এবং সমাজের প্রতিটি অঙ্গ এ ঘোষণাকে সবসময় মনে রেখে পাঠদান ও শিক্ষার মাধ্যমে এই স্বাধীনতা ও অধিকার সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে সচেষ্ট হবে এবং সকল সদস্য রাষ্ট্র ও তাদের অধীনস্থ ভূখণ্ডের জাতিসমূহ উত্তরোত্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়াসের মাধ্যমে এই অধিকার এবং স্বাধীনতা সমূহের সার্বজনীন ও কার্যকর স্বীকৃতি আদায় এবং যথাযথ পালন নিশ্চিত করবে।

ধারা ১ ঃ সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের বিবেক এবং বুদ্ধি আছে; সুতরাং সকলেরই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্ব সুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিত। যাতে তারা প্রকৃত মানুষ ও সুনাগরিক হয়ে, দেশ ও দশের কল্যাণে কাজ করতে পারে। এজন্য ইসলাম শুধু আচার-সংস্কৃতি নিয়ে নয় বরং জীবনের প্রতিটি বিষয়ের পুখানোপুঙ্খ ব্যাখ্যা দিয়েছে। শিশুদের প্রতি দুর্ব্যবহার কবিরা গুনাহের সমপর্যায়ের। তাই আল্লাহর করুণা লাভ করতে মা-

৩৮. আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, 'একবার রাসূল (সা.) নিজ নাতি হাসান (রা.)-কে চুমু খেলেন। সে সময় তার কাছে আকরা বিন হারেস উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'আমি দশ সন্তানের জনক। কিন্তু আমি কখনও তাদের আদর করে চুমু খাইনি। তখন মহানবী (সা.) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না'। দ্র. *বুখারী, ৫৬৫১*

৩৯. মহানবী (সা.) বলেন, 'আমি ও এতিমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব।' একথা বলে তিনি তার তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির মধ্যে সামান্য ফাঁক রাখেন। দ্র. *বুখারী*, ৪৯৯৮

৪০. আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, বিজয়ীবেশে মহানবী (সা.) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন আবদুল মুত্তালিব বংশের ছোট ছোট ছেলেরা তার কাছে আসে। তিনি তাদের একজনকে নিজ বাহনের সামনে বসালেন এবং অপরজনকে পেছনে বসালেন। দ্র. *বুখারী*, ১৭০৪

৪১. আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমার ছোট ভাইয়ের (তার উপনাম ছিল আবু উমায়ের) একটি বুলবুলি পাখি ছিল। সে তার প্রিয় পাখিটি নিয়ে খেলা করতো। একদিন পাখিটি মারা গেল। এরপর একদিন রাসূল (সা.) আমাদের বাড়িতে এসে দেখলেন, আবু উমায়েরের মন খারাপ। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, আবু উমায়ের মন খারাপ কেন? সবাই বললো, তার বুলবুলি পাখিটা মারা গেছে। তখন মহানবী (সা.) বললেন, 'হে আবু উমায়ের! কী করেছে তোমার নুগায়ের?'। দ্র. *আবু দাউদ*, ৪৯৭১

৪২. আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন কোনো সফর শেষে বাড়িতে ফিরতেন, তখন বাচ্চারা তার আগমনের পথে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাত। একবার তিনি তার সফর থেকে এসে আমাকে তার বাহনের সামনে বসালেন। অতঃপর নাতি হাসান, হোসেন (রা.)-কে বাহনের পেছনে বসালেন। তারপর আমাদের নিয়ে তিনি মদীনায় প্রবেশ করলেন। দ্র. *মুসলিম*, ৬৪২১

৪৩. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে মহানবী (সা.) বলেন, 'কেবল হতভাগ্য ব্যক্তির হৃদয় থেকেই দয়া তুলে নেওয়া হয়।' দ্র. *তিরমিজি*, ১৯২৩

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ২ ঃ এ ঘোষণায় উল্লেখিত স্বাধীনতা এবং অধিকার সমূহে গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্যবিধ মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, জন্ম, সম্পত্তি বা অন্য কোন মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকবে। কোন দেশ বা ভূখণ্ডের রাজনৈতিক, সীমানাগত বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে তার কোন অধিবাসীর প্রতি কোনরূপ বৈষম্য করা হবেনা; সে দেশ বা ভূখণ্ড স্বাধীনই হোক, হোক অধিভূক্ত, অস্বায়ত্বশাসিত কিংবা সার্বভৌমত্বের অন্য কোন সীমাবদ্ধতায় বিরাজমান।

ধারা ৩ ঃ জীবন, স্বাধীনতা এবং দৈহিক নিরাপত্তায় প্রত্যেকের অধিকার আছে।

ধারা ৪ ঃ কাউকে অধীনতা বা দাসত্বে আবদ্ধ করা যাবে না। সকল প্রকার ক্রীতদাস প্রথা এবং দাসব্যবসা নিষিদ্ধ করা হবে।

ধারা ৫ ঃ কাউকে নির্যাতন করা যাবে না; কিংবা কারো প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ করা যাবে না অথবা কাউকে এহেন শাস্তি দেওয়া যাবে না।

ধারা ৬ ঃ আইনের সামনে প্রত্যেকেরই ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার আছে।

ধারা ৭ ঃ আইনের চোখে সবাই সমান এবং ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলেই আইনের আশ্রয় সমানভাবে ভোগ করবে। এই ঘোষণা লঙ্ঘন করে এমন কোন বৈষম্য বা বৈষম্য সৃষ্টির প্ররোচনার মুখে সমান ভাবে আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

ধারা ৮ ঃ শাসনতন্ত্রে বা আইনে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত জাতীয় বিচার আদালতের কাছ থেকে কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

ধারা ৯ ঃ কাউকেই খেয়ালখুশীমত গ্রেপ্তার বা অন্তরীণ করা কিংবা নির্বাসন দেওয়া যাবে না।

ধারা ১০ ঃ নিজের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ এবং নিজের বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারি অভিযোগ নিরূপণের জন্য প্রত্যেকেরই পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচার-আদালতে প্রকাশ্য শুনানি লাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা ১১ ঃ ১.দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চিত অধিকারসম্বলিত একটি প্রকাশ্য আদালতে আইনানুসারে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ গণ্য হওয়ার অধিকার থাকবে। ২.কাউকেই এমন কোন কাজ বা ত্রুটির জন্য দণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না, যে কাজ বা ত্রুটি সংঘটনের সময় জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ ছিলনা। দণ্ডযোগ্য অপরাধ সংঘটনের সময় যে শাস্তি প্রযোজ্য ছিল, তার চেয়ে গুরুতর শাস্তিও দেওয়া চলবে না।

ধারা ১২ ঃ কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা কিংবা তাঁর গৃহ, পরিবার ও চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল খুশী মত হস্তক্ষেপ কিংবা তাঁর সুনাম ও সম্মানের উপর আঘাত করা চলবে না। এ ধরনের হস্তক্ষেপ বা আঘাতের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

ধারা ১৩ ঃ ১. নিজ রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং বসবাস করার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। ২. প্রত্যেকেরই নিজ দেশ সহ যে কোন দেশ পরিত্যাগ এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ১৪ ঃ ১. নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভিন্নদেশে আশ্রয় প্রার্থনা করবার এবং সে দেশের আশ্রয়ে থাকবার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। ২. অরাজনৈতিক অপরাধ এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্য এবং মূলনীতির পরিপন্থী কাজ থেকে সত্যিকারভাবে উদ্ভূত অভিযোগের ক্ষেত্রে এ অধিকার প্রার্থনা নাও করা যেতে পারে।

ধারা ১৫ ঃ ১. প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে। ২. কাউকেই যথেচ্ছভাবে তাঁর জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, কিংবা কারো জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অগ্রাহ্য করা যাবে না।

ধারা ১৬ ঃ ১. ধর্ম, গোত্র ও জাতি নির্বিশেবে সকল পূর্ণ বয়স্ক নর নারীর বিয়ে করা এবং পরিবার প্রতিষ্ঠার অধিকার রয়েছে। বিবাহ, দাম্পত্য জীবন এবং বিবাহ বিচ্ছেদে তাঁদের সমান অধিকার থাকবে। ২. বিয়েতে ইচ্ছুক নরনারীর স্বাধীন এবং পূর্ণ সম্মতিতেই কেবল বিয়ে সম্পন্ন হবে। ৩. পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক এবং মৌলিক গোষ্ঠী-একক, সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভের অধিকার পরিবারের রয়েছে।

ধারা ১৭ ঃ ১. প্রত্যেকেরই একা অথবা অন্যের সঙ্গে মিলিতভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার আছে। ২. কাউকেই যথেচ্ছ ভাবে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

ধারা ১৮ ঃ প্রত্যেকেরই ধর্ম, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে। এ অধিকারের সঙ্গে ধর্ম বা বিশ্বাস পরিবর্তনের অধিকার এবং এই সঙ্গে, প্রকাশ্যে বা একান্তে, একা বা অন্যের সঙ্গে মিলিত ভাবে, শিক্ষাদান, অনুশীলন, উপাসনা বা আচারব্রত পালনের মাধ্যমে ধর্ম বা বিশ্বাস ব্যক্ত করার অধিকারও অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

ধারা ১৯ ঃ প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে। অবাধে মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে যে কোন মাধ্যমের মারফত ভাব এবং তথ্য জ্ঞাপন, গ্রহণ ও সন্ধানের স্বাধীনতাও এ অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

ধারা ২০ ঃ ১. প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অংশগ্রহণ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে। ২. কাউকে কোন সংঘভূক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা ২১ ঃ ১. প্রত্যক্ষ ভাবে বা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের শাসন পরিচালনায় অংশ গ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। ২. নিজ দেশের সরকারী চাকুরীতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। ৩. জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারের শাসন ক্ষমতার ভিত্তি; এই ইচ্ছা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্ত হবে; গোপন ব্যালট কিংবা সমপর্যায়ের কোন অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা ২২ ঃ সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে। জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রত্যেকেরই আপন মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্বের অবাধ বিকাশের জন্য অপরিহার্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদায়ের অধিকার রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ২৩ ঃ ১.প্রত্যেকেরই কাজ করার, স্বাধীনভাবে চাকুরী বেছে নেবার, কাজের ন্যায্য এবং অনুকূল পরিবেশ লাভ করার এবং বেকারত্ব থেকে মুক্ত থাকার অধিকার রয়েছে। ২.কোনরূপ বৈষম্য ছাড়া সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। ৩.কাজ করেন এমন প্রত্যেকেরই নিজের এবং পরিবারের মানবিক মর্যাদার সমতুল্য অস্তিত্বের নিশ্চয়তা দিতে পারে এমন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক লাভের অধিকার রয়েছে; প্রয়োজনে একে অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি দ্বারা পরিবর্ধিত করা যেতে পারে। ৪.নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেকেরই ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং তাতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

ধারা ২৪ ঃ প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার রয়েছে; নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বেতনসহ ছুটি এবং পেশাগত কাজের যুক্তিসঙ্গত সীমাও এ অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

ধারা ২৫ ঃ ১.খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সমাজ কল্যাণমূলক কার্যাদির সুযোগ এবং এ সঙ্গে পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা জীবন যাপনে অনিবার্য কারণে সংঘটিত অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং বেকার হলে নিরাপত্তার অধিকার সহ নিজের এবং নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবন মানের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। ২.মাতৃত্ব এবং শৈশবাবস্থায় প্রতিটি নারী এবং শিশুর বিশেষ যত্ন এবং সাহায্য লাভের অধিকার আছে। বিবাহ বন্ধন-বহির্ভূত কিংবা বিবাহ বন্ধনজাত সকল শিশু অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে।

ধারা ২৬ ঃ ১.প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা মূলক হবে। কারিগরী ও বৃত্তি মূলক শিক্ষা সাধারণ ভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে। ২.ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা-সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। শিক্ষা সকল জাতি, গোত্র এবং ধর্মের মধ্যে সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়াস পাবে এবং শান্তি রক্ষার স্বার্থে জাতি সংঘের কার্যাবলীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ৩. কোন ধরনের শিক্ষা সন্তানকে দেওয়া হবে, তা বেছে নেবার পূর্বাধিকার পিতামাতার থাকবে।

ধারা ২৭ ঃ ১.প্রত্যেকেরই সমষ্টিগত সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ করা, শিল্পকলা উপভোগ করা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফলসমূহে অংশীদার হওয়ার অধিকার রয়েছে। ২. বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলা ভিত্তিক কোন কর্মের রচয়িতা হিসেবে নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ সংরক্ষণের অধিকার প্রত্যেকের ই থাকবে।

ধারা ২৮ ঃ এ ঘোষণা পত্রে উল্লেখিত অধিকার ও স্বাধীনতা সমূহের বাস্তবায়ন সম্ভব এমন একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অংশীদারীত্বের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

ধারা ২৯ ঃ ১.প্রত্যেকেরই সে সমাজের প্রতিপালনীয় কর্তব্য রয়েছে, যে সমাজেই কেবল তাঁর আপন ব্যক্তিত্বের স্বাধীন এবং পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। ২.আপন স্বাধীনতা এবং অধিকার সমূহ ভোগ করার সময় প্রত্যেকেই কেবল মাত্র ঐ ধরনের সীমাবদ্ধতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন যা অন্যদের অধিকার ও স্বাধীনতা সমূহ নিশ্চিত করা এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নৈতিকতা, গণশৃংখলা ও সাধারণ কল্যাণের ন্যায়ানুগ প্রয়োজন মেটাবার জন্য আইন দ্বারা নির্নীত হবে। ৩.জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির পরিপন্থী কোন উপায়ে এ অধিকার ও স্বাধীনতা সমূহ ভোগ করা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ৩০ ঃ কোন রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি এ ঘোষণাপত্রের কোন কিছুকেই এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না, যার বলে তারা এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ নস্যাৎ করতে পারে এমন কোন কাজে লিপ্ত হতে পারেন কিংবা সে ধরনের কোন কাজ সম্পাদন করতে পারেন।

অত:এব, সর্বোপরি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নীতি পালন করে অটিস্টিক শিশুদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সকল নাগরিক আন্তরিক সহযোগীতা করলে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা পত্রটি কার্যত বাস্তবায়ন হবে।

৪.১.৩ ইসলামে অটিস্টিক শিশু হত্যা নিষিদ্ধ

সন্তান সাধারণ অথবা প্রতিবন্ধী বা অটিস্টিক শিশু যাই হোক না কেন ইসলামে সন্তান হত্যাকে নিষিদ্ধ করেছে। আদিযুগে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুকে সমাজের মানুষ ও পিতা-মাতা অভিশাপ মনে করত এবং জাহেলি যুগে তারা কন্যা ও প্রতিবন্ধী শিশুকে জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা করত। অভাব-অনটনের ভয়ে পিতা- মাতা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করত যা মহান আল্লাহতা'আলার কাছে মহাপাপ। যে কারণেই হোক না কেন যেভাবেই হোক না কেন শিশু হত্যা ইসলামে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ।[৪৪] আমাদেরকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে এবং ইসলামের বিধান তুলে ধরতে হবে। পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহের অমূল্য বাণীগুলো মানব হত্যাকে হারাম ঘোষণা করেছে। অন্যায়ভাবে অপরের প্রাণ হরণকে বড় গুনাহ সমূহের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয় পৃথিবীতে যত রকমের গুনাহের কাজ রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় মহান আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার বা শরীক সাব্যস্ত করা। এরপর সবচেয়ে বড় গুনাহ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। হন্তাকারীর জন্য মহান আল্লাহ দুনিয়ায় বড় শাস্তি এবং আখেরাতে তীব্র আযাবের ঘোষণা দিয়েছেন।[৪৫] তাফসীরকার বাগবী (রহ.) বলেন, আল্লাহ যে কোনো মুমিন ও মুসলিম রাষ্ট্রে ট্যাক্স প্রদানকারী অমুসলিম নাগরিককে অন্যায় ভাবে হত্যা হারাম ঘোষণা করেছেন। হত্যার ন্যায়সঙ্গত কারণের মধ্যে রয়েছে ইরতিদাদ তথা কোনো মুসলিমের ইসলাম ধর্মত্যাগ, কিসাস তথা হত্যার বদলে হত্যা এবং রজম তথা বিবাহিত ব্যক্তির জেনা-ব্যভিচারের দণ্ড।[৪৬] অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা হলে ইসলাম তার প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থাগ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে।[৪৭] এ আয়াতে কিসাস তথা হত্যার বদলা হিসেবে হত্যার বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৪৮]

---

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

৪৫. قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْـًٔا وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٱلْفَوَٰحِشَ "বল,"এসো, তোমাদের ওপর তোমাদের রব যা হারাম করেছেন, তা তিলাওয়াত করি যে, তোমরা তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না এবং মা-বাবার প্রতি ইহসান করবে আর দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে রিয্ক দেই এবং তাদেরকেও। আর অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না-তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে। আর বৈধ কারণ ছাড়া তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা করো না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন। এগুলো আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন,যাতে তোমরা বুঝতে পার। আল কুর'আন,০৬ : ১৫১

৪৬. ইমাম আবি মুহাম্মদ ইব্ন মাসউদ, *তাফসীরে বগবী*, *মা'আলিমুত তানযীল:* (বৈরুত লেবানন: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ), ১৯৯১ খ্রি খণ্ড,৩ পৃ.২০৩

৪৭. وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا 'আর তোমরা সেই নাফসকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সঙ্গত কারণ ছাড়া। যে অন্যায় ভাবে নিহত হয় আমি অবশ্যই তার অভিভাবককে ক্ষমতা দিয়েছি। সুতরাং হত্যার ব্যাপারে সে সীমালঙ্ঘন করবে না; নিশ্চয় সে হবে সাহায্য প্রাপ্ত। *আল কুর'আন*, ১৭: ৩৩।

৪৮. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ 'আর আমি এতে তাদের উপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। অতঃপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফ্ফারা হবে। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই যালিম।' আল কুর'আন, ০৫: ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

যেমন ‘বিবেক সম্পন্নগণ’ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৪৯] পৃথিবীতে হত্যার পরিসংখ্যান দেখলে জানা যাবে, সৌদি আরব যেখানে একমাত্র এই কিসাস ব্যবস্থা এখনো বলবৎ রয়েছে, সেখানে সবচেয়ে কম খুনোখুনির ঘটনা ঘটে। ইসলামকে যারা বর্বর বলে তারা শুধু জ্ঞান পাপীই নয়, মূর্খও বটে। কারণ, ইসলামই পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম যেখানে যে কোনো নিরপরাধ মানুষের প্রাণ সংহারকে মানবতাবিরোধী ও মানবজাতির হত্যার তুল্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।[৫০] তেমনি রাসূলুল্লাহ (সা.) ও হত্যাকাণ্ডকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৫১] এবং সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।[৫২] আর কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে নিয়ে আসবে। এবং আল্লাহর কাছে তার হত্যার বিচার চাইবে। হত্যাকারীর চুলের অগ্রভাগ ও মাথা নিহতের হাতের মুষ্ঠিতে থাকবে কণ্ঠনালী থেকে তখন রক্ত ঝরতে থাকবে।[৫৩] তাই হত্যা ও খুনোখুনি[৫৪] ইসলামে নিষিদ্ধ। যার মধ্যে শিশু হত্যাও অন্যতম অপরাধ। সত্যিকারার্থে পরিত্রাণ চাইলে আমাদেরকে এর নৈতিক দিকগুলোও বিবেচনায় নিতে হবে। ক্রমবর্ধমান মূল্যবোধের অবক্ষয় ও মানবিক গুণাবলির অধোঃপাতের কথাও চিন্তা করতে হবে।[৫৫]

---

৪৯. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ - وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - ‘হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর ‘কিসাস’ ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দর ভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকা করণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর হে বিবেক সম্পন্নগণ, কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।’ দ্র.*আল কুর’আন*, ০২ : ১৭৮-১৭৯। সম্পাদনা পরিষদ, আল-কুর’আনুল, কারীম, ঢাকা : *ইসলামিক, ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ*, ২০০৬।

৫০. مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ‘এ কারণেই, আমি বনী ইসরাঈলের ওপর এই হুকুম দিলাম যে, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল। আর অবশ্যই তাদের কাছে আমার রাসূ লগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও এরপর জমিনে তাদের অনেকে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী।’ দ্র.আল কুর’আন, ০৬:৩২

৫১. أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَوْلُ الزُّورِ আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচে বড় গুনাহ হলো আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা।’(*বুখারী* : ৬৮৭১; *মুসলিম* : ৮৮) أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ
অন্য সূরায় যেটি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। কিসাসের আয়াতের শেষাংশে
আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে প্রথম বিচার করা হবে রক্তপাত সম্পর্কে।’ দ্র. *বুখারী* : ৬৩৫৭ ; *মুসলিম : ৩১৭৮*

৫২. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ».قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ،وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ،وَأَكْلُ الرِّبَا،وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ،وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ (متفق عليه) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :‘তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাক। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলো কী হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, ১.আল্লাহর সাথে শরীক করা। ২.জাদু করা। ৩.অন্যায়ভাবে নিরপরাধ লোককে হত্যা করা। ৪.সুদ খাওয়া। ৫.এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা। ৬.রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা। ৭.সুরক্ষিত পবিত্রা নারীকে অপবাদ দেওয়া। ’(বুখারী : ৬৮৫৬; মুসলিম : ১২৯), لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِى فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامً ইব্‌ন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :‘মুমিন তার দীনের ব্যাপারে সর্বদা অবকাশের মধ্যেই থাকে যাবৎ না সে নিষিদ্ধ রক্তপাত ঘটায়।’দ্র. *বুখারী* : ৬৮৬২।

৫৩. يَجِىءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمًا يَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِى حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ ইব্‌ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :‘কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে নিয়ে আসবে। হত্যাকারীর চুলের অগ্রভাগ ও মাথা নিহতের হাতের মুষ্ঠিতে থাকবে আর তার কণ্ঠনালী থেকে তখন রক্ত ঝরতে থাকবে। সে বলবে, হে রব, এ ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছে। এমনকি সে তাকে আরশের কাছে নিয়ে যাবে।’দ্র.(*তিরমিযী* : ২৯৫৫; মুসনাদ আহমদ : ২৫৫১, *সহীহ*, *সিলসিলা সহীহা* : ২৬৯৭)

৫৪. إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الأُمُورِ الَّتِى لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا ، سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ. আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :‘যেসব পরিত্রাণ অযোগ্য ধ্বংসে মানুষ পতিত হয় তার অন্যতম হলো বৈধ কারণ ছাড়া নিষিদ্ধ রক্ত ঝরানো।’দ্র. *বুখারী* : ৬৮৬৩।

৫৫. ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ‘মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশ পায়। যার ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতর্কমের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে। আল কুর‘আন, ৩০:৪১

Dhaka University Institutional Repository

জন্য আমরা দায়ী। আমাদের ব্যক্তিগত আমল ও আচরণের দিকে তাকালেই সেটা পরিষ্কার দেখা যায়। কিয়ামত যত ঘনিয়ে আসছে অবস্থার যেন ততই অবনতি ঘটছে।[৫৬] হত্যাকাণ্ডের এ রাহুগ্রাস এবং শিশু হত্যা থেকে মুক্তি পেতে আমাদের যেমন আল্লাহর আইনের সুফল অনুধাবন জরুরী, আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার জরুরী, তেমনি প্রয়োজন নিজেদের সব ধরনের অন্যায়, অবিচার ও যাবতীয় পাপাচার[৫৭] থেকে একনিষ্ঠ ভাবে তাওবা করা। নিজেদের সন্তান তথা ভবিষ্যত প্রজন্মকে হত্যা না করে আল্লাহভীতি ও নৈতিকতার বলে বলীয়ান করে গড়ে তোলা। সব ধরনের অশ্লীলতা ও বেহায়পনা থেকে তাদেরকে যে কোনো মূল্যে দূরে রাখা। প্রাচ্যত্ব সংস্কৃতি এবং শিশু হত্যা বন্ধে কুর'আন ও হাদিসের বিধান পরিপূর্ণ বুঝে পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবে পালনে সকলের আন্তরিক সহোযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।[৫৮]

৪.১.৪ ইসলাম মানবাধিকারের প্রতীক

ইসলাম সকল মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। ইসলামই মানবাধিকারের মুখ্য প্রতীক যার পরিপূর্ণতা লাভ করেছে মহানবি (সা.) এর বিদায় হজ্বের ভাষণের মাধ্যমে। তাই মানবাধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবে ইসলাম তিন রকমের বিধান দিয়েছে। যেমন–১.মানবাধিকার বিরোধী কাজসমূহ হারাম বা নিষিদ্ধ। ২.হারাম কাজসমূহ থেকে বিরত রাখতে আখিরাতে ভয়ঙ্কর পরিণতির ঘোষণাদান এবং ৩.মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ইসলামের বিধান আলোকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ইসলামের গোটা ব্যবস্থাপনায় এ তিনটি বিষয়ই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রকৃত পক্ষে এ তিনটি ব্যবস্থা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে সারা বিশ্বে মানুষের এ অধিকার রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে কোনোভাবেই ক্ষুণ্ন হবে না।[৫৯]

সত্যিই আজ যেসব সামাজিক ব্যধি ও হত্যাকাণ্ড বাড়ছে এসকল সমস্যার

ইসলামের আলোকে আইনগত অধিকার ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের জন্য কতগুলো অধিকার রয়েছে যা ইসলামী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের পক্ষে কোন সংস্থাকর্তৃক প্রণয়ন ও বলবৎ হয়ে থাকে। তবে এটা কুর'আন-সহীহ সুন্নাহ দ্বরা অনুমোদিত। এই আই লংঘন করা শাস্তিযোগ্য। আইনগত অধিকারগুলো হল: মালিকানার অধিকার, মজুরী প্রাপ্তির অধিকার, মোহরানা প্রাপ্তির অধিকার, প্রতিশোধ ও প্রতিদানের অধিকার ইত্যাদি। অনুরূপভাবে কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে ইসলামী আদালত তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে। একইভাবে স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক এবং কেউ চুরি করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে।[৬০]

---

৫৬. لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ 'আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : কিয়ামত ততক্ষণ সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না হারাজ বেশি হবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন,'হারাজ' কী হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন হত্যা, হত্যা।'দ্র. *মুসলিম* : ৫১৪৩

৫৭. يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَتَكَلَّمُ يَقُولُ : وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ : بِكُلِّ جَبَّارٍ ، وَبِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ، فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ فَيَقْذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ.' আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জাহান্নাম থেকে একটি গলা বের হয়ে কথা বলতে শুরু করবে। সে বলবে, আজ আমি তিন ব্যক্তির প্রতি ন্যস্ত হয়েছি : প্রত্যেক অত্যাচারী, যে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক স্থির করে এবং ওই ব্যক্তি যে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে। অত:পর সে তাদের থাবা দিয়ে কব্জা করবে এবং জাহান্নামের গহীনে তাদের নিক্ষেপ করবে।' দ্র. *মুসনাদ আহমদ* : ১১৩৭২, *সহীহ, সিলসিলা সহীহা* : ২৬৯৯

৫৮. ইমাম নববী (রহ.) বলেন, এ হাদীসে রক্তপাতের অপরাধের গুরুতরতা তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে যত বিষয়ে বিচারাচার হবে রক্তপাত তার মধ্যে প্রথম। এ হাদীসটি সুনানগুলোয় বর্ণিত, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ 'প্রথম যে বিষয়ে বিচার করা হবে তা হলো সালাত' হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। (*তিরমিযী* : ৩৯৯১) কারণ, সালাতের হাদীসের বিষয়টি বান্দা ও আল্লাহর হকের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পক্ষান্তরে আলোচ্য হাদীসটি বান্দার হক সংক্রান্ত। [*শরহু সহীহ মুসলিম* : ১১/১৬৭]

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

৬০. وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -'পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্ত ছেদন কর, তা তাদের কৃত কর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দন্ড, আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়'। আল-কুর'আন, ০৫:৩৮

Dhaka University Institutional Repository

আপনা হ'তে বিনষ্ট হয়ে গেলে আমানত গ্রহণ কারীকে কোনরূপ ক্ষতি পূরণ দিতে হবে না।[৬১] এখানে কেবল ইসলামী আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জনগণের পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা রয়েছে তাই নয়, বরং তা পশু-পাখিসহ[৬২] সকল ক্ষেত্রে অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে প্রণয়ন করা হয়েছে। যাতে মানুষের সাথে পশু পাখির অধিকারকেও প্রাধান্য দিয়েছে ইসলাম।

মানবাধিকার ঃ বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার যে অর্থ বহন করে, কয়েক দশক আগেও এর অর্থ এরূপ ছিল না। তাই সংজ্ঞা হিসাবে 'মানবাধিকার' শব্দটি কলা বিজ্ঞান ও আইন বিজ্ঞানে খুব সাম্প্রতিক সংযোজন হয়েছে। 'মানবাধিকার' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো মানবের অধিকার। অর্থাৎ মানুষ হিসাবে প্রতিটি মানব সন্তানের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত অধিকারসমূহ হচ্ছে মানবাধিকার। প্রতিটি মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। আরো বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গ, জাতীয়তাসহ নির্বিশেষে মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকারগুলো তার সত্ত্বার সাথে একীভূত হয়ে পড়ে। প্রতিটি শিশু মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হাত পা ছুঁয়ে চিৎকার করে ক্রন্দন ধ্বনি উচ্চারণের মাধ্যমে তার অধিকারগুলো ব্যক্ত করে সারা বিশ্বের কাছে তার অধিকার প্রকাশ করে।[৬৩] এখানে কেবল মানুষের অধিকারের বিষয়টি এসেছে। আসলে মানুষের সাথে সম্পর্কিত সব ধরনের আচার-ব্যবহার, নীতি, আচরণ, ব্যবস্থা রীতি, আইনবিধি, কার্যক্রম ও কার্যব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রয়োজন ও চাহিদা, প্রয়োগ ও প্রযুক্তি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, কার্য, চিন্তা জীবন, জড় জগৎ, চিন্তাজগৎ, প্রাণী জগৎ তথা বিশ্ব প্রকৃতির সবকিছু মানবাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। গৃহে নিরাপদ জীবন-যাপন যেমন অধিকার, প্রাপ্ত বয়স্ক দু'জন অবিবাহিত যুবক-যুবতীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও সন্তান উৎপাদনও তাদের তেমন অধিকার। কারণ মানবাধিকারকে এক সময় পুরুষের অধিকার বলা হতো, নারীর অধিকার নয়। Thomas Paine সর্বপ্রথম ফ্রান্সে জাতীয় পরিষদ কর্তৃক ১৭৮৯ সালে গৃহীত 'পুরুষের অধিকার' বিষয়টি ফরাসী ঘোষণার ইংরেজী (French Declaration of Rights of man and of the citizen) অনুবাদে মানবাধিকার পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন। পুরুষের অধিকার বললে তাতে নারীর অধিকার অন্তর্ভুক্ত হয়না বলেই পরবর্তীকালে মিসেস এলিয়ন রুজভেল্টের প্রস্তাবানুযায়ী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর গৃহীত সার্বজনীন ঘোষণায়' মানবাধিকার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[৬৪] তাই মানবাধিকার এখন জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভাষা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় দু'টো বৈশিষ্ট্য হলো একটি সহজাত অপরটি হস্তান্তর অযোগ্য। Paul Sheiegart মনে করেন এই বৈশিষ্ট্য দু'টির কারণেই মানবাধিকার অন্যান্য অধিকার থেকে আলাদা এবং অধিক মর্যাদা সম্পন্ন।[৬৫]

আমানতের মাল আমানত গ্রহণকারীর কোন প্রকার কাজের ফলে বিনষ্ট না হয়ে

ক্লাসিক্যাল যুগ থেকে মধ্যযুগ হয়ে রেনেসাঁর শেষ সময়কাল পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষীরা মানবাধিকারের পরিচয় দেন। ফ্রান্সের বঁদীন ও জীন জ্যাক রুশো, ইটালীর হুগো প্রোটিয়াস, ইংল্যান্ডের জন লক,

---

৬১. *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, সংকলনে : গবেষণা পরিষদ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ),পৃ. ৪২১

৬২. ইব্ন ওমর (রাঃ) সূত্রে রাসূল (সা.) হতে বর্ণিত,তিনি বলেন, এক মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে যাবে। কারণ সে তাকে বেঁধে রেখেছিল। সে তাকে খাবারও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেতে পারে'। পরে বিড়ালটি মারা গেল। *দ্র. বুখারী*, ৩০১৮

৬৩. মোঃ মাহবুব-উল হক জোয়ার্দ্দার, *আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী), পৃ. ১

৬৪. মানবাধিকার আইন সংবিধান ইসলাম এনজিও, পৃ.৩,৪

৬৫. *তদেব*,পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

ভ্যাটেল ও ব্লাক স্টোন এবং জার্মানীর কার্ল মার্কসের লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে যে, 'মানুষ' হিসাবে মানুষ কিছু প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করার অধিকারী। কিন্তু কোন শাসক যখন মানুষকে এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে তখনই তারা সোচ্চার হয়েছে, প্রতিবাদী হয়েছে।[৬৬] সুতরাং এ অধিকার শাসকেরা অনায়াসে মানুষকে দেয়নি, দিয়েছে একেবারে নিরুপায় হয়ে। ফলশ্রুতিতে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রণীত হয়েছে বিভিন্ন প্রমাণ যেগুলোতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সংরক্ষিত হয়েছে মানুষের অধিকার। ইংল্যান্ডের ১২১৫ সালের Magna carta, 1628 সালের Petition of Rights, 1689 সালের Bill of Rights ইত্যাদি।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, মানবাধিকারের ধারণার বিকাশ ঘটেছে স্বেচ্ছাচারী শাসকদের স্বৈরতন্ত্রের ফল হিসাবে। কথাটি অকপটে স্বীকার করেছেন সাধারণ পরিষদের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আফগানিস্তানের Mr. Abdur Rahman Pazhwak। ১৯৬৬ সালে মানবাধিকার বিষয়ক দু'টো আন্তর্জাতিক চুক্তি গৃহীত হবার পর তিনি বলেছিলেন, 'Universal respect for human Rights is inseparable from world peace. At the root of all strife and tzrannz, in the present as in the past, lies a violation of human rights in one form or another.[৬৭] উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে,সমস্ত অধিকার মানুষের প্রকৃতিতে সহজাত ও হস্তান্তর অযোগ্য, যেগুলো পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য জাতি,বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ, রাজনৈতিক বা অন্যান্য অভিমত ইত্যাদি নির্বিশেষে সমভাবে প্রযোজ্য ও উপভোগ্য, যেগুলো মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য এবং যেগুলো ছাড়া মানুষ 'মানুষ' হিসাবে বেঁচে থাকতে পারে না সেগুলোই মানবাধিকার।[৬৮] এজন্য আইনগত ভাবে বলা যায় যে অধিকারগুলো মানবাধিকার হিসাবে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে যে চুক্তি বা সনদ প্রণয়ন করেছে সেগুলো হল মানবাধিকার। এর ব্যবহার ও প্রয়োগ সমানভাবে সকল রাষ্ট্রের উপর বর্তায়।Universal Declaration of Human Rights of ১৯৪৮ (UDHR), International Covenant of civil and political Rights of ১৯৬৬ (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of ১৯৬৬ (ICESCR) ইত্যাদি অন্যতম।

বিশ্ব ব্যবস্থায় বর্তমানে UDHR হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য মানবাধিকার সনদ।[৬৯]

---

৬৬. وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً এবং তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কোন বিষয়ে অংশী স্থাপন করনা; এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, সম্পর্ক বিহীন প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সহচর ও পথিক এবং তোমাদের দাস-দাসীদের সাথেও সদ্ব্যবহার কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী আত্মাভিমানীকে ভালবাসেন না। আল-কুর'আন, ০৪:৩৬

৬৭. *প্রাগুক্ত,পৃ.৪-৫*

৬৮. মাসিক আত-*তাহরীক*, ১৪তম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, আগষ্ট ২০১১, পৃ. ৪৪

৬৯. *আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার*,পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত মৌলিক অধিকারগুলো হলো আইনগত মানবাধিকার। কেউ এটা লংঘন করলে তার উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা রয়েছে।[৭০] কিন্তু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার লংঘন করলে তার প্রতিকারের বিধান রয়েছে বটে, কিন্তু তার সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে না। এজন্য বিশ্ব ব্যবস্থাপনা ও শান্তির গ্যারান্টি তথা মানবাধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত ব্যবস্থা রয়েছে শ্বাশত জীবন বিধান ইসলামে। যা কোন মানুষ থেকে আসেনি। সরাসরি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে এসেছে। যেখানে অধিকার হরণে শাস্তির কথা কুর'আনে বলা হয়েছে।[৭১] সুতরাং এতে সামান্যতম কোন সন্দেহ বা কোনরূপ ভুলের আশঙ্কা নেই।[৭২] এটা অপব্যবহার করারও কোন সুযোগ নেই। তেমনি এটা সংশোধনেরও উর্ধ্বে।[৭৩] ইসলামে যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব তথা সমাধান বের করার ক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে কুর'আন-সহীহ সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদের দুয়ার ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের সকল যোগ্য আলেমের জন্য খোলা থাকবে এবং ইসলাম মানবাধিকারের শ্রেষ্ঠ প্রতীক হিসাবে আদি যুগ থেকে কিয়ামত পযর্ন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

৪.২ ইসলামে অটিস্টিক শিশুর অবস্থান

৪.২.১ ইসলামে অটিস্টিক শিশুর যত্ন

প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুগণও মানব সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও মহান আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টি এতে কোন দ্বিমত নেই। এ পৃতিবীতে যখন থেকে মানব জাতি বিস্তার শুরু হয়েছে তখন থেকে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিকদের অস্তিত্ব এসেছে। তাদের উপেক্ষা করা হলে সমাজের একাংশকে উপেক্ষা করা হবে। ফলে সমাজ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও সমোন্নতিতে ব্যাঘাত ঘটবে, যা সুসভ্য ও আদর্শ সমাজে অশোভনীয়। মহান আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামে রয়েছে তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিধান। তাদের মর্যাদা ও অধিকার রয়েছে, যা অনেকের অজানা। তাই আল্লাহ যাকে এই আপদ থেকে নিরাপদে রেখেছেন সে যেন নিজের প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পাকে স্মরণ করে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কারণ আল্লাহ চাইলে তার ক্ষেত্রেও সেইরকম করতে পারতেন। প্রতিবন্ধীকে আল্লাহ তা'আলা এই বিপদের বিনিময়ে তাঁর সন্তুষ্টি, দয়া, ক্ষমা এবং জান্নাত দিয়ে সন্তুষ্ট করবেন। এবং দুনিয়াতেও তাদের জন্য শারয়ী বিধান সহজ করেছেন। প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিকদের প্রতি ইসলামের শারয়ী কর্তব্য হলতো
[illegible] আইনগত মানবাধিকার হিসাবে
সর্বক্ষেত্রে[৭৪] প্রয়োগ সম্ভব নয়। কেননা এটা কোন রাষ্ট্র মানতেও পারে, আবার নাও পারে। কিন্তু অন্যত্র দৃষ্টি দিলে আমরা দেখব ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স সহ যেকোন দেশের সংবিধানে স্বীকৃত ও চিহ্নিত ~~মানবাধিকারগুলো হলো আইনগত~~ মানবাধিকার। কারণ এসব মানবাধিকার ঐসব রাষ্ট্রের সংবিধানে গৃহীত ও স্বীকৃত। বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় ভাগে উল্লেখিত মূলনীতি অধিকার এবং ৩য় ভাগে

৭০. *মানবাধিকারের আইন সংবিধান ইসলাম এনজিও,* প. ৭

৭১. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا যারা কৃপণতা করে ও লোকদের কার্পণ্য শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে যা দান করেছেন তা গোপন করে, বস্তুতঃ আমি সেই অবিশ্বাসীদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। আল-কুর'আন, ০৪:৩৭

৭২. ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ 'কুরআনে বলা হয়েছে,'এটা সেই গ্রন্থ, যার মধ্যে কোনরূপ সন্দেহ নেই। আল্লাহভীরুদের জন্য এ গ্রন্থ হিদায়াত বা মুক্তিপথের দিশারী'। আল-কুর'আন, ০২:০২

৭৩. وَإِن كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ এবং আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, যদি তোমরা তাতে সন্দিহান হও তাহলে তৎসদৃশ একটি ''সূরা'' আনয়ন কর এবং তোমাদের সেই সাহায্যকারীদেরকে ডেকে নাও যারা আল্লাহ হতে পৃথক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও! আল-কুর'আন, ০২:২৩

৭৪. ما أصابَ مِنْ مصيبة في الأرضِ ولا في أنفُسكُم إلا في كتابٍ مِن قبل أن نبرأها إنَّ ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتاكم والله يحب كا مختال فخور অর্থঃ-পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগত ভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এ জন্যে, যাতে তোমরা যা হারাও তাতে দুঃখিত না

Dhaka University Institutional Repository

ভালবাসেন এবং অন্যান্যদের থেকে তাকে বেশি অগ্রাধিকার দেন। তাই তিনি নবীগণকে সবচেয়ে বেশি বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন।[৭৫] রাসূল (সা.) বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যেন মনে রাখে যে, দয়াবান আল্লাহ মুমিনকে তার প্রত্যেক বিপদের বদলা দেন, যদিও সেই বিপদ নগণ্য হয়, এমনকি কাঁটা বিধলেও।[৭৬] তিনি বলেন, মুমিন প্রতিবন্ধী যেন তার নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধীতাকে ভুলে গিয়ে শরীরের বাকি অঙ্গগুলোকে কাজে লাগায়। কারণ কোন এক অঙ্গের অচলতা জীবনের শেষ নয়। যার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোন একটি অচল তার বাকি ইন্দ্রিয় বা অঙ্গগুলো বেশি কিংবা দ্বিগুণ সচল। এজন্য অটিস্টিক শিশুর অধিকার সংরক্ষণে ইসলামের বিধান হল, তাকে সর্বাধিক স্নেহমাখা পরশ ও সর্বোত্তম ভালোবাসা দিয়ে লালন করা।"রাসূল (সা.) বলেছেন, তিনটি প্রিয় বস্তুর মধ্যে একটি হল শিশু। তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে মদিনায় প্রবেশ মাত্রই শিশুরা তাঁর কাছে ছুটে আসলে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে আনন্দ লাভ করতেন। এক বেদুঈন এসে রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি শিশুদের চুমু দেন ? আমি তো কখনো শিশুদের চুমু খাই না! তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া উঠিয়ে নেন, আমার কী করার আছে। ইসলাম ধর্মীয়ভাবে শিশুকে নিরাপত্তা দিয়ে 'শিশু হত্যা' হারাম করেছে।[৭৭] সাধারণ শিশুর সাথে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুর যত্ন নেয়ার প্রতি পিতামাতাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। প্রত্যেক পিতা-মাতার উচিত অটিস্টিক শিশুকে কুর'আন শিক্ষার মাধ্যমে উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন, পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানকে উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু হতে পারে না"(তিরমিজি)। কেননা, কুর'আনের মাধ্যমেই সে ভবিষ্যত জীবনে ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে আকৃষ্ট হবে।[৭৮]

হও যেন সে বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ যখন কোন মুমিনকে পরীক্ষায় ফেলেন, তখন তিনি তাকে [illegible]
৫৭:২৩

৭৫. أشدّ الناس بلاءاً الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلي الرجل على حسب دينه إن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه ، و إن كان في دينه رقة ، ابتلي على قدر دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة (رواه الترمذي و ابن ماجه و صححه الألباني) অর্থ-নবীগণ সব চেয়ে বেশি পরীক্ষিত হন,অতঃপর তাদের থেকে যারা নিম্ন স্তরের। মানুষকে তার দ্বীন অনুযায়ী পরীক্ষা নেওয়া হয়, যদি তার দ্বীনী অবস্থা প্রবল হয়, তাহলে তার বিপদও কঠিন হয়। আর যদি তার দ্বীন দুর্বল হয়,তাহলে তার পরীক্ষা সে অনুপাতে হয়। বিপদ বান্দার পিছু ছাড়েনা পরিশেষে তার অবস্থা এমন হয় যে, সে পাপ মুক্ত হয়ে যমীনে চলা-ফেরা করে। দ্র. *সহীহ তিরমিযী* , ১৪৩, *ইবনু মাজাহ।*

৭৬. রাসূল (সা.) বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তিকে কষ্ট, ক্লান্তি, দুঃখ, চিন্তা, আঘাত, দুশ্চিন্তা গ্রাস করলে এমন কি কাঁটা বিধলেও আল্লাহ তা'আলা সেটা তার পাপের কাফ্ফারা করে দেন। দ্র. *বুখারী ও মুসলিম*

৭৭. وَلاَ تَقْتُلُوٓاْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً 'দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দেই'। নিশ্চই তাদেরকে হত্যা করা মহা পাপ। আল কুর'আন, ১৭:৩১

৭৮. وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُون আল্লাহ তোমাদের স্বজাতির মধ্য হতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের জন্য তোমাদের জোড়া থেকে পুত্র-পৌত্রাদি বানিয়েছেন আর তোমাদেরকে উৎকৃষ্ট রিযক দিয়েছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন বাতিল জিনিসের উপর ঈমান পোষণ করবে আর আল্লাহর অনুগ্রহকে তারা অস্বীকার করবে। আল কুর'আন, ১৬ : ৭১

Dhaka University Institutional Repository

যেভাবে বলেছে সেভাবেই একজন শিশুকে লালন-পালন করা। আর অটিস্টিক শিশুর প্রতি আরো বেশি যত্নবান হওয়া। তাদেরকে সু-শিক্ষায় শিক্ষিত এবং শিষ্টাচারে সামাজিক হিসেবে গড়ে তোলা। ইসলামে একটি শিশুর জীবন নির্মল-নিষ্কলুষ বলে সকলকে সচেতন করেছে। তাই তো ইসলাম বলে, "ফরজ নামাজের সেজদারত অবস্থায় তোমার পিঠে কোনো শিশু উঠেছে? কষ্ট সত্ত্বেও সেজদা লম্বা করো, যতক্ষণ তারা না নামে।"এ থেকে বুঝা যায় ইসলাম শিশুদের প্রতি কতটা উদারতা দেখিয়েছেন। অতএব, সাধারণ, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুর অধিকার এক হলেও প্রতিবন্ধী অটিস্টিক শিশুর অধিকার আরও গূরুত্বপূর্ণ।

৪.২.২ ইসলামে অটিস্টিক শিশুর মর্যাদা

প্রতিবন্ধী বা অক্ষম মানুষেরা চিরকালই সমাজে সবলদের দ্বারা উপেক্ষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। অথচ ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের সঙ্গে সদাচরণ, সাহায্য-সহযোগিতা এবং অন্যদের ওপর তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া এবং বিপদ-আপদে সব সময় তাদের পাশে দাঁড়ানো ইমানি দায়িত্ব ও কতর্ব্য। প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের সঙ্গে অসদাচরণ, উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ বা ঠাট্টা-তামাশা করা সৃষ্টকে তথা আল্লাহকে উপহাস করার শামিল। তাই তাদের উপহাস করা থেকে বিরত থাকতে ইসলাম আদেশ করেছেন। প্রথম সন্তান অটিস্টিক হলে মায়ের প্রতি অবহেলা করা হয়। এবং পরবর্তী গর্ভের সন্তানের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফলে গর্ভাবস্থায় মায়ের দৈহিক খাবারের ঘাটতি, পুষ্টিহীনতা ও অসুস্থতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। এবং জন্মের পর বেড়ে ওঠার সময় অপুষ্টি, রোগাক্রান্তি, অযত্ন ও অবহেলার কারণে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন[৭৯] ও মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন।[৮০] সমাজে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, স্বাভাবিক ও সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকার ইসলাম দিয়েছে[৮১]

আর পিতা-মাতার প্রতি শিশুর তিনটি হকের মধ্যে একটি হলো কুর'আন শিক্ষা দেওয়া" (তাম্বিহুল গাফিলীন)। 'তিনি শিশুকে ভালোবাসতে, দয়া করতে এবং তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পালন করতে" নির্দেশ দিয়েছেন (বুখারী ও মুসলিম)। একজন মহিলা তার একটি খেজুর দুই শিশুকে ভাগ করে খাওয়ালেন। এর বিনিময়ে রাসূল (সা.) তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিলেন (মুসলিম)। শিশুকে পাশে রেখে মা নামাজ পড়তে দাঁড়ায়। অবুঝ শিশু কান্না করে বলে মায়ের নামাজ সংক্ষেপ করার সুয়োগ দিয়েছেন। এবং স্নেহঝরা কণ্ঠে বললেন,"আমি চাই না, তার মায়ের কষ্ট হোক"(বুখারী ও মুসলিম)। এভাবে ইসলাম বহুভাবে শিশুদের যথার্থ অধিকার নিশ্চিত করে নিরাপদ জীবনের ব্যবস্থা করেছে। আমাদেরও উচিত শিশুদের প্রতি ইসলামি নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করা। তাদেরকে প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। ইসলাম

---

৭৯. سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلأَعْلَىٰ - ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ -وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো, যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথনির্দেশ করেন। আল কুর'আন, ৮৭ : ১-৩

৮০. هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। আল কুর'আন, ০৩ : ০৬

৮১. আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে হাজির হয়ে বলল, আমার হৃদয় খুব কঠিন। তিনি বললেন, তুমি কি তোমার অন্তর কোমল করতে চাও? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন, তাহলে এতিম বাচ্চাদের আদর করো, স্নেহ-ভালোবাসা প্রদান করো, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও, তাদের খাবার দাও। তবেই তোমার অন্তর কোমল হবে। 'নির্দয় ব্যক্তি সবচেয়ে বড় হতভাগা। আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন। তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন না। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে মহানবী (সা.) বলেন, 'কেবল হতভাগ্য ব্যক্তির হৃদয় থেকেই দয়া তুলে নেওয়া হয়। *তিরমিজি,* ১৯২৩

Dhaka University Institutional Repository

ভালোবাসা প্রদর্শন ও সহানুভূতিশীল হওয়া অত্যাবশ্যক।[৮২] আর প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশু ব্যক্তিদের জন্য ইসলামের বিধান শিথিল করা হয়েছে। এবং ফিক্হ মূলনীতির একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হচ্ছে,''লা তাকলীফা ইল্লা বিমাকৃদূরিন্ আলাইহ্''। অর্থাৎ শারয়ী আদেশ জরূরী নয় কিন্তু ক্ষমতা বানের প্রতি। এই ফিক্হী মূলনীতিটির ব্যাখ্যা হচ্ছে, প্রত্যেক ফরয বিধান যা মহান আল্লাহ মানুষের প্রতি ধার্য করেছেন, যদি মানুষ তা পালনে সক্ষম হয়, তাহলে তার প্রতি তা পালন করা আবশ্যিক হবে, সে প্রতিবন্ধী হোক বা অপ্রতিবন্ধী। আর যদি সর্ম্পূণ রুপে সে তা বাস্তবায়ন করতে অক্ষম হয়, তাহলে তা থেকে সে মুক্তি পাবে। আর যদি কিছুটা করতে সক্ষম হয় এবং কিছুটা করতে অক্ষম হয়, তাহলে যেই পরিমাণ করতে সক্ষম হবে, সেই পরিমাণ তাকে পালন করতে হবে এবং যেই পরিমাণ করতে অক্ষম হবে, সেই পরিমাণ থেকে সে ছাড় পেয়ে যাবে। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না।[৮৩] রাসূল (সা.) বলেন, ''যখন আমি তোমাদেরকে কোন আদেশ করি, তখন তা বাস্তবায়ন কর যতখানি সাধ্য রাখ''। (বুখারী,মুসলিম) যে প্রতিবন্ধী ইসলামের বিধান পালনে একে বারে অক্ষম যেমন, পাগল ও জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি, তার উপর ইসলাম কোন বিধান জরূরী করে না। আর আংশিক প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশু যেটুকু করতে সক্ষম তার প্রতি অতটুকুই পালনের আদেশ দেয়। যেমন যদি কারো অর্ধ হাত কাটা থাকে তাহলে যতটুকু অংশ বাকি আছে অযুর সময় ততটুকু ধৌত করতে আদেশ দেয়। অনরূপ প্রতিবন্ধকতার কারণে নামাযে দাঁড়াতে না পারলে বসে আদায় করার আদেশ দেয়। এইভাবে অন্যান্য অবস্থা। তাই ইসলামে মহান আল্লাহতা'আলার কাছে সবাই সমান,আর তাক্বওয়াই হচ্ছে মানুষ মর্যাদার মান-দণ্ড ইসলামে মানব মর্যাদার মাপ-কাঠি রং, বর্ণ, ভাষা, সৌন্দর্য্যতা, সুস্থতা, ইত্যদি নয়। বরং মান দন্ড হচ্ছে তাক্বওয়া তথা আল্লাহ ভীরুতা।[৮৪] আল্লাহ তা'আলা মানুষের শরীর ও আকৃতির দিকে দেখেন না বরং অন্তরের দিকে দেখেন।[৮৫] অতএব সুস্থ্য মানুষ যেন প্রতিবন্ধীদের উপহাস না করে। কারণ প্রতিবন্ধীর সমস্যা প্রতিবন্ধীই বেশি জানে কিন্তু যখন কোন সুস্থ ব্যক্তি তাকে উপহাস করে তখন সে দারুণভাবে মর্মাহত হয়।[৮৬] এজন্য অটিস্টিক শিশুদের স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করা ও তাদের প্রতি সাহায্য-সহায়তার হাত বাড়ানো সামাজিক স্বীকৃতি দেয়া এবং প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের মানবিক মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে মানুষকে কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্ব সচেতন হওয়ার প্রতি ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। অধিক গুরুত্বপূর্ণ। একজন প্রতিবন্ধী[৮৭] ও অটিস্টিক শিশু সমাজে সুস্থ-সুন্দরভাবে বিকশিত হয়, যদি দেশের অবকাঠামো ভালো হয়। ইসলাম মানুষকে হতদরিদ্র অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্য-সহযোগিতা শিক্ষা দেয়। প্রতিবন্ধীরা শারীরিক, মানসিক কিংবা আর্থসামাজিক অক্ষমতা বা অসুবিধার কারণে স্বাভাবিক ও স্বাবলম্বী জীবনযাপন করতে পারে না। প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিকদের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা উপলব্ধি করতে পারেন সেসব ধর্মপ্রাণ সংবেদনশীল মানুষ, যাঁরা অন্যের দুঃখ-বেদনাকে সহমর্মিতার দৃষ্টিতে দেখেন। এ জন্য প্রতিবন্ধীদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, দয়া-মায়া, সেবা-যত্ন, সুযোগ-সুবিধা ও সাহায্য-সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার নূন্যতম মৌলিক অধিকারগুলো তাদেরও ন্যায্যপ্রাপ্য। তাই প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের প্রতি আন্তরিক

৮২. রাসূল (সা.) বলেছেন, ... [illegible] ... বুখারী, ২৪১৭

৮৩. لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ অর্থঃ আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না। আল কুর'আন, ২:২৮৬

৮৪. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। *আল কুর'আন,* ৪৯:১৩

৮৫. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি তাকান। *মুসলিম; মিশকাত,* ৫০৮৩

৮৬. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُو হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আল কুর'আন, ৪৯:১১

৮৭. মহানবী (সা.) বলেন, আমি ও এতিমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। একথা বলে তিনি তার তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির মধ্যে সামান্য ফাঁক রাখেন। *বুখারী,* ৪৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

অর্পণ করে তাদেরকে সমাজের সর্বোচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত করার দৃষ্টান্ত তৈরি করেন।[৮৮] এজন্য বর্তমানে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের প্রশিক্ষণে আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে। আর তার মধ্যে অন্যতম হল স্পষ্ট হস্তলিপি, সাঙ্কেতিক ভাষা, হুইল চেয়ার, চলন্ত চেয়ার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম ইত্যাদি। এই ধরণের যাবতীয় উপকারী উপকরণ ব্যবহার বৈধ। আমাদের এ উপকরণের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু শরীয়াত অবৈধ করেছে এমন উপকরণ গ্রহণ করা যাবে না।[৮৯] প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণে পাশ্চাত্য থিউরি হচ্ছে, 'দুনিয়ার এ জীবনই শেষ জীবন'। তাই এটাকে উপভোগ করো, যে ভাবে পার। ধর্ম, সমাজ এবং প্রচলিত রীতি-নীতি যেন দুনিয়া উপভোগ করা থেকে বাধা না হয়। তারা যেমন এই থিউরিকে সাধারণের জন্য করে নিয়েছে তেমন প্রতিবন্ধীদের জন্যও করেছে। অথচ আমরা মুসলিম।[৯০] আমাদের জীবন-যাপনের সুন্দর নিয়ম ও বিধান আছে, যা ইসলাম আমাদের প্রদান করেছে। কিন্তু যাদের কোন ধর্ম, আদর্শ নেই বরং নিজেরাই নিজেদের জীবনার্দশ তৈরি করে। এজন্য মহান আল্লাহ এসব থেকে বিরত থাকতে আমাদের নির্দেশ করেছেন।

প্রাচীন ও বর্তমান যুগে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান ঃ বর্তমান আদম শুমারীর তথ্য মতে পৃথিবীর মানব সম্প্রদায়ের প্রায় ১০% লোক প্রতিবন্ধী সমস্যায় জড়িত। প্রাচীন রোম সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল, তারা বধিরকে আইনানুযায়ী বোকা ও হাবলা বলে আখ্যায়িত করে তাদের থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছিল। প্রাচীন যুগে রাজাগণ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন সাহায্য কেন্দ্র নিমার্ণ করেন। এবং ইসলামেও প্রতিবন্ধীদের অবদান অতুলনীয়। যথা- ১. খলীফা মামুন বাগদাদসহ অন্যান্য বড় শহর গুলিতে অন্ধালয় এবং দূর্বল অপারগ মহিলালয় নির্মাণ করেন। ২.সুলতান কালাউন প্রতিবন্ধীদের জন্য বেমারিস্তান নির্মাণ করেন। ৩.বিশিষ্ট তাফসীরবিদ রাযী'দারাজাতু ফুক্‌দানিস্‌সাম'(শ্রবণ শক্তি বিলুপ্ততার স্তর) নামক বই লেখেন।[৯১]

যার ফলে বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইন তৈরি করে তাদের অধিকার দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা.) ১৪ শত বছর পূর্বে বারংবার তাঁর অনুপস্থিতির সময় মদীনার মসজিদে আযান দেওয়া ও ইমামতির দায়িত্বে প্রতিবন্ধী সাহাবী আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা.) কে

---

৮৮. *বুখারী*, ৫০৪৮

৮৯. ما اتاكم رسول فاخذه ومانهاكم عنه فانتهوا রাসূল (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান এনেছে তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছে তা থেকে বিরত থাক। আল-কুর'আন, ৫৯ : ০৭

৯০. اُتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ তোমার প্রতি যা ওয়াহী করা হয়েছে কিতাব থেকে তা পাঠ কর আর নামায প্রতিষ্ঠা কর; নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ (বিষয়)। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। আল কুর'আন, ২৯ : ৪৫

৯১. অধ্যক্ষ মীর মকবুল আহমদ, *ইসলামী জ্ঞানকোষ*। প্রকাশক-মুমতাহানা নার্গিস ২৬/৫, প্যারিদাস রোড, ঢাকা। পৃ.১৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি বিশ্বের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কিছু লোককে তাদের প্রতিবন্ধীতা বিশ্বে অনন্য প্রতীক বানিয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম কয়েক জনের নাম এখানে উল্লেখ করা হল। যারা সব যুগে বিখ্যাত।

১. **আল-আহওয়াল (ট্যারা চক্ষুবিশিষ্ট) :** 'আসিম ইব্ন সুলাইমান আল-বসরী (মৃত্যু-১৪২হি:), তিনি হাফিযুল হাদীস ও সিকাহ ছিলেন। আধ্যাত্মিকতা ও ইবাদত বন্দেগীতে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

২. **আল-আখফাশ (দিন-কানা) :** আলিমদের কাছে এ নামে চারজন পরিচিত, তারা হলেন, বড় আখফাশ, মেঝ আখফাশ, ছোট আখফাশ ও দামেস্কের আখফাশ। আখফাশ আল-আকবার হলেন আব্দুল হামীদ আব্দুল মজীদ (মৃত্যু-১৭৭হি:), তিনি আরবী ভাষার বড় পণ্ডিত ছিলেন। আখফাশ আল-আওসাত হলেন সাঈদ ইব্ন মাস'আদাহ আল-জামাশা'য়ী (মৃত্যু-২১৫হি:), তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।[৯২] আখফাশ আল-আসগার হলেন আলী ইব্ন সুলাইমান ইব্ন ফদল (মৃত্যু-১৫হি:), তিনি নাহু বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আর আখফাশ আদদামেস্কী হলেন হারুন ইব্ন মূসা ইব্ন শরীক আস-সা'আলাবী (মৃত্যু-২৯২ হি:), তিনি দামেস্কের কারীদের শাইখ ছিলেন। তিনি তাফসীর, ইলমে মা'আনী ও কবিতা জানতেন।

৩. **আল-আ'সাম (সাদা পা বিশিষ্ট) :** আলেমদের কাছে এ নামে দু'জন প্রসিদ্ধ। তারা হলেন, হাতিম ইব্ন 'উনওয়ান (মৃত্যু-২৩৭ হি:), তিনি আল্লাহ ভীরুতা, আত্মসংযমবতা ও অনাড়ম্বরতায় বিখ্যাত ছিলেন। তাকে এ উম্মতের লুকমান হাকিম হিসেবে বলা হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয় জন হলেন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকুব ইব্ন ইউসুফ আল-উমাবী। তিনি ৩৪৬ হি: মৃত্যু বরণ করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, সিকাহ ও আমীন ছিলেন।

৪. **আল-আ'রাজ (খঞ্জ) :** ইনি হলেন আব্দুর রহমান ইব্ন [illegible]
স্পষ্ট [illegible]
'ফকীহ' [illegible]
ও হাদীস [illegible] মুফতী সামাহাতুশ্ শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায
অন্ধ [illegible]
এবং [illegible]
প্রতিবন্ধী ও [illegible]
কারণ [illegible] অতএব, তাদের সম্মান করা ও মযার্দা দেয়া ইমানী
দায়িত্ব। [illegible] **আল-আ'মা (অন্ধ) :** মু'আবিয়া ইব্ন সুফইয়ান, (মৃত্যু-২২০ হি:)। তিনি ইমাম কাসায়ীর শিষ্য ও বাগদাদের কবি ছিলেন।

৪.২.৩ প্রতিবন্ধীতায় যারা বিশ্বব্যাপী অনন্য [illegible] **(চেপ্টা নাক বিশিষ্ট) :** আলী ইব্ন হাসান আল-হুযালী, (মৃত্যু-২৫৩ হি:)। তিনি নিশাপুরের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও তাদের শাইখ ছিলেন। তিনি হাফেযে হাদীস ছিলেন এবং তার নিজস্ব মুসনাদ রয়েছে।[৯৩]

---

৯২. গষেণার সমার্থবোধক বাংলা শব্দ হচ্ছে, জিজ্ঞাসা, তদন্ত, অন্বেষা, অনুসন্ধান, বিকিরণ এবং নিরূপণ। ড.মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, মোঃ হাছিনুর রহমান, *ইসলামী গবেষণা পদ্বতি*। প্রথম প্রকাশ, জুন-২০১২। প্রকাশক-নুরুল ইসলাম মানিক-পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইফাবা, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭,পৃ. ২১

৯৩. আব্দুল্লাহ আল মামুন আল আযহারী, *প্রতিবন্ধী: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি*, সম্পাদনী: ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া, ২০১৪ খ্রী. পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.৪ ইসলামে প্রতিবন্ধী অটিস্টিকদের মধ্যে যারা সম্মানিত

ইসলামে প্রতিবন্ধী মানুষের মৌলিক অধিকারের সাথে সম্মান ও মযার্দার অধিকারের বিষয়টি জীবনের সকল ক্ষেত্র ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত। ইসলাম মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবময় অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলামই সর্বপ্রথম মানুষকে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী শুনিয়েছে এবং জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব, বংশীয় মর্যাদা, শ্রেণি বৈষম্য ও বর্ণ প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করেছে। 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানব জাতির সম্মান ও মর্যাদার অধিকার, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রভৃতি জীবন যাত্রার মৌলিক অধিকার, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,[৯৪] সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকার, জীবন রক্ষা ও সম্পদের নিরাপত্তার অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশ ও বাক-স্বাধীনতা, ইয়াতীম, মিসকিন, অসহায়, নারী ও শিশুর অধিকার, প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রভৃতি সব ব্যাপারেই পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও কালজয়ী চিরন্তন আদর্শ হিসেবে ইসলাম মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের ইসলাম দিয়েছে অনন্য সম্মান ও মযার্দার অধিকার। যেমনঃ- ১. আব্দুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতুম (রাঃ) ঃ- রাসূল (সা.) আব্দুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতুমকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধ ও বিদায় হজ্জের সময় তাকে মদীনায় চৌদ্দবার স্থলাভিষিক্ত করেছেন। এ সম্মানিত সাহাবী কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সে যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি অন্ধ হওয়া সত্বেও সেদিন তাঁর হাতে মুসলিমগণের ঝাণ্ডা ছিল। তাঁর প্রতিবন্ধী হওয়ায় তাকে সম্মান ও গুরুত্ব দিতে ইসলাম সংকোচ ও বাধা দেয়নি। ২. মু'আয ইব্ন জাবাল (রাঃ) ঃ- আরেক সাহাবী মু'আয ইব্ন জাবাল (রাঃ) কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামেনের গভর্ণর করে পাঠান। এবং তিনি ইয়ামেনবাসির কাছে লিখে পাঠান যে, "আমি আমার পরিবারের উত্তম একজনকে তোমাদের কাছে পাঠালাম"। অথচ মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন পংগু ছিলেন। তাঁর পংগুত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা লাভে বাধা হয়নি।

৩. আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ)-আরেক সম্মানিত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ), যিনি উম্মতের মহাপণ্ডিত, আল কুর'আনের ভাষ্যকার ছিলেন, তাঁর যুগে তিনি ইলমের ভাণ্ডার জমা করেছিলেন ফলে শরয়ী ইলমের ব্যাপারে তিনি উম্মতের জন্য রেফারেন্স হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। তার চক্ষু শক্তি না থাকা সত্বেও সব চক্ষুবান তাঁর কাছে ফতওয়া জিজ্ঞেস করতেন। ইব্ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর অবস্থা সম্পর্কে বলেন, যদিও আল্লাহ আমার চোখের আলো নিয়ে গেছেন, তবে আমার জবান ও শ্রবণ শক্তিতে রয়েছে আলো। আমার অন্তর পবিত্র ও প্রখর, আর আমার বুদ্ধিমত্তা হলো সরল সঠিক, আমার মুখে আছে সত্য বলতে ধারালো তলোয়ারের ন্যায় শক্তি। ৪. বাশশার ইব্ন বুরদ (রহ.) ঃ বাশশার ইব্ন বুরদ, যিনি তাঁর যুগের অন্ধ কবিদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর অনেক কবিতাই বর্তমান যুগেও বহুল প্রচলিত ও প্রসারিত হয়ে আছে। অনেক চক্ষুবান কবি তার সমকক্ষ এতো সুন্দর কবিতা রচনা করতে পারেনি। ৫.আতা (রহ.) ঃ 'আতা (রহ.) একজন কৃষ্ণাঙ্গ, অন্ধ, খাঁদা নাক বিশিষ্ট, হাতে পক্ষাঘাত গ্রস্ত ও ল্যাংড়া লোক ছিলেন। বলতে গেলে একজন অর্থহীন লোক, কেউই তার থেকে কিছু আশা করতে পারে না, কিন্তু আমাদের চিরন্তন ও উদার শরী'আত তাকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ, বিজ্ঞ আলেম ও ইমাম বানিয়েছে। তিনি মানুষের ফতওয়ার প্রমাণ ও উৎসস্থল ছিলেন। তার

৯৪. সাধারণ অর্থে অর্থনীতি হলো অর্থ সম্পদ সর্ম্পকিত নীতিমালা ও বিধিবিধান। ড.মোঃ ইব্রাহীম খলিল, '*ইসলামে অর্থব্যবস্থ*' প্রথম প্রকাশ, মে ২০০৯। প্রকাশক- মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১২ বাংলাবাজার (শিকদার ম্যানসন), ঢাকা-১০০০। পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসা থেকে হাজার হাজার আলেম বের হয়েছেন। তিনি তাদের কাছে গর্ব-অহংকার, ভালবাসা, সম্মান ও মর্যাদার পাত্র ছিলেন। তাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধীরাও বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা ভোগ করে থাকেন যা অন্য কোন সমাজে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই এই অধ্যায়ের সমাপ্ত টেনে বলতে পারি প্রতিবন্ধী, অটিস্টক শিশু বা ব্যক্তিদের মধ্যে যারা সম্মান ও মর্যাদাবান হয়ে ইতিহাসের পাতায় যুগ যুগ ধরে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন। ইসলাম-ই একমাত্র প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলামের বিধান ছাড়া প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক শিশুর অধিকার, মর্যাদা বিশ্বময় প্রতিষ্ঠ করা সম্ভব নয়। তাই সকলকে ইসলামের জ্ঞান আলোকে প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক সাহায্য সহোযোগিতা করা মানবিক, নৈতিক ও ইমানী দায়িত্ব।

৪.৩ অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

৪.৩.১ শিশু সর্ম্পকে ইসলামী আইনের বিশ্লেষণ

প্রত্যেক সন্তান ইসলামের ফিতরতের উপর তার মৌলিক অধিকারগুলো নিয়ে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে।[৯৫] মানুষ পরিণত বুদ্ধি নিয়ে জন্মে না[৯৬] বলে একটি বিশেষ বয়সে তাদের বুদ্ধি পরিপক্ক হয়।[৯৭] কোন বয়সে কার বুদ্ধি পরিপক্ক হবে তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। আর শিশু মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় মীরাসের অধিকার লাভ করে কিন্তু তার কোন দায়িত্ব থাকে না। তবে জম্মের পরে তার উপর কিছু দায়িত্ব অর্পিত হয়। যা তার সম্পত্তির আয় থেকে তার কিছু কিছু দায়িত্ব প্রতিপালিত হয়ে থাকে।[৯৮] সে যদি কারো ক্ষতি করে তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তার সম্পত্তি থেকে ক্ষতিপুরণ গ্রহণ করবে। সে তার বুদ্ধি ও পরিশ্রমের মূল্য আদায় করতে পারবে। তবে অভিভাবকের মাধ্যম ব্যতীত সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবে না।[৯৯] আর প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুরাও সাধারণ শিশুর মত সমান অধিকার ভোগ করবে সম্পত্তি ও মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে।[১০০]

---

৯৫. রাসূল (সা.) বলেন, 'প্রতিটি শিশুই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী বানায় বা নাসারা বানায় অথবা মাজুসী বানায়। যেমন কোন জন্তুকে তোমরা সম্পূর্ণ দোষমুক্ত জন্ম নিতে দেখ, সেখানে তোমরা তাকে নাক কাটা অবস্থায় পাও না। তারপর রাসূল (সা.) এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা। আল-কুর'আন,৩০:৩০। অনুবাদক, *Sheikh Mujibur Rahman* ' [*বুখারী; ৪৭৭৫, মুসলিম; ২৬৫৮*]

৯৬. أَوَلَمْ يَرَ ٱلإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী। আল-কুর'আন,৩৬:৭৭

৯৭. هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخاً وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُواْ أَجَلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে, অতঃপর জমাট বাঁধা রক্ত থেকে, অতঃপর তোমাদেরকে বের করে এনেছেন শিশুরূপে, অতঃপর তিনি তোমাদের বৃদ্ধি দান করেন যাতে তোমরা তোমাদের পূর্ণ শক্তির বয়সে পৌঁছতে পার, অতঃপর আরো বৃদ্ধি দেন যাতে তোমরা বৃদ্ধ হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো আগেই মৃত্যু ঘটান যাতে তোমরা তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে যাও আর যাতে তোমরা (আল্লাহর সৃষ্টি কুশলতা) অনুধাবন কর। আল- কুর'আন, ৪০:৬৭

৯৮. وَلاَ تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً এবং তোমরা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্নদেরকে নিজেদের মাল প্রদান করো না, যা আল্লাহ তোমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত থাকার উপকরণ করেছেন এবং সে মাল হতে তাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সদেয়ার্দ্র ন্যায়ানুগ কথা বলবে। আল কুর'আন, ০৪ : ০৫

৯৯. وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيباً আর ইয়াতীমরা বিয়ের যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও; অতঃপর যদি তাদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি পরিদৃষ্ট হয় তাহলে তাদের ধন-সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ কর; ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অপব্যয় করনা অথবা তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হবে বলে ওটা সত্তরতা সহকারে আত্মসাৎ করনা; এবং দেখাশোনাকারী যদি অভাবমুক্ত হয় তাহলে ইয়াতীমের মাল খরচ করা হতে সে নিজকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবে, আর যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত

Dhaka University Institutional Repository

শিশু অধিকার বিষয়ক বিশেষ সনদ ঃ শিশু অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন দেশে বহু আন্তর্জাতিক সনদ প্রণয়ন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সনদগুলো দুই ধরনের। এর একটি হলো সাধারণ সনদ, যেখানে সাধারণ মানবাধিকারের কথা বলার পাশাপাশি শিশু অধিকারের প্রসঙ্গও টানা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো- বিশেষ সনদ যেখানে বিশেষভাবে কেবল শিশুদের অধিকারের উল্লেখ করা হয়েছে। শিশু অধিকার বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক সনদ হচ্ছে শিশু অধিকার সনদ। ১৯২৪ সালে জেনেভায় এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শিশুদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য শিশু অধিকার ঘোষণা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘে শিশু অধিকার সনদ পাস হয়। এই সনদকে কখনো কখনো জেনেভা সনদ নামেও অভিহিত করা হয়। ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘে গৃহীত এই সনদের ভূমিকায় বলা হয়েছে, শিশুরা যেহেতু মানসিক ও দৈহিকভাবে অপরিণত সেহেতু জন্মের আগে ও পরে তাদের জন্য বিশেষ পরিচর্যা প্রয়োজন এবং তাদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি। পাশাপাশি তাদের জন্য যথাযথ আইনি সহযোগিতাও প্রয়োজন। তাই প্রত্যেক মানব সন্তান শিশুকালে যাতে সুখে থাকতে পারে এবং স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করতে পারে সে লক্ষ্যেই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এই সনদ অনুমোদন করেছে। ১৯৫৯ সালে সনদটি পাস হওয়ার ফলে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো শিশু অধিকার রক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে শুরু করে। এর ভিত্তিতে অনেক দেশ নিজেদের আইন ও নীতিমালায় পরিবর্তন আনে। শিশু অধিকার সনদ পাসের পর এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন প্রণয়নের চেষ্টাও জোরদার হয়। এরই ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ দিনের আলোচনার পর ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকার কনভেনশন পাস হয়। এর বাস্তবায়ন শুরু হয় ১৯৯০ সালের ২ সেপ্টেম্বর থেকে। ইরান ও বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৮৯ টি দেশ এই কনভেনশনে স্বাক্ষর করে। এটি হচ্ছে শিশু অধিকার বিষয়ক একটি বিশেষ সনদ। শিশুরা সর্বত্র বৈষম্যহীনভাবে তাদের মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারবে এমন কিছু মৌলিক মানবাধিকারের কথা এতে বলা হয়েছে। যেমন-বেঁচে থাকার অধিকার; মত প্রকাশের অধিকার; পূর্ণ মাত্রায় বিকাশের অধিকার; কুপ্রভাব, নির্যাতন ও শোষণ থেকে নিরাপদে থাকার অধিকার; পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে পুরোপুরি অংশগ্রহণের অধিকার। কনভেনশনে বর্ণিত প্রতিটি অধিকার প্রত্যেক শিশুর মানবিক মর্যাদা ও সুষম বিকাশের জন্য অপরিহার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০০ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দু'টি ঐচ্ছিক প্রটোকল গৃহীত হয়। শিশু অধিকার কনভেনশনে যুক্ত হওয়া দু'টি ঐচ্ছিক প্রটোকলের একটি হচ্ছে-সামরিক সংঘাতে শিশুদেরকে ব্যবহার সংক্রান্ত এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে শিশু বিক্রি ও শিশুদের পতিতাবৃত্তি সংক্রান্ত। শিশু অধিকার কনভেনশন অনুযায়ী শিশু অধিকার রক্ষায় সবচেয়ে বেশি দায়িত্বপ্রাপ্ত হচ্ছেন শিশুর বাবা-মা। কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো ১৮ নম্বর ধারায় এই বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন যে, শিশুর বিকাশ ও উন্নয়নে বাবা-মা যৌথভাবে সবচেয়ে বেশি দায়িত্বশীল। আর ইসলাম ধর্মেও বলা হয়েছে, শিশু লালন-পালন ও তার বিকাশ এবং উন্নয়নের মূল দায়িত্ব বাবা-মা'র ওপর বর্তায়। শিশুরা হচ্ছে পরিবারের জন্য বরকত। আল্লাহ তা'আলা বাবা-মা'র জন্য শিশুকে

সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে, অনন্তর যখন তাদের সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ করতে চাও তখন তাদের জন্য সাক্ষী রেখ এবং আল্লাহই হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট। আল-কুর'আন,০৪:০৬

১০০. وَآتُواْ ٱلْيَتَامَىٰٓ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيرا এবং ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ প্রদান কর এবং ভালোর সাথে মন্দের বদল করো না এবং তাদের মাল নিজেদের মালের সঙ্গে মিশিয়ে গ্রাস করো না, নিশ্চয় এটা মহাপাপ। আল-কুর'আন, ০৪:০২

Dhaka University Institutional Repository

নেয়ামত হিসেবে দিয়েছেন। কাজেই সবাইকে শিশুর ব্যাপক মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। অন্যথায় এর জন্যও আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

কেননা শিশু অধিকার হচ্ছে মানবাধিকারেরই অংশ। শিশুরা হচ্ছে এমন মানুষ যাদের অধিকার রয়েছে। কিন্তু সেই অধিকার রক্ষার ক্ষমতা তার নেই। ইসলাম ধর্মে বারবার শিশু অধিকার রক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শৈশব হচ্ছে মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। এই অধ্যায়টি যাতে নষ্ট না হয় তার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে, ছেলে হোক-মেয়ে হোক সব শিশুর অধিকার সমান। তাই তাদের প্রতি অত্যাচার ও সহিংসতা করতে ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহতা'আলা এমন সময় ইসলাম ধর্ম পাঠিয়েছেন যখন মানুষ বিশেষ করে শিশুরা কঠিন সময় অতিবাহিত করছিল। সমাজে শিশুদের প্রতি সহিংসতা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হজরত মুহম্মা (সা.) আরবদের মাঝে যখন ইসলামের বাণী প্রচার করছিলেন তখন আরবরা জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার মধ্যে ছিল। তারা কন্যা সন্তানকে নিজেদের জন্য লজ্জাজনক ও অপমানকর বলে মনে করে জীবন্ত কবর দিত। পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট, যে আরবরা দরিদ্র্যের ভয়ে ছেলে সন্তানকেও হত্যা করতো।[১০১] ইসলাম আসার আগে বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই শিশুদের ন্যূনতম অধিকার দেওয়া হতো না বলে তাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। তাদের কাউকে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ দেওয়া হলে, মুখ কালো হয়ে রাগে ফেটে পড়ত ও নিজ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আত্মগোপন করতো। এবং সে চিন্তা করতো যে, হীনতা সহ্য করে তার নবজাতককে রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে? তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না নিকৃষ্ট। তবে ইসলাম আসায় সুস্পষ্ট নির্দেশনা জারি করা হয় যে, কোন অজুহাতেই শিশু হত্যা করা যাবে না। তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।[১০২]

---

১০১ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ- يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সুসংবাদ দেয়া হয়, তার গানির কারণে সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্বেও কি তাকে রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট। আল কুর'আন,১৬ : ৫৮, ৫৯

১০২. وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً "দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।" *আল কুর'আন*, ১৭:৩১। মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী, *পবিত্র কোরআনুল করীম*, অনুবাদ : মাওলানা মুহি উদ্দীন খান, মাদীনা মুনাওয়ারা : খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিঃ

Dhaka University Institutional Repository

শিশু সর্ম্পকে বাংলাদেশের আইন ঃ গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে নিম্নবর্ণিত বিধান বিধৃতঃ

২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জন সাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তেও অধীন করা যাইবে না।[১০৩]

(৪) "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"

বয়সের কারণে শিশু শ্রেণী স্বভাবতই নিত্যন্ত দুর্বল। তাহাদের পক্ষ সমর্থনের তেমন কোন প্রতিনিধিও নাই। শুধুমাত্র শিশু শ্রেণীর জন্য আইন প্রণয়ন তাই শুধু আইন সিদ্ধ নয়, যুক্তিযুক্তও।

বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে বলা হয়েছে যে, সাত বছরের নীচে যে শিশুর বয়স, সে কোন অপরাধ করতে পারে না (৮২ধারা)। সাত থেকে বার বছরের মধ্যে যে শিশুর বয়স তার মাথায় যদি যথেষ্ট বুদ্ধি হয়ে থাকে তবে তার অন্যায় কাজকে অপরাধ বলা যাবে (৮৩ ধারা)। কিন্তু রেলওয়ে আইনের ১৩০ ধারায় এই দায় হতে মুক্তি দেয়া হয়নি।

কারণ সন্তান ও পিতা মাতাকে আল্লাহই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকেন। এবং রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যারা শিশু সন্তানদের প্রতি দয়াশীল নয় তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। শিশু অধিকার নিয়ে পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আয়াত রয়েছে। আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ ও কনভেনশনের বহু আগে ইসলাম শিশু অধিকার রক্ষার নির্দেশ দিয়ে ব্যাপক দিক নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলাম ধর্ম শিশু অধিকার যথাযথভাবে পালনের জন্য বিয়ের আগে থেকেই প্রস্তুতির কথা বলেছে। নারী বা পুরুষকে সৎ ও পবিত্র জীবনসঙ্গী বেছে নিয়ার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছে যার পেছনে একটি লক্ষ্য হচ্ছে, সমাজকে ভালো মানুষ উপহার দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কারণ মা-বাবা সৎ ও মহৎ হলে সাধারণভাবে সন্তানও সৎ ও মহৎ হিসেবে গড়ে ওঠে। আর বাবা-মা যদি ভালো মানুষ না হয় তাহলে অনাগত শিশুর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। এজন্য ইসলাম ধর্মে একটি শিশু যখন মায়ের গর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় থাকে তখন থেকেই তার ব্যাপারে যত্নশীল হওয়ার প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছে।

দণ্ডবিধির ৮৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ক্ষতি করলেও এতে কোন অপরাধ হবে না

(ক) বার বছরের কম বয়স্ক বা উম্মাদ ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য যদি উহা করা হয়, এবং

(খ) যদি উহা উক্ত ব্যক্তিদের অভিভাবক বা আইনানুগ তত্ত্বাবধানকারী প্রকাশ্য বা পরোক্ষ সম্মতিক্রমে করা হয় এবং

(গ) যদি উহা সৎ বিশ্বাসে করা হয়, তবে

(ঘ) ইচ্ছাকৃত হত্যা বা হত্যার প্রচেষ্টা এই ব্যতিক্রমে পড়ে না, এবং

(ঙ) মৃত্যু যদি [illegible] হয় তাহলে [illegible] এই ব্যতিক্রমে [illegible]

(চ) উহা যদি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত বা গুরুত্তর পীড়া নিবারন করার জন্য হয় তবে উহা এই ব্যতিক্রমের মধ্যে আসবে, এবং

(ছ) গুরুতর আঘাত বা গুরুতর আঘাতের প্রচেষ্টা এই ব্যতিক্রমে আসবে না,

(জ) উহা যদি গুরুতর আঘাত বা মৃত্যু বা গুরুতর পীড়া বা অন্য কোন প্রকার কষ্ট নিবারণের জন্য করা হয় তবে উহা এই ব্যতিক্রমের মধ্যে আসবে, এবং

(ঝ) যে অপরাধের প্রতি এই ব্যতিক্রম প্রযোজ্য নহে সেই অপরাধের সহায়তার প্রতি এই ব্যতিক্রম প্রযোজ্য নয়।

---

১০৩. গাজী শামছুর রহমান, ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ। ইফাবা প্রকাশনা : ৮৮৩/১, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, পৃ.২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

দণ্ডবিধির ১০ ধারায় বলা হয়েছে যে, ১২ বছরের কম বয়সের শিশুর প্রদত্ত সম্মতিকে আইনগত সম্মতি বলা যায় না।

৩৬১ ধারায় বলা হয়েছে, ১৪ বছরের কম বয়সের বালককে এবং ১৬ বছরের কম বয়স্ক বালিকাকে জোর করে বা প্রলুব্ধ করে স্থানান্তরে নেওয়া অপরাধ।

সাক্ষ্য আইনের (Evidence Act 1872) ১১৮ ধারায় বলা হয়েছে ঃ শিশু সাক্ষ্য যোগ্যতা নির্ধারনের মাপকাঠি তার বয়স নয় বরং তার বোধশক্তি। কোন শিশু আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে যোগ্য বিবেচিত হতে পারে যদি মনে হয় সে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলি বুঝতে এবং উহাদের যুক্তি সঙ্গত উত্তর দিতে সক্ষম। আইনে এমন কোন বয়স সীমা নির্দিষ্ট নেই যখন বোধ শক্তির অভাবের যুক্তিতে কাউকে সাক্ষ্য দিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য বলে ঘোষণা করা যেতে পারে। অথবা এমন কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ও নেই যার দ্বারা তার সেই বুদ্ধি এবং জ্ঞানের পরিধি নির্ধারিত হয় যা তাকে সাক্ষ্য হিসাবে যোগ্য প্রমাণ করে। এই ধরনের সব প্রশ্নই অনেক কিছু নির্ভর করে বিচারকের বিবেক ও বিচক্ষণতার উপর।[১০৪]

ফৌজদারী কার্যবিধি (Code of Criminal Procedure Act 1898) (৪৪৮), ধারায় বলা হয়েছে ঃ ম্যাজিস্ট্রেটকে শিশু বিষয়ে কিছু ক্ষমতা দিয়েছে। তিনি পিতাকে তার ঔরসজাত শিশুকে ভরণ-পোষণ দেবার আদেশ দিতে পারেন।

১৯৭৪ সালে শিশু আইনে (The Children Act 1974) শিশুদের সার্বিক কল্যাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশু অপরাধীদের ও সংস্কারের ব্যবস্থা এই আইনে বিদ্যমান।

৪.৩.২ নবজাতকের পরিচর্যায় ইসলাম

প্রত্যেক বাবা-মায়ের জন্য সন্তান মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ একটি নিয়ামত। আর সুসন্তান পিতা মাতার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ হতে একটি শ্রেষ্ঠ উপহার ও বিশেষ দান। তাই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পুত্র বা কন্যা অথবা উভয়ই দান করেন।[১০৫] নবজাতকের পরিচর্যা ও করণীয় সম্পর্কে ইসলাম বিধান হলো- সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পিতা-মাতা প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। এবং সন্তানের কল্যাণের জন্য দু'আ করবে[১০৬] যেভাবে হজরত ইবরাহিম (আ.) দু'আ করেছিলেন।[১০৭]

---

১০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

১০৫. لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُوراً أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ অর্থ-'সমস্ত আসমান ও জমিনের বাদশাহী ক্ষমতা মহান আল্লাহ তা'আলার, তিনি যাকে ইচ্ছা কণ্যা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র কণ্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা করে দেন বন্ধ্যা, নতিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। আল-কুর'আন, ৪২:৪৯,৫০

১০৬. وَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ 'স্মরণ করো, যখন ইবরাহিম (আ.) কে তাঁর রব কয়েকটি বাণী দিয়ে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করেন। তিনি বলেন, আমি তোমাকে মানুষের জন্য নেতা বানাব। সে বলল, আমার বংশধরদের থেকেও? তিনি বলেন, জালিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না।' আল-কুর'আন ০২: ১২৪

১০৭. ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ - رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعِ 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দোয়া শ্রবণকারী। হে আমার রব! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব! আমার দোয়া কবুল করুন। হে আল্লাহ! যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।' আল-কুর'আন, ১৪: ৩৯-৪১

Dhaka University Institutional Repository

গোসল করাবে ও শুকনো জায়গায় রেখে ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দিবে।[১০৮] কেননা হজরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হাসান ইব্ন আলী (রা:)-কে প্রথম দিনে রাসূল (সা) তাঁর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিয়েছিলেন[১০৯] এবং তাহনীক বা মিষ্টিমুখ করেছেন। (সূত্র ঃ বায়হাকী) অতঃপর মায়ের শাল দুধ শিশুকে খাওয়াবে যা শিশুর জন্য অনেক উপকারী ও রোগের প্রতিষেধক এবং এতে ভিটামিন এ ও ই রয়েছে।[১১০] শিশুকে কমপক্ষে দু' বছর মায়ের দুধ পান করানোর উপর ইসলামে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে।[১১১] সপ্তম দিনে মাথা মুণ্ডন করে আকীকা ও সুন্দর নাম রাখবে। কেননা আকীকা ও নাম রাখা সর্ম্পকে রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা শিশুদের সুন্দর সুন্দর অর্থবহ নাম রাখো ও আকীকা করো। কারণ "কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজ নিজ নামে ও তোমাদের পিতার নামে ডাকা হবে। অতএব তোমরা নিজেদের উত্তম নাম রাখো"(আবু দাউদ)। এবং আড়াই বছর হলে খতনা করানো যা নবীদের সুন্নত।[১১২] অত:পর, ইসলামের আদর্শে সৎ চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।[১১৩] এবং প্রথমে আল্লাহর পরিচয় শিক্ষা দিতে হবে।[১১৪]

অত:পর নবজাতককে

---

১০৮. আবু রাফে' (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছি যে, ফাতিমা (রাঃ)-এর গর্ভ থেকে হাসান (রাঃ)-এর জন্ম হ'লে রাসূল (সা.) তাঁর কানে সালাতের আযানের মত আযান দিয়েছিলেন। *তিরমিযী, ১৫১৪; আবূ দাউদ, ৫১০৫*

১০৯. রাসূলুল্লাহ (সা.) হাসান (রা.) এর আকীকা দিয়ে ফাতেমা (রা.) কে বললেন, তার মাথা মুণ্ডন করে দাও এবং চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সদকা করে দাও। *তিরমিযী, ১৫১৯*

১১০. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ এ হচ্ছে আল্লাহর ঐ ফিৎরাত (প্রকৃতিজাত আদর্শ) যার উপর সমস্ত মানবগোষ্ঠীকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক-সুন্দর দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। আল-কুর'আন, ৩০:৩০

১১১. وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু বছর দুধ পান করাবে। *আল-কুর'আন*,০২:২৩৩। আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *মানব সম্পদ উন্নয়ন: প্রেক্ষিতে ইসলাম*। প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর-২০০৬। প্রকাশক-ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭,পৃ.৭৭

১১২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, স্বভাবসুলভ ধর্ম বা অভ্যাস পাঁচটি : খতনা করা, গুপ্তাঙ্গের লোম কামানো, মোচ কাটা, নখ কাটা এবং বগলের নিচের লোম তুলে ফেলা। বুখারি, ৫৮৮৯

১১৩. أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ সৎ কাজ করতে ও সংযমী হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর। তবে পাপ ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করনা। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। আল-কুর'আন, ০৫:০২

১১৪. ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ "পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন"। আল কুর'আন, ৯৬: ১। মুহাম্মদ খলিলুর রহমান, *আল কুর'আনের অভিধান*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক মুমিন সেন্টার, ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

বংশধারা সুনিশ্চিত করা হয়।[১১৫] যাতে তার জন্মসূত্র নিয়ে কেউ কটাক্ষ করতে না পারে। অত:এব, প্রত্যেক পিতা-মাতাকে ইসলামের বিধান আলোকে নবজাত সন্তানের পরিচর্যা ও লালন পালন করা নৈতিক দায়িত্ব ও ইমানের দাবি।

৪.৩.৩ ইসলামে অটিস্টিক সন্তানের স্বীকৃতি ও পিতৃত্বদান

ইসলামে সন্তানের স্বীকৃতি ও পিতৃত্ব ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। ইসলামী আইন ব্যবস্থায় বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে সন্তান জন্ম হলে পিতার স্বীকৃতিতে ঐ সন্তান তারই ঔরসজাত বলে স্বীকৃতি লাভ করবে।[১১৬] পিতা যদি অস্বীকৃতি জানায় তাহলে শপথের মাধ্যমে ঐ প্রশ্নের সামাধান করতে হবে (শরহে বেকায়া)। আর যদি সন্তান জারজ হয়, ইসলামী আইন ব্যবস্থায় সে উত্তরাধিকার পায় না। ভরণ পোষণের অধিকারও তার নেই। আমাদের দেশের ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮৮ ধারা অনুযায়ী জারজ সন্তানও ভরণ-পোষণের অধিকার পায়।[১১৭] বাংলাদেশের প্রায় সব পারিবারিক আইনে পিতাই সন্তানের অভিভাবক। তবে বাবা-মায়ের বিবাহ-বিচ্ছেদ কিংবা বাবার মৃত্যুর পর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সন্তানকে হেফাজতে রাখার অধিকার মা পেয়ে থাকেন। বাংলাদেশের আদালত প্রথাগত এ আইনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করেছেন। সন্তানের অভিভাবকত্ব এবং জিম্মাদারির বিধান নিয়ে লিখেছেন গাজী আফসানা, বিষয়টি হল সাকিব ও নিপার বিয়ে হয়েছে প্রায় চার বছর আগে। সংসারে বনিবনা না হওয়ায় সাকিব এক পর্যায়ে নিপাকে তালাক দেয়। বিচ্ছেদ হওয়ার পর তাদের চার বছরের ছেলে নাহিদকে নিজের কাছে রেখে দেয় সাকিব। এমনকি মায়ের সঙ্গে দেখাটুকু পর্যন্ত করতে দেয় না। এমতাবস্থায় নিপার কাছে আইনি কোনো অধিকার আছে কি, যার মাধ্যমে সে তার সন্তানের দাবি করতে পারে? মুসলিম পারিবারিক আইনে সন্তানের হেফাজতের অধিকার একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মায়ের হাতে থাকে। সন্তানের মালিকানা সংক্রান্ত ব্যাপারে আইনে দুটি নীতি প্রচলিত আছে। একটি অভিভাবকত্ব অন্যটি [illegible] অভিভাবক থাকেন পিতা।[১১৮]

কেননা ইসলামে মর্যাদার বিবেচনায়, ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান। এজন্য পুরুষ, নারী ও শিশু সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই ইসলামে রয়েছে কল্যাণ, শান্তি ও মুক্তির বাণী। শৈশবকাল মানব জীবনের মূল ভিত্তি এবং শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। ইসলাম আল্লাহর পরিচয় জানতে শৈশবকালের প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ করেছে। শিশুর জন্ম, তার খাদ্য, লালন-পালন, জীবনের নিরাপত্তা, শিক্ষাদীক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি বিষয় কুর'আন-হাদিসে আলোচিত হয়েছে। পিতার ঔরসে বা মায়ের গর্ভে সন্তানের আকৃতি সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব থেকেই শরিয়তে তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। রাসূল (সা.) বিবাহে প্রস্তাবিত যুবতী মেয়ের অভিভাবকদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন ধর্মপরায়ণ ও চরিত্রবান পাত্রের সন্ধান করে। [illegible] তোমরা তার সাথেই তোমাদের মেয়েদের বিবাহ দেবে। যদি তোমরা এ নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হও তাহলে পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়।" শরিয়তের বিধানমতে মুসলমান নারী-পুরুষের বৈধ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দাম্পত্য জীবন শুরুর মাধ্যমে নবজাতকের পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জন্মসূত্র এবং

---

১১৫. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ মানুষের জন্য আল্লাহর একটি নির্দেশনা হলো যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে পার এবং তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালবাসা এবং দয়া। আল-কুর'আন, ৩০:২১

১১৬. মহানবী (সা.)-এর নবুওয়েতের পূর্বে কৃতদাস শিশু যায়েদ ইবনে হারেছাকে মুক্ত করে দত্তক পুত্র করে রেখেছিলেন। সে রাসূল (সা.)-এর ঘরে, তারই পিতৃস্নেহে লালিত-পালিত হয়ে বড় হয়। আমরা তাকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ (মুহাম্মদের পুত্র যায়েদ) বলেই সম্বোধন করতাম। যখন আহজাবের ৫ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, 'তাদের (পালক সন্তানদের) পিতৃ-পরিচয়ে তোমরা তাদের ডাকবে'- তখন আমরা আমাদের পূর্বের ডাক পরিবর্তন করি। *মুসলিম, ৬৪১৫*

১১৭. গাজী শামছুর রহমান, ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ। ইফাবা প্রকাশনা : ৮৮৩/১, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, পৃ. ২৭৬

১১৮. রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জানা সত্ত্বেও অন্য কাউকে পিতা বলে ডাকবে সে কুফরি করবে। যে ব্যক্তি অন্য বংশের পরিচয় দিবে সে জাহান্নামকে তার ঠিকানা বানাবে। *বোখারী, ৩৫০৮*

Dhaka University Institutional Repository

সেক্ষেত্রে বাবার বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা পর্যন্ত দেয়া যাবে। ৪৬ ডিএলআর-এর আয়েশা খানম বনাম মেজর সাব্বির আহমেদ মামলার মাধ্যমে এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণত সুন্নি হানাফি আইনের অধীনে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সন্তানের হেফাজতের কোনো অধিকার মায়ের কাছে অবশিষ্ট থাকে না। তবে পরে আদালতের রায়ের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, শুধু নাবালক থাকা কালেই নয়, সন্তানের কল্যাণার্থে নির্দিষ্ট বয়সের পরেও মায়ের জিম্মাদারিত্বে সন্তান থাকতে পারে। যদি আদালতের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, সন্তান মায়ের হেফাজতে থাকলে তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ স্বাভাবিক হবে, সন্তানের কল্যাণ হবে এবং স্বার্থ রক্ষা হবে-সেক্ষেত্রে আদালত মাকে ওই বয়সের পরেও সন্তানের জিম্মাদার নিয়োগ করতে পারেন। আবু বকর সিদ্দিকী বনাম এস এম এ বকর ৩৮ ডি এল আরের মামলায় এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, মুসলিম আইনে মা সন্তানের আইনগত অভিভাবক নন; কেবলমাত্র জিম্মাদার বা হেফাজতকারী। মাতার অবর্তমানে শিশুর জিম্মাদারি মায়ের নিকটাত্মীয়দের কাছে চলে যাবে। এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ক্রমধারা অবলম্বন করা হবে। মায়ের অবর্তমানে নাবালক শিশুর হেফাজতকারী পর্যায়ক্রমে হবেন মায়ের মা (নানি, নানির মা, যত ওপরের দিকে হোক), পিতার মা (দাদি, দাদির মা; যত ওপরের দিকে হোক), পূর্ণ বোন (মা, বাবা একই), বৈপিত্রেয় বোন (মা একই কিন্তু বাবা ভিন্ন), আপন বোনের মেয়ে (যত নিচের দিকে হোক), বৈপিত্রেয় বোনের মেয়ে (যত নিচের দিকে হোক), পূর্ণ খালা (যত ওপরের দিকে হোক), বৈপিত্রেয় খালা (যত ওপরের দিকে হোক), পূর্ণ ফুফু (যত ওপরের দিকে হোক)। উল্লিখিত, আত্মীয়রা কেবল ক্রমানুসারে একজনের অবর্তমানে বা অযোগ্যতার কারণে অন্যজন জিম্মাদারিত্বের অধিকারী হবেন।

মা সন্তানের অভিভাবকত্ব হারানোর কারণ ঃ কিছু কারণে মা তার জিম্মদারিত্বের অধিকারটুকু হারাতে পারেন। নিচের যে কোনো এক বা একাধিক কারণে মা এই অধিকার হারাবেন। যথা ১.নীতিহীন জীবনযাপন করলে। ২.যদি এমন কারো সঙ্গে তার বিয়ে হয় যিনি শিশুটির নিষিদ্ধ স্তরের মধ্যে ঘটলে তার ওই অধিকার পুনর্জীবিত হয়। ৩.সন্তানের প্রতি অবহেলা ও দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে। ৪.বিয়ে থাকা অবস্থায় বাবার বসবাসস্থল থেকে দূরে বসবাস করলে। ৫.যদি সে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করে। ৬.যদি সন্তানের পিতাকে তার জিম্মায় থাকা অবস্থায় দেখতে না দেয় তবে আদালতের আদেশ ছাড়া সন্তানের জিম্মাদারের অধিকার থেকে মাকে বঞ্চিত করা যায় না। আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ ১৩ ডি এল আরের জোহরা বেগম বনাম মাহমুনা খাতুন মামলায় আদালত বলেন, নিষিদ্ধ স্তরের বাইরে মায়ের বিয়ে হলেই মায়ের কাছ থেকে হেফাজতের অধিকার চলে যাবে মা যদি তার নতুন সংসারে সন্তানকে হেফাজতে রাখতে পারেন; সেক্ষেত্রে তাকে সন্তানের জিম্মাদারি দিতে কোনো সমস্যা নেই। মা অথবা অন্যান্য নারী আত্মীয়দের অবর্তমানে শিশুর জিম্মাদার হতে পারেন যারা তারা হলেন বাবা, বাবার বাবা (যত ওপরের দিকে হোক), আপন ভাই, রক্তের সম্পর্কের ভাই, আপন ভাইয়ের ছেলে, রক্তের সম্পর্কের ভাইয়ের ছেলে, বাবার আপন ভাইয়ের ছেলে, বাবার রক্তের সর্ম্পকের ভাইয়ের ছেলে। মনে রাখতে হবে, একজন পুরুষ আত্মীয় একজন নাবালিকার জিম্মাদার কেবল মাত্র তখনই হতে পারবেন যখন তিনি ওই নাবালিকার নিষিদ্ধ স্তরের আত্মীয় হন।

নাবালেগ শিশুর সম্পত্তির অভিভাবকত্বের ধরন ঃ মুসলিম আইনে কোনো নাবালক শিশুর সম্পত্তির তিন ধরনের অভিভাবক হতে পারে। আইনগত অভিভাবক, আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক এবং কার্যত অভিভাবক। আইনগত অভিভাবকরা হলেন, বাবা, বাবার ইচ্ছা পত্রে (উইল) উল্লেখিত ব্যক্তি, বাবার বাবা (দাদা), বাবার বাবার ইচ্ছা পত্রে (উইল) উল্লিখিত ব্যক্তি। উল্লিখিত আইনগত অভিভাবকরা কিছু জরুরি কারণে নাবালকের সম্পত্তি বিক্রি অথবা বন্ধক দিতে পারেন, ওই সন্তানের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য তার অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি অথবা বন্ধক দিতে পারেন কিংবা নাবালকের ভরণপোষণ, উইলের দাবি, ঋণ, ভূমিকর পরিশোধ ইত্যাদির জন্য একজন আইনগত অভিভাবক নিচের এক বা একাধিক কারণে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেন। যেমন: ক. ক্রেতা দ্বিগুণ দাম দিতে প্রস্তুত, খ. স্থাবর সম্পত্তিটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, গ. সম্পত্তিটি রক্ষণাবেক্ষণে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হচ্ছে। যখন কোনো আইনগত অভিভাবক পাওয়া যায়না তখন আদালত নাবালকের সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য অভিভাবক নিয়োগ করতে পারেন। এভাবে নিযুক্ত অভিভাবকরাই হলেন আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক। তবে এই অভিভাবক আদালতের অনুমতি ছাড়া কোনো কারণেই সম্পত্তির কোনো অংশ বিক্রি, বন্ধক, দান, বিনিময় বা অন্য কোনো প্রকার হস্তান্তর করতে পারবে না। নাবালককে রক্ষার জন্য আইনগত অভিভাবক বা আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক না হয়েও যে কেউ নাবালকের অভিভাবক হিসেবে কাজ করতে পারেন। বাস্তবে এরকমভাবে যিনি অভিভাবক হিসেবে কাজ করেন তিনিই হলেন কার্যত অভিভাবক। তবে তিনি কোনো অবস্থাতেই সম্পত্তির স্বত্ব,স্বার্থ বা অধিকার হস্তান্তর করতে পারবেন না।[১১৯]

ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান হল শিশু তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব। পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম ও স্থায়ী সম্পর্ক হচ্ছে মাতা-পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক জন্মগত, যা অস্তিত্বের মাঝে বিরাজমান। মানুষ যতদিন তার অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকবে, ততদিন সে তার মাঝে স্বীয় মাতা-পিতার পরিচয় বহন করবে। সন্তান পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখার বহু আগ থেকেই মাতা-পিতার দেহে অবস্থান করে। অনুরূপ ভাবে মাতা-পিতা অবস্থান করে তার মাতা-পিতার দেহে। এভাবে মানব প্রজন্মের একটি ধারা গিয়ে মিলে যায় পৃথিবীর প্রথম মানব ও মানবী হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) এর মাঝে।[১২০] সে দিক দিয়ে সাধারণ ভাবে সন্তানের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মাতার উপর বর্তে এজন্য মাকে সুস্থ, বিশ্বাসযোগ্য এবং পুণ্যবতী ইসলামের অনুসারী হতে হবে। আর যদি মা পুর্ণবিবাহ করে অথবা মারা যায় তবে সাধারণ ভাবে সন্তানের তত্ত্বাবধানের অধিকার মা হারাবে এবং দায়িত্ব গ্রহণ করবে মাতৃ সর্ম্পকীয় আত্মীয়গণ। তার পরে আসে পিতা বা পিতৃ সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ। এই তত্ত্বাবধান ছেলের বেলায় সাত ও মেয়ের বেলায় নয় বছর পর্যন্ত কার্যকর হয়। আর এ বিধান স্বাভাবিক ও অটিস্টিক শিশুর ক্ষেত্রে সমান। এরপর পিতা তাদের অভিভাবকত্বের ভার পান (লুদ্দর-াতহুম)। 'আর শিশুরাই মানব জাতির ভবিষ্যৎ। আজকের শিশুই আগামী দিনে দেশ, জাতি, সমাজ ও পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। অতএব, শিশুর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পিতা মাতাকে সঠিকভাবে পালন করতে আল্লাহ নির্দেশ

১১৯। وَآتُواْ ٱلْيَتَامَىٰٓ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيرا এবং ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ প্রদান কর এবং ভালোর সাথে মন্দের বদল করো না এবং তাদের মাল নিজেদের মালের সঙ্গে মিশিয়ে গ্রাস করো না, নিশ্চয় এটা মহাপাপ। আল-কুর'আন, ০৪ : ০২

১২০. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবী কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক। আল-কুর'আন ০৪:০১

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন।[১২১] মাতার তত্ত্বাবধানে থাকা কালেও কিংবা তার পরেও নাবালেগ কাল উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত সন্তানের উপর এবং তার সম্পত্তির উপর পিতার অভিভাকত্ব থাকে যা রাসূল (সা.) এর হাদিসের মাধ্যমে বালেগ ও নাবালেগ পার্থক্য করা যায়।[১২২] আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে অগণিত নিয়ামত দান করেছেন। এসব নিয়ামতের মধ্যে সন্তান অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত।[১২৩] তাই সুসন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা। কেননা সুসন্তান পারিবারিক এবং সমাজিক জীবনে একটি অমূল্য সম্পদ।[১২৪] সন্তান ভালো হলে পিতা মাতার আনন্দের অবধি থাকে না এবং সমাজে ও পরিবারের মুখ উজ্জল হয়। অতএব সন্তান জন্মের পর সকল ক্ষেত্রে তার সফলতার জন্য পিতা-মাতাকে চেষ্টা ও সর্বদা আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে।[১২৫] সন্তানের ভরণ-পোষণ, শিক্ষাদান প্রভৃতি ছাড়াও মনের দিক থেকে তাকে হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসা দেয়া ও ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করা,তার সামনে দাম্পত্য কলহে লিপ্ত না হওয়া প্রভৃতিও পিতা মাতার দায়িত্বের মধ্যে অত্যন্ত গূরুত্বপূর্ণ।[১২৬] তাই অটিস্টিক শিশুও সাধারণ শিশু থেকে ভালো ভূমিকা রাখতে পারে, যদি পিতা-মাতার স্নেহ ভালোবাসা পায়।

আর এ ক্ষেত্রে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পেছনে পিতার চেয়ে মাতার কষ্ট অনেক গুণ বেশি। সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মাতা-পিতার প্রতি প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু দায়িত্ব কার্যকর হতে শুরু করে এবং তখন থেকেই সেই দায়িত্ব অনুযায়ী কাজ করা মাতা-পিতার কর্তব্য। মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের হক হচ্ছে প্রথমত: তিনটি। জন্মের পরে পরেই তার একটি সুন্দর নাম রাখা। কেননা হাশরের ময়দানে সকল মানুষ একত্রিত হবে এবং ব্যক্তিকে তার নাম ও তার বাবার নামসহ ডাকা হবে।[১২৭] জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়লে তাকে কুর'আন তথা ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া। আর সে যখন পূর্ণ বয়স্ক হবে, তখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করা। আর যদি সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর বিয়ের ব্যবস্থা না করা হয়, তা মাতা-পিতার অপরাধের মধ্যে গণ্য হবে। এবং ভবিষ্যতে ইসলামী আদর্শ মুতাবিক সমাজ গড়ে উঠতে বাধাগ্রস্থ হবে। অনুরূপভাবে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সপ্তম দিনে আকীকা করা ও ইসলামী আদর্শ মুতাবিক গড়ে তোলা মাতা-পিতার দায়িত্ব।[১২৮]

~~এ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে সন্তান বাবার পরিচয়ে বড় হবে মায়ের পরিচয়ে নয়। কারণ বাবাই উপরন্তু ইসলাম সন্তান ও মায়ের ভরণ পোষণের দায়িত্ব অর্পন করেছে।~~

~~৪.৩.৪ ইসলামে অটিস্টিক শিশু তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব~~

---

১২১. وَوَصَّيْنَا ٱلإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ ٱلْمَصِيرُ আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভ ধারণ করে, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। কাজেই আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। ফিরে আসা তো আমারই কাছে। আল-কুর'আন, ৩১:১৪

১২২. ''ইব্ন উমর (রা:) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন আমাকে ওহুদের বছর রাসূল (সা.) এর সামনে উপস্থাপিত করা হলো; তখন আমি চৌদ্দ বছরের বালক ছিলাম; রাসূল (সা.) আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। অতপর খন্দকের বছর আমাকে রাসূল (সা.)-এর সামনে উপস্থাপিত করা হলো তখন আমি পনের বছরের বালক ছিলাম; এবার রাসূল (সা.) আমাকে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন। উমর বিন আব্দুল আজীজ বলেন, এটাই হচ্ছে যোদ্ধাদের ও (শিশু) বালকদের মধ্যকার পার্থক্য। *বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ, ২১০৩

১২৩. وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ 'আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছেন।' আল-কুর'আন, ১৬:৭২

১২৪. *প্রাগুক্ত, পৃ.* ২৭১

১২৫. وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً এবং যারা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি দান করুন যারা হবে আমাদের জন্য চোখজুড়ানো। আর আপনি আমাদেরকে করুন মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। আল-কুর'আন, ২৫:৭৪

১২৬. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً বলুন, 'প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং আপনার রব সম্যক অবগত আছেন চলার পথে কে সবচেয়ে নির্ভুল।' আল-কুর'আন ১৭:৮৪

১২৭. إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ হযরত আবু দারদা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে ডাকা হবে তোমাদের ও তোমাদের বাবার নাম নিয়ে (অর্থাৎ এভাবে ডাকা হবে- অমুকের ছেলে অমুক)। তাই তোমরা নিজেদের জন্য সুন্দর নাম রাখ। *সুনানে আবু দাউদ*, ৪৯৪৮

১২৮. নবী করিম (সা.) সপ্তম দিনে সন্তানের নাম রাখতে, মস্তক মুন্ডন করতে এবং আকীকা করতে আদেশ দিয়েছেন। *তিরমিযী*, ২৭৫৮

Dhaka University Institutional Repository

আদায় করে, তার সুন্দর একটি নাম নির্বাচন করে, ইসলাম শিক্ষা দেয়, সঠিক সময়ে বিয়ের ব্যবস্থা করে, তাহলে ঐ সন্তান কখনো মাতা-পিতার কষ্টের কারণ হতে পারে না বরং সে হবে মাতা-পিতার চোখের শীতলতা। কুরআন শিখানোর পাশাপাশি ইসলামের অনান্য বিধান শিক্ষা দেয়া। তাহল নামায পড়ানো যা হাদীসে সাত বছর বয়স থেকেই আদেশ করা হয়েছে।[১২৯] এবং তাওহীদ বা একত্ববাদের আদর্শে সন্তানের জীবনের ভিত্তি গড়ে তোলা। এ প্রসঙ্গে কুর'আন মাজীদে উল্লেখিত হযরত লোকমান (আ)-এর নসিহত তাঁর পুত্রের প্রতি- বিশেষভাবে স্মরণীয়।[১৩০] তাই পিতা মাতার হক আদায়ের পাশাপাশি সন্তান তাদের জন্য দু'আ করবে যা মহান আল্লাহতা'আলা নির্দেশ।[১৩১] মাতা-পিতা কর্তৃক শৈশবে সন্তানের প্রতি যে দরদ-মায়া ও ভালবাসা পূর্ণ আচরণ প্রকাশ পায়, সেই আচরণের কথা স্মরণ করে দিয়ে মহান আল্লাহ মাতা-পিতার প্রতি রহমত কামনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর পরে মাতা-পিতার সম্মানের স্থান, তাদের জন্য মহান আল্লাহ সরাসরি দু'আ করার নির্দেশ দিয়ে তাদের সম্মান যে কত উঁচু সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।[১৩২] আর আল্লাহর সাথে শরিক করা ও পিতা মাতার নাফরমানী করা কবিরা গুনাহ।[১৩৩] রাসূলুল্লাহ (সা.) কবীরা গুনাহ কি কি তা বলতে গিয়ে শিরক করা ও মাতা-পিতার নাফরমানী করাকে একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।[১৩৪] বতর্মানে সন্তানদেরকে ইসলামী ভাবধারা থেকে দূরে রাখার ফলে সন্তানেরা মাতা-পিতাকে 'বোঝা' মনে করে ঠেলে দিচ্ছে 'বৃদ্ধাশ্রমে'।[১৩৫] অতএব, আমাদের অটিস্টিক শিশু সন্তানকে সাধারণ শিশু সন্তানের সাথে ইসলামের সঠিক বিধি বিধান শিক্ষা দিয়ে সঠিক তত্ত্বাবধানের[১৩৬] মাধ্যমে গড়ে তুলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাদের কাছ থেকে ইসলামী নিয়মে সম্মান ও মর্যাদা পেতে পারি, সেজন্য সকল অভিভাবককে সচেতন হতে হবে যা তাদের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৪.৪ ইসলামে প্রতিবন্ধী অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও করণীয়

---

১২৯. তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের নামায পড়তে আদেশ কর, যখন তারা সাত বছর বয়সে পৌঁছবে এবং নামাযের জন্য তাদের প্রহার কর (শাসন কর) যখন তারা দশ বছরে উপনিত হবে। আর তখন তাদের জন্য পৃথক শয্যার ব্যবস্থা করাও কর্তব্য।' *আবু দাউদ*, ৪১৮

১৩০. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ اَلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ অর্থ-ইরশাদ হচ্ছে, 'হে প্রিয় পুত্র! আল্লাহর সাথে শিরক কর না। কেননা, শিরক হচ্ছে অত্যন্ত বড় জুলুম।' আল কুর'আন,৩১:১৩। আবদুর রহমান ইবনে নাসের আস্-সা'দী, *তাফসীরুল কারীমির রহমান, (আরবী) বয়রূত, লেবানন* : *মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ*, ১৪২২হি. ২০০১

১৩১. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوٓاْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ اَلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ اَلذُّلِّ مِنَ اَلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ اَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيراً তোমার প্রতিপালক আদেশ করেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়জন তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে উফ (বিরক্তি, উপেক্ষা, ক্রোধ অথবা ঘৃণাসূচক কোন কথা) বলিও না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলিও। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার ডানা অবনত করিও এবং বলিও, হে আমার প্রতিপালক ! তাদের প্রতি রহমত নাযিল কর, যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছে। আল কুর'আন, ১৭:২৩,২৪

১৩২. وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ اَلذُّلِّ مِنَ اَلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ اَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيراً আর মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, 'হে আমার রব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। *আল কুর'আন*, ১৭:২৪

১৩৩. রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,'খালেকের নাফরমানী করে মাখলুকের উপর ভরসা করা যাবে না'। দ্র. *মুসনাদে আহমদ*, ১০৪১

১৩৪. আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং মাতা-পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ।' দ্র. *বুখারী*, ৫৫১৯

১৩৫. হযরত জাহেমা (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-এর কাছে জিহাদে শরীক হওয়া সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য উপস্থিত হলাম। তখন রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন রাসূল (সা.) বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং তোমার মায়ের সম্মান ও খেদমত করতে থাক। কেননা তার পায়ের নীচেই জান্নাত।'দ্র. *নাসাঈ* , ৩০৫৩

১৩৬. এ প্রসঙ্গে কয়েকজন সাহাবি বর্ণনা করেন, 'মহানবী (সা.)-এর নবুওয়েতের পূর্বে কৃতদাস শিশু যায়েদ ইব্ন হারেছাকে মুক্ত করে দত্তক পুত্র করে রেখেছিলেন। সে রাসূল (সা.)-এর ঘরে, তারই পিতৃস্নেহে লালিত-পালিত হয়ে বড় হয়। আমরা তাকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ (মুহম্মদের পুত্র যায়েদ) বলেই সম্বোধন করতাম। যখন আহজাবের ৫ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, 'তাদের (পালক সন্তানদের) পিতৃ-পরিচয়ে তোমরা তাদের ডাকবে'- তখন আমরা আমাদের পূর্বের ডাক পরিবর্তন করি। দ্র. *মুসলিম*, ৬৪১৫

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪.১ ইসলামে প্রতিবন্ধী অটিস্টিক শিশুর অধিকার

ইসলাম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। যাতে রয়েছে মানুষের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত সুসংবদ্ধ নীতিমালা ও ব্যাখ্যা। মানুষের নিজস্ব যুক্তি-বুদ্ধি যেখানে অচল সেখানে রয়েছে সুন্দর ব্যাখ্যা। এজন্য আল্লাহ তা'আলা কুর'আন মজীদে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কোন বিষয় সিদ্ধান্ত করলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর নিজেদের কোন ব্যাপারে অন্য কোন সিদ্ধান্তের এখতিয়ার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে'।[১৩৭] উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, মানুষের কল্যাণে তথা অধিকারের ক্ষেত্রে কারও কমবেশী ও কোনরূপ সংশোধন করার সুযোগ নেই।[১৩৮] ইসলামে অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সম্পর্কিত বলে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক কেমন হবে তা উল্লেখ আছে।[১৩৯] একইভাবে পিতা-মাতার উপর সন্তানের, সন্তানের উপর পিতা-মাতার অধিকার কেমন হবে তার ঘোষণা রয়েছে। অনুরূপ ভাবে স্ত্রীর উপর স্বামীর, স্বামীর উপর স্ত্রীর, নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গী-সাথী, গরীব-মিসকীন, নিঃস্ব, ইয়াতীম, মুসাফির, হিন্দু, খ্রীষ্টান, রোগী, অসহায়ব্যক্তি, শ্রমিক, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিসহ পৃথিবীর সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পরস্পরের উপর অধিকার কেমন হবে তা ইসলামে নির্ধারিত রয়েছে।[১৪০] এমনকি জীব-জন্তু, পশু-পাখির সাথেও কেমন আচার-আচরণ করতে হয় তার স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। কিন্তু অনেক আধুনিক পণ্ডিত তা জানে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর ইহসান অত্যাবশ্যক করেছেন।[১৪১] প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশু ব্যক্তিগণ আল্লাহর অনান্য সৃষ্টি, তাই তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হক্কুল্লাহ এর মধ্যে পড়ে। অতএব তোমরা যখন কোন ব্যক্তির অধিকার নষ্ট করার চিন্তা করবে তখন আল্লাহকে ভয় করবে। এছাড়াও তোমরা যখন কোন পশুকে হত্যা করবে, দয়ার্দ্রতার সাথে হত্যা করবে। আর যখন যবেহ করবে, তখন দয়ার সঙ্গে যবেহ করবে। তোমাদের সবাই যেন ছুরি ধারালো করে নেয় এবং তার যবেহকৃত জন্তুকে কষ্টে না ফেলে'।[১৪২] তিনি আরো বলেন : 'যে ব্যক্তি একটি চড়ুই পাখি যবেহর সময়ও দয়া প্রদর্শন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন'।[১৪৩] অন্য এক হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা:) হ'তে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে জিনিসের মধ্যে প্রাণ আছে, তোমরা তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট বানিও না'।[১৪৪]

---

১৩৭. আল কুর'আন, ৩৩:৩৬

১৩৮. وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ أَلاَّ تَطْغَوْاْ فِى ٱلْمِيزَانِ যাতে তোমরা সীমালঙ্ঘন না কর দাঁড়িপাল্লায়। আর তোমরা ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না। আল-কুর'আন, ৫৫:০৮, ০৯

১৩৯. إِنَّآ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً আমরা তো আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি আল্লাহ আপনাকে যা জানিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করতে পারেন। আর আপনি বিশ্বাসভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করবেন না। আল-কুর'আন, ০৪:৩৬

১৪০. إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ হুকুমের মালিক তো আল্লাহ্ই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি। আর আল্লাহই উপর যেননির্ভরকারীরা নির্ভর করে।' আল-কুর'আন, ১২:৬৭

১৪১. هَلْ جَزَآءُ ٱلإِحْسَانِ إِلاَّ ٱلإِحْسَانُ- فَبِأَيِّ آلاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ইহসানের প্রতিদান ইহসান ছাড়া আর কী হতে পারে। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে। আল-কুর'আন, ৫৫:৬০,৬১

১৪২. *মুসলিম* , ৪৯৪৯, অধ্যায়-৩৫, অনুচ্ছেদ-১১; মিশকাত, ৪০৭৩

১৪৩. *সিলসিলা সহীহা*, ২৭

১৪৪. *মুসলিম*, মিশকাত, ৪০৭৬

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তি-দলীল পেশ করেছেন, কিন্তু প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যাক্তির উপর নিষ্ঠুর আচরণ করা যাবে না এ মর্মে বিভিন্ন দেশের সংবিধানে আইন লিখিত আছে কিন্তু বাস্তবে তার কোন বাস্তবায়ন হয়না। অন্যদিকে চিরন্তন অবিস্মরণীয় এক শাশ্বত বিধান ইসলামে শত শত বছর পূর্ব থেকে সংরক্ষিত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে যতদিন পৃথিবী টিকে থাকবে। সুতরাং এ কথা আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করতে পারি যে, অধিকার বিষয় মানুষ প্রদত্ত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা নয়; কুরআন-সহীহ সুন্নাহতেই তার চমৎকার সমাধান রয়েছে। অতএব, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যাক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের বিধান অতুলনীয়। তাই ইসলামের বিধান আলোকে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুর অধিকারসমূহ হল,পূর্ণ দুই বছর মাতৃদুগ্ধ পান ও পরিচযার্র সাথে পালিত হওয়া, নিরাপত্তা লাভ, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বংশ বা জন্মসূত্রদান, ধর্মীয় শিক্ষা লাভ, দু'আ ও স্নেহ পাওয়া, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত হওয়া, সৎ উপদেশ পাওয়া, বিলাসিতা মুক্ত থাকা, মাতা-পিতার সুসম্পর্কের ভেতর লালিত হওয়া, বৈষয়িক ও ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ, অটিস্টিক কন্যা শিশুর বেশি আদর পাওয়া এবং দুঃস্থ-ইয়াতিম অটিস্টিক শিশুর বিশেষ যত্ন পাওয়া। বিস্তারিত আলোচনা করা হল। যথা-

পূর্ণ দুই বছর মাতৃদুগ্ধ পানের অধিকার ঃ শিশু জন্মের পর মায়ের উপর নির্ভরশীল হয়। শিশুর জন্মের সাথে সাথে আল্লাহর রহমতে মাতৃস্তনে সৃষ্টি হয় শিশুর উপযোগী খাবার। সুতরাং পৃথিবীতে কোন মা যেন বিশেষ কারণ ছাড়া স্বীয় দুধপান থেকে সন্তানকে বঞ্চিত করে শিশুর অধিকার অস্বীকার না করেন। সন্তানকে দুধপান করানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন।[১৪৫]

এরকম বহু দৃষ্টান্ত পবিত্র কুর'আনে আছে যার মাধ্যমে ইসলাম মানুষ ও সৃষ্টিকুলের জন্য কত উদারতা ও মহানুভবতা দেখিয়েছে তা প্রমাণ করেছেন। অথচ বহু বছর ধরে অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী ও আইন প্রণেতাগণ মানুষের অধিকার সম্পর্কে কিছু

১৪৫. وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
আর জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্য পান করাবে, এটা সে ব্যক্তির জন্য, যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায়। পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের (মাতাদের) ভরণ-পোষণ করা। কাউকেও তার সাধ্যাতীত কাজের ভার দেয়া হয় না। কোনো মাতাকে তার সন্তানের জন্য এবং যার সন্তান (পিতা) তাকেও তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। আর উত্তরাধিকারীরও অনুরূপ কর্তব্য। কিন্তু যদি তারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চায়, তবে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই। আর যদি তোমরা (কোনো ধাত্রী দ্বারা) তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য পান করাতে চাও, তাহলে যদি তোমরা প্রচলিত বিধি মোতাবেক বিনিময় দিয়ে দাও তবে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আর আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষকারী। আল-কুর'আন, ০২:২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ কারণ ছাড়া কোন মা শিশুকে দুধ পান হ'তে বঞ্চিত করে যে ক্ষতি সাধন করে, তা অপূরণীয়। কারণ স্তন্যদান মায়ের মধ্যে সৃষ্টি করে শিশুর প্রতি এক বিশেষ স্নেহ প্রবণতা ও আবেগ-অনুভূতি। যে সকল মহিলা তাদের চাকচিক্য ও রূপ-লাবণ্য নষ্ট হবার ভয়ে শিশুকে বুকের দুধ পান করানো হ'তে বিরত থাকে, তাদের এ হীন মানসিকতা পরিত্যাগ করা উচিত। শিশুর স্বাস্থ্য, মন-মানসিকতা, চরিত্র ও রুচি গঠনে মায়ের দুধের ভূমিকা যথেষ্ট। বিশেষ কারণ বশত ঃ কোন শিশুকে আপন মা ব্যতীত অন্য মহিলার দুধপান করানোর প্রয়োজন হয়ে পড়লে, সেক্ষেত্রে দুশ্চরিত্রা ও অসুস্থ মহিলার দুধপান করানো হ'তে বিরত রাখতে হবে। এটা শিশুর মৌলিক অধিকার।

পরিচর্যার সাথে পালিত হওয়ার অধিকার ঃ সন্তান মায়ের হৃদয়ের স্নেহ-যত্ন পাওয়া তার অন্যতম মৌলিক অধিকার। ইসলামের নির্দেশ হল মা কোন প্রকার সংশয় ও ঘৃণা না রেখে আন্তরিক ভালবাসা দিয়ে সন্তানের পরিচর্যা করবে। আদর-স্নেহ হ'তে কখনো বঞ্চিত করবে না এতে সন্তানদের স্বভাব-চরিত্রে বিরূপ প্রভাব পড়ে থাকে। আর স্নেহের পরশে প্রতিপালনকারী মা আল্লাহর অনুগ্রহের অংশীদারিণী হয়ে থাকেন। রাসূল (সা.) একবার হাসান বিন আলী (রাঃ)-কে স্বস্নেহে চুম্বন করেন। আকরা বিন হাবিস আত-তামিমী (রাঃ) এ দৃশ্য দেখে বললেন (إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ) আমার দশটি সন্তান আছে, আমি তাদের কাউকেই কোন দিন চুম্বন করিনি। রাসূল (সা.) বললেন, إِنَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না'।[১৪৬] অন্য হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالُوا لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقَبِّلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদল বেদুঈন নবী করীম (সা.)-এর নিকট এসে বলল; তোমরা কি তোমাদের সন্তানদেরকে চুমু দাও? উপস্থিত সবাই বলল, হ্যাঁ। তখন তারা বলল, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমরা তাদেরকে চুমু দেই না। তখন নবী করীম (সা.) বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের অন্তর থেকে মায়া-মমতা তুলে নিলে আমি কী করতে পারি'।[১৪৭] শিশুর জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে মায়ের নিকট অধিক সময় থাকে। তাই মায়ের অপত্য স্নেহের পরশ না পেলে সে নিজেকে অসহায় মনে করে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, এ অসহায়ত্বের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এমন রূপ ধারণ করবে যা সারা জীবন মাশুল দিয়েও পরিশোধ করা যাবে না। তাই মায়ের স্নেহের পরিচর্যার সাথে পালিত হওয়া শিশুর মৌলিক অধিকার।

যা আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় মায়ের বুকের দুধ শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানযুক্ত আল্লাহ প্রদত্ত এক মহান তৈরী খাবার। ... সর্বজন ... শিশুর শরীরের বৃদ্ধি ঘটানোতে কার্যকর ভূমিকা ~~পালন করে থাকে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিশুর শরীরের খাদ্য চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে, মায়ের বুকের দুধে অনুরূপ পরিবর্তন প্রতিদিনই ঘটে থাকে। শিশুর দেহে যে পরিমাণ তাপমাত্রা হ'লে দুধ তার দেহে কাজে লাগতে পারে, সেরূপ তাপমাত্রা মায়ের বুকের দুধে বিদ্যমান থাকে। শিশুকে সুস্থ-সুন্দর করে গড়ে তুলতে হ'লে মায়ের বুকের দুধের বিকল্প নেই।১৪ মায়ের বুকের দুধে বেশ কিছু রোগ প্রতিরোধক উপাদান থাকে। যেমন- আই জি এ ল্যাকটোফেরিন এবং লাইসোজাইম। এছাড়াও মায়ের বুকের দুধে প্রচুর শ্বেত রক্তকণিকা থাকে যেগুলো আবার আই জি এ ল্যাকটোফেরিন, লাইসোজাইম, ইন্টারফেরন তৈরী করে। বাইফিডাস ফ্যাক্টর নামে আরও একটি পদার্থ মাতৃদুগ্ধে পাওয়া যায়। এগুলো সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করে।~~ যার ফলে বাচ্চার দেহে ডায়রিয়া, কান পাকা ও শ্বাসনালীর রোগ কম ~~হয়। এছাড়া মাতৃদুগ্ধ পানে হৃৎপিন্ডের রোগ, করোনারী, খাদ্যনালীর রোগ প্রভৃতি প্রতিরোধ করে। মায়ের দুধ পান শিশুর চেহারার লাবণ্য সৃষ্টি করে, বাকশক্তি ও সাধারণ বুদ্ধি বিকাশে সাহায্য করে।~~

নিরাপত্তা লাভের অধিকার ঃ শিশুর জীবনের নিরাপত্তা ও বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে মা বাবার হৃদয় নিংড়ানো ঐকান্তিক আদর, ভালবাসা ও স্নেহ-মমতার কোমল পরশে সন্তানকে লালন-পালন করা মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের (সন্তান ও জননীর) ভরণ-পোষণের ভার পিতার উপরই ন্যস্ত' (বাক্বারা,২:২৩৩)। পিতার নিকট হ'তে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় মৌলিক উপকরণ সন্তানের প্রাপ্য অধিকার। সন্তানের এ সমস্ত প্রয়োজন পূরণে পিতা অমনোযোগী হ'লে অবশ্যই তাকে জবাবদিহি করতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই আপন আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[১৪৮] সন্তানের জীবনের

---

১৪৬. *তিরমিযী*, ১৯১১

১৪৭. *ইবনু মাজাহ*, ৩৬৬৫

১৪৮. *বুখারী*, ৫২০০ ; *মিশকাত*, ৩৬৮৫

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা, চিকিৎসা, রোগমুক্ত রাখা, স্বাস্থ্যবান রূপে গড়ে তোলা এবং জীবনের উন্নতি ও বিকাশকল্পে পিতাকে যথোপযুক্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জন্ম হবার পর সাধারণত ঃ প্রথম ৪ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত শিশুরা মায়ের বুকের দুধের উপর নির্ভরশীল থাকে। এ সময় পিতাকে মায়ের খাদ্যের প্রতি সুদৃষ্টি দিতে হবে। ছয় মাস অতিক্রান্ত হ'লে মায়ের দুধের পাশাপাশি শিশুর উপযোগী অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে খিচুড়ি, ভাত, রুটি ও অন্যান্য খাদ্যের অভ্যাস গড়ে তুলা। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় যেন টাটকা শাক-সবজি থাকে সেদিকেও পিতাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। এছাড়াও আয়োডিনযুক্ত লবণ ও বিশুদ্ধ পানির যোগান দেয়া। এতে খাদ্যের মৌলিক ছয়টি গুণ সংগৃহীত হবে। আর এর দ্বারা শরীরের গঠন ও ক্ষয়পূরণ নিশ্চিত হবার সাথে সাথে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। হাদীসে নিজ পরিবারের জন্য ছওয়াবের আশায় ব্যয় করার ফলস্বরূপ একটি 'ছাদাক্বা' রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে'।[১৪৯] অন্য হাদীসে রাসূল (সা.) বলেছেন, يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ أَفْضَلُ دِيْنَارٍ 'সর্বোত্তম ব্যয় হচ্ছে ঐ অর্থ (দিনার) যা কোন ব্যক্তি ব্যয় করে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য'।[১৫০] যার মাধ্যমে শিশুরা নিরাপদ জীবন লাভ করবে। আর জীবনে নিরাপত্তা লাভ করা তাদের মৌলিক অধিকার। যা সে পিতা-মাতা ও অভিভাবকের কাছ থেকে পেয়ে থাকে।

পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বংশ বা জন্মসূত্রদান পাওয়ার অধিকার ঃ একজন শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার মন থাকে সম্পূর্ণরূপে পূতপবিত্র ও নিস্পাপ। সে সময় তাকে সর্বপ্রথম যে বাক্য শুনানো হবে, সেটাই হবে তার সারাজীবনের চলার পাথেয়। তাই তাকে সর্বপ্রথম আল্লাহর পরিচয় ও একাত্ববাদ শিক্ষা দিতে হবে। এবং তার বংশ জন্মসূত্র নিশ্চিত করতে হবে।[১৫১] আর শিশুর বংশধারার বৈধতার লক্ষ্যে ইসলাম বিবাহের প্রচলন করেছে। সন্তান লাভের জন্য শরিয়তের বিধানমতে মুসলমান নারী-পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া একান্ত বাধ্যতামূলক, যাতে তার জন্মসূত্র নিয়ে কেউ কটাক্ষ করতে না পারে।[১৫২] দাম্পত্য বন্ধন পরিবারের মূল ভিত্তি। অজ্ঞতার যুগে সন্দেহজনক পিতৃত্ব নিয়ে কোনো কোনো হতভাগ্য শিশুকে চলতে হতো। একাধিক ব্যক্তি একটি শিশুর পিতা বলে দাবি করত। দাবির সমর্থনে তারা যুক্তিও পেশ করত। যার ফলে ইসলাম পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বংশ বা জন্মসূত্রের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে।[১৫৩]

---

১৪৯. *বুখারী, মুসলিম; মিশকাত, ১৯৩০*

১৫০. *মুসলিম, ৯৯৪; মিশকাত* ১৯৩২

১৫১. يَٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۤاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত। আল-কুর'আন, ৪৯:১৩

১৫২. أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ সৎ কাজ করতে ও সংযমী হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর। তবে পাপ ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করনা। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। আল-কুর'আন, ০৫:০২

১৫৩. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوۤاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ মানুষের জন্য আল্লাহর একটি নির্দেশনা হলো যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে পার এবং তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালবাসা এবং দয়া। আল-কুর'আন, ৩০:২১

Dhaka University Institutional Repository

মানবগোষ্ঠীকে সৃষ্টি করেছেন যাতে সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই, এটাই সঠিক-সুন্দর দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।[১৫৪] তাই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বংশ বা জন্মসূত্রদান অটিস্টিক শিশুর মৌলিক অধিকার।

ধর্মীয় শিক্ষা লাভের অধিকার ঃ প্রাথমিক জ্ঞানের সাথে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা লাভ করা প্রত্যেক শিশুর মৌলিক অধিকার। কেননা শিশু জন্ম হ'তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মায়ের নিকটে লালিত-পালিত হয়। আর মায়ের কোল থেকেই শিশুর জ্ঞান আহরণের যাত্রা শুরু হয়। শিশুর মন এ সময় অত্যন্ত কোমল থাকে, সে জন্য তখন তাকে যে শিক্ষা দেয়া হয়, তা সে সহজে গ্রহণ করে। এ শিক্ষা তার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হিসাবে কাজ করে। তাই শিশুর মুখে বুলি ফুটতে শুরু করলে মাকে কথা বলার সময় অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সন্তানের সামনে কটু বা খারাপ বাক্য উচ্চারণ করা হ'তে নিজেদের সংযত রাখতে হবে। ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করতে হবে। মা ইসলামের সুমহান শিক্ষার কথা সুমধুর ভাষায় শিশুর মাঝে ছড়িয়ে দিবেন। কেননা মায়ের মিষ্টিমিষ্টি কথা শিশুর অন্তরকে প্রবলভাবে আর্কষণ করে। এজন্য শিশুকে ইসলামের প্রাথমিক বিষয়সমূহ শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে অধিক ভোজনের অপকারিতা, জোরে চীৎকার করে কথা না বলা, দুষ্টু প্রকৃতির ছেলে-মেয়েদের সাথে মিশতে না দেয়া, মিথ্যা, অহেতুক অশালীন কথা ও কাজ থেকে বিরত রেখে জ্ঞান দান করার চেষ্টা করা। শিশুর নিজের কাজ যথাসম্ভব নিজ হাতে করানোর অভ্যাস করা। ভাল কাজ করলে ধন্যবাদ প্রদান এবং মন্দ কাজ করলে মৃদু শাসনে উহার অপকারিতা সর্ম্পকে ভয় দেখিয়ে বিরত রাখা। এবং আল্লাহর একাত্ববাদ ও কুর'আন শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে[১৫৫] মা তার অন্তরকে মানবীয় গুণাবলী (ভদ্রতা, বিনয়, সরলতা, সত্যবাদিতা) সুন্দর চরিত্রের (সততা, পরোপকারিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, দানশীলতা, জীবে দয়া, বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ) জ্ঞানে পরিপূর্ণ করে দিবেন। শিশুকে সৌজন্যবোধ শিক্ষা দেয়া মায়ের দায়িত্ব কেননা সন্তান মাকে বেশী অনুসরণ করে। তাই শিশু প্রশংসনীয় কাজ ও সুন্দর চরিত্রে সজ্জিত হয়ে যাতে বড় হ'তে পারে সে জন্য মাকে বেশি ভূমিকা রাখতে হবে। একজন শিশু পরবর্তী জীবনে পৃথিবীর সকলের নিকট এক আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার জন্যই মায়ের নিকট হ'তে সে এই গুণাবলী অর্জনের অধিক হকদার।[১৫৬] কেননা আজকের শিশু আগামী দিনে সুস্থ পরিবার, সুন্দর সমাজ ও জাতি গঠনের মৌলিক স্তম্ভ। পাশাপাশি অহংকার, মিথ্যা, ধোকাবাজী, গীবত, চোগলখোরী, মূর্খতা, উদাসীনতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা ইত্যাদির প্রতি তাদের হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে। পিতাকে শিশুর আচার-আচরণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন সে বিকৃত স্বভাব, অপসংস্কৃতি ও কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে বিপথে চলে না যায় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। যার ফলে বৃহত্তর সমাজ ও জাতি নিঃসন্দেহে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

কুর'আন মাজীদে বলা হয়েছে আল্লাহর ঐ ফিৎরাত (প্রকৃতিজাত আদর্শ) যার উপর সমস্ত

দু'আ ও স্নেহ পাওয়ার অধিকার ঃ শিশু সর্বপ্রথম প্রভাবিত হয় তার পিতা-মাতার দ্বারা। কারণ শিশু তার আচার-আচরণে তাদেরকেই আদর্শরপে গ্রহণ করে। তাই মাতা-পিতার কর্তব্য সন্তানের সুস্থ ও

---

১৫৪. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ' এ হচ্ছে আল্লাহর ঐ ফিৎরাত (প্রকৃতিজাত আদর্শ) যার উপর সমস্ত মানবগোষ্ঠীকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক-সুন্দর দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না'। আল-কুর'আন, ৩০:৩০

১৫৫. أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তর সমূহে তালা রয়েছে। আল-কুর'আন, ৪৭:২৪

১৫৬. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ আর অবশ্যই আমরা এ কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। আল-কুর'আন, ৩৯:২৭

Dhaka University Institutional Repository

স্বাভাবিক মন-মানসিকতা বিকাশের জন্য তাদের সামনে সুন্দর চরিত্র ও উত্তম আচরণ প্রকাশ করা।[১৫৭] অর্থাৎ পিতা-মাতা উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতিময় দাম্পত্য জীবন বজায় রাখা। পিতা-মাতার মধ্যে মনোমালিন্য ও কলহ-বিবাদ থাকলে সন্তানের উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ে। যে সমস্ত পিতা-মাতার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বিরাজমান থাকে, সেসব মা-বাবার সন্তানেরা স্বাভাবিকভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে। সন্তানের ব্যাপারে পিতা-মাতার মাঝে যেন কোন প্রকার অন্যমনস্কতা ও শৈথিল্যের সৃষ্টি না হয়, সে ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা, লালন-পালন ও জাগতিক ব্যাপারে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার পর পিতার অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দো'আ করা।[১৫৮] অপরপক্ষে সন্তানকে কোন অভিশাপ বা বদদো'আ করা পিতার জন্য শোভনীয় নয়। এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর নিকট এসে নিজের এক পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করল। তিনি বললেন, 'তাকে তুমি কোনরূপ বদদো'আ করেছ কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তুমি তাকে নষ্ট করেছ'।[১৫৯] তাই সন্তানকে বদদো'আ না করে দুআ ও স্নেহ করা কেননা এটা তার মৌলিক অধিকার।

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত হওয়ার অধিকার ঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সৌন্দর্যের মূল ভিত্তি। কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত তার শরীরকে পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করার ব্যাপারে সচেষ্ট না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ইসলামের মানদণ্ডে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত এবং সর্বদিকে সম্মানিত ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত পানাহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের বেলায় সকল প্রকার ময়লা ও অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে থাকতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে না। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মা তার ছোট্টমণিকে শিশুকাল থেকে শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন। শরীরের রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার নিমিত্তে কাপড়-চোপড় পরিচ্ছন্ন, খাদ্যদ্রব্য পবিত্র রাখা এবং খাদ্যের পাত্র পরিষ্কার করা একান্ত দরকার।[১৬০] এ ব্যাপারে মা সন্তানকে অভ্যস্ত করে তুলবেন। কারণ পবিত্রতা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা দান করে যা কুরআন মাজীদে এসেছে।[১৬১] যেমনিভাবে নিজের শরীর ও মনকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, তেমনিভাবে ঘর-দরজা, বাড়ীর চারপাশের পরিবেশ, রাস্তা-ঘাট, পরিষ্কার রাখতে হবে। একথা মা তার সন্তানকে শৈশব থেকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে এ ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলবেন। রাসূল (সা.) এ সম্পর্কে বলেন, نَظِّفُوْا أَفْنِيَتَكُمْ. 'তোমরা তোমাদের বাড়ির আঙ্গিনা ও সম্মুখ ভাগ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ'।[১৬২]

---

১৫৭. اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِى وَهَبَ - رَبِّ اَجْعَلْنِى مُقِيمَ اَلصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَتِى رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اَغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ اَلْحِسَابُ لِى عَلَى اَلْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ اَلدُّعِ 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দোয়া শ্রবণকারী। হে আমার রব! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব! আমার দোয়া কবুল করুন। হে আল্লাহ! যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।' আল-কুর'আন, ১৪: ৩৯-৪১

১৫৮. أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ اَلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا -وَاَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً تَحِيَّةً وَسَلاَماً এবং যারা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা হবে আমাদের জন্য চোখজুড়ানো। আর আপনি আমাদেরকে করুন মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। তারাই, যাদেরকে প্রতিদান হিসেবে দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। আর তারা প্রাপ্ত হবে সেখানে অভিবাদন ও সালাম। আল-কুর'আন, ২৫:৭৪,৭৫

১৫৯. এইইয়াউ উলূমিদ্দীন (অনূদিত), (ঢাকা : দি তাজ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৪), পৃ ২৬৩

১৬০. হাসান আইউব, *ইসলামের সামাজিক আচরণ*, এ এম এম সিরাজুল ইসলাম (অনু.), ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন্স, ২০০৪, পৃ. ৪৩২

১৬১. إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন। আল-কুর'আন, ০২:২২২

১৬২. *তিরমিযী*,২৭৯৯; *মিশকাত*, ৪৪৮৭

Dhaka University Institutional Repository

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যেরূপ প্রশিক্ষণ দান করবেন, সেভাবে জীবনের বাকী দিনগুলি সে অতিবাহিত করবে। তাই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত হওয়া শিশুর মৌলিক অধিকার।

সৎ উপদেশ পাওয়ার অধিকার ঃ মানুষ আল্লাহর খলীফা। আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন করাই মানুষের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রতিটি মানুষের উপর একদিকে রয়েছে স্রষ্টার অধিকার, আর অপর দিকে রয়েছে অগণিত সৃষ্টির অধিকার। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির অধিকার সুন্দররূপে আদায়ের জন্য সন্তানের উন্নত মন-মানসিকতা গঠন করার ব্যাপারে মাকে সচেষ্ট হ'তে হবে। শিশুর মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি জাগ্রত করতে হবে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে আল্লাহর অধিকার পূর্ণরূপে আদায় করলে পরকালে চিরসুখের স্থান জান্নাত পাওয়া যাবে। আর তা আদায় না করলে চরম শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। এভাবে মা সৎ উপদেশের মাধ্যমে শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটাবেন।[১৬৩] সৃষ্টির প্রতি অধিকার বলতে পিতা-মাতা, ভাই-বোন,পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন তথা বিশ্বের সকল সৃষ্টজীবের সাথে উত্তম আচরণ করলে ইহজীবনে শান্তি ও পরজীবনে পুরষ্কার লাভে সক্ষম হবে, একথা তাদের মনের মধ্যে গ্রোথিত করে দিবেন। এছাড়াও অপসংস্কৃতির সয়লাব থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করবেন। তাদের মধ্যে বীরত্ব, দৃঢ়তা সৃষ্টি করা এবং ভীরুতা-কাপুরুষতা পরিহারের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করবেন। বৈধ সীমানার মধ্যে অবস্থান করে নিজের আত্মসম্মানবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দিতে হবে। অপরপক্ষে অন্যের সম্মান যেন বিনষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মোটকথা তাদেরকে পরিকল্পিত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে, যাতে করে তারা নিজেদেরকে বিশ্ববাসীর সামনে এক উত্তম উদাহরণ হিসাবে পেশ করতে সক্ষম হয়। তাই মা-বাবার কাছে সৎ উপদেশ পাওয়া তার মৌলিক অধিকার।

বিলাসিতা মুক্ত থাকার অধিকার ঃ বিলাসিতা মুক্ত রেখে শিশুকে ইসলামের অনুশাসনে জ্ঞান দান ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত করা প্রত্যেক পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। কারণ প্রতিটি শিশু ইসলামের ফিতরাতের যোগ্যতা সহ জন্মগ্রহণ করে।[১৬৪] চাই হোক সে সাধারণ শিশু অথবা অটিস্টিক শিশু। সুন্দর চরিত্রে চরিত্রবান হবার যোগ্যতা প্রতিটি শিশুর মধ্যেই বিদ্যমান আছে; যদি পিতা এ ব্যাপারে যত্নবান হন এবং পরিবেশ অনুকূলে থাকে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আসমান-যমীন সব কিছুতেই আল্লাহর অস্তিত্ব বিদ্যমান এ ধারণাটি শিশুদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দিতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে এক আল্লাহর উপর ঈমান আনা, অতঃপর রাসূল, ফেরেশতা, কুরআন মাজীদ সহ অন্যান্য ইলাহী গ্রন্থসমূহ, কবর, হাশর-নশর, আখেরাত ইত্যাদির উপর ঈমান আনয়নের ব্যাপারে শিক্ষা দিতে হবে। শৈশবে শিশুর মন অত্যন্ত পবিত্র এবং নরম থাকে। নরম মাটিকে কুমার যা ইচ্ছা তা করতে পারে। অনুরূপভাবে মা পবিত্র নরম হৃদয়ের শিশুটিকে পবিত্রতা তথা এবং শিরক ও বিদ'আতের অকল্যাণ ও ভয়াবহতার কথা তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে।[১৬৫]

---

১৬৩. وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ - وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ আর তুমি উপদেশ দিতে থাক, কেননা উপদেশ মু'মিনদের উপকার করবে। আমি জ্বিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই 'ইবাদাত করবে। আল-কুর'আন, ৫১:৫৫,৫৬

১৬৪. *বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত, ৯০*

১৬৫. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِى ٱلآفَاقِ وَفِيۤ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ অচিরেই আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাব, বিশ্ব জগতের প্রান্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অবশ্যই এটা (কুরআন) সত্য। এটা কি আপনার রবের সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সব কিছুর উপর সাক্ষী। আল-কুর'আন, ৪১:৫৩

Dhaka University Institutional Repository

সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করবে। এটাই দৃঢ় সংকল্পের কাজ। অহংকারবশতঃ তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করবে না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করবে না। কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পসন্দ করেন না। তুমি চলাফেরা করবে সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করবে। নিশ্চয়ই গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।[১৬৬] ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একজন শিশুকে আদর্শ মানুষের মূর্তপ্রতীক হিসাবে বিশ্বদরবারে পেশ করার জন্য লোকমান (আঃ)-এর উপদেশ 'ম্যাগনাকার্টা' হিসাবে গৃহীত। এই মডেল তৈরী করার জন্য পিতাকে যত্নবান হওয়া অবশ্যই দরকার। এবং রাসূল (সা.) বলেছেন সাত বছর বয়স হলে নামাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও দশ বছর হলে নামাজের জন্য প্রহার করতে।[১৬৭] সন্তানকে জীবনের ঊষালগ্ন হ'তে বিলাসিতা ও অলসপ্রবণ করে গড়ে তুললে তার ভবিষ্যত হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। তাই সন্তানকে কষ্টসহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল এবং পরিস্থিতির মোকাবিলা করার উপযুক্ত হিসাবে গড়ে তোলা পিতার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে পালন করলেই সন্তান যেন তার অধিকার পিতার নিকট থেকে বুঝে পেল। তাই বিলাসিতা মুক্ত থেকে ইসলামের অনুশাসনে জ্ঞান অর্জন করে অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া প্রত্যেক অটিস্টিক শিশুর মৌলিক অধিকার।

মাতা-পিতার সুসম্পর্কের অধীনে লালিত হওয়ার অধিকার ঃ সন্তান আল্লাহ তা'আলার অগণিত নে'য়ামতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নে'য়ামত ও বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লামা আলূসী (রহঃ) বলেছেন, 'ধন-সম্পদ হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায় আর সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম'। পিতা-মাতার নিকট থেকে স্নেহ-মমতাসহ সন্তানের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবার অধিকার আছে। সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন, نّ اِوَ لَكـفـسِنَلِ لَيۡلَعَ قًّحَ لَكِ ۡهلَِوَ لَيۡلَعَ قًّحَ طِعۡفَ لَكُّ يۡذِ قٍّحَ قّهُحَ نّ اِ لَكَّبّرَلِ لَيۡلَعَ قًّحَ. 'তোমার উপর তোমার রবের হক রয়েছে, তোমার শরীরের হক রয়েছে এবং তোমার পরিবারের হক রয়েছে। অতএব প্রত্যেককে তার অধিকার দাও'। রাসূল (সা.)-এর কাছে সালমান (রাঃ)-এর এ বক্তব্য পেশ করা হ'লে তিনি বলেন, 'সালমান সত্য বলেছে'।[১৬৮] কারণ মানব সন্তান পশু-পাখির মত নয় বিধায় তারা পুরোপুরি আদর-যত্ন, স্নেহ-মমতা না পেলে তাদের পক্ষে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব। সন্তান পিতা-মাতার যৌথ ফসল। মহান আল্লাহ তা'আলার সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি মানব সন্তান পিতা-মাতার নিকট পবিত্র আমানত। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যাদের প্রচুর সম্পদ রয়েছে, কিন্তু তা ভোগ করার মতো কোন উত্তরাধিকারী নেই। তারা হাজারও চেষ্টা-সাধনা ও কামনা করে একটি সন্তান লাভ করতে পারছে না। অপরপক্ষে বহু লোক আছে যাদের যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও বহু সংখ্যক সন্তানের জনক। সন্তান লাভ করা আল্লাহর পক্ষ হ'তে এক বিশেষ নে'য়ামত যে ব্যাপারে আল্লাহতা'আলা পবিত্র কুর'আনে এরশাদ করেছেন।[১৬৯] পিতা শিশুকে লোকমান (আঃ)-এর ছেলেকে প্রদত্ত নছীহতের অনুসরণে উপদেশ প্রদান করবেন এবং তা যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন। লোকমান স্বীয় সন্তানকে বলেছিলেন, 'হে বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক কর না। নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলুম'। 'হে বৎস! কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা ভুগর্ভে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন।[১৭০] নিশ্চয়ই আল্লাহ সুক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত। 'হে বৎস! সালাত প্রতিষ্ঠা করবে।

১৬৬. আল-কুর'আন, ৩১:১৬-১৯
১৬৭. রাসূল (সা.) বলেছেন, مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বৎসর বয়সে ছালাত আদায়ের জন্য আদেশ করবে এবং দশ বৎসর বয়সে ছালাত আদায় না করলে প্রহার করবে, আর তাদের শয্যা পৃথক করে দিবে। *আবূ দাঊদ, ৪৯৫; মিশকাত,৫৭২*
১৬৮. *বুখারী, ১৮১, ১৮৪; রিয়াদুছ ছালেহীন, ১৪৯*
১৬৯. لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান'। আল-কুর'আন ৪২: ৪৯,৫০

Dhaka University Institutional Repository

পালন করতে হয়। অভ্যন্তরীণ কাজ-কর্ম, শিশুর লালন-পালন ও প্রাথমিক শিক্ষার মত মৌলিক ও ধৈর্যসাধ্য কাজগুলি সাধারণতঃ মায়ের উপর বর্তায়। শিশু নির্দোষ প্রকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে আসে। তাকে দৈহিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলে উপযুক্ত নাগরিক করার দায়িত্ব পিতা-মাতার।[১৭০] সন্তান পিতা-মাতার যৌথ উদ্যোগের এক অনুপম উপহার। পিতা-মাতা উভয়ের নিকট সন্তানের অধিকার স্বীকৃত। তাই মাতা-পিতার সুসম্পর্কের ভেতর লালিত হওয়া অটিস্টিক শিশুর মৌলিক অধিকার।

বৈষয়িক ও ব্যবহারিক শিক্ষা লাভের অধিকার ঃ দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক কাজ রয়েছে, যা একজন মানুষ জীবনের সূচনা হ'তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হ'লে বড় হয়ে তা পালনে ব্যর্থ হয়।[১৭১] নিজের ব্যবহৃত কাপড়-চোপড় গোছানো, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, অযূ-গোসল করে পাক-পবিত্র হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সন্তানকে শিক্ষা দিতে হবে, হোক সে সাধারণ শিশু বা অটিস্টিক শিশু।[১৭২] বিশেষ করে মেয়ে সন্তানকে গৃহস্থালী কাজ-কর্মে অভ্যস্ত করে তোলা, রান্না-বান্না ও অন্যান্য কাজের শিক্ষা দিয়ে দক্ষ ও সুনিপুণ করে গড়ে তুলতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে তারা আদর্শ গৃহিনী হ'তে পারে। মানুষের চলার পথে ব্যবহারিক জীবনের কাজগুলি শিক্ষা দিয়ে সন্তানকে ভবিষ্যৎ জীবনের সোপান তৈরী করে দিতে মা একটি উত্তম প্রতিষ্ঠান। একথা স্মরণ রেখে প্রত্যেক মায়ের স্বীয় দায়িত্ব পালন করা যা সন্তানের অন্যতম অধিকার। তাই বৈষয়িক ও ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করা শিশুর মৌলিক অধিকার।

অটিস্টিক কন্যা শিশুর বেশি আদর পাওয়ার অধিকার ঃ ইসলাম অটিস্টিক কন্যা শিশুকে মায়ের বেশি আদর পাওয়ার অধিকার দিয়েছে। কারণ সন্তানের তত্ত্বাবধান করা একজন আদর্শ মায়ের বড় কর্তব্য। সন্তানকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৎ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই মাকে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হয়। সন্তানকে উত্তমরূপে গড়ে তোলার ব্যাপারে মাকেই মমতাময়ীর ভূমিকা পালন করতে হয়। ইসলাম মাকে গৃহের দায়িত্বশীলরূপে স্থির করেছে। রাসূল (সা.) এরশাদ করেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান কর্তা। পুরুষ তার পরিবারের কর্তা আর নারী তার ঘরের কর্ত্রী'।[১৭৩] বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ 'স্ত্রীরা নিজের স্বামীর ঘর ও তার সন্তানের রক্ষক, সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[১৭৪]

সন্তানের লালন, পরিপুষ্টি, সংরক্ষণ, পরিবৃদ্ধি সর্বোপরি আল্লাহর মর্যি মোতাবেক একজন সুন্দর মানুষ হিসাবে তার জীবন গঠন করার দায়িত্ব মাতা-পিতা উভয়ের। শিশুকে বড় করে তোলার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা পরস্পর পরিপূরক দায়িত্ব পালন করেন। উপার্জন, শাসন, নিয়ন্ত্রণ ও বহিরাঙ্গনের শ্রমসাধ্য দায়িত্ব পিতাকে

১৭০. মহানবী (সা.) বলেছেন, مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ 'প্রতিটি শিশুই ফিতরাতের (ইসলাম) ওপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়'। *বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত*, ৯০

১৭১. يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ যাকে ইচ্ছে তিনি হিকমাত দান করেন এবং যে ব্যক্তি এ জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়, নিঃসন্দেহে সে মহাসম্পদ প্রাপ্ত হয় এবং উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানী। আল-কুর'আন ০২: ২৬৯

১৭২. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ওখানেই যাকারিয়া নিজ প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে বলল,'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার পক্ষ হতে একটি সুসন্তান দান কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী'।আল-কুর'আন ০৩: ৩৮

১৭৩. *সিলসিলা ছহীহা* ,২০৪১; খন্ড ৫, পৃ. ৬৯

১৭৪. *বুখারী ৫২০০; মিশকাত ৩৬৮৫*

Dhaka University Institutional Repository

মানদণ্ডের দুই প্রান্ত। পিতা-মাতার উপর সকল সন্তানের এ অধিকার স্বীকৃত যে, তারা দান ও ব্যয়ের ব্যাপারে সন্তানদের মাঝে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন ন্যায় ও সুষম নীতি অবলম্বন করবেন। নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করলেন। আমার মা 'আমরাহ বিনতে রাওয়াহা বললেন, আমি এতে সন্তুষ্ট নই যতক্ষণ আপনি রাসূল (সা.)-কে এর সাক্ষী না বানান। তখন আমার পিতা রাসূল (সা.)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আমি 'আমরাহ বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার এই সন্তানকে একটা বস্তু দান করেছি। এতে 'আমরাহ আমাকে বলেছে, আমি যেন আপনাকে সাক্ষী করি। তিনি (সা.) বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এর অনুরূপ দান করেছ। তিনি বললেন, না। রাসূল (সা.) বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সকল সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান কর। নু'মান (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমার পিতা ফিরে এলেন এবং আপন দান ফিরিয়ে নিলেন'।[১৭৫] অসম আচরণে সন্তানদের অনুভূতিতে আঘাত লাগে তাদের অন্তরে গোপন রাখে একে অপরের প্রতি দুঃখ, ভালবাসার স্থলে ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক মনোভাব স্থান পায় এবং ঐক্যের স্থলে বিবাদ ও অনৈক্য সৃষ্টি হয়।[১৭৬] তাই এহেন পক্ষপাতমূলক কাজ হ'তে পিতা মাতাকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। আর যদি শিশু অটিস্টিক কন্যা হয় তাহলে তার আদরের বিষয়টি বেশি গুরত্ব পাবে এটা তার মৌলিক অধিকার।

দুঃস্থ-ইয়াতিম অটিস্টিক শিশুর বিশেষ অধিকার ঃ ইসলাম দুঃস্থ-ইয়াতিম অটিস্টিক শিশুকে বিশেষ অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে। তাকে সমাজ ও সংসার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পিতা যেমনভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, অনুরূপভাবে মাকেও তাতে অংশগ্রহণ করতে হবে। আর পিতা মারা গেলে মা-ই এ মহান দায়িত্ব পালনে সব রকম সহযোগিতা করবেন। স্বামীর মৃত্যুর পর চেহারা-সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও অন্যের গৃহে না গিয়ে ইয়াতীম সন্তানদের প্রতিপালন ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পারেন এমন মহিলা সত্যিই নারী জাতির গৌরব। এ গৌরব অর্জনের জন্য তাকে প্রতিটি পদে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। যার মাধ্যমে পিতৃহারা অটিস্টিক সন্তানের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মাকে আত্মনিয়োগ হতে হয়। মায়ের স্নেহ ভালোবাসার সাথে আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের সাহায্য-সহায়তার হাত বাড়ানো জরুরি। রাসূল (সা.) বলেন, 'আমি ও এতিমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব।' একথা বলে তিনি তার তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির মধ্যে সামান্য ফাক রাখেন।[১৭৭] আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে হাজির হয়ে বলল, আমার হৃদয় খুব কঠিন। তিনি বললেন, তুমি কি তোমার অন্তর কোমল করতে চাও? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন, তাহলে এতিম বাচ্চাদের আদর করো, স্নেহ-ভালোবাসা প্রদান করো, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও, তাদের খাবার দাও। তবেই তোমার অন্তর কোমল হবে। নির্দয় ব্যক্তি সবচেয়ে বড় হতভাগা। আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন। তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন না। তিরমিজির বর্ণনায় আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেন, 'কেবল হতভাগ্য ব্যক্তির হৃদয় থেকেই দয়া তুলে নেওয়া হয়।[১৭৮] তাই শিশুর প্রতি স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণে সচেষ্ট হই। ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি পালন করে পার্থিব শান্তি লাভ করে এবং আখেরাতে আল্লাহর রহমত লাভে ধন্য হবে।

সন্তানের প্রতিটি ক্ষেত্রে মা উত্তম পরিচালক হিসাবে পরিচয় দিতে না পারলে শিশুর উপরে উঠার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। চালক একটু অমনোযোগী হবার কারণে যেমনভাবে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে, তেমনভাবে মা তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে সামান্যতম বেখেয়াল হ'লে সন্তানের জীবনের সোনালী সূর্য অস্তমিত হয়ে কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। অতএব পুত্র-কন্যা পিতার নিকট সবাই সমান। সাম্য, ন্যায় ও ইনসাফের পথ থেকে ফিরে যাওয়া সহজ-সরল পথ থেকে ফিরে যাওয়ার সমান। ইসলাম সন্তানদের মধ্যে সাম্য বিধানের জোরালো নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম ছেলে-মেয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করার অনুমতি প্রদান করে না। তারা উভয়ে যেন একই

---

১৭৫. *বুখারী*, ২৫৮৬৮৭

১৭৬. ইবনুল ক্বাইয়িম আলজাওযিয়্যাহ, ইগাছাতুল লাহফান (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯২১), খন্ড ১; পৃ. ৪০২

১৭৭. *বুখারী*, *৪৯৯৮*

১৭৮. *তিরমিজি*, ১৯২৩

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪.২ ইসলামে প্রতিবন্ধী অটিস্টিক শিশুর অধিকারের প্রতি গুরুত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে অটিস্টিক শিশুর প্রতি গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে কুর'আন ও হাদিসের আলোকে আমার কাছে ডঃ আব্দুল্লাহ নাসেহ এর 'উলওয়ান 'তাকাফুল ইজতিমা'য়ী ফিল ইসলাম' কিতাবের মতটি গ্রহণযোগ্য ও যর্থাথ মনে হয়েছে। তিনি বলেন,"প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুর প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্য চিন্তাধারার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ সব শারীরিক অক্ষম ও প্রতিবন্ধীরা রাষ্ট্র, সমাজ ও ধনীদের[১৭৯] থেকে সাহায্য সহযোগিতা, ভালবাসা ও রহমত পাবে।"এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর বাণী হল

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّام لرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ ا لرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُم مَنْ فِي السَّمَاءِ الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ،فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّه -

আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ দয়ালুদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করেন। যারা যমীনে বসবাস করছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া কর, তাহলে যিনি আকাশে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।[১৮০] রাহিম শব্দটি (দয়া) রাহমান হতে উৎকলিত। যে লোক দয়ার সম্পর্ক বজায় রাখে, আল্লাহও তার সাথে নিজ সম্পর্ক বজায় রাখেন। যে লোক দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে, আল্লাহও তার সাথে দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করেন"।[১৮১] আমি একথা নির্দ্বিধায় দাবী করতে পারি যে, ইসলামের ছায়াতলে প্রতিবন্ধীরা সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।[১৮২] তাদের মধ্যে অনেকেই বিখ্যাত আলেম[১৮৩] ও মুহাদ্দিস ছিলেন। যেমন ইব্ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু,'আসিম আল-আহওয়াল,'আমর ইব্ন আখতাব আল-আ'রাজ,'আব্দুর রহমান আল-আ'সম ও আ'মাশ প্রমূখ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাদেরকে সম্মান ও সহমর্মিতা প্রদান করা হয়েছে। যেমন হাদিসে এসেছে-

عن زيد بن ثابت رضي الله عن "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَى عَلَيْه { لاَيَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ} [النساء:٩٥] {وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}[النساء:٩٥"] قَالَ : فَجَاءَهُ ابْنُ

---

১৭৯. ইমাম আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইব্ন সাল্লাম (র), *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রথম খণ্ড, আনুবাদ: ফরীদ উদ্দীন মাসউদ। প্রকাশ, জুনঃ ১৯৯৭, প্রকাশক-পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০। পৃ. ৩৩

১৮০. তিরমিযী, ১৯২৪

১৮১. عَنْ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ". لَهُ বলেছেন,-"তুমি মু'মিনদের পারস্পরিক দয়া, ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। যখন দেহের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ গ্রহণ করে"। *বুখারী*, ৬০১১, https://sunnah.com/bukhari/78/42/ Sahih al-Bukhari 6011, Visited on, 26/12/2019

১৮২. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ " يَا أُمَّ فُلاَنٍ انْظُرِي أَىَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ ". لَكِ حَاجَتَكِ . فَخَلاَ مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا . অর্থঃ হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলার বুদ্ধিতে কিছু ত্রুটি ছিল। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ,আপনার সাথে আমার প্রয়োজন আছে। রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে অমুকের মা, তুমি কোনো রাস্তা দেখে নাও, আমি তোমার কাজ করে দেব। তারপর তিনি কোনো পথের মধ্যে তার সাথে দেখা করলে সে তার কাজ সেরে নিল। *মুসলিম*,২৩২৬

১৮৩. وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ. وَفَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ وَمِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شعب الْإِيمَان আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে অহী পাঠিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের রাস্তায় চলবে আল্লাহ তার জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন। আর আমি (আল্লাহ) যার দুপ্রিয় জিনিস (দু'চোখ) নিয়ে নিয়েছি তার জন্য জান্নাত রেখে দিয়েছি। ইসলাম তাদের জন্য অনেক কঠিন কাজ সহজ করে দিয়েছে এবং তাদের থেকে কষ্ট দূর করেছে। *মিশকাত*, ২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْأَسْتَطِيعُ الجِهَادَ لَجَاهَدْت وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي،فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنَّ تَرُضَّ فَخِذِي،ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ،فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ:{غَيْرُأُولِي الضَّرَرِ}[النساء:٩٥]

সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি মারওয়ান ইব্ন হাকামকে মসজিদে বসা অবস্থায় দেখলাম। তারপর আমি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে বর্ণনা করেন যে, যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা.) তাঁকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর অবতীর্ণ আয়াত,

{لاَيَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ} [النساء: ٩٥] {وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء: ٩٥]

"মুসলমানদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা পরস্পর সমান নয়" যখন তাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন, ঠিক সে সময় অন্ধ সাহাবী ইব্ন উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন,'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি জিহাদে যেতে সক্ষম হতাম, তবে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করতাম।' সে সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর ওহী নাযিল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়াসাল্লামের উরু আমার উরুর উপর রাখা ছিল এবং তা আমার কাছে এতই ভারী মনে হচ্ছিল যে, আমি আমার উরু ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা করছিলাম। এরপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা কেটে গেল। এ সময় আল্লাহতা'আলা বলেন-غَيْرُأُولِي{الضَّرَرِ}"তবে যাদের সমস্যা রয়েছে তারা ব্যতীত"এ আয়াতাংশটি নাযিল করেন।[১৮৪] এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ":رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِحَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْيُفِيقَ "

'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : "তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, নাবালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং পাগল, যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায় বা সুস্থ হয়। অধস্তন রাবী আবূবাকর (রহ.)-এর বর্ণনায় আছে : বেহুঁশ ব্যক্তি যতক্ষণ না সে হুঁশ ফিরে পায়"।[১৮৫] অন্ধ লোককে পথ না দেখিয়ে বিপথগামী করা, তাদেরকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া ও উপহাস করা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। এবং বলেছেন, সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে অন্ধকে পথ ভুলিয়ে দিল।[১৮৬] প্রতিবন্ধী, অটিস্টিকদের প্রতি ইসলামে নবীর আদর্শ আরো স্পষ্ট হয়[১৮৭] যখন তিনি তাদের কষ্ট লাঘবে সান্তনা ও বিপদে ধৈর্য্য

---

১৮৪. আব্দুল্লাহ আল মামুন আল আযহারী, *প্রতিবন্ধী: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি*, সম্পাদনী: ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া, ২০১৪ খ্রী. পৃ.৯

১৮৫. *সুনানে নাসাঈ*,৩৪৩২

১৮৬. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নিশ্চই রাসূল (সা.) বলেছেন, সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে অন্ধকে পথ ভুলিয়ে দিল।" *আল আদব আল মুফরাদ*, ৮৯২

১৮৭. عَن عثمانَ بن حُنَيفٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . قَالَ: فَادْعُهُ قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي لِيَقْضِيَ لِي فِي حَاجَتِي هَذِهِ اللهُمَّ فشفّعْه فيَّ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ অর্থঃ উসমান ইব্ন হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, এক অন্ধ লোক নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দো'আ করুন। তিনি যেন আমাকে রোগমুক্তি দান করেন। তিনি বলেন : তুমি চাইলে আমি তোমার জন্য দো'য়া করতে বিলম্ব করবো,আর তা হবে কল্যাণকর। আর তুমি চাইলে আমি এখনি দু'আ করবো। সে বললো, তাঁর নিকট দু'আ করুন। তিনি তাকে উত্তম রূপে অযু করার পর দু'রাক'আত সালাত পড়ে এ দো'য়া করতে বলেন:''হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি,রহমতের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাধ্যম দিয়ে,আমি তোমার প্রতি নিবিষ্ট হলাম। হে মুহাম্মাদ

Dhaka University Institutional Repository

ধারণের জন্য দো'আর প্রচলন করেছেন। এতে তাদের মনের শক্তি ও চেতনা বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى

আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইব্ন উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে মদীনায় দু'বার তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তিনি অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও সালাতের ইমামতি করেছেন।[১৮৮] রাসূল (সা.) 'আমর ইব্ন জামূহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে বলেছিলেন।

"سَيِّدُكُمُ الْأَبْيَضُ الْجَعْدُعَمْرُوبْنُ الْجَمُوح"

তোমাদের সর্দার হলো ফর্সা ও কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট 'আমর ইব্ন জামুহ। অহুদের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। রাসূল (সা.) এর

হাদিসটি

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ حَضَرَ ذَلِكَ قَالَ : أَتَى عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْت فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى أُقْتَلَ أَمْشِي بِرِجْلِي هَذِهِ صَحِيحَةً فِي الْجَنَّةِ ؟، وَكَانَتْ رِجْلُهُ عرْجَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ": نَعَمْ."فَقَتَلُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ هُوَ وَابْن أَخِيهِ وَمَوْلًى لَهُمْ، فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ": كَأَنِّي أَنْظُرُإِلَيْكَ تَمْشِي بِرِجْلِكَ هَذِهِ صَحِيحَةً فِي الْجَنَّةِ." فَأَمَرَ رَسُولُ للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا وَبِمَوْلَاهُمَا فَجُعِلُوا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

অর্থঃ আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,একবার 'আমর ইব্ন জামুহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করে শহীদ হই তাহলে জান্নাতে আমি কি সুস্থ স্বাভাবিক পায়ে হাঁটতে পারব? তার পা পংঙ্গু ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। অহুদের যুদ্ধে তিনি, তার এক ভাইপো ও তাদের একজন দাস শহীদ হন। তার কাছ দিয়ে রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাওয়ার সময় তাকে লক্ষ্য করে বললেন,"আমি যেন তোমাকে জান্নাতে সুস্থ স্বাভাবিক পায়ে হাঁটতে দেখতেছি"।[১৮৯] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দু'জন ও গোলামকে এক কবরে দাফন করতে আদেশ দিলেন, ফলে তারা তাদেরকে এক কবরে দাফন করলেন।

ইসলামের খলিফাগণও প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর পথ অনুসরণ করেছেন। তারা রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রতিবন্ধীদের শারীরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক ও তাদের সব ধরণের প্রয়োজন পূরণ করেছেন। খলিফা উমর ইব্ন আব্দুল আযীয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহান উদার পন্থা অনুসরণ করে সব প্রদেশে আদেশ প্রেরণ করলেন যে, সব অন্ধ, অক্ষম, পাগল রোগী ও এমন অঙ্গ বৈকল্য যা তাকে সালাতে যেতে বাঁধা দেয় তাদের পরিসংখ্যান করতে আদেশ করেন। ফলে তারা এ সব লোকের তালিকা করে খলিফার কাছে পেশ করলে তিনি প্রত্যেক অন্ধের জন্য একজন

সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার চাহিদা পূরণের জন্য আমি আপনার মাধ্যম দিয়ে আমার রবের প্রতি মনোযোগী হলাম, যাতে আমার প্রয়োজন মিটে। হে আল্লাহ্! আমার জন্য তাঁর সুপারিশ কবুল কর''। *মিশকাত*, ২৪৯৫

১৮৮. *আবু দাউদ*, ২৯৩১

১৮৯. *মুসলিম*, ২৭৬৯

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্যকারী নিয়োগ করেন, আর প্রতি দু'জন প্রতিবন্ধীর জন্য একজন খাদেম নিযুক্ত করেন যে, তাদের দেখাশুনা ও সেবা করবে। এমনিভাবে তিনি সব প্রতিবন্ধীর পরিসংখ্যান করেন এবং সবার জন্য সাহায্যকারী ও খাদেম নিযুক্ত করেন যাতে তারা সালাতে উপস্থিত হতে পারে। একই কাজ উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইব্ন আব্দুল মালিক করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম প্রতিবন্ধীদের দেখাশুনার জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ৮৮ হিজরী মোতাবেক ৭০৭ খ্রীস্টাব্দে তাদের দেখা ও সেবার জন্য বিশেষ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এতে তিনি ডাক্তার ও সেবক নিয়োগ করেন,তাদের জন্য বেতন প্রচলন করেন। প্রতিবন্ধীদেরকে নিয়মিত ভাতা প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে না। এভাবে তিনি তাদেরকে মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে মুক্ত করেন। সব অক্ষম, পংঙ্গু ও অন্ধের জন্য খাদেম নিযুক্ত করেন। মামালিকদের যুগে সুলতান ক্বালাউন প্রতিবন্ধীদের জন্য মারিসতান তথা হাসপাতাল নির্মাণ করেন,এতে প্রতিবন্ধী রোগীরা বিশেষ চিকিৎসা ও সুযোগ সুবিধা পেতো। রোগীর চিকিৎসা শেষে তাদেরকে বিশেষ ভাতা দেওয়া হতো যা দ্বারা তারা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যয় করত।[১৯০] তাই প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের মৌলিক অধিকারের প্রতি ইসলামের বিধান আলোকে গুরুত্ব দেয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা ও তাদের মর্যাদা দেয়া সকলের ইমানি দায়িত্ব। অতএব অটিস্টিক শিশুর মৌলিক অধিকার পূরণে ইসলামের বিধান অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিসীম।[১৯১]

৪.৪.৩ ইসলামে অটিস্টিক শিশুর প্রতি পরিবারের সদস্যদের কর্তব্য

অটিস্টিক শিশুকে সামাজিক ও পারিবারিক ভাবে সঠিক তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা অনেক বেশি। তাই পারিবারিক ভাবে পিতা-মাতার পরিচালনার মাধ্যমে পরিবারের সদস্যগণ অটিস্টিক শিশুদের মেধা বিকাশে বাসায় গঠনমূলক প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করবে। প্রত্যেকটি অটিস্টিক শিশু কিশোর স্বতন্ত্র। তাই তাদের দক্ষতা ও প্রতিভা যেমন স্বতন্ত্র তেমনই তাদের সীমাবদ্ধতাও স্বতন্ত্র। প্রত্যেক মা বাবা তার শিশুর দক্ষতা ও সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বুঝে রুটিন অনুযায়ী কাজ করবে। যার মাধ্যমে শিশুটির জন্য অর্পিত শিক্ষা কার্যক্রম, কর্ম পরিকল্পনাসহ অন্যান্য চিকিৎসার বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হবে। পাশাপাশি বাড়িতে একটি সুন্দর গঠনমূলক প্রোগ্রাম তৈরি করার বিষয়টির প্রতিও গুরুত্ব দেয়া অত্যন্ত জরুরী, যার মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুর মানসিক উন্নতি সম্ভব। পরিবারের কোন সদস্য যদি গঠনমূলক প্রোগ্রাম পরিবারের নিজস্ব রুটিনের ভেতর করার চেষ্টা করে তবে পরিবারের সকলে তাতে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে বাড়ির পরিবেশটি শিশুর পছন্দসই করে তোলা জরুরি মনে করতে হবে।[১৯২]

---

১৯০. وِمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّار লোকেদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা বলে থাকে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর। আল-কুর'আন ০২: ২০১

১৯১. ইমাম আবি মুহাম্মদ ইব্ন মাসউদ, *তাফসীরে বগবী*, *মা'আলিমুত তানযীল* (বৈরুত লেবানন: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ), ১৯৯১ খ্রি,খণ্ড ০৩,পৃ. ২০৩

১৯২. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا-وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا - فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا- قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا- وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا মানব প্রকৃতি এবং সেই সত্তার শপথ, যিনি সুবিন্যস্ত করেছেন, অত:পর তার পাপাচার ও তার সতর্কতা (তাকওয়া) তার পতি ইলহাম করেছেন। নিঃসন্দেহে কল্যাণ পেল সে, যে নিজের নফসের পবিত্রতা বিধান করল আর ব্যর্থ হল সে, যে তাকে খর্ব ও কলুষিত করল।" আল কুর'আন, ৯১: ৭-১০

Dhaka University Institutional Repository

দলগতভাবে কাজ। এই দুই পদ্ধতিতে কাজ করার মাধ্যমে শিশুর যোগাযোগ ও দক্ষতা বিকাশে উন্নতি করা সম্ভব। এই কাজের প্রশিক্ষণে প্রয়োজনে বিশেষ প্রশিক্ষকের পরামর্শ নেয়া জরুরী। প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করার মাধ্যমে শিশুটিকে খেলা, কাজে, বাসার যেমন ব্যস্ত রাখা তেমনই পাশাপাশি অবসর কাটানোর প্রক্রিয়াও শেখানো। অতএব, সকল অটিস্টিক শিশুকে পারিবারিকভাবে সঠিক তত্ত্বাবধান করা সকল সদস্যের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৪.৪.৪ ইসলামে অটিস্টিক শিশুর প্রতি প্রতিবেশীর কর্তব্য

প্রতিবেশী অটিস্টিক শিশুর প্রতি ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজের জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ একা বাস করতে পারে না। সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন পরিচালনায় মানুষকে সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে হয়। আর রাসূল (সা.) বলেছেন "সামনে, পেছনে, ডানে ও বায়ে চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত সবাই প্রতিবেশী।[১৯৩]

মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশী ঃ প্রতিবেশী কারা এ বিষয়ে রাসূল (সা.) কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমাদের আশে পাশের ৪০ বাড়ি পর্যন্ত সবাই প্রতিবেশী। যার মধ্যে অটিস্টিক প্রতিবেশীও অর্ন্তভূক্ত। প্রতিবেশীর অধিকার হাক্কুল এবাদের মধ্যে পড়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহপাঠী, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী, যাত্রাপথে সহযাত্রীও প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবেশীর অধিকার আমানত স্বরূপ: আমানত রক্ষা করা যেমন মুমিনদের জন্য আবশ্যক তেমনি প্রতিবেশীর অধিকার পূর্ণ করাও আবশ্যক। প্রতিবেশীর সম্পদ বা কথা যে কোন ধরনের আমানত রক্ষা করতে হবে। সর্বদা প্রতিবেশীর কল্যাণ কামনা করে সৎ কাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।[১৯৪] এবং রাসূল (সা.) বলেছেন, ''যিনি মানুষের কল্যাণ চিন্তা করে না তিনি আমার উম্মত নহে''। কাউকে হেয় জ্ঞান করা যাবে না, কাউকে প্রতিপক্ষ ভাবা যাবে না। কারও প্রতি হিংসা বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না এবং কাউকে অশ্রদ্ধা করা বা অসম্মান করা সমীচীন হবে না।[১৯৫] এখানে একজন মুসলমানদের সকল মানুষের কল্যাণ কামনার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।[১৯৬] আমাদের সমাজে অটিস্টিক শিশুর সাথে মানুষ খারাপ আচরণ করে যা ইসলামে নিষেধ। রাসূল (সা.) বলেন, ''অন্যের কল্যাণ কামনাই হচ্ছে দ্বীন''এবং ''মুসলমান হচ্ছেন তিনি- যার মুখ ও হাত থেকে অন্যজন নিরাপদ থাকে। এয়াড়াও প্রতিবেশী অটিস্টিক শিশুর সাথে সদাচরণ ও ভালো ব্যবহার করা একজন মুসলমানের অন্যতম কর্তব্য।[১৯৭] সামাজিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষার্থে হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা ও সদ্ভাব এক্ষেত্রে কাজগুলো দুইভাবে ভাগ করে নিতে হবে। প্রথমত **১:১** পদ্ধতিতে কাজ এবং দ্বিতীয়ত

১৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

১৯৪. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত,মানবজাতির (সর্বাত্মক কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভূত করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ কর ও আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল। যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত,তাহলে নিশ্চয়ই তাদের জন্য ভাল হত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মু'মিন এবং তাদের অধিকাংশই ফাসেক। আল কুর'আন, ০৩ : ১১০

১৯৫. وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ভাল আর মন্দ সমান নয়। উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দকে দূর কর। তখন দেখবে, তোমার আর যার মধ্যে শত্রুতা আছে সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আল কুর'আন, ৪১ : ৩৪

১৯৬. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ কাজেই আত্মীয়দেরকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য দিয়ে দাও আর অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদেরকেও। যারা আল্লাহর চেহারা (দর্শন) কামনা করে, এটা তাদের জন্য উত্তম, আর তারাই সফলকাম। আল কুর'আন, ৩০ : ৩৮

১৯৭. আবুল আসাদ, *'প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ ও ভালো ব্যবহার'* (দৈনিক সংগ্রাম , পৃ ০৩ ডিসেম্বর, ২০১৫), ভিজিট, ২০/০৫/২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

বজায় রাখা অপরিহার্য। রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল তাকে ভালবাসুক, সে যেন নিজের প্রতিবেশীর (অটিস্টিক) সাথে ভালো ব্যবহার করে।[১৯৮]

মুসলিম অনাত্মীয় প্রতিবেশী ঃ অনাত্মীয় প্রতিবেশী হলো পরিবারের বাইরেও মানুষের অনেক হিতৈষী ও আত্মীয়স্বজন রয়েছে। যাদের সাথে মানুষের জীবনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। মানুষ সে সব আত্মীয়স্বজনের ওপর নানাভাবে নির্ভরশীল থাকে। এরা মানুষের খুবই কাছের লোক, আপন মানুষ। যাদের সাথে জীবনের এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও নিকটজনদেরকে আত্মীয় স্বজন বলা হয়। আত্মীয় শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে আত্মা থেকে। আত্মার সাথে তথা আপন সত্তার সাথে যারা সম্পর্কিত তারাই আত্মীয়স্বজন। এরা খুবই কাছের মানুষ ও নিকট বন্ধু-বান্ধবকে বোঝায়।

অমুসলিম প্রতিবেশী ঃ অমুসলিম প্রতিবেশী সর্ম্পকে রাসূল (সা.) বলেন, আমাদের আশেপাশের ৪০ বাড়ি পর্যন্ত সবাই প্রতিবেশী। আর ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মের লোক হল অমুসলিম প্রতিবেশী। আর প্রতিবেশী অমুসলিম হলেও তার সঙ্গে সদাচরণ করা, বিপদাপদে সাহায্য-সহযোগিতা করা, অসুস্থ হলে খোঁজ খবর নেওয়া ও সাহায্য করা ইসলামের শিক্ষা। এটিও প্রতিবেশীর হকের অন্তর্ভুক্ত।[১৯৯]

প্রতিবেশী হল তিন প্রকার। যথা; ক) মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশী ; খ) মুসলিম অনাত্মীয় প্রতিবেশী ; গ) অমুসলিম প্রতিবেশী : এবং আরো এক প্রকার ধরা হয় তা হল ঘ) পার্শ্ব প্রতিবেশী। নিম্নে আলোচনা করা হল।

আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, 'এক ইহুদি বালক রাসূল (সা.)-এর খেদমত করত। একবার সে অসুস্থ হলে রাসুল (সা.) তাকে দেখতে গেলেন। অতঃপর তাকে বলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো।[২০০] ফলে সে মুসলিম হয়ে গেল।[২০১]

পার্শ্ব প্রতিবেশী ঃ পার্শ্ব আরো এক শ্রেণীর প্রতিবেশীর অস্তিত্ব ও ইসলামে স্বীকৃত। এ পর্যায়ে রয়েছে সে সব লোক,যারা সফরসঙ্গী কিংবা রাস্তা-ঘাটে চলার পথের সাথী। মসজিদে পাশাপাশি দাঁড়াল বা কোন মজলিসে পাশাপাশি বসল সেও প্রতিবেশী হিসেবে গণ্য এবং তারও একটি হক রয়েছে, যা আদায় করতে হবে।[২০২] নিম্নের আয়াতে এর প্রমাণমেলে-"সদাচরণ কর নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী,পার্শ্বে অবস্থানকারী প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্তী সহচরের সাথে[২০৩]

---

১৯৮. وَأَنْفِقُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِين তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না এবং কল্যাণকর কাজ করে যাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণকারীদেরকে ভালবাসেন। আল কুর'আন,০২ : ১৯৫

১৯৯. لاَّ يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেয়নি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেননি। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।' আল-কুর'আন, ৬০ : ০৮

২০০. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفٌ بِٱلْعِبَاد মানুষের মধ্যে এমন আছে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিজের প্রাণ দিয়ে থাকে, বস্তুতঃ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যধিক দয়ালু। আল কুর'আন, ০২ : ২০৭

২০১. প্রাগুপ্ত, বুখারী : ৫৬৫৭

২০২. وَآتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلاَةَ وَآتَى ٱلزَّكَاةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُون আল্লাহর ভালবাসার্থে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির ও যাচঞাকারীদের এবং দাসত্বজীবন হতে নিস্কৃতি দিতে দান করবে এবং নামায কায়িম করবে ও যাকাত দিতে থাকবে, ওয়া'দা করার পর স্বীয় ওয়া'দা পূর্ণ করবে এবং অভাবে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে, এ লোকেরাই সত্যপরায়ণ আর এ লোকেরাই মুত্তাকী। আল কুর'আন, ০২ : ১৭৭

২০৩. আল-কুর'আন ০৪:৩০

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরাধিকারী করে দেয়া হবে।[২০৪] সাথে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক এতিম শিশুদের প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছেন এবং পবিত্র কুরআনেও এর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। সাধারণ ও অটিস্টিক মেয়ে সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের লালন-পালনের উপকারিতা সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে অনেক গূরুত্বপূর্ণ বিধান রয়েছে।[২০৫] প্রথমেই সন্তানের হক আদায়ে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সমতা বিধানের কথা আলোকপাত করা হয়েছে। মেয়ে সন্তান যথাযথ পালনের দ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত ওয়াজিব হওয়ার কথা কুরআন-সুন্নাহর দ্বারা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এবং কন্যা সন্তানের সাথে অসদাচারণ ও রিযিকের ভয়ে সন্তান বিমুখতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ইসলামের কঠোর হুশিয়ারীর ও কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করে দেওয়ার পাশাপাশি সু-সন্তান লাভের উপায় ও সন্তানদের জন্য দু'আ করার প্রতি অধিক গূরুত্ব দিয়েছে।[২০৬] প্রতিবন্ধীর দেখাশোনা করা তার উপর জরুরী, যে তার অভিভাবক। আর সমষ্টিগত ভাবে সকল মুসলিমের জন্য ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ সমাজের কিছু লোক তাদের দেখা-শোনা করলে বাকি লোকেরা গুনাহগার হবে না। তাদের জন্য এমন কিছু শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া যা তাদের প্রয়োজনীয় কাজ নিজে করতে সাহায্য করবে এবং নিজে রোজগার করে স্বয়ং সম্পন্ন হতে পারে। এজন্য প্রয়োজন অটিস্টিক শিশু ও ব্যক্তির প্রতি আমাদের সমাজে বিদ্যমান নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা। ইসলাম তাদেরকে যেভাবে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে তা সকলে স্ব স্ব স্থান থেকে কার্যকর করা ।[২০৭] আল্লাহর কাছে তাকওয়া ছাড়া শারীরিক অবকাঠামোর কোনো মূল্য নেই। প্রতিবন্ধীরাও মানুষ, আল্লাহ তা'আলা সব মানব জাতিকে সম্মানিত করেছেন।

৪.৪.৫ ইসলামে প্রতিবন্ধী অটিস্টিক শিশুসহ মানবেতর প্রাণীর প্রতি কর্তব্য

এ পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত প্রিয় সৃষ্টি। যাকে আল্লাহ জ্ঞান ও মর্যাদা দান করে পৃথিবীর সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব দিয়েছেন। পৃথিবীতে আল্লাহতা'আলার অসংখ্য (আঠারো হাজার) সৃষ্টি আছে। এর সব কিছুই আল্লাহতা'আলা মানুষের সুখ, সুবিধা ও উপকারে সৃষ্টি করেছেন। আর সর্ব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুসহ সকল মানবেতর প্রাণী ও বস্তুর প্রতি মানুষের কিছু কর্তব্য রয়েছে তা হলো।[২০৮]

১.ইহসান করা ঃ ইহসান শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে- কোনো কাজ উত্তমরূপে সম্পাদন করা অথবা কাহারো প্রতি সদ্ব্যবহার। আরবি পরিভাষায় ইহসান অর্থ হচ্ছে- উত্তম কাজ সম্পাদন করা কিংবা কোনো কাজকে উত্তমরূপে সমাধা করা। এজন্য ইহসান শুধুমাত্র অধিকার আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

---

২০৪. *বুখারী, ৫৫৫৬; মুসলিম*, ৪৭৫৭

২০৫. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না, এবং পিতা-মাতা,আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। আল কুর'আন, ০৪:৩৬

২০৬. ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ - رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعِ 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দোয়া শ্রবণকারী। হে আমার রব! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব! আমার দোয়া কবুল করুন। হে আল্লাহ! যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।' আল-কুর'আন, ১৪: ৩৯-৪১

২০৭. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ -لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান'। আল-কুর'আন ৪২: ৪৯, ৫০

২০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

নয়, বরং এ ছাড়াও ইহসানের অসংখ্য শাখা প্রশাখা রয়েছে। সাধারণ মানুষ ছাড়াও বাবা-মা ও আত্মীয়, এতিম, অভাবী, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, আশেপাশে অবস্থানকারী, মুসাফির এবং দাস-দাসীসহ অটিস্টিক শিশুরাও ইহসান লাভের হকদার। এ জন্য মহান আল্লাহ তাদের সাথে বিশেষভাবে ইহসান করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী করেছি এবং যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ, তাদেরকে তাদের অংশ দাও, আল্লাহ সর্ব বিষয়ের দ্রষ্টা।'[২০৯] তাছাড়া বিভিন্ন আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, 'তোমরা মা-বাবার সাথে ইহসান করো।' [২১০] কেননা 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ উত্তম কর্ম সম্পাদনকারীদের পারিশ্রমিক বিনষ্ট করে না।'[২১১] 'কি ভালো হতো যদি আমার জন্য পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করা সম্ভব হতো, তাহলে অবশ্যই আমি উত্তম কর্ম সম্পাদনকারীদের শামিল হতাম।'[২১২]'অবশ্যই আল্লাহ উত্তমকর্ম সম্পাদন কারীদের ভালোবাসেন।'[২১৩] বস্তুত: উত্তমকর্ম সম্পাদন করা এমন একটি গুণ যা প্রত্যেক উত্তম ও পুণ্যময় কার্যাবলিকে পরিবেষ্টন করে আছে। এজন্য ইহসানের সামগ্রিক প্রকৃতির মাঝে একটি সাধারণ প্রকৃতি হচ্ছে এই যে, অন্যের সাথে এমন সদ্ব্যবহার করা, যার ফলে তার অন্তর পুলকিত হয় এবং সে নিরবিচ্ছন্ন প্রশান্তি লাভ করে ধন্য হয়।[২১৪]

।" অত:এব, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য হল- ক) সদাচরণ করা ; খ) জীবনের নিরাপত্তা দেয়া ; গ) সম্পদের নিরাপত্তা দেয়া ; ঘ) সম্ভ্রমের নিরাপত্তা দেয়া ; ঙ) সাহায্য করা ; চ) দোষ গোপন রাখা ও সংশোধন করা ; ছ) সুখ-দুঃখে অংশ নেয়া ; জ) ঝগড়া না করা ; ঝ) মৃত্যুর পরের দায়িত্ব ; ঞ) কল্যাণ কামনা করা; এবং ট) অধিকার আদায় ইত্যাদি। এজন্য প্রতিবেশীর ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে স্বয়ং রাসূল (সা.) বলেছেন, ' জিবরাঈল (আ:) প্রতিবেশীর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে আমাকে এত বেশি তাগিদ দিয়েছেন যে, মনে হয়েছে প্রতিবেশীকে আমার

২০৯. আল কুর'আন, ০৪: ৩৩
২১০. আল কুর'আন, ১৭ : ৩৪
২১১. আল কুর'আন, ৯ : ১২০
২১২. আল কুর'আন, ৩৯ : ৫৮
২১৩. আল কুর'আন, ০৩ : ১৩৪
২১৪. إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ আল্লাহ ন্যায়-বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়দেরকে দেয়ার হুকুম দিচ্ছেন, আর তিনি নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, অপকর্ম আর বিদ্রোহ থেকে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। আল-কুর'আন, ১৬: ৯০

Dhaka University Institutional Repository

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, অটিস্টিক শিশুর ওপর কোনো প্রকার অমানবিক আচরণ, অবিচার, অত্যাচার করা নিষেধ। তাদের সঙ্গে মানবিক সদাচারণ করা ও আর্তপীড়িত হলে তার সেবা-সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছে।[২১৫]

৩.আশ্রয় ও খাবারের ব্যবস্থা করা ঃ ইসলাম সাম্যের ধর্ম, বিশ্বে ন্যায় ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহান আল্লাহ ইসলামকে মনোনীত করেছেন। ইসলাম সারা দুনিয়ার সব মানুষকে একই বাবা এবং একই মায়ের সন্তান হিসেবে পরিচয় দেয়, জন্ম ও বর্ণ দ্বারা কাউকে কোনোরূপ পার্থক্য করে না। তাই ইসলাম অটিস্টিক শিশুর অধিকার, আশ্রয় ও খাবারের বিষয়টি অধিক গুরত্ব দিয়েছেন এবং তাদের আশ্রয় ও খাবারের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য জাকাতের একটি অংশে তাদের অধিকার নির্ধারণ করেছেন। কুর'আনে জাকাত প্রদানের যে মৌলিক আটটি খাত রয়েছে তার মধ্যে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত খাতটি হলো 'পথশিশুর' (অটিস্টিক) খাত। আল্লাহতা'আলা বলেন: সদকা জাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণভারা-ক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদ ও পথসন্তান (ইব্ন সাবিল) বা বিপদগ্রস্ত মুসাফিরদের জন্য। এ হলো আল্লাহর বিধান, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[২১৬] অতএব, অটিস্টিক শিশুরা আমাদের সমাজেরই অংশ। তাই তাদের খাবার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে ধনীদের সহোযোগিতা একান্ত কাম্য। আল্লাহতা'আলার ইচ্ছা হলো সবাই যেন আত্মীয়তার ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। যারা ঈমানদার আল কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর তাদের সম্পদে প্রাপ্য নির্ধারিত হক বা অধিকার রয়েছে এবং সৎকাজ করে তারা[২১৭] কখনই আত্মীয়স্বজনের বন্ধনকে ছিন্ন করে না। মুমিন মুসলমান ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রার্থী ও বঞ্চিতদের।[২১৮] আমাদের প্রিয় নবীজি (সা.) এতিম ছিলেন। এতিম অসহায় ও অটিস্টক শিশুকে নিরাপত্তা দেওয়া ও সাহায্য করা নবীজিকে মহব্বত ও সম্মান করার শামিল। রাসূল (সা.) অটিস্টিক শিশুর প্রতি ইহসান করা ইসলামের নির্দেশ।

২.সদয় আচরণ করা ঃ ইসলাম মুসলিম বা অমুসলিম অটিস্টিক শিশুদের সঙ্গে উদার, সদয় ও মানবিক আচরণ করাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং মহানবী (সা.) বলেছেন, 'মুসলিম অধ্যুষিত দেশের অধিবাসী হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম অটিস্টিক শিশু নাগরিককে যে মুসলিম কষ্ট দেবে কিয়ামতের দিন আমি সেই মুসলিমের বিপক্ষে বাদি হবো। আর যে মোকাদ্দামায় বাদি হবো তাতে জয়লাভ অবধারিত।' তাই রাসূল (সা.) অমুসলিম অটিস্টিক শিশু প্রতিবেশির সাথে প্রতিবেশিসুলভ অধিকার নিশ্চিত করে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অর্থাৎ কোনো মুসলিমের প্রতিবেশি যদি অমুসলিম অটিস্টিক শিশু হয় তবে একজন প্রতিবেশি যে সব হক লাভ করে সেও সেগুলো পাবে।[২১৯] মহানবী (সা.) এর এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের বিচারের দৃষ্টান্তগুলোতে আমরা দেখতে পাই, অনেক মামলাতে তাদের রায় মামলার মুসলিমের পক্ষে না যেয়ে অমুসলিমের পক্ষে গেছে এবং এতে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হয়েছে।

৪.বৃক্ষরোপণ পরিবেশের সৌন্দর্য্য এবং অক্সিজেন পাওয়ার নিমিত্তে সংরক্ষণ করা ঃ প্রকৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপহার বৃক্ষ। কুর'আনে এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে এবং তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং তাতে উদগত করেছি নয়ন প্রীতিকর সব ধরনের উদ্ভিদ। আকাশ থেকে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং এর দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি এবং সমুন্নত খেজুরগাছ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর। আমার বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ।[২২০] সৃষ্টির সেরা মানুষ জাতিকে আল্লাহ সৃষ্টি করে ভূপৃষ্ঠের প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ হিসেবে ফলবান বৃক্ষরাজি ও সবুজ-শ্যামল বনভূমির দ্বারা একে সুশোভিত ও সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন। বনাঞ্চল ও বনজাত গাছপালার দ্বারা ভূমন্ডলের পরিবেশ ও মনোরম প্রকৃতির ভারসাম্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্যলীলার মধ্যে বৃক্ষরাজি অন্যতম, যা ছাড়া প্রাণিকুলের জীবন-জীবিকার কোনো উপায় নেই। মানুষ না থাকলে গাছের কোনো অসুবিধা হতো না, কিন্তু বৃক্ষরাজি না থাকলে মানবজাতির অস্তিত্বই বিলীন হয়ে পড়ত। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বৃক্ষের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। বৃক্ষ পরিবেশ ও প্রকৃতি জীবজগতের পরম বন্ধু। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি

---

২১৫. وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورا 'আর আল্লাহর ইবাদত কর, তার সঙ্গে কাউকে শরিক কর না। বাবা-মার সঙ্গে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম-মিসকিন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসির প্রতিও (সদয় ব্যবহার কর)। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক-গর্বিতদের পছন্দ করেন না।' আল-কুর'আন, ০৪ : ৩৬

২১৬. আল কুর'আন, ৯ : ৬০

২১৭. আল কুর'আন, ৫১ : ১৯

২১৮. أَرَأَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ - فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ -وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ তুমি কি তাদের দেখেছ? যারা বিচার ও কর্মফল অবিশ্বাস করে! তারা ওরা যারা এতিমকে ধাক্কা দেয়, তারা অভাবীদের খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। আল কুর'আন, ১০৭ : ১-৩

২১৯. আল কুর'আন , ৫০ : ৭-১১

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বৃক্ষ। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অতি জরুরি অক্সিজেন আসে বৃক্ষ থেকে। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য, জাতীয় অর্থনীতি, আবহাওয়া এবং জলবায়ু সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বৃক্ষের অবদান অপরিসীম। উর্বর ভূমির সুপরিকল্পিত ব্যবহারে বৃক্ষ রোপণ ও বনায়নের জন্য জোরালো তাগিদ দিয়ে রাসূল (সা.) বলেন- 'কোনো মুসলিমের রোপিত গাছ থেকে কোনো ব্যক্তি ফল ভক্ষণ করলে তা পরোপকার হিসেবে বিবেচিত হবে, কোনো ফল চুরি হলে তা-ও পরোপকার হিসেবে বিবেচিত হবে, কোনো পাখি যদি ওই গাছের ফল ভক্ষণ করে, তবে তা জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবে' (বুখারী)। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় বনায়নের বিকল্প নেই। আধুনিক সুরম্য অট্টালিকা আর ইট-কাঠের নগরজীবন সত্ত্বেও বনাঞ্চল ছাড়া মানুষের বাঁচার উপায় নেই। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ অপরিহার্য। আর তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহাবিপর্যয় থেকে মুক্তি পেতে এবং সামাজিক বনায়ন বৃদ্ধি করতে এবং পরিবেশের সৌন্দর্য্য এবং অক্সিজেন পাওয়ার নিমিত্তে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ করা একান্ত দরকার।[২২০]

৫.পানির পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ ঃ পানি হলো মহান আল্লাহর বিশেষ একটি নিয়ামত ও অনুগ্রহ। মানুষ এবং জীব জগতের বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় অবলম্বন হলো পানি।[২২১] পানি ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব। পানি দূষিত হলে- মাটি, বায়ু ও খাদ্যও দূষিত হয়ে পড়ে। বর্তমানে পৃথিবীর ৬০ ভাগ পানিই দূষিত। ফলে রোগ-শোক, জ্বরা-ব্যধিতে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ ও পশুপাখি। পানি দূষণের মূল কারণ হলো- নর্দমার ময়লা, কারখানার বর্জ্য পদার্থ, মানুষ ও পশুপাখির মলমূত্র, কীটনাশকের প্রভৃতি মিশ্রণ। তাই আজ বিশ্বব্যাপী এ পানিকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। আর ১৪ শত বছর পূর্বে ইসলাম পানি দূষিত ও পানিতে আবর্জনা মলমূত্র ও বর্জ্য ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। রাসূল (সা.) আরও বলেছেন, 'তোমরা অভিশাপ আনয়নকারী তিনটি কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখো। তা হলো-পানির উৎসসমূহে, রাস্তা-ঘাটে ও বৃক্ষের ছায়ায় মলমূত্র ত্যাগ করা।' এছাড়া রাসূল (সা.) আরও বলেছেন, 'তোমরা কেউ আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করে তাতে অজু করবে না। এবং পানির ব্যবহারে অপচয় করবে না, যদিও তা প্রবহমান নদীর পানিও হয়।' এটাই ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশ। 'যে কূপ বহু বছর যাবৎ অকেজো হয়ে পড়ে আছে, তার পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং পানির অপচয়রোধ ও পানিকে দূষণমুক্ত রাখতে বলেছেন।[২২২]

৬.পশু-পাখির প্রতি সদাচরণ ঃ পশু-পাখির প্রতি সদয় আচরণ করা ইসলামসহ প্রত্যেক ধর্মেই সব ধরনের জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ রয়েছে। রাসূল (সা.) শত্রুমিত্র ভেদাভেদ ভুলে যেমন অসহায় মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন। তেমনি দয়া ও দরদ থেকে বাদ পরেনি সাধারণ কীটপতঙ্গ, পশুপাখি, জীবজন্তু এমনকি বৃক্ষরাজিও। হাদিসে এ সবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তন্মধ্যে বিখ্যাত দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই ঘটনাটি তো সবারই জানা। একদিন এক বালক পাখির বাসা থেকে দু'টি ছানা নিয়ে যাচ্ছিল। মা পাখিটা ছানার শোকে পাগল প্রায় হয়ে ওই বালকটির মাথার উপর উড়াউড়ি করতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে রাসূল (সা.) বালকটিকে বললেন, 'ছানা দু'টি বাসায় রেখে

---

২২০. ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون 'মানুষের কৃত কর্মের দরুন সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, ফলে তাদেরকে তাদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে'। আল কুর'আন ৩০: ৪১

২২১. মুতি এনায়েতুল্লাহ, *মানবজীবনে নদী ও পানির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম*, https://banglanews24.com/islam/news/., visited on 02/04/2017

২২২. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَآءٍ مَّعِينٍ বল তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের তলদেশে চলে যায়, তাহলে তোমাদেরকে কে এনে দেবে প্রবহমান পানি। আল কুর'আন, ৬৭ : ৩০

Dhaka University Institutional Repository

এসো। দেখছ না মা পাখিটি কেমন পাগল হয়ে তোমার মাথার ওপর উড়াউড়ি করছে, নিজের জীবনের মায়া পর্যন্ত নেই। রাসূল (সা.)-এর কথায় ওই বালক ছানা দু'টিকে পাখির বাসায় রেখে এলো। ছানা দু'টিকে পেয়ে মা পাখিটি বাচ্চা দু'টিকে অনেক আদর-সোহাগ করল, তা দেখে রাসূল (সা.) খুব খশি হলেন। রাসূল (সা.) বলেন, 'তোমরা গৃহপালিত পশুর প্রতি খুব যত্নশীল হবে। তাদের ঠিকমতো খেতে দেবে। তারা যাতে কষ্ট না পায় এমন থাকার ব্যবস্থা করবে। তারা যা বহন করতে পারে তার অতিরিক্ত কিছু তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না। এবং গর্তস্থ কীটপতঙ্গদের জীবন রক্ষার নিমিত্তে গর্তে পেশাব করবে না। কারণ গর্তে পিঁপড়া ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ থাকে। তারা মারা যেতে পারে (কষ্ট পেতে পারে)। পশু-পাখির প্রতি এমন দয়া-মায়ার প্রেক্ষিতেই নবী (সা.)-কে শুধু মানুষের নবী না বলে 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' (বিশ্ববাসীর জন্য রহমত) অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে।[২২৩]

৭.প্রতিবন্ধীদের প্রতি সদাচরণ করা ঃ প্রতিবন্ধীদের প্রতি সদয় আচরণ করা ইসলামের অন্যতম একটি বিধান। যাদের মধ্যে অন্যতম হল শারীরিক ভাবে অসম্পূর্ণ অটিস্টিক শিশুগণ। তাদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা প্রদর্শন এবং তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যেই প্রতিবন্ধী দিবসটির সূচনা করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে **১৯৯২** সাল থেকে প্রতি বছর **৩** ডিসেম্বরকে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। উন্নত ও সুখী সমাজ বিনির্মাণে প্রতিবন্ধী জন-গোষ্ঠীকে জ্ঞানের প্রতিটি বিভাগে যোগ্য করে গড়ে তুলতে 'টেকসই উন্নয়ন: প্রযুক্তি প্রসারণ' প্রতিপাদ্যে পালিত হচ্ছে **২৩** তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও **১৬** তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব।[২২৪] আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দিয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ জ্ঞান।[২২৫] যা অন্য কোন প্রাণীকে দেয়া হয় নাই। তাইতো মানুষ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সমতা বিধান করবে। কুর'আন ও হাদিসে[২২৬] সাম্যের সবিস্তার আলোচনায় এসেছে। যার মধ্যে সব ধরনের প্রতিবন্ধীরাও শামিল। এ প্রতিবন্ধী মানুষ কেউ জন্মগত ভাবে হয় আবার কেউ নানা দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার কারণেও হয়। সব ধরনের প্রতিবন্ধীর সঙ্গে উত্তম আচরণ,তার উপকারে মানবেতর হাত বাড়িয়ে দেয়ার শিক্ষাই রয়েছে কুর'আন ও সুন্নাতে।[২২৭]

---

২২৩. وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ হে নবী আমি তোমাকে সারা বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি। আল কুর'আন, ২১: ১০৭

২২৪. অধ্যক্ষ মীর মকবুল আহমদ, *তারীখু ইলমিল ফিকহ*। ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। পৃ. ৫৫

২২৫. ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান, *ইলমুল ফিক্‌হ*। প্রকাশক-গবেষণা বিভাগ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, পৃ ৯৫

২২৬. মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান, *ইলমুল হাদিস*। প্রকাশক-গবেষণা বিভাগ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, পৃ. ৪৬

২২৭. هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। আল কুর'আন, ০৩ : ০৬

Dhaka University Institutional Repository

ক্রম

পঞ্চম অধ্যায়

পৃষ্ঠা

আধুনিক বিশ্বে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের দৃষ্টিতে করণীয়

৫.১	**অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় পরিবারিক অবস্থানে ইসলাম**	১৩১
৫.১.১	অটিস্টিক শিশুর জন্য পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের করণীয়	১৩১
৫.১.২	অটিস্টিক শিশুর জন্য পরিবারের সদস্যদের করণীয়	১৩৪
৫.১.৩	অটিস্টিক শিশুর জন্য নিকট আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের করণীয়	১৩৭
৫.১.৪	অটিস্টিক শিশুর জন্য দূরবর্তী আত্মীয়দের করণীয়	১৩৭
৫.২	**অটিস্টিক শিশুর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম**	১৩৮
৫.২.১	অটিস্টিক শিশুকে সামাজিকভাবে অবহেলা প্রতিরোধে করণীয়	১৩৮
৫.২.২	অটিস্টিক শিশুর সামাজিক বৈষম্য দূরিকরণে করণীয়	১৪০
৫.২.৩	অটিস্টিক শিশুকে সামাজিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগদানে করণীয়	১৪১
৫.২.৪	অটিস্টিক শিশুকে সামাজিকভাবে সকলের ভালোবাসাদানে করণীয়	১৪২
৫.২.৫	অটিস্টিক শিশুকে সামাজিক ও বংশগত মর্যাদাদানে করণীয়	১৪৩
৫.৩	**অটিস্টিক শিশুর মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম**	১৪৫
৫.৩.১	অটিস্টিক শিশুকে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় শিক্ষাদানে পিতা-মাতার করণীয়	১৪৫
৫.৩.২	অটিস্টিক শিশুকে ধর্মীয় নীতিমালা শিক্ষাদানে করণীয়	১৪৫
৫.৩.৩	অটিস্টিক শিশুকে মানবীয় গুণাবলী অর্জনে করণীয়	১৪৬
৫.৩.৪	অটিস্টিক শিশুর জন্য পরিচ্ছন্ন পোশাক ও বাসস্থান নিশ্চিত করতে করণীয়	১৪৭
৫.৩.৫	অটিস্টিক শিশুকে পিতা-মাতা ও সমাজের বোঝা মনে না করণে ইসলাম	১৪৯
৫.৪	**অটিস্টিক শিশুর স্বাস্থ্যগত পরিচর্যায় ইসলাম**	১৫০
৫.৪.১	অটিস্টিক শিশুর সুচিকিৎসা নিশ্চিতকরণে করণীয়	১৫০
৫.৪.২	অটিস্টিক শিশুর দাঁতের সুচিকিৎসা প্রদানে করণীয়	১৫২
৫.৪.৩	অটিস্টিক শিশুর সঠিক পরিচর্যা নিশ্চিতকরণে করণীয়	১৫৩
৫.৪.৪	অটিস্টিক শিশুর সুষম খাদ্য নিশ্চিতকরণে করণীয়	১৫৫
৫.৫	**অটিস্টিক শিশুর সুশিক্ষা নিশ্চিতকরণে ইসলাম**	১৫৬
৫.৫.১	অটিস্টিক শিশুর ধর্মীয় সংস্কৃতিমূলক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে করণীয়	১৫৬
৫.৫.২	অটিস্টিক শিশুর প্রতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে করণীয়	১৫৮
৫.৫.৩	অটিস্টিক শিশুর সহপাঠিদের সাথে বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে করণীয়	১৫৯
৫.৫.৪	অটিস্টিক শিশুর সামাজিক প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে করণীয়	১৬০
৫.৫.৫	অটিস্টিক শিশুর উন্নত শিক্ষা গ্রহণে ইসলামে করণীয়	১৬১
৫.৬	**অটিস্টিক শিশুর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা**	১৬৩
৫.৬.১	সামাজিকভাবে যাকাতের গুরুত্বে জনগণকে সচেতন করা	১৬৩
৫.৬.২	অটিস্টিক শিশুদের জন্য সামাজিকভাবে যাকাতের বিধান প্রতিষ্ঠায় ইসলাম	১৬৪
৫.৬.৩	অটিস্টিক শিশুদের জন্য সামাজিকভাবে যাকাত আদায় ও প্রদান নিশ্চিত করা	১৬৫
৫.৬.৪	অটিস্টিক শিশুদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থ আদায় ও প্রদান সুনিশ্চিতকরণে ইসলাম	১৬৬
৫.৬.৫	অটিস্টিকদের প্রতি অবহেলায় আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন	১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আধুনিক বিশ্বে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের দৃষ্টিতে করণীয়

ইসলাম হল মহান আল্লাহর পক্ষ হতে একমাত্র পরিপূর্ণ ও মনোনীত ধর্ম। যেখানে সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। যাতে আছে মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিষয়ের পরিপূর্ণ সামাধান। শুধু তাই নয় পৃথিবীতে যত সৃষ্টি আছে সকল সৃষ্টি জীবের অধিকারকে পরিপূর্ণ ভাবে এই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যা অন্য কোন ধর্মে পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। আল্লাহতা'আলার সৃষ্টি এই পৃথিবী বিভিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও তারকারাজী দারা গঠিত বৈচিত্র্যময় এক অনন্য সৃষ্টি। আল্লাহর এই বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল মানুষ, যাকে সুন্দর আকৃতি দিয়ে এই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব ও মযার্দা দান করা হয়েছে। আর মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি হল প্রতিবন্ধী, যাদের একটি ধরণ হল অটিজম, যারা অটিজমে আক্রান্ত তারা হল অটিস্টিক শিশু। আর অটিস্টিক শিশুদের নিয়ে দেশে বিদেশে সরকারি বেসরকারি অনেক সংগঠন অতীতে কাজ করেছে এবং বর্তমানেও সে কাজ চলমান রয়েছে। প্রায় ত্রিশ বছর আগে জাতিসংঘ অটিস্টিক দিবসের সূচনা করে ২০০৬ সালে অটিস্টিক ব্যক্তিদের জন্য কনভেনশন প্রণয়ন করার মধ্য দিয়ে অধিকার রক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু এখনো বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ কিংবা প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন ২০১০ এবং ২০১৩ কোনটিরই পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। যার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষা,স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার ও সমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। কারণ ইসলামের বিধান আলোকে অটিস্টিক শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ না করার কারণে আশানুরুপ উন্নতি সাধন করা বর্তমানেও সম্ভব হয়নি এবং সঠিক কোন ফলাফল আজও বিশ্ব জাতিকে উপহার দিতে পারেনি। যার ফলে অটিস্টিক শিশুর অভিভাবকগণ হতাশা ও দুশ্চিন্তার ধ্বংসাত্মক থাবা থেকে আজও মুক্তি লাভ করতে পারেনি। আর বিশ্ব সংস্থাসহ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ আশানুরূপভাবে সঠিক কোন তথ্য ও ফলাফল জাতিকে উপহার দিতে পারেনি। তাই আধুনিক বিশ্বের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও করণীয় বিষয়সমূহ কুর'আন ও হাদিসের আলোকে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরে জাতিকে ইসলামের সৌন্দর্য ও বিশ্বময় অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি নতুন দিগন্তের শুভসূচনা হবে ইনশা-আল্লাহ। এজন্য এ অধ্যায়কে আধুনিক বিশ্বে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের দৃষ্টিতে করণীয় শিরোনামে নাম দিয়েছি। এবং অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় পরিবারিক অবস্থানে ইসলাম; অটিস্টিক শিশুর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম; অটিস্টিক শিশুর মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম; অটিস্টিক শিশুর স্বাস্থ্যগত পরিচর্যায় ইসলাম; অটিস্টিক শিশুর সুশিক্ষা নিশ্চিতকরণে ইসলাম; এবং অটিস্টিক শিশুর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি উপ শিরোনামে আলোচনা করেছি। যাতে করে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের মানুষ এই জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয়ে আধুনিক বিশ্বে অটিস্টিক শিশুদের অধিকার ও মর্যাদা পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়। যার মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুরা সুখীময় জীবন উপভোগ করবে, সাথে পিতা-মাতার হতাশা ও দুশ্চিন্তার চিরঅবসান ঘটবে। এবং জাতি ও রাষ্ট্রের জন্য শ্রেষ্ঠ মানব সম্পদে পরিণত হবে। নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় পরিবারিক অবস্থানে ইসলাম

৫.১.১ অটিস্টিক শিশুর জন্য পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের করণীয়

অটিস্টিক শিশুর মনোদৈহিক উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতা লাভের এবং সুরক্ষার জন্য পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে দু'আ করবে।[১] তার সুন্দর অর্থবহ নাম রাখবে এবং জন্মনিবন্ধন করবে, যাতে ভবিষ্যতে আইনগত জটিলতায় না পড়ে। তার নিরাপত্তা ও উজ্জ্বল সফল সার্থক ভবিষ্যতের কল্যাণ কামনায় সামর্থ্য অনুযায়ী আকিকা করবে। প্রয়োজনীয় রোগ প্রতিরোধক টিকা দিবে। শিশুর সুষম খাদ্য ও সুন্দর পরিবেশ এবং সুশিক্ষা নিশ্চিত করবে যা পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব। পাশাপাশি খেলাধুলা, আনন্দবিনোদন ও সাংস্কৃতিক চর্চার ব্যবস্থা করবে। শিশুর প্রথম শিক্ষালয় হল তার পরিবার, এরপর মক্তব, পাঠশালা বা বিদ্যালয়। শিশুর সুশিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবিক গুণাবলির বিকাশের ক্ষেত্রে এবং সভ্যতার উন্নয়নে বিশ্বনাগরিক তৈরিতে শিশুদের প্রতি দায়িত্বশীল ও যত্নবান হওয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, অভিভাবকদের ভূমিকাই প্রধান।[২] দরিদ্র পরিবারে পিতা-মাতা রাগের বশীভূত হয়ে অটিস্টিক শিশুর শরীরে এমন কোনো শাস্তি বা আঘাত করবে না, যে কারণে শিশুর শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি হতে পারে। আর আমাদের সমাজে শিশুরা বঞ্চনা ও নিগ্রহের শিকার হয় নিজেদের গৃহে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে। তাই এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের করণীয় প্রধান কাজসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল।

অটিস্টিক শিশুর উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা ঃ প্রত্যেক পিতা-মাতার কতর্ব্য হল, তাদের সম্পদে অটিস্টিক শিশুর উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা। হোক সে পুত্র সন্তান বা কন্যা সন্তান, যাতে তাদের মৃত্যুর পর কেউ অটিস্টিক শিশুদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে না পারে। আর এটা ইসলামেরও বিধান, কেননা মহান আল্লাহ বান্দার হক কখনো ক্ষমা করবে না।[৩] এ ক্ষেত্রে পুত্র সন্তানের অংশ হল, মৃত ব্যক্তির ছেলে বা ছেলেরা সকল ক্ষেত্রেই সম্পত্তি পাবে। যেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ছেলে ও মেয়ে রয়েছে সেই ক্ষেত্রে ছেলে বা ছেলেরা, মেয়ে বা মেয়েদের চেয়ে দ্বিগুণ সম্পত্তি পাবে। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে মাতাপিতা ও স্বামী-স্ত্রী নির্দিষ্ট সম্পত্তি পাওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি ছেলে মেয়ের মধ্যে বন্টন করা হবে। তবে মেয়ে না থাকলে অংশীদারদের অংশ দেয়ার পর অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে বাকী সম্পূর্ণ সম্পত্তি ছেলে বা ছেলেরাই পাবে। আর কন্যা সন্তানের অংশ হল, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কন্যারা তিন ভাবে মাতাপিতার সম্পত্তি পেতে পারে। একমাত্র কন্যা হলে তিনি রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই ভাগের এক ভাগ অংশ পাবে। একাধিক মেয়ে হলে সবাই মিলে সমান ভাগে তিন ভাগের দুই ভাগ অংশ পাবে।[৪]

---

১. রাসূল (সা.) বলেছেন 'হে আল্লাহ আমাদের শয়তানের অনিষ্ট হতে রক্ষা করুন এবং আমাদের যে সন্তান আপনি দেবেন, তাকেও শয়তানের অনিষ্ট হতে রক্ষা করুন।' *বুখারী ৬৩৮৮, মুসলিম ১৪৩৪*

২. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُون আর স্মরণ কর, যখন বানী ইসরাঈলের শপথ নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, অনাথ ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, নামায কায়িম করবে এবং যাকাত দিবে। কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তোমরা অগ্রাহ্যকারী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। আল কুর'আন, ০২: ৮৩

৩. وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর, কিছুকেই তাঁর শরীক করো না এবং মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের আয়ত্তাধীন দাস-দাসীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ লোককে ভালবাসেন না, যে অহংকারী, দাম্ভিক। আল কুর'আন, ০৪: ৩৬

৪. يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْف আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান-সন্ততির (অংশ) সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, পুরুষ দুই নারীর অংশের সমান পাবে, তবে সন্তান-সন্ততি যদি শুধু দু'জন নারীর অধিক হয় তাহলে তাঁরা রেখে যাওয়া সম্পত্তির তিন ভাগের দু' ভাগ পাবে, আর কেবল একটি কন্যা থাকলে সে অর্ধেক পাবে। আল কুর'আন, ০৪: ১১

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান কখনো পিতা-মাতার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয় না। অটিস্টিক শিশুর ক্ষেত্রে তার সম্পত্তির উত্তোরাধিকার পিতা-মাতা নিশ্চিত করবে হোক সে কন্যা বা পুত্র সন্তান। অন্যথায় সন্তানকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে বান্দার হক নষ্ট করার কারণে পিতা-মাতাকে পরকালে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে যা হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫]

অটিস্টিক শিশুর বংশীয় মর্যাদা নিশ্চিত করা ঃ ইসলামে অটিস্টিক শিশুর স্বীকৃতি ও পিতৃত্ব এবং বংশীয় মর্যাদা নিশ্চিত করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। ইসলামী আইন ব্যবস্থায় বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে সন্তান জন্ম হলে পিতার স্বীকৃতিতে ঐ সন্তান তারই ঔরসজাত বলে স্বীকৃতি লাভ করবে।[৬] আর পরকালে পিতার নাম ধরে সন্তানকে ডাকা হবে।[৭] তাই অটিস্টিক শিশু যে বংশে ও পরিবারে জন্মগ্রহণ করে না কেন, তার সুন্দর নাম ও বংশীয় মর্যাদা নিশ্চিত করা পিতার দায়িত্ব। পরিবারের অন্য সদস্যগণ যেন তার সাথে ভালো আচরণ করে ও তাকে সম্মান করে তা শিক্ষা দেয়া ও প্রতিষ্ঠা করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। এবং সমাজের লোক যেন তাকে অবহেলা না করে তাও নির্ভর করবে তার বংশীয় মর্যাদা নিশ্চিত করার উপর।[৮] আর অটিস্টিক শিশু পরিবারে ও সমাজে সম্মান পাওয়া তার অধিকার।[৯] আর মর্যাদা ও অধিকার প্রাপ্তির দিক দিয়ে মানুষ দুই প্রকার। প্রথমত. যাদের মর্যাদা ও অধিকার শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। তারা হল, মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি, নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, সাথি ও সহকর্মী এবং সৎকর্মশীল মানুষ। এই শ্রেণির মানুষের সঙ্গে যথাযথ আচরণ ও প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়ার অর্থ হল শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত তাদের অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া। আর তা হল, তাদের প্রতি সদয় হওয়া, আত্মীয়তা রক্ষা করা, কল্যাণ কামনা করা, সম্মান করা, বিপদে সাহায্য করা ও সান্ত্বনা দেওয়া ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত. শরিয়তে যাদের অধিকার নির্ধারণ করে দেয়নি। তাদের ব্যাপারে হাদিসের নির্দেশ হল 'প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার দেওয়া'-এর ব্যাখ্যা হবে মানুষ হিসেবে; সর্বোপরি মুসলিম হিসেবে অটিস্টিক শিশুদের মৌলিক যে অধিকার ও সম্মান রয়েছে তা রক্ষা করা। এবং কথা ও কাজের দ্বারা তাদের কোনো ক্ষতি না করা এবং কষ্ট না দেওয়া। উপকারী আচরণ করা, নিজের জন্য যে বিষয় পছন্দ করে তা অন্যের জন্যও পছন্দ করা।[১০]

---

৫. হজরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমরা কি জানো অভাবী কে? সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে তো সেই অভাবী যার টাকা-পয়সা ও অর্থ-সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্যে সেই সবচেয়ে বেশি অভাবী হবে, যে দুনিয়াতে সালাত, সিয়াম, জাকাত আদায় করে আসবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল-সম্পদ আত্মসাত করেছে, কাউকে হত্যা করেছে, কাউকে আবার মেরেছে। সুতরাং এই হকদারকে তার নেকী দেয়া হবে। আবার ঐ হকদারকেও (পূর্বোক্ত হক্বদার যার ওপর জুলুম করেছিল) তার নেকী দেয়া হবে। এভাবে পরিশোধ করতে গিয়ে যদি তার (প্রথমতো ব্যক্তির) নেকী শেষ হয়ে যায় তবে তাদের (পরের হক্বদারের) গুণাহসমূহ ঐ ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। *মুসলিম*- ৬৪৭৩

৬. মহানবী (সা.)-এর নবুওয়েতের পূর্বে কৃতদাস শিশু যায়েদ ইব্ন হারেছাকে মুক্ত করে দত্তক পুত্র করে রেখেছিলেন। সে রাসূল (সা.)-এর ঘরে, তারই পিতৃস্নেহে লালিত-পালিত হয়ে বড় হয়। আমরা তাকে যায়েদ ইব্ন মুহাম্মাদ (মুহাম্মদের পুত্র যায়েদ) বলেই সম্বোধন করতাম। যখন আহজাবের ৫ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, 'তাদের (পালক সন্তানদের) পিতৃ-পরিচয়ে তোমরা তাদের ডাকবে'- তখন আমরা আমাদের পূর্বের ডাক পরিবর্তন করি। *মুসলিম: ৬৪১৫*

৭. রাসূল (সা.) বলেন, বিচার দিবসে তোমাদের ও তোমাদের পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। সুতরাং সন্তানের সুন্দর নাম রাখো। *আবু দাউদ, ৪৯৪৮*

৮. يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٍ হে মানুষ! তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই লোকই অধিক সম্মানীয় যে লোক অধিক মুত্তাক্বী। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব খবর রাখেন। আল কুর'আন, ৪৯: ১৩

৯. আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ' তোমরা মানুষের মর্যাদা অনুসারে তার সঙ্গে ব্যবহার করো।' *আবু দাউদ, ৪৮৪৪*

১০. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ মমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবে যা নিজের জন্য করে। *বুখারী, ১৩; মুসলিম, ৪৫*

Dhaka University Institutional Repository

করে কথা বলা, যা মুসা ও হারুন (আ.)-কে আল্লাহতা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন।[১১] একইভাবে অটিস্টিক শিশুদের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করা, তাদের ভালো কাজে উৎসাহিত করা এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা।[১২] অটিস্টিক শিশুদের সম্মান দেওয়া, তাদের জন্য কল্যাণের দু'আ করাও প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদাদানের অংশ। মহানবী (সা.) নওমুসলিমদের মনোতুষ্টির জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে তাদের জন্য বিশেষ অংশ নির্ধারণ করেছিলেন। অতএব অটিস্টিক শিশুর সঙ্গে আনন্দদায়ক কথা বলা তার প্রাপ্য অধিকার। অর্থাৎ তাদের পারিবারিক সামাজিক অবস্থান ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব; তাদের সঙ্গে রক্ত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদির বিবেচনা করে সর্বোত্তম আচরণ করাই উল্লেখিত হাদিসের শিক্ষা।

অটিস্টিক শিশুর জন্য সমতা বিধান নিশ্চিত করা ঃ অটিস্টিক শিশু ও সাধারণ শিশু হোক সে পুত্র-কন্যা পিতার নিকট সবাই সমান। তাই সকল সন্তানের মধ্যে আচরণে সমতা বিধান করে পিতাকে অবশ্যই চলতে হবে। সাম্য, ন্যায় ও ইনছাফের পথ থেকে ফিরে যাওয়া সহজ-সরল পথ থেকে ফিরে যাওয়ার নামান্তর। ইসলাম সন্তানদের মধ্যে সাম্য বিধানের জোরালো নির্দেশ দিয়েছে। অন্যসব সন্তানদের বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট একজন সন্তানের প্রতি ঝুঁকে পড়া বা কন্যা সন্তানদের বাদ দিয়ে পুত্র সন্তানদেরকে প্রাধান্য দেয়া অথবা অটিস্টিক শিশুকে বাদ দিয়ে স্বাভাবিক শিশু সন্তানের প্রতি ঝুঁকে পড়া সম্পূর্ণ রূপে ইনসাফের পরিপন্থী। ইসলাম অটিস্টিক ছেলে-মেয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করার অনুমতি প্রদান করে না। তারা উভয়ে যেন একই মানদণ্ডের দুই প্রান্ত। পিতা-মাতার উপর সকল সন্তানের এ অধিকার স্বীকৃত যে, তারা দান ও ব্যয়ের ব্যাপারে সন্তানদের মাঝে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন নীতি অবলম্বন করবে। সকলের জন্য সমান কল্যাণ কামনা করবে। কারো প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়বেন না এবং কাউকে বঞ্চিত করবেন না। ন্যায় ও সুষম নীতি অবলম্বন করবেন।[১৩] অটিস্টিক শিশু পুত্র হোক বা কন্যা হোক আচরণের ক্ষেত্রে এ দু'য়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ অসম আচরণে সন্তানদের অনুভূতিতে আঘাত লাগে তাদের অন্তরে গোপন রাখে একে অপরের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষমূলক মনোভাব স্থান পায়, পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের স্থলে সৃষ্টি হয় বিবাদ ও অনৈক্য।[১৪] তাই এহেন পক্ষপাতমূলক কাজ হ'তে পিতাকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে।

দুঃস্থ-ইয়াতিম অটিস্টিক শিশুর বিশেষ অধিকার নিশ্চিত করা ঃ অটিস্টিক শিশু পিতা মাতার আদরের সন্তান ও আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। অটিস্টিক শিশুকে সমাজ ও সংসার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পিতা-মাতা উভয়কে সমান ভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। পিতা মারা গেলে মা-ই এ মহান দায়িত্ব পালনে সব রকম সহযোগিতা প্রদানে ব্রতী হবেন। স্বামীর মৃত্যুর পর যৌবন থাকা সত্ত্বেও অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে ইয়াতীম অটিস্টিক শিশুর প্রতিপালন ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন মা যা প্রশংসনীয় ও

---

১১. اَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ- فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ তোমরা দু'জন ফেরাউনের নিকট যাও, বস্তুতঃ সে সীমালঙ্ঘন করেছে। তার সঙ্গে তোমরা নম্রভাবে কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা (আল্লাহর) ভয় করবে।' আল কুর'আন, ২০: ৪৩, ৪৪

১২. রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাজের হুকুম দাও; আর ১০ বছর বয়সে তাদের (নামাজ না পড়লে) শাস্তি দাও। *আবু দাউদ, ৪৯৫*

১৩. নুমান বিন বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করলেন। আমার মা 'আমরাহ বিনতে রাওয়াহা বললেন, আমি এতে সন্তুষ্ট নই যতক্ষণ আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এর সাক্ষী না বানান। তখন আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আমি 'আমরাহ বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার এই সন্তানকে একটা বস্তু দান করেছি। এতে 'আমরাহ আমাকে বলেছে, আমি যেন আপনাকে সাক্ষী করি। তিনি (সা.) বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এর অনুরূপ দান করেছ। তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সকল সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান কর। নু'মান (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমার পিতা ফিরে এলেন এবং আপন দান ফিরিয়ে নিলেন'। *বুখারী ২৫৮৬*

১৪. ইবনুল ক্বাইয়িম আলজাওযিয়্যাহ, ইগাছাতুল লাহফান (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯২১, ১/৪০২

Dhaka University Institutional Repository

গৌরবের। এ গৌরব অর্জনের জন্য মাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে অনেক ত্যাগ স্বীকার করে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগী হওয়া শিশুর মৌলিক অধিকার। সাধারণ শিশুর পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ স্নেহ ও ভালোবাসা শুধু নিজ সন্তানের জন্য সীমাবদ্ধ না রেখে এতিম অটিস্টিক শিশুর জন্য উদার হওয়া উচিত। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে সব শিশুর প্রতি বিশেষ করে মা-বাবার মমতা হারা শিশুদে প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা আল্লাহ আবশ্যক করেছেন। তাদের প্রতি সাহায্য-সহায়তার হাত বাড়ানো জরুরি।[১৫] হাদিসের বাণী: আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, আমার হৃদয় খুবই কঠিন। তিনি বললেন, তুমি কি তোমার অন্তর কোমল করতে চাও? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন, এতিম বাচ্চাদের আদর করো, স্নেহ-ভালোবাসা প্রদান করো, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও, তাদের খাবার দাও। তবেই তোমার অন্তর কোমল হবে। 'নির্দয় ব্যক্তি সবচেয়ে বড় হতভাগা। আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন। তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন না।[১৬] উপরিউক্ত রাসূল (সা.) এর বাণী সাধারণ ও অটিস্টিক শিশুর প্রতি স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসপূর্ণ আচরণ করতে সকলের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছে। এবং অটিস্টিক শিশুর জন্য পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের করণীয়বিধি বিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যা পালনকরা সকলের ইমানের দাবি।

৫.১.২ অটিস্টিক শিশুর জন্য পরিবারের সদস্যদের করণীয়

অটিস্টিক শিশুকে পরিবারের সদস্যগণ আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতা ও ভালোবাসার জন্য ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। অটিস্টিক শিশুরাও আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের মাধ্যমেই গড়ে ওঠবে আধুনিক আগামী নতুন বিশ্ব। তাই ইসলাম অটিস্টিক শিশুকে স্নেহ-মমতা ও আদর-যত্ন দিয়ে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। যার মাধ্যমে তারা প্রকৃত মানুষ ও সুনাগরিক হয়ে, দেশ ও দশের কল্যাণে কাজ করতে পারবে। কিন্তু দারিদ্র্যতার কারণে অনেক অটিস্টিক শিশুই পারিবারিক ভাবে লেখাপড়া ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ ইসলাম জীবনের প্রতিটি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছে। সমাজের ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র্য সকলে অটিস্টিক শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে এবং অটিস্টিক শিশুর প্রতি কোমল আচরণ করতে রাসূল (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন।[১৭] তিনি আরও বলেছেন, 'অটিস্টিক শিশুদের প্রতি স্নেহ ও আদর দেখায় না, এমন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করা উচিত'। তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা কবিরা গুনাহের সমপর্যায়ে। তাই আল্লাহতা'আলার করুণা লাভ করতে অটিস্টিক শিশুদের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করা আবশ্যক।[১৮] ভালোবাসা ও স্নেহ শুধু নিজ স্বাভাবিক শিশুদের প্রতি সীমাবদ্ধ রাখা নয় বরং ইসলামের দৃষ্টিতে সকল শিশুর প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা প্রকাশ আবশ্যক হোক সে স্বাভাবিক শিশু বা অটিস্টিক শিশু। বিশেষ করে মা-বাবার মমতা হারা শিশুদের স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং তাদের প্রতি সাহায্য-সহায়তার হাত বাড়ানো জরুরি যদি সে হয় এতিম ও অটিস্টিক শিশু।[১৯] রাসূল (সা.) শুধু শিশুদের ভালোবাসেননি বরং তাদের খোঁজখবরও নিতেন এবং মাঝে-মধ্যে তাদের সঙ্গে আনন্দদায়ক খেলাধুলা করতেন। ঘোড়া সেজে অনেক সময়

---

১৫. মহানবী (সা.) বলেন, 'আমি ও এতিমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব।' একথা বলে তিনি তার তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির মধ্যে সামান্য ফাঁক রাখেন। *বুখারী, ৪৯৯৮*

১৬. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেন, 'কেবল হতভাগ্য ব্যক্তির হৃদয় থেকেই দয়া তুলে নেওয়া হয়। *তিরমিজি,* ১৯২৩

১৭. রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শিশুকে স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান দেখায় না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' *তিরমিজি,* ১৯২১

১৮. আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, 'একবার রাসূল (সাঃ) নিজ নাতি হাসান (রা.)-কে চুমু খেলেন। সে সময় তার কাছে আকরা বিন হারেস উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'আমি দশ সন্তানের জনক। কিন্তু আমি কখনও তাদের আদর করে চুমু খাইনি। তখন মহানবী (সা.) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না'। *বুখারী, ৫৬৫১*

১৯. রাসূল (সা.) বলেন, 'আমি ও এতিমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। একথা বলে তিনি তার তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির মধ্যে সামান্য ফাঁক রাখেন। *বুখারী, ৪৯৯৮*

Dhaka University Institutional Repository

নাতি হাসান ও হোসাইনকে পিঠে নিয়ে মজা করতেন এবং আনন্দ দিতেন।[২০] বিশ্বনবী হয়েও তিনি শত ব্যস্ততার মাঝে শিশুদের খোঁজ খবর নিয়েছেন। এটি তার অনুপম ও সুমহান চরিত্রের দ্যুতিময় দৃষ্টান্ত। শিশুর প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসার কারণে শিশুরাও মহানবী (সা.)- কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন।[২১] মক্কা বিজয়ের পর যখন মহানবী (সাঃ) মক্কা শহরে আগমন করেন, তখন কিছু ছোট বাচ্চা তার কাছে আসলে তিনি তাদের আদর-সোহাগ করেছিলেন। তাড়িয়ে দূরে সরিয়ে দেননি। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, বিজয়ীবেশে মহানবী (সা.) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন আবদুল মুত্তালিব বংশের ছোট ছোট ছেলেরা তার কাছে আসে। তিনি তাদের একজনকে নিজ বাহনের সামনে বসালেন এবং অপরজনকে পেছনে বসালেন।[২২] শিশুদের সঙ্গে রাসূল (সা.)-এর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও গভীর ভালোবাসা পরিপূর্ণ ছিল। অথচ বতর্মান সমাজে আমরা সাধারণ শিশুদের সাথে অটিস্টিক শিশুদের উপর পাশবিক নির্যাতন করছি যা ইসলামে নিষিদ্ধ। যা রাসূল (সা.) এর শিশুদের প্রতি ভালোবাসা ও মহানুভবতা থেকে পাই। তাই সকলের উচিত অটিস্টিক শিশুর প্রতি স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসপূর্ণ আচরণ করা যা সকলের ইমানি দায়িত্ব।

অটিস্টিক শিশুর জন্য বাসায় গঠনমূলক কাজ করা ঃ পরিবারের সদস্যগণ অটিস্টিক শিশুর মেধা বিকাশের জন্য বাসায় গঠনমূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। প্রথমে শিশুর দক্ষতা ও সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বুঝে রুটিন অনুযায়ী কাজ নির্ধারণ করবে। পরিবারের কোন সদস্য যদি গঠনমূলক প্রোগ্রাম পরিবারের নিজস্ব রুটিনের ভেতর করে তবে পরিবারের সকলে তাতে অংশ গ্রহণ করার মাধ্যমে বাড়ির পরিবেশটি শিশুর পছন্দসই করে তুলবে। কেননা আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যৎ। শিশুকে আগামীর জন্য গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই তার ভবিষ্যৎ সুন্দর ও নিরাপদ করতে হবে। শিশুর ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক ও প্রোজ্জ্বল হবে তখনই, যখন তাকে পরিবারের সকলের সহযোগিতা ও আন্তরিক ভালোবাসার মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হবে।[২৩] প্রতিপালন করা হবে ইসলামের আদর্শ ও রূপরেখায়। তাদের সাথে কখনো খারাপ ও কষ্টদায়ক আচরণ করা যাবে না। কারণ নির্দয় ব্যক্তি সবচেয়ে বড় হতভাগা, আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন ও তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন না।[২৪] অটিস্টিক শিশুকে শিশুকাল থেকেই তার মন-মানসিকতায় ইসলামের প্রতি পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও অগাধ ভালোবাসায় গড়ে তুলে তার আকিদা-বিশ্বাস পরিশুদ্ধ করতে হবে। আল্লাহ, নবী-রাসূল, ফেরেশতা, কেয়ামত, কবর, হাশর- এসবের প্রতি তাকে বিশ্বাসী করে তুলতে হবে। আদব-কায়দা, নম্রতা-ভদ্রতা ও সুন্দর শিষ্টাচারে প্রতিপালন করতে হবে।[২৫] অটিস্টিক শিশুকে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হলে পরিবারকেও ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলতে হবে এবং আদর্শ পরিবার হতে হবে। কেননা পরিবার হল শিশুর প্রথম

---

২০. আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমার ছোট ভাইয়ের (তার উপনাম ছিল আবু উমায়ের) একটি বুলবুলি পাখি ছিল। সে তার প্রিয় পাখিটি নিয়ে খেলা করতো। একদিন পাখিটি মারা গেল। এরপর একদিন রাসূল (সা.) আমাদের বাড়িতে এসে দেখলেন, আবু উমায়েরের মন খারাপ। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, আবু উমায়ের মন খারাপ কেন? সবাই বললো, তার বুলবুলি পাখিটা মারা গেছে। তখন মহানবী (সা.) বললেন, '*হে আবু উমায়ের! কী করেছে তোমার নুগায়ের?*' *আবু দাউদ, ৪৯৭১*

২১. আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন কোনো সফর শেষে বাড়িতে ফিরতেন, তখন বাচ্চারা তার আগমনের পথে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাত। একবার তিনি তার সফর থেকে এসে আমাকে তার বাহনের সামনে বসালেন। অতঃপর নাতি হাসান, হোসেন (রা.)-কে বাহনের পেছনে বসালেন। তারপর আমাদের নিয়ে তিনি মদীনায় প্রবেশ করলেন। *মুসলিম, ৬৪২১*

২২. *বুখারী, ১৭০৪*

২৩. হযরত ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 'শিশুর যখন কথা ফুটতে শুরু করবে তখন সর্বপ্রথম তাকে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিখাবে, আর মৃত্যুকালেও তাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তালকিন দিবে। কেননা যার প্রথম বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং শেষ বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে সে যদি হাজার বছরও বেঁচে থাকে তাহলে তাকে কোনো গোনাহ ও পাপের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।' *বায়হাকি ৮২৮২*

২৪. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, 'কেবল হতভাগ্য ব্যক্তির হৃদয় থেকেই দয়া তুলে নেওয়া হয়।' *তিরমিজি ১৯২৩*

২৫. রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 'কোনো পিতা তার সন্তানকে এর থেকে উত্তম উপঢৌকন প্রদান করতে পারেন না, তিনি তাকে যে উত্তম শিক্ষা প্রদান করেন।' *তিরমিজি, ১৯৫২*

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠান। আর মায়ের কোল হল শিশুর সর্বোত্তম শিক্ষালয়। মা-বাবাই শিশুর প্রথম আদর্শ শিক্ষক পরিবার বা মা-বাবার কাছ থেকেই শিশু ভালো-মন্দ দু'টোই শিখে থাকে। তাই পরিবারে ইসলামের চর্চা হলে শিশুও ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।[২৬] পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র জীবনে শিশুকে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। এবং অটিস্টিক শিশুকে ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার পর জেনারেল শিক্ষা দিতে হবে। এজন্য অটিস্টিক শিশুকে প্রথমে সুন্দর ও কোমল আচরণের মাধ্যমে যোগাযোগ, সামাজিকতা, খেলাধূলাসহ যে কোন কাজ তার জন্যে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে এবং কাজগুলো রুটিন মাফিক করতে হবে। অন্যের সাথে যোগাযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ছবির ব্যবহার করতে হবে। শিশুর বয়স দু হতে পাঁচ বছরের মধ্যে হলে প্রত্যেকটি কাজ খেলার ছলে করতে হবে ও কাজের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজের তালিকা তৈরি করতে হবে। টয়লেট ট্রেনিং, গোসল, জামা পরিধান, চুল আঁচড়ানো ও খাবার খাওয়াসহ ইত্যাদি কাজগুলো সারিবদ্ধ করে শিখাতে হবে এবং রুটিন অনুযায়ী সহজ থেকে কঠিন কাজে অভ্যস্ত করতে হবে। যে কয়টি কাজ করা যাবে সেগুলো শুরু করার সময় আনন্দময় পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। এবং কাজের প্রত্যেকটি অর্জিত দক্ষতাকে প্রশংসা করে পুরস্কৃত করতে হবে। স্কুলে পড়ার ক্ষেত্রে দৈনিক শ্রেণি শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং স্কুল ও বাসায় একইভাবে কাজ করাতে হবে। এবং অভিভাবক সহায়তা গ্রুপ গঠন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে এক অভিভাবক অন্য অভিভাবকের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে ও জানতে পারবে। যা অটিস্টিক শিশুর দৈনিক কাজে অনেক সহযোগিতা ও চলার পথ সহজ করবে। অতএব অটিস্টিক শিশুর প্রতি স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসপূর্ণ আচরণ করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব। ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি পালন করে পৃথিবীতে তাদের সুন্দর জীবন ও চলার পথ সহজ করার মাধ্যমে পার্থিব শান্তি লাভ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে আখেরাতে জান্নাত লাভে ধন্য হওয়াই মুমিনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই সকলে এই বিষয়ে সচেতন হওয়া অতিব জরুরী।

অটিস্টিক শিশুর জন্য নিকট আত্মীয়দের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি করার জন্য নিকট আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া এবং তাদেরকেও নিজ বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে আসা। যাতে অটিস্টিক শিশুর প্রতি নিকট আত্মীয়দের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। আর এ সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পিতা মাতা ও অভিভাবকদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। আর আত্মীয়দের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার পর, 'এটা ধরোনা ঐটা করোনা' বলে তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবেনা ও তাদেরকে মাথা, মুখমণ্ডল বা চেহারায় আঘাত করা যাবে না। কান টানা বা কান মলা ও নাক মলা যাবে না। চামড়া মোচড়ানো ও গাল টানা যাবে না। শিশুদের প্রহারের জন্য কোনো দড়ি, ছড়ি, লাঠি, কাঠি, বেত, স্কেল ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করা যাবে না। রাগের বশীভূত হয়ে শারিরিক নির্যাতন করা যাবেনা। শিশুদের প্রতিপালন, শিক্ষা, সংশোধন ও গঠন বিষয়ে ইসলামের বিশেষ নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। এছাড়াও অটিস্টিক শিশুদের জন্মনিয়ে অশোভন কথা বলা যাবে না। তাদের বাবা-মাকে নিয়ে আপত্তিকর কথা বলা যাবে না। শিশুদের জন্মস্থান বা এলাকা নিয়ে অসম্মানজনক কথা বলা যাবে না। শিশুদের বংশ, জাত, বর্ণ, পদবি নিয়ে উপহাস করা যাবে না। শিশুদের শারীরিক গঠন, আকার-আকৃতি ও গায়ের রং নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা যাবে না। শিশুদের বিশেষ কোনো স্বভাব বা মুদ্রাদোষ নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা যাবে না। তাদের মেধা নিয়ে খারাপ মন্তব্য করা যাবে না। অটিস্টিক শিশুকে অন্য কারও সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। কেননা তারা স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অধিকারী। শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করা যাবে না। শিশুদের পশু বা প্রাণীর নামে অভিহিত করা যাবে না। শিশুদের জন্য এমন বাক্য বা এমন শব্দ ব্যবহার করা যাবে না, যা সাধারণত কোনো

২৬. রাসূল (সা.) বলেছেন, 'জান্নাতে কোনো কোনো ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হলে তারা বলবে, কিভাবে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল? তখন তাকে বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার ফলে।' *ইব্‌ন মাজাহ*, ৩৬৬০

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণী বা পশুর জন্য ব্যবহৃত হয়। এমন শব্দ ব্যবহার করে তাকে বিরক্ত বা বিব্রত করা যাবে না। এবং অটিস্টিক শিশু যদি কন্যা হয় তাকে অবহেলা, নির্যাতন ও হত্যা করা যাবে না। এসব নির্যাতন থেকে শিশুকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের ভূমিকা সবছেয়ে বেশি। রাসূল (সা.) বলেছেন 'যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান আছে আর সে তাকে জীবন্ত কবর দেয় না, তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে না, ছেলে সন্তানকে কন্যা সন্তানের ওপর প্রাধান্য দেয় না, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (আবু দাউদ)। তাই অটিস্টিক ছেলে ও মেয়ে শিশুদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করা প্রত্যেক জনগণের নৈতিক দায়িত্ব ও ইমানি কর্তব্য। অতএব ইসলামের শিক্ষা তথা আল্লাহতা'আলা ও তার রাসূল (সা.)-এর দেখানো বিধিবিধান মেনে চললে সমাজে অটিস্টিক শিশু নির্যাতন বন্ধ হবে এবং নিকট আত্নীয়দের সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে।

৫.১.৩ অটিস্টিক শিশুর জন্য নিকট আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের করণীয়

অটিস্টিক শিশুর জন্য নিকট আত্নীয় ও প্রতিবেশিদের অনেক অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যা ইসলাম দারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। নিকট আত্নীয় ও প্রতিবেশীদের অন্যতম প্রধান কতর্ব্য হচ্ছে, অটিস্টিক শিশুর সাথে উত্তম আচরণ ও ভালো ব্যবহার করা। তাদের সাথে ভালো আচরণ করা শুধু উপদেশই নয় বরং তা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। এবং আল্লাহর ইবাদত করা, তার সঙ্গে কাউকে শরিক না করা। বাবা-মার সঙ্গে সৎ ও সদয় ব্যবহার করা এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম-মিসকিন, প্রতিবেশী, অসহায় (অটিস্টিক শিশু) মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসির প্রতিও সদয় ব্যবহার করার নিদের্শ দিয়েছেন।[২৭]

২৭. وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর, কিছুকেই তাঁর শরীক করো না এবং মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের আয়ত্তাধীন দাস-দাসীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ লোককে ভালবাসেন না, যে অহংকারী, দাম্ভিক। *আল কুর'আন, ০৪:* ৩৬। শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী, *ইসলামে শিশু নির্যাতন হারাম*, প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০১৭ খ্রি. https://www.prothomalo.com/religion/ইসলামে-শিশু-নির্যাতন-হারাম, ভিজিট অন ০২/০১/২০২০

Dhaka University Institutional Repository

৫.১.৪ অটিস্টিক শিশুর জন্য দূরবর্তী আত্মীয়দের করণীয়

অটিস্টিক শিশুর জন্য দূরবর্তী আত্মীয়দের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি করার জন্য দূরবর্তী আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া এবং তাদেরকেও নিজ বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে আসা ও উপহার প্রদান করার মাধ্যমে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। আর উপহার প্রদান ও গ্রহণ উভয়ই রাসূল (সা.) এর সুন্নত। কোনো প্রকার শর্ত ছাড়া এবং স্বার্থ বিবেচনা না করে, কারও প্রতি অনুরাগী হয়ে যে দান বা উপঢৌকন প্রদান করা হয়, তা-ই উপহার। এই উপহার অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের সাদাকাহ বা অনুদান। কেননা উপহার দাতা ও গ্রহীতা উভয়কে সম্মানিত করে। এটি কোনো দয়া বা দাক্ষিণ্য নয়। সাধারণত বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের দিলে তাকে উপহার, প্রীতি উপহার বা উপঢৌকন বলে। অটিস্টিক শিশুর জন্য দূরবর্তী আত্মীয়দের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি করার জন্যে উপহার বা উপঢৌকন অধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। হাদিস বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা উপহার দাও, তোমাদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হবে।' (তিরমিজি)। অটিস্টিক শিশুদের সাথে ভালো আচরণ করা উপহার দেয়ার থেকেও উত্তম ও শ্রেয়।[২৮] তাই দূরবর্তী আত্মীয়গণ যখন অটিস্টিক শিশুদের সাথে সম্পর্ক ও আন্তরিকতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের বাড়িতে যাবে এবং উপহার দিবে যার মূল লক্ষ্য থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। ফলে তাদেরকে উপহার প্রদানের পর অবহেলা ও কষ্টদায়ক কথা বলা যাবে না।[২৯] কেননা রাসূল (সা.) বলেছেন,'খোঁটাদানকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।'(মুসলিম)। এছাড়াও আল্লাহতা'আলা বলেছেন, 'তোমরা অনাথ (অটিস্টক) শিশুদের সম্পদের কাছেও যেয়োনা কষ্ট দেয়ার জন্য।[৩০] অতএব, অটিস্টিক শিশুর জন্য দূরবর্তী আত্মীয়দের জন্য করণীয় হল বিপদে আপদে সর্বদা অটিস্টিক শিশুদের পাশে থেকে আন্তরিকতার সাথে সাহায্য করা। এটা ইমানের দাবী। যার মাধ্যমে তাদের মানবিক বিকাশ লাভ করবে ও জীবন চলার পথ সহজ হবে।

রাসূল (সা.) ৩ বার বলেছেন, আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়; আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়; আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞাসা করা হলো- হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি? তিনি বললেন- 'যে ব্যক্তির (অটিস্টিক) প্রতিবেশী তার ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে না।' (বুখারি) এবং রাসূল (সা.) সতর্ক করে বলেন, 'ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না; যার ক্ষতি থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।' (মুসলিম) অটিস্টিক শিশুর অধিকার রক্ষায় প্রতিবেশীদের করণীয় সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করা এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার রাখায় দেশ আবাদ থাকে এবং হায়াত বেড়ে যায়।' (মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকি) প্রতিবেশীরা অটিস্টিক শিশুর অধিকার নিশ্চিত করতে [illegible] অধিকার রক্ষায় সচেতন হলে এবং কুরআন-

৫.২ অটিস্টিক শিশুর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

৫.২.১ অটিস্টিক শিশুকে সামাজিকভাবে অবহেলা প্রতিরোধে করণীয়

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কাফন ও জানাযায় অংশগ্রহণ করা। জীবিত অবস্থায় তার সঙ্গে সব সময় নম্র কথা বলা। অটিস্টিক প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি যত্নবান হওয়া মানবিক ও ঈমানি দায়িত্ব

২৮. [illegible] দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম; বস্তুতঃ আল্লাহ অভাবমুক্ত ও পরম সহিষ্ণু। *আল কুর'আন*, ০২ : ২৬৩

২৯. ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَآ أَنْفَقُواْ مَنّاً وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন ব্যয় ক'রে নিজেদের দানের কথা মনে করিয়ে দেয় না আর (দান গ্রহীতাকে) কষ্ট দেয় না, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট নির্ধারিত আছে, তাদের কোন ভয় নেই, মর্মপীড়াও নেই। *আল কুর'আন*, ০২ : ২৬২

৩০. وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَّ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (অটিস্টিক ইয়াতীমরা) বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্য ছাড়া ইয়াতীমদের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না। পরিমাপ ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ কর, আমি কোন ব্যক্তির উপর সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেই না, যখন কথা বলবে তখন ইনসাফপূর্ণ কথা বলবে- নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কে হলেও, আর আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূর্ণ কর। এসব ব্যাপারে তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। *আল কুর'আন*, ০৬ : ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। তাদের জন্য সামাজিক ভাবে অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা সকল নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু দেখা যায়, আমাদের সমাজে অটিস্টিক শিশুরা সামাজিকভাবে অহরহ নির্যাতন ও অবহেলার শিকার হচ্ছে যা ইসলামে নিষিদ্ধ।[৩১]

৩১. وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ 'আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবন উপকরণ দিয়েছেন। আল কুর'আন, ১৬: ৭২

রাসূল (সা.) বলেছেন: "তোমাদের জানা আছে, প্রতিবেশীর হক কি?"(অতঃপর নিজেই ইরশাদ করেন) যখন তারা তোমাদের কাছে থেকে সাহায্য চায়, তখন সাহায্য করবে এবং যখন কর্জ চায় তখন কর্জ দিবে। আর যখন মুখাপেক্ষী হয়, তখন তাকে দান করবে। যখন অসুস্থ হয়, তখন সেবা করবে। যখন সফলতা লাভ করে, তখন ধন্যবাদ দিবে। যখন বিপদগ্রস্থ হয়, তখন তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে। মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরিক হবে। অনুমতি ছাড়া নিজের উচ্চ দালান নির্মাণ করবে না, যাতে তার বাতাস বন্ধ হয়ে যায় এবং সক্ষম হলে তোমার ডেকচি হতে তাকে কিছু দাও, নতুবা তা দ্বারা তাকে কষ্ট দিবে না। সুন্দর আচরণ কর,নতুবা অবহেলা ও তিরস্কার করোনা। কেননা এ কারণে অটিস্টিক শিশু মনোবল হারিয়ে ফেলে,জীবন চলার পথকে কঠিন মনে করে নিজেকে সকলের থেকে আলাদা করে নিসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করে নিজেকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। তাই এহেন হীনমন্ন কাজ থেকে ফিরে আসা সকলের নৈতিক দায়িত্ব। অন্যথায় তার কঠিন শাস্তি পরকালে ভোগ করতে হবে। তাই অটিস্টিক শিশুকে সামাজিক ভাবে অবহেলা না করা কেননা এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন,"অনেক প্রতিবেশী কিয়ামতের দিন তাদের প্রতিবেশীদের আঁচলসমূহ ধরবে! অত্যাচারিত (অটিস্টিক) প্রতিবেশী আরয করবে: হে আল্লাহ! এই ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞাসা করো! সে আমার উপর তার দরজাসমূহ বন্ধ করে রেখেছিলো এবং নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বস্তু আমার কাছ থেকে জোরপূর্বক রেখেছিলো।" এক ব্যক্তি আরয করলো: ইয়া রাসূলুল্লাহ ! অমুক মহিলার আলোচনা, তার নামায, সদকা এবং রোযার আধিক্যের কারণে করা হয়। কিন্তু সে তার মুখ দ্বারা প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তখন রাসূল (সা.) বললেন: "সে জাহান্নামী!"। লোকটি আবার আরয করলো: ইয়া রাসূলুল্লাহ ! অমুক মহিলার নামায এবং রোযার স্বল্পতা রয়েছে এবং পনিরের টুকরো সদকা করার কারণে চেনা যায় এবং নিজেদের প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। তখন রাসূল (সা.) বললেন: "সে জান্নাতী।" অতএব, মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন,পাড়া-প্রতিবেশী ও সমাজের সবার কাছ থেকে ভালোবাসা ও স্নেহ পাওয়া অটিস্টিক শিশুর মৌলিক অধিকার। এ অধিকার শিশুর কল্যাণ ও তার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে। রাসূল (সা.) বলেছেন, দয়া ও মমতা হলো আল্লাহ তা'আলার একটি গুণ। তিনি এই স্নেহ-মমতা মা-বাবার অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন। ফলে মা-বাবা তাদের সন্তানকে ভালোবাসে। তাই সুন্দর ও কল্যাণময় সমাজ ও পৃথিবী গড়ে তুলতে হলে অটিস্টিক শিশুদেরকে অবশ্যই ভালোবাসিতে হবে, তাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হতে হবে, তাদেরকেও সম্মান দেখাতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন,"যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না আর বড়দের সম্মান করে না সে আমার উম্মতের অন্তর্গত নয়।" সে জন্য সকলকে মনে রাখা উচিত প্রতিবেশী অটিস্টিক শিশুকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা ও তার সাথে নম্র এবং উত্তম আচরণ করা। প্রতিবেশী অটিস্টক শিশুর দেখাশুনা করা ও খোজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করে অন্তরকে খুশী করা এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা ইত্যাদির ব্যাপারে ইসলামের যে মর্যাদাময় শিক্ষা রয়েছে, যদি বর্তমান সমাজের মানুষ সঠিকভাবে এই সৌন্দর্য্যমণ্ডিত শিক্ষাকে নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নেয় এবং সেগুলো অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে তবে সমাজে বাস্তবিক পক্ষে আমূল পরিবর্তন আসবে এবং সমাজ নিরাপত্তার শহরে পরিণত হবে।

৫.২.২ অটিস্টিক শিশুর সামাজিক বৈষম্য দূরিকরণে করণীয়

মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। যার মধ্যে অটিস্টিক শিশুরা অন্যতম। 'তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মাঝে কোনো বৈষম্য রাখেননি। ইসলাম মানব জীবনের এক অনুপম জীবনাদর্শ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের সকল অধিকার সমানভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। যেখানে সাদা-কালো, উঁচু-নিচুর মতো কোনো সামাজিক বৈষম্যের স্থান নেই। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানব জাতি অতি মর্যাদাবান। তাই অটিস্টিক শিশুর সামাজিক বৈষম্য দূরিকরণ এবং পরিপূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামে রয়েছে সুস্পষ্ট বিধান।৩২ এ প্রসঙ্গে আলাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন, "নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"৩৩ যেখানে প্রত্যেক আদম সন্তান ভাই ভাই।৩৪ 'আমি তো সব মানুষকে সৃষ্টি করেছি সু-গঠন ও অতি সুন্দরতম আকৃতিতে।'৩৫ ভাষা, ধর্ম বা বর্ণের বিচার-বিবেচনায় কোনো মানুষকে কোনো মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেনি ইসলাম। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের বিশেষত্ব নির্ণয়ের একমাত্র মূলনীতি হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। বর্ণগত সৌন্দর্য বা জাতি-বংশগত উঁচুতা ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়। এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট প্রমাণিত যে ইসলামে কোন বৈষম্যের স্থান নেই। বরং মানুষকে সমমর্যাদার অধিকারী করে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের (অটিস্টিক) অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আরাফাতের ময়দানে অমর কালজয়ী ভাষণে বিশ্ববাসীকে সামাজিক বর্ণ-বৈষম্যের ব্যাপারে সতর্ক করে সর্বজনীন মানবাধিকারের কথা ঘোষণা করে বিদায় হজের ভাষণে রাসূল (সা.) স্পষ্টভাষায় বলেছেন, 'হে মানবসকল! তোমাদের পালনকর্তা এক আল্লাহ। তোমাদের আদি পিতা এক আদম (আ.)। মনে রেখো! অনারবের ওপর আরবের ও আরবের ওপর অনারবের এবং শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের ও কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কোনোই বিশেষত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শুধু আল্লাহভীতি ও ধর্মপালনের দিক দিয়েই এ বিশেষত্ব বিবেচিত হতে পারে।'৩৬ 'হে মানবমণ্ডলি! মনে রেখো! প্রত্যেক মুসলমান একে অন্যের ভাই এবং সব মুসলমান ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।'৩৭ কেউ (অটিস্টিকগণ) কারো চেয়ে ছোট নও এবং (স্বাভাবিক মানুষ) কারো চেয়ে বড়ও নও। আল্লাহর চোখে সবাই সমান। কন্যার (অটিস্টিক) কথা ভুলে যেয়ো না। অটিস্টিক কন্যার পিতা মাতার উপর অধিকার রয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, দাস-দাসী ও অটিস্টিক শিশুদের প্রতি সদা সদ্ব্যবহার করবে। তাদের

৩২. মিরাজ রহমান, *বর্ণবাদ-বর্ণবৈষম্য সমর্থন করে না ইসলাম*, ০৮ জুন, ২০২০ খ্রি. https://sarabangla.net/post/sb-433852/, ভিজিট অন ০২/১১/২০২০

৩৩. *আল-কুর'আন*, ১৭:৭০

৩৪. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই, কাজেই তোমাদের ভাইদের মধ্যে শান্তি সমঝোতা স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা দয়া প্রাপ্ত হও। *আল কুর'আন*, ৪৯ : ১০

৩৫. *আল-কুর'আন, ৯৫: ০৪*

৩৬. *মুসনাদে আহমাদ*, ২২৯৭৮

৩৭. হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে এক মুষ্টি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, যা তিনি সমগ্র জমিন থেকে সংগ্রহ করেছেন। ফলে আদম সন্তানরা জমিনের বিভিন্নতার মতোই ভিন্নভাবে এসেছে। তাদের মধ্যে (মাটির গুণাবলীর দরুন) সবই আছেড় লাল, সাদা, কালো, তাছাড়া নরম, শক্ত এবং ভালো ও মন্দ।' দ্র. *তিরমিজি*, ২৯৫৫

Dhaka University Institutional Repository

ওপর কোনো অত্যাচার করবেনা। তিনি দাস-দাসী ও অটিস্টক শিশু এবং শ্রমিকের অধিকার ঘোষণা করে আরও বলেন, 'হে মানবমণ্ডলি! তোমরা নিজেরা যা ভক্ষণ করবে, তোমাদের অধিনস্থ গোলাম বা দাস-দাসী (অটিস্টিক) দেরকেও তা খেতে দেবে। যা তোমরা পরিধান করবে, তা তাদেরও পরিধান করাবে। ভুলে যেয়ো না, তারাও তোমাদের মতো মানুষ। বর্তমান বিশ্বে ও সমাজে অটিস্টিক শিশুদের সামাজিক বৈষম্যকে দূর করতে হলে বিশ্বনবী রাসূল (সা.) এর আদর্শের বাস্তবায়ন একন্ত প্রয়োজন। তাই অটিস্টিক শিশুকে সামাজিক ভাবে অবহেলা ও লাঞ্ছিত না করে সকল প্রকার সামাজিক বৈষম্য রোধে বিশ্ব নবীর আদর্শ বাস্তবায়ন করা মুসলিম উম্মার ঈমানের দাবি। যার মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুরা তাদের সম্মান ও মর্যাদা ফিরে পাবে ও সুন্দর আনন্দময় জীবন উপভোগ করবে ।

৫.২.৩ অটিস্টিক শিশুকে সামাজিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধূলায় অংশগ্রহণের সুযোগদানে করণীয়

অটিস্টিক শিশু সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা তার মৌলিক অধিকার। এ অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। সকল শিশুর মত তারাও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। ইসলামি সংস্কৃতিতেই অটিস্টিক শিশুর সমাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহন নিয়ে ব্যাপক আলোকপাত করা হয়েছে। তাদেরকে যেমন সমাজের কল্যাণ মূলক কাজে সুযোগ দিতে হবে তেমনি খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। অটিস্টিক শিশুর মানবিক বিকাশে খেলাধুলার অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। খোলা মাঠ, মুক্ত আকাশ ও বিশুদ্ধ বাতাস শিশুর মনকে প্রফুল্ল করে।[৩৮] মানসিক উৎর্কষের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও খেলাধুলায় মাতা-পিতা এবং অভিভাবকের সঙ্গ অধিক প্রয়োজন। তাই অটিস্টিক শিশুদের আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী ও সমাজের সকল শিশুর সঙ্গে মেশার ও খেলার সুযোগ দিতে হবে। রাসূল (সা.) শিশুকালে ভাইবোনদের সঙ্গে খেলাধুলা করেছেন ও ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি কখনো কখনো খেলাধুলা পরিচালনায় নেতৃত্বও দিয়েছেন। অতএব শিশুদের সমাজিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া সকলের দায়িত্ব। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'পিতা-মাতার ওপর সন্তানের অধিকার হলো, তাকে লেখাপড়া শিক্ষা দেবে, সাঁতার শিক্ষা দেবে এবং তীরন্দাজি ও অসি চালনা শিক্ষা দেবে।' (মুসলিম ও তিরমিজি)। তিনি (সা.) আরও বলেন, 'শিশুদের স্নেহ করো এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করো। তোমরা তাদের সঙ্গে কোনো ওয়াদা করলে তা পূরণ করো। কেননা তাদের দৃষ্টিতে তোমরাই তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করেছ।'(মুসনাদে আহমাদ)। এজন্য খেলাধুলার পাশাপাশি সৃজনশীল কাজের চর্চা বাড়াতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে, 'তোমরা নিজেদের সন্তানদের স্নেহ করো এবং তাদের ভালো ব্যবহার শেখাও।' 'সন্তানকে সদাচার শিক্ষা দেওয়া দান করার চেয়েও উত্তম।' 'তোমরা সন্তানদের জ্ঞান দান করো; কেননা তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্ট।' (ইব্ন মাজাহ ও বায়হাকি)। রাসূল (সা.) মাঝে মধ্যেই তাঁর শিশু নাতিদের সঙ্গে খেলাধুলায় লিপ্ত হতেন ও তাঁদের সময় দিতেন।[৩৯]

---

৩৮. কোন একদিন হোসাইন (রা.) গলির মধ্যে খেলছিলেন। প্রিয় নবী (সা.) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি লোকদের অগ্রভাগে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর দুই হাত প্রসারিত করে দিলেন। বালকটি এদিক-ওদিক পালাতে থাকল। কিন্তু নবী (সা.) তাকে হাসতে হাসতে ধরে ফেলেন। এরপর তিনি তাঁর এক হাত ছেলেটির চোয়ালের নিচে রাখলেন এবং অপর হাত তার মাথার তালুতে রাখলেন। তিনি তাকে চুমু দিলেন এবং বললেন, 'হোসাইন আমার থেকে এবং আমি হোসাইন থেকে। যে ব্যক্তি হোসাইনকে ভালোবাসে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসেন। হোসাইন আমার নাতিদের একজন।' দ্র. *ইব্ন মাজাহ, ১৪৪*

৩৯. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (সা.) দিনের এক অংশে বের হলেন, তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেননি এবং আমিও তাঁর সঙ্গে কথা বলিনি। অবশেষে তিনি বনু কাইনুকা বাজারে এলেন (সেখান থেকে ফিরে এসে) হজরত ফাতেমা (রা.)-এর ঘরের আঙিনায় বসলেন। অতঃপর বললেন, এখানে খোকা [হাসান (রা.)] আছে কি? এখানে খোকা আছে কি? ফাতেমা (রা.) তাঁকে কিছুক্ষণ সময় দিলেন। আমার ধারণা হলো,

Dhaka University Institutional Repository

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আর একটি হাদিসে তিনি বলেন, 'একদা আমার ঘরে রাসূল (সা.) প্রবেশ করলেন, তখন আমি খেলনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তিনি পর্দা উঠালেন। বললেন, 'হে আয়েশা, এটা কী?' তখন আমি বললাম, 'এটা খেলনা হে আল্লাহর রাসূল! আবার তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে আমি ওটা কী দেখছি?' উত্তরে আমি বললাম, ওটা ঘোড়া হে আল্লাহর রাসূল! তখন রাসূল (সা.) বললেন, 'কাপড়ের একটি ঘোড়া তার আবার ডানাও আছে। আয়েশা (রা.) বলেন, 'আমি এর উত্তরে বললাম, 'নবী সুলাইমান বিন দাউদের ঘোড়ার কী অসংখ্য ডানা ছিলো না? উত্তর শুনে রাসূল (সা.) হেসে দিলেন।' অটিস্টিক ও সাধারণ শিশুর সঙ্গে এ জাতীয় খেলাধুলা ও কৌতুক রসিকতা করা অভিভাবকের কর্তব্য। এক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই সমান। সকল শিশুর জন্য একটি অবসর সময় রেখে দেয়া যেখানে সে নিজে খেলাধুলা করতে পারে, যাতে তার বিষণ্নতা দূর হয়। এজন্য যে খেলা শিশুর বেশি পছন্দনীয় সে খেলায় তাকে সাহায্য করে আগ্রহের মূল্যায়ন করতে হবে। অটিস্টিক শিশুদের সামাজিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধূলায় অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য।[৪০]

৫.২.৪ অটিস্টিক শিশুকে সামাজিকভাবে সকলের ভালোবাসাদানে করণীয়

ইসলাম মানবতার ধর্ম। অটিস্টিক শিশুদের সামাজিকভাবে সকলের ভালোবাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম গুরুত্ব প্রদান করেছে। একমাত্র ইসলাম-ই অটিস্টিক শিশুর জীবনের নিরাপত্তার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তাদের সামাজিক মর্যাদা ও সকলের ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। অটিস্টিক শিশুর প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা প্রদর্শন ইসলামের সৌন্দর্যসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি। অটিস্টিক শিশুর প্রতি সামাজিক ভালোবাসার গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন,যা আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, আমর ইব্ন শুয়াইব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান বোঝে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'[৪১]

তিনি তাঁকে পুঁতির মালা-সোনা-রুপা ছাড়া যা বাচ্চাদের পরানো হতো, পরাচ্ছিলেন (সাজিয়ে দিচ্ছিলেন)। তারপর তিনি দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু খেলেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে (হাসানকে) মহব্বত করো এবং তাকে যে ভালোবাসবে তাকেও মহব্বত করো।' *বুখারী*, ২১২২

৪০. لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَٱلْمَلاۤئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلاَةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَـٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُواْ وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে এতে কোন কল্যাণ নেই বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোন ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নাবীগণের প্রতি এবং আল্লাহর ভালবাসার্থে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির ও যাচঞাকারীদের এবং দাসত্বজীবন হতে নিস্কৃতি দিতে দান করবে এবং নামায কায়িম করবে ও যাকাত দিতে থাকবে, ওয়া'দা করার পর স্বীয় ওয়া'দা পূর্ণ করবে এবং অভাবে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে, এ লোকেরাই সত্যপরায়ণ আর এ লোকেরাই মুত্তাকী। *আল কুর'আন*, ০২ : ১৭৭

৪১. *আবু দাউদ*, *৪৯৪৫০*

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ দয়া করেন না। বুখারির বর্ণনায় আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) হাসান ইব্ন আলী (রা.)-কে ভালোবেসে চুমু খেলেন। সেখানে আকরা ইব্ন হাবেস আত-তামিমি (রা.) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমার দশজন সন্তান আছে; আমি তাদের কাউকে কখনো চুমু খাইনি। রাসুলুল্লাহ (সা.) তার দিকে তাকান এবং বলেন, 'যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না।'৪২ এছাড়াও যেসকল অটিস্টিক শিশু এতিম, তাদের প্রতি বেশি যত্নবান হতে ও মমত্ববোধ প্রকাশ করতে রাসূল (সা.) অনেক বেশি উৎসাহিত করেছেন। এবং এতিম অটিস্টিক শিশুদের সাথে খারাপ আচরণ করে তাড়িয়ে দিতে নিষেধ করেছেন।[৪৩] অন্যদিকে যারা এতিম অটিস্টিক শিশুদের সাথে ভালো আচরণ করবে এবং লালন পালন ও দেখাশুনা করবে তারা রাসূল (সা.) এর পাশে জান্নাতে বসবাস করবে।[৪৪] (অটিস্টিক) শিশু ও সাধারণ শিশুদের ভালোবাসা সম্পর্কে নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, এক এশার নামাজে রাসুলুল্লাহ (সা.) হাসান অথবা হুসাইনকে কোলে নিয়ে আমাদের দিকে বেরিয়ে এলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) নামাজের উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে রেখে দিলেন। তারপর নামাজের জন্য তাকবির বলেন ও নামাজ আদায় করেন। নামাজে একটি সিজদা লম্বা করলেন। আমার পিতা (শাদ্দাদ) বলেন, আমি আমার মাথা উঠালাম এবং দেখলাম, ওই ছেলেটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পিঠের ওপর আর তিনি সিজদারত। আমি সিজদায় ফিরে গেলাম। রাসুলুল্লাহ (সা.) নামাজ শেষ করলে লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আপনার নামাজে একটি সিজদা এত লম্বা করলেন, যাতে আমরা ধারণা করলাম, হয়তো কোনো ব্যাপার ঘটে থাকবে অথবা আপনার ওপর ওহি নাজিল হয়েছে! তিনি বলেন, 'এর কোনোটিই নয়; বরং আমার এ সন্তান আমাকে সোয়ারি বানিয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠতে অপছন্দ করলাম, যেন সে তার কাজ সমাধা করতে পারে।'[৪৫] তাই তাদের অবহেলা করার সুযোগ নেই।[৪৬] তাই বলা যায় অটিস্টিক শিশুদের সামাজিকভাবে আদর, স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে জীবন চলার পথ সহজ ও সুন্দর করতে ইসলামী মূল্যবোধে শিক্ষিত করতে হবে। তাহলেই তারা সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পথে [illegible] দিয়েছেন। যা থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় অটিস্টিক শিশুদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা কবিরা গুনাহের সমপর্যায়ে পড়ে। তাই আল্লাহর করুণা লাভ করতে অটিস্টিক শিশুদের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করা সমাজের

[illegible] ধনী গরিব কোন পার্থক্য নেই। সমাজের সব [illegible]

লাভ করবে। কিন্তু মানুষের কাছে ইসলামের সঠিক ধারণা না থাকার কারণে অটিস্টিক শিশুকে সামাজিক মর্যাদা

---

৪২. *বুখারী, ৫৬৫১*

৪৩. أَرَأَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ - فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ 'আপনি কি এমন লোককে দেখেছ, যে দ্বিনকে অস্বীকার করে? সে তো ওই ব্যক্তি যে অনাথকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।' আল কুর'আন, ৪৯ : ১-২

৪৪. সাহাল ইব্ন সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, 'আমি ও এতিমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে কাছাকাছি থাকব। এ কথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দ্বারা ইঙ্গিত করেন এবং এ দুটির মাঝে সামান্য ফাঁক রাখেন।'দ্র. *বুখারী, ৪৯৯৮*

৪৫. *সুনানে নাসাঈ, ৭২৭*

৪৬. عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ - أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ - وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ - أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰٓ - أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ - لَهُۥ تَصَدَّىٰ فَأَنتَ সে ভ্রূকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি এলো। তুমি কেমন করে জানবে, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো অথবা উপদেশ গ্রহণ করত। ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত। পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না, তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছ। আল কুর'আন, ৮০ : ১-৬

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে যা ইসলামে নিষেধ ও হারাম।[৪৭] সামাজিক ভাবে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর বিধান হক্কুল্লাহ এর মধ্যে পড়ে। এজন্য সকল মানুষের উচিত অটিস্টিক শিশুকে অবহেলা না করে সামাজিক মর্যাদা প্রদানে কুরআনের বিধান অনুসরণ করে তা সকল জনগণের মধ্যে প্রচার করা।[৪৮] কেননা ইসলাম মানবতার মূর্তপ্রতীক। মানবতার কল্যাণ সাধনেই পবিত্র কুরআনকে এ পৃথিবীতে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সত্যদ্বীনসহ রাসূল (সা.) কে প্রেরণ করেছেন সমাজের সকল শ্রেণি মানুষের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের জন্য। কিন্তু বর্তমান সময়ে আলোচিত বড় একটি সমস্যা হচ্ছে অটিস্টিক শিশুদের সামাজিক ভাবে অবহেলা ও নির্যাতন করা। বাংলাদেশসহ বিশ্ব মিডিয়ার দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও অহরহ ঘটে চলেছে অটিস্টিক শিশুর প্রতি অমানুষিক নির্যাতন।[৪৯] অথচ ইসলাম অটিস্টিক শিশুকে দিয়েছে যথাযথ সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান। অটিস্টিক শিশু যদি কন্যা হয় মানুষ তাকে অনেক বেশি অবহেলা করে।[৫০] অথচ কন্যা শিশুর মর্যাদা ও সম্মান প্রদানে আল্লাহর রাসূল অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। শিশু ফাতিমাকে অনেক ভালবাসতেন তিনি। তাইতো তিনি বলেন, 'শিশুদেরকে ভালোবাস, শিশুরা আল্লাহর পুষ্প। (তিরমিজি) এ জন্য জাহেলি যুগে অটিস্টিক শিশু কন্যাকে অবহেলা ও নির্যাতন করে জীবন্ত কবর দিত।[৫১]

---

৪৭. يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُواْ بِٱلأَلْقَابِ بِئْسَ ٱلاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ হে মু'মিনগণ! কোন সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর নারীরা যেন অন্য নারীদেরক ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারিণীদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অন্যের নিন্দা করো না, একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর (ঈমানের আগে কৃত অপরাধকে যা মনে করিয়ে দেয় সেই) মন্দ নাম কতই না মন্দ! (এ সব হতে) যারা তাওবাহ না করে তারাই যালিম। আল কুর'আন, ৪৯ : ১১

৪৮. إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإِحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون আল্লাহ ন্যায়-বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়দেরকে দেয়ার হুকুম দিচ্ছেন, আর তিনি নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, অপকর্ম আর বিদ্রোহ থেকে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। আল-কুর'আন, ১৬ : ৯০

৪৯. কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলায় দোল্লাই নবাবপুর ইউনিয়নের নয়কান্দি গ্রামে গুলশান আরা নামে এক প্রতিবন্ধী তরুনীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধর্ষণের পর শ্বাষরোধ করে দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করেছে বলে মনে করেছে স্থানীয়রা। (দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা: ১৩ আগষ্ট ২০১৫ইং)

৫০. وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُون আর এভাবে তাদের দেবদেবীরা বহু মুশরিকদের চোখে নিজেদের সন্তান হত্যাকে আকর্ষণীয় করে দিয়েছে তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য এবং তাদের দ্বীনকে সন্দেহপূর্ণ করার জন্য। আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন তবে তারা তা করতে পারত না, কাজেই তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা তাদের মিথ্যে নিয়ে মগ্ন থাকুক। আল কুর'আন, ০৬ : ১৩৭

৫১. قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓاْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ যারা মূর্খের মত না জেনে তাদের সন্তানদের হত্যা করেছে আর আল্লাহর নামে মিথ্যে কথা বানিয়ে নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া জীবিকাকে হারাম করে নিয়েছে, তারা নিশ্চিতরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে আর তারা কস্মিনকালেও হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না। আল কুর'আন, ০৬ : ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

দেখা প্রয়োজন তা হচ্ছে, আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগে এমন ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে যাতে শিশুর জীবনের শুরুতেই রোগ সনাক্ত করা সম্ভব হয়। এবং রোগ সনাক্ত করার পর, কোথায় তার সঠিক চিকিৎসা পাওয়া যাবে সে বিষয়ের জ্ঞান লাভ করার জন্য বিশেষ দিক নির্দেশনা থাকা। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অটিস্টিক শিশুর উপযুক্ত করা যাতে বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য ও সেবা দেওয়া সম্ভব হয়। কম অটিস্টিক শিশুদের সাধারণ শিক্ষার মধ্যে থাকার ব্যবস্থা করা এবং তীব্র মাত্রার শিশুদের জন্যে বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে সমাজ উন্নয়ন বিভাগের সহযোগিতা একান্ত দরকার যাতে এই সব শিশুরা যোগ্যতা অনুসারে থাকার এবং কাজের মাধ্যমে আয় করার সুযোগ পায়। এই সুযোগ জেলা ভিত্তিক করা এবং ক্রমান্বয়ে গ্রাম অঞ্চলেও করা। জনসাধারণের মধ্যে এ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন সচেতনমূলক প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এবং এদের জন্যে উপযুক্ত এবং নিরাপদ যানবাহনের ব্যবস্থা করা। যাতে আগামীতে এ শিশুরাই হয়ে ওঠে সুন্দর, স্বপ্নীল ও ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের দক্ষ কারিগর।

অনুরূপ

৫.৩ অটিস্টিক শিশুর মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

বর্তমানেও তাদেরকে অবহেলা করা হচ্ছে সামাজিকভাবে। যা বাংলাদেশের বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে বিভন্ন সমাজে দেখা যাচ্ছে। যার ভয়াবহতা সর্ম্পকে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন, 'বল, 'এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা পড়ে শোনাই, তা এই যে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, দারিদ্র্যতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না, আমিই তোমাদেরকে আর তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি, প্রকাশ্য বা গোপন কোন অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না, আল্লাহ যে প্রাণ হরণ করা হারাম করেছেন তা ন্যায় সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করো না। এ সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে কাজ কর। তাই সকল মানুষের উচিত, কুর'আন-হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী সমাজের অটিস্টিক শিশুদের প্রতি যত্নবান হয়ে সামাজিক ও বংশগত ভাবে তাদের মর্যাদা দেয়া। এজন্য সামাজিকভাবে অটিস্টিক শিশুদের এ ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য যে বিষয়গুলি বিশেষ ভাবে পালনকর্তা; তিনিই তোমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা; তিনিই সত্ত্বাধিকারী; তিনি এক ও অদ্বিতীয়। যা সুস্পষ্টভাবে সূরা ইখলাসে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫৪]

৫.৩.১ অটিস্টিক শিশুকে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় শিক্ষাদানে পিতা মাতার করণীয়

অটিস্টিক শিশুকে তার সাধ্যানুযায়ী সৃষ্টি কর্তার পরিচয় ও তার সর্ম্পকে ধারণা দিতে হবে। পিতা-মাতা প্রথমে শিক্ষা দিবে আল্লাহতা'আলা এক ও অদ্বিতীয়।[৫২] তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র ইলাহ। সমগ্র সৃষ্টিই তার দাসত্ব করবে। তার কোন সমকক্ষ নাই। কেননা রাসুল (সা.) কে কুরাইশরাসহ ইসলাম বিদ্বেষীরা আল্লাহর গুণাবলী এবং বংশধারা সর্ম্পকে প্রশ্ন করেন। তখন আল্লাহতা'আলা কুর'আনের মাধ্যমে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন।[৫৩] এবং বললেন হে মুহাম্মাদ (সা.) আপনার প্রতিপালকের গুণাবলী বর্ণনা করুন এবং বলুন 'হে মানব জাতি! তোমাদের মা'বুদ বা উপাস্য এক; তাঁর কোনো শরিক নেই; তিনিই তোমাদের স্রষ্টা, পালনকর্তা; তিনিই তোমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা; তিনিই সত্ত্বাধিকারী; তিনি এক ও অদ্বিতীয়। যা সুস্পষ্টভাবে সূরা ইখলাসে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫৪]

---

৫২. قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ বল, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়। আল কুর'আন, ১১২ : ০১

৫৩. وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ তোমাদের উপাস্য হচ্ছেন এক আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই। তিনি পরম করুনাময়, অতি দয়ালু। আল কুর'আন, ০২ : ১৬৩

৫৪. قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَد -ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ -وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ বল, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়। আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়। আল কুর'আন, ১১২: ১-৪

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.২ অটিস্টিক শিশুকে ধর্মীয় নীতিমালা শিক্ষাদানে করণীয়

সকল শিশু, হোক সে স্বাভাবিক বা অটিস্টিক আল্লাহ প্রদত্ত পিতা-মাতার জন্য শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। পবিত্র কুর'আনে তাদের জীবনের ঐশ্বর্য বলা হয়েছে। তাদের ধর্মীয় নীতিমালা শিক্ষার মাধ্যমে সুশিক্ষা[৫৫] দিয়ে ছোটবেলা থেকে গড়ে তুললে মৃত্যুর পরও এর সুফল পাওয়া যাবে।[৫৬] নাসায়ির বর্ণনায় রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যখন কোনো মানুষ মারা যায়, তখন তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিন ধরনের আমল চলমান থাকে। এক. সদকায়ে জারিয়া (চলমান পুণ্য)। দুই. ওই জ্ঞান, যার মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হয়। তিন. সুসন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে। 'অর্থাৎ নেক সন্তান মা-বাবার শ্রেষ্ঠ অর্জনগুলোর একটি। তবে সন্তানকে নেক সন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে পিতা-মাতাকে প্রথম থেকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সর্বপ্রথম কালেমা শিক্ষা দেয়া তারপর কুর'আন শিখানো।[৫৭] বুখারির বর্ণনায় ওসমান (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যক্তি যে নিজে কুরআন মাজীদ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।[৫৮] তাই ছোটবেলা থেকেই তার প্রতি যত্নবান হতে হবে ও কুরআন শিক্ষা দিতে হবে। এজন্য তার মানসিক বিকাশে গুরুত্ব দিয়ে গুনাহমুক্ত পবিত্র পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে এবং অটিস্টিক শিশুর সামনে কোনো ধরনের অসৌজন্যমূলক কথা ও কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ছোটবেলা থেকেই শিশুদের পরিচ্ছন্নতার প্রতি সচেতন করে তুলতে হবে। কেননা শিশুর মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য পরিচ্ছন্নতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূল (সা.) পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অঙ্গ বলেছেন। পাশাপাশি শিশুদের পরিপাটি রাখার চেষ্টা করতে হবে। ছোট মানুষ বলে তাদের অবহেলা করে লালন-পালন করা উচিত নয়। কারণ এটিও ব্যক্তিত্ব গঠনে জোরালো ভূমিকা পালন করে। বয়সভেদে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেয়া যা সব মুসলমানের ওপর ফরজ। তাই শিশুকে তার দৈনন্দিন ইবাদতের জন্য যতটুকু ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা দরকার, কমপক্ষে ততটুকু ইলম শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাকে পবিত্রতা শিক্ষা দিতে হবে, প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দিতে হবে। পাশাপাশি তাকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে। এবং সাত বছর হলে নামাজ শিক্ষা দিয়ে নামাজের অভ্যস্ত করতে হবে। অন্তরে নামাজের ভালোবাসা সৃষ্টি করে নামাজের প্রতি যত্নবান করে তুলতে হবে।[৫৯]

তাই সকল অভিভাবকদের কর্তব্য হল সর্বপ্রথম আল্লাহর পরিচয়ের পাশাপাশি শিক্ষা দেয়া, আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা,পালনকর্তা, জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা এবং তার আদেশে সব হয়। তিনি এতই দয়াবান এবং পরম করুণাময় যে, তিনি তাঁর অসংখ্য নিয়ামাত তাঁর আনুগত্যকারী, ইবাদাতকারী এবং তাঁরই ওপর ভরসাকারীর জন্য দিয়ে থাকেন। সুতরাং ইবাদাত করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার। তবেই পরকালে চিরস্থায়ী জীবনের নাজাত লাভ সম্ভব। অতএব, আল্লাহ তা'আলা সকল পিতা-মাতাকে তার একত্ববাদের ওপর অটল ও অবিচল থেকে তাঁর পরিচয় ও গুণাবলী অটিস্টিক শিশুর নিকট পরিপূর্ণ ভাবে তুলে ধরার যোগ্যতা দান করুন। যাতে অটিস্টিক শিশুগণ যেন সৃষ্টিকর্তার পরিচয় পরিপূর্ণ বুঝে জীবনের সকল কাজে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

৫৫. هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে পাঠিয়েছেন তাঁর রসূলকে তাদেরই মধ্য হতে, যে তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে, তাদেরকে পবিত্র করে, আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় অথচ ইতোপূর্বে তারা ছিল স্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত। আল কুর'আন, ৬২: ০২

৫৬. *নাসায়ি*, ৩৬৫১

৫৭. ٱلرَّحْمَـٰنُ- عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ - خَلَقَ ٱلإِنسَانَ -عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ পরম দয়ালু (আল্লাহ)। তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই শিখিয়েছেন মনের কথা প্রকাশ করতে। আল কুর'আন, ৫৫: ১-৪

৫৮. *বুখারী*, ৪৬৩৯

৫৯. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন, 'তোমরা সন্তানদের নামাজের প্রতি যত্নবান হও এবং তাদের ভালো কাজে অভ্যস্ত করো। কেননা কল্যাণ লাভ অভ্যাসের ব্যাপার।' *সুনানে বায়হাকি, ৫০৯৪*

Dhaka University Institutional Repository

অটিস্টিক শিশুর মানবীয় গুণাবলী অর্জনে পিতামাতা ও অভিভাবকদেরকে ইসলামের মূলনীতি শিক্ষা দিতে হবে। যার মাধ্যমে নৈতিক ও মানবীয় গুণাবলী অর্জিত হবে। আর নৈতিক শিক্ষা ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির অন্তর্গত। ইসলামের ইতিহাসে আদি শিক্ষক হলেন স্বয়ং আল্লাহতা'আলা যা পবিত্র কুর'আনের সূরা বাকারায়[৬০] বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্ব নবী মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি ওহির প্রথম বাণী ছিল: 'পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।[৬১] এখানে সুস্পষ্ট যে সৃষ্টিকর্তার শিখানো ওহীর জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে আচরণে (আমলে বা কর্মে) ইতিবাচক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধন হবে। যার মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা ও মানবীয় গুণাবলী অর্জিত হবে। মানবীয় গুণাবলী অর্জনের সঙ্গে যেসব বিষয় সরাসরি সম্পর্কিত সেগুলো হল সুশাসন, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, দুর্নীতি দমন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও পরোপকার ইত্যাদি। আচরণে অভীষ্ট ইতিবাচক পরিবর্তন ও উন্নত চরিত্রচ উন্নয়ন সাধনের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কুরআন ও সুন্নাহর তথ্য সম্বলিত সঠিক জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুর মধ্যে মানবীয় গুণাবলী অর্জিত হবে। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, উমর (রা.)-এর এক প্রশ্নের জবাবে হজরত উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা.) বলেন, 'ইলম হলো তিন প্রকার- এক. আয়াতে মুহকামাহ (কুর'আন),দুই. প্রতিষ্ঠিত সুন্নত (হাদিস) ও তিন. ন্যায় বিধান (ফিকাহ)।' (তিরমিজি)। আর মানবীয় গুণাবলী অর্জনের জন্য শিশুকে দুই পদ্ধতিতে জ্ঞান শিক্ষা দেয়া যায়। এক. পঞ্চেন্দ্রিয় (চক্ষু,কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) দ্বারা অর্জিত জ্ঞান।[৬২] দুই. ওহীর (কুর'আন ও হাদিস) জ্ঞান।[৬৩] এজন্য ওহীর জ্ঞান ছাড়া শিশুদের নৈতিক ও মানবীয় গুণাবলী অর্জন করা সম্ভব নয়।[৬৪] এজন্য রাসূল (সা.) নৈতিক ও মানবীয় গুণহীন ব্যক্তিকে মৃত মানুষ[৬৫] ও পশুর সাথে তুলনা করেছেন।[৬৬]

এজন্য বিধি বিধান সর্ম্পকিত বই পড়ায় উৎসাহী করে তুলতে হবে। পাশাপাশি ইসলামি সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন খেলা নির্বাচন করতে হবে যে সকল খেলনা ঘরে ও বাইরে দুই জায়গায়ই খেলা যায়, এমন খেলনা শিশুর মানসিক বিকাশে বেশি সহায়ক হবে। শিশুকে এমন ধরনের খেলনা দিতে হবে, যা তার বুদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করে। রাতে ঘুমানোর পূর্বে বিভিন্ন নবীর গল্প শোনানো যাতে নবী ও রাসূলগণের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় ও মানসিক বিকাশ সাধন হয় এবং মনের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বাড়ে। এজন্য অটিস্টিক শিশুকে ধর্মীয় নীতিমালা শিক্ষা প্রদানে ইসলামের বিধান শিক্ষা দেয়া প্রত্যেক পিতা মাতা ও অভিভাবকের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৫.৩.৩ অটিস্টিক শিশু মানবীয় গুণাবলী অর্জনে করণীয়

৬০. قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ তারা (ফেরেস্তা) বলল 'আপনি পবিত্র মহান, আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নেই, নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়'। আল কুর'আন, ০২:৩২

৬১. اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ পড়ো, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাধা রক্তপিন্ড হতে। পড়ো,আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।' *আল কুর'আন*, ৯৬:১-৫

৬২. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ হে আমাদের প্রভু! আপনি তাদের মাঝে পাঠান এমন রাসূল, যিনি আপনার আয়াত উপস্থাপন করবেন, কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী স্নেহশীল ও কৌশলী।' *আল কুর'আন*, ০২:১২৯

৬৩. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا-وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا 'অতঃপর তাতে ঢেলে দিলেন অপরাধপ্রবণতা ও তাকওয়া। অবশ্যই সফল হলো সে যে তা পবিত্র করল; আর বিপদগ্রস্ত হলো সে যে তা ছেড়ে দিল।' *আল কুর'আন*, ৯১ : ৮-১০

৬৪. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أُوْلَـٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ -إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَـٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ 'নিশ্চয় যারা অকৃতজ্ঞ, হোক সে কিতাবধারী ও অংশীবাদী, সে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল দগ্ধ হবে; তারাই সৃষ্টির নিকৃষ্টতম। আর যারা বিশ্বাসী ও সৎ কর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা।' *আল কুর'আন*, ৯৮ : ৬-৭

৬৫. নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, 'জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা (মুদগাহ) আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীর তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীর তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, সে গোশতের টুকরাটি হলো কলব।' *বুখারি*, ৫০

৬৬. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতি উত্তম আকার আকৃতি দিয়ে, (এবং জ্ঞান ও যোগ্যতা দিয়ে যার সুন্দরতম নমুনা হল নবী রসূলগণ)। *আল কুর'আন*, ৯৫: ০৪

Dhaka University Institutional Repository

পোশাক হল সৌন্দর্যের প্রতিক যা মানুষের দেহকে ঢেকে রাখে। পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন মার্জিত পোশাক মানুষের মনে আনন্দ দিয়ে থাকে। মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও মানবিকতা তার পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতার উপর নির্ভর করে। ইসলাম মানুষের জন্য যে পোশাক মনোনীত করেছে, যার বিশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, যা লজ্জাস্থান আবৃতকারী, মানানসই, সাদৃশ্যবর্জিত, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, বিলাসিতাবিবর্জিত, অহংকারমুক্ত, পরিচ্ছন্ন, শালীন, সৌজন্যের পরিচায়ক ইত্যাদি। ইসলাম সকল মানুষের, বিশেষ করে অটিস্টিক শিশুর পরিচ্ছন্ন পোশাক ও বাসস্থান নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছে।[৬৭] ইসলামে পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় পোশাককে ‘লিবাস’ বলা হয়েছে, যা সূরা আরাফে বর্ণনা করা হয়েছে।[৬৮] যার দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায়, লিবাস বা পোশাক তাকে বলা হয়, যা মানুষের সতর ঢেকে দেয়, লজ্জাস্থানকে আবৃত করে ফেলে যা পরিধান করা ফরজ। পোশাক হবে ঢিলেঢালা ও মার্জিত যাতে দেহের অভ্যন্তরের অঙ্গ বুঝা না যায়। আর এ জন্য পোশাককে পবিত্র কুর'আনের ভাষায় লিবাসুত তাকওয়া বলা হয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন।[৬৯] এমন পোশাক পরিধান করা যাবে না যার মধ্যে অহংকার প্রকাশ পায়।[৭০] আর তাহল, কাফির-মুশরিকদের পোশাক, ফাসেক-পাপাচারীদের পোশাক ও বিপরীত লিঙ্গের মতো পোশাক। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় এসেছে এ সকল পোশাকে অহংকার, বিলাসিতা ও অশ্লীলতা প্রকাশ পায়।[৭১] অতএব, ইসলাম পোশাকের যে নীতিমালা দিয়েছে সে অনুযায়ী প্রত্যেক বাবা মা ও অভিভাবকদের উচিত তাদের স্বাভাবিক শিশুকে যে পোশাক পরিধান করাবে অটিস্টিক শিশুকেও অনুরূপ পোশাক পরিধান করাবে। অটিস্টিক শিশুকে নিম্নমানের পোশাক পড়াতে ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে।[৭২]

তাই প্রত্যেক পিতামাতা ও অভিভাবকদের কর্তব্য হল অটিস্টিক শিশুদের নৈতিক ও মানবীয় গুণাবলী শিক্ষাদানে ইসলামের মূলনীতিগুলো সাধ্যনুযায়ী অনুসরণ করা। যার মাধ্যমে আর্দশ সমাজ গঠন ও শ্রেষ্ঠ নাগরিক জাতিকে উপহার দেয়া সম্ভব হবে।

৫.৩.৪ অটিস্টিক শিশুর জন্য পরিচ্ছন্ন পোশাক ও বাসস্থান নিশ্চিত করতে করণীয়

---

৬৭. আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘কোনো মুসলমান অপর মুসলমানকে বস্ত্রহীনতায় বস্ত্র দিলে আল্লাহপাক তাকে জান্নাতের সবুজ বস্ত্র পরাবেন।’ *তিরমিজি, ২৮৩৫*

৬৮. يَابَنِيٓ آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِى سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ হে বনী-আদম আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবর্তীণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবর্তীণ করেছি সাজ সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।’ *আল কুর'আন, ০৭ : ২৬*

৬৯. রাসূল (সা.) বলেছেন ‘আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।’ *মুসলিম, ৯১*

৭০. এক সাহাবি রাসূল (সা.)- কে পোশাক পরিধানের ব্যপারে জিজ্ঞেস করেন, আমার শখ হলো, আমার কাপড় উন্নতমানের হোক, আমার জুতা জোড়া অভিজাত হোক, তখন রাসূল (সা.) প্রশ্ন করলেন এটা কী অহংকারপ্রসূত ? অতপর রাসূল (সা.) বললেন, ‘নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ সৌন্দর্য পছন্দ করেন (সৌন্দর্যের প্রকাশ অহংকার নয়)। ওই ব্যক্তি অহংকারী, যে সত্যের সামনে ঔদ্ধত্য দেখায় আর মানুষদের তুচ্ছজ্ঞান করে, অবজ্ঞা করে।’ *মুসলিম, ১৪৭*

৭১. রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘বিলাসিতা পরিহার করো। আল্লাহর নেক বান্দারা বিলাসী জীবন যাপন করে না।’ *মুসনাদে আহমাদ, ২২১০৫*

৭২. এক সাহাবি রাসূল (সা.)-এর দরবারে নিম্নমানের পোশাক পরিধান করে উপস্থিত হন। এটা দেখে রাসূল (সা.) বললেন, ‘তোমার কী অর্থকড়ি, সহায়-সম্পত্তি নেই?’ সাহাবি বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে তো আল্লাহ অঢেল সম্পত্তি দান করেছেন।’ তখন রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ তোমার শরীরে দৃশ্যমান হওয়া উচিত।’ *তাবারানি কাবির : ১৯/৯৭৯*

Dhaka University Institutional Repository

কুর'আনের সূরা নাহলে তুলে ধরা হয়েছে।[৭৩] তাই এ নেয়ামতের শুকরিয়া হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো বাসস্থানের সঠিক ব্যবহার করা। এবং অটিস্টিক শিশুর জন্য পরিচ্ছন্ন পোশাক ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে অপচয় ভেবে কোন প্রকার অলসতা ও কৃপণতা না করা।[৭৪] সকল অভিভাকের উচিত সামর্থনুযায়ি ইসলামের বিধান আলোকে অটিস্টিক শিশুর জন্য মার্জিত পোশাক ও পরিচ্ছন্ন বাসস্থানের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৫.৩.৫ অটিস্টিক শিশুকে পিতা-মাতা ও সমাজের বোঝা মনে না করণে ইসলাম

প্রত্যেক সন্তান পিতামাতার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্যতম সেরা উপহার ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ।[৭৫] হোক সে স্বাভাবিক অথবা অটিস্টিক। তাই পিতা-মাতা কোন সন্তানকে তাদের ও সমাজের বোঝা মনে করে অবহেলা ও অবজ্ঞা করা ঠিক নয়। বিশেষ করে অটিস্টিক শিশুকে যেন পিতা-মাতা তাদের ও সমাজের বোঝা মনে না করে।[৭৬] কারণ তারাও পিতা-মাতার জন্য আল্লাহতা'আলার পক্ষ হতে শ্রেষ্ঠ উপহার ও মানব জীবনের সৌন্দর্য্য।[৭৭] যা পবিত্র কুর'আনের সূরা কাহ্‌ফে তুলে ধরা হয়েছে। তাই তাদেরকে উপহার হিসেবে প্রত্যেক বাবা মা ও অভিভাবকগণ গ্রহণ করে নৈতিক ও আর্দশ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও জাতিতে পরিণত করবে।[৭৮] যার মাধ্যমে পৃথিবীতে আর্দশ পিতামাতার সম্মান ও পরকালে মুক্তি লাভ করে আল্লাহতা'আলার শ্রেষ্ঠ বান্দাদের অর্ন্তভূক্ত হবে।[৭৯] এজন্য সন্তান শুধু উপহার নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র আমানত। পরকালে আল্লাহ পিতা-মাতাকে সন্তানের বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন।[৮০]

সামর্থ্য অনুসারে পোশাক পরিধান করা উচিত। কেননা রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ বান্দাকে যে নিয়ামত দিয়ে সিক্ত করেছেন, তার প্রভাব-প্রতিরূপ তিনি বান্দার মধ্যে দেখতে ভালোবাসেন।' এজন্য পরিচ্ছন্ন পোশাক ও বাসস্থান নিশ্চিত করা, কেননা মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম একটি হল বাসস্থান। যা বান্দার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বিরাট নেয়ামত। যা পবিত্র

৭৩. وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلأَنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَىٰ حِينٍ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ আল্লাহ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাবুর ব্যবস্থা করেন। তোমরা ওটাকে সহজ মনে করো ভ্রমণকালে এবং অবস্থানকালে। তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পশুর লোম ও কেশ হতে কিছুকালের গৃহসামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ (তৈরি করেছেন)। আর আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং পাহাড় থেকে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন, আর ব্যবস্থা করেছেন পোশাকের, যা তোমাদেরকে গরম থেকে রক্ষা করে এবং বর্মেরও ব্যবস্থা করেছেন যা তোমাদেরকে রক্ষা করে তোমাদের যুদ্ধে। এভাবেই তিনি তোমাদের উপর তার নি'য়ামতকে পূর্ণ করবেন, যাতে তোমরা অনুগত হও। *আল কুর'আন*, **১৬:৮০-৮১**

৭৪. يَابَنِيۤ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ হে বনী-আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় সাজ-সজ্জা পরিধান করে নাও, খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।' *আল কুর'আন*, **০৭ : ৩১**

৭৫. ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً সম্পদ ও সন্তানাদি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য। *আল কুর'আন*, *১৮:৪৬*

৭৬. لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ - أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ আকাশ ও জমিনের মালিক আল্লাহ তা'আলা তিনি যাকে খুশি সন্তান দান করেন এবং যাকে খুশি পুত্রসন্তান দান করেন। যাকে খুশি কন্যা ও পুত্র উভয়টি দান করেন। যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশালী।' *আল-কুর'আন ৪২: ৪৯-৫০*

৭৭. ٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছেন। *আল-কুর'আন* **১৬:৭২**

৭৮. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "إذا مات الأنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যখন কোনো মানুষ মারা যায়, তখন তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিন ধরনের আমল চলমান থাকে। সদকায়ে জারিয়া (চলমান পুণ্য)। ওই জ্ঞান, যার মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হয়। নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। *মুসলিম*, **১৬৩১**

৭৯. রাসূল (সা.) বলেছেন, 'জান্নাতে কোনো কোনো ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হলে তারা বলবে, কিভাবে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল? তখন তাকে বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার ফলে।' *ইব্‌ন মাজাহ*, ৩৬৬০

৮০. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা.) বলেছেন, সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দাও। কেননা তুমি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তুমি তাকে কতটা শিষ্টাচার শিখিয়েছ এবং তাকে কী শিক্ষা দিয়েছ? আর সে তোমার প্রতি তার আনুগত্য ও সহযোগিতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। *বায়হাকি*, ৪৬৯১

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর কাছে উন্নত জীবন গঠনের জন্য দু'আ করবে।[৮১] আর আর্দশবান সন্তান হিসেবে গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম হল ওহীর শিক্ষা ও উপদেশ দান।[৮২] যা পিতা-মাতার পক্ষ হতে সন্তানের জন্য সর্বোত্তম উপহার। এজন্য সদুপদেশ প্রদান ও উত্তম আর্দশ শিক্ষা দেয়া প্রত্যেক পিতা-মাতার ইমানি দায়িত্ব যা লুকমান (আঃ) তার সন্তানকে দিয়েছেন।[৮৩] আর পিতা-মাতাই সন্তানের ব্যক্তিগত আচরণ, চিন্তাচেতনা, শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনের গতিপথ নির্ণয় করেন। এজন্য সন্তানের প্রতিপালনে পিতা-মাতার দায়িত্ব ও ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তারা যদি অটিস্টিক সন্তানকে বোঝা ভেবে অবহেলা করে ও সঠিক আদর্শ শিক্ষা দেয়া থেকে বিরত থাকে তবে আল্লাহর দেয়া আমানতের খেয়ানত করবে ও পৃথিবীতে লাঞ্চিত হবে।[৮৪] এজন্য অটিস্টিক শিশুর পিতামাতা নিজেদের মনে কোন সংশয় না রেখে আল্লার আদেশ মেনে ধৈর্য্য ধারণ করবে ও সমাজে সন্তানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহভীতি, সত্যবাদিতা, পরোপকার, শিষ্টাচার[৮৫] ও নৈতিক আর্দশ শিক্ষা দিবে এবং খারাপ চরিত্রের ক্ষতিকর বিষয় (মানুষের দোষ-ত্রুটি খোজা, তার ওপর মিথ্যারোপ করা, তার সামনে মানুষের সমালোচনা করা) থেকে সদুপদেশের মাধ্যমে বিরত রাখার চেষ্টা করবে।[৮৬] কেননা পিতা-মাতার দু'আ ও ভালোবাসা সন্তানের হৃদয়ে ভালো কাজে অনুপ্রেরণা এবং মন্দ থেকে বেঁচে থাকার সাহস জোগায়। তাই নেক সন্তান শুধু পার্থিব জীবনের সম্পদ নয় বরং পরকালীন জীবনের জন্যও কল্যাণের বাহক। এজন্য অটিস্টিক শিশুর প্রত্যেক পিতা মাতার উচিত তাদের সন্তানকে কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে [illegible] [৮৭] ভেবে ইসলামের বিধান আলোকে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করবে ও

৮১. اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ - رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَتِى رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعِ 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দোয়া শ্রবণকারী। হে আমার রব! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব! আমার দোয়া কবুল করুন। হে আল্লাহ! যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।' *আল-কুর'আন*, ১৪: ৩৯-৪১

৮২. রাসূল (সা.) বলেছেন,'সন্তানকে দেওয়া পিতার সর্বোত্তম উপহার হলো শিষ্টাচার।' *তিরমিজি*, ১৯৫২

৮৩. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার অংশীদার স্থির করার জন্য যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। কিন্তু পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে। যে আমার অভিমুখী হয় তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব তোমরা যা করছিলে। *আল-কুর'আন* ৩১ : ১৫

৮৪. إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ ও সন্তান ফিতনাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম প্রতিদান। *আল-কুর'আন, ৬৪:১৫*

৮৫. হযরত ওমর (রা.) আব্দুলাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) কে বলেন,'বড়রা যতক্ষণ কথা বলেন, তুমি কথা বলবে না।'*মুস্তাদরিক আলাস সাহিহাইন*, ১৫৯৯

৮৬. রাসূল (সা.) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তুমি আল্লাহর অধিকারগুলো সংরক্ষণ করো। আল্লাহ তোমাকে (তোমার প্রাপ্য) সংরক্ষণ করবেন।' *তিরমিজি*, ২৫১৬

৮৭. وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً যারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী ও সন্তান দান করুন। আমাদের আল্লাহভীরু মানুষের নেতা নির্বাচিত করুন। *আল-কুর'আন,২৫:৭৪*

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহতা'আলা সমস্ত সমস্যা সমাধানের মালিক। তিনি আদম (আঃ) এর মাধ্যমে মানব জাতিকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তিনিই জীবন, মৃত্যু, ভালো ও মন্দের সৃষ্টিকর্তা এবং একক ইলাহ। যা ইমানে মুজাম্মালে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তার মনোনীত ধর্ম ইসলামে সকল মানুষের অধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছে। হোক সে স্বাভাবিক বা অটিস্টিক মানুষ। সে মানুষ হিসাবে তার অধিকার ভোগ করবে। 'কেননা মানুষ জন্মগতভাবে বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রভাবে অথবা বিভিন্ন দূর্ঘটনার কারণে রোগব্যাধিতে বা প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত হয়। আর জন্মগত সমস্যায় আক্রান্ত মানুষের মধ্যে অন্যতম হল অটিস্টিক শিশু। অটিস্টিক শিশুর সুচিকিৎসা নিশ্চিত করণে অভিভাবক ও পরিবারের সদস্যদের করণীয় ও অন্যদের কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। যা পিতা-মাতা ও পরিবারের অনান্য সদস্যসহ সমাজের সকল নাগরিকদের জানতে ও মানতে হবে।'[৮৮] কারণ এ যুগের একটি সুপরিচিত সমস্যা হল অটিজম। এখন পর্যন্ত অটিজমের পূর্ণাঙ্গ কার্যকর কোন চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। তাই আমাদের উচিত এ সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা জানা ও অন্যদের জানানোর মাধ্যমে বিশ্বের জনগণকে সচেতন করা। কেননা এ সম্পর্কে জনসাধারণে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে, যার কারণে একদিকে সমাজকে অনিরাপদ করে বৈষম্য তৈরি করে, অন্যদিকে চিকিৎসা ও রোগীর সেবায় অভিভাবকগণ অবহেলা করে। আমাদের মনে রাখতে হবে মহান আল্লাহ যে কোন ভাবে তার বান্দাকে পরীক্ষা করতে পারে জান্নাতের বিনিময়ে। এজন্য নবী-রাসূলগণ অনেক রোগব্যাধি ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন।[৮৯] আইয়ুব (আ.) আঠার বছর কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এবং নবী-রাসূলগণ রোগীদের চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন। ঈসা (আ.) কুষ্ঠ রোগী ও জন্মান্ধ লোকদের আরোগ্য করতেন।[৯০] এবং রাসূল (সা.) এর সাহাবীগণও বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। যার মধ্যে অন্যতম হল প্রতিবন্ধী সাহাবী উম্মে মাখতুম (রা)। ইসলামের দৃষ্টিতে অটিজম রোগ নিয়ে জন্ম হওয়া কোনো অপরাধ নয় এবং অটিস্টিক শিশুর সেবা করা ও

৫.৪ অটিস্টিক শিশুর স্বাস্থ্যগত পরিচর্যায় ইসলাম

সুচিকিৎসা প্রদান করা প্রত্যেক অভিভাবকের সাথে প্রতিবেশীরও দায়িত্ব। এ কাজে অবহেলা করলে আল্লাহতা'আলার কাছে জবাব দিহি করতে হবে। অটিস্টিক শিশুকে ঘৃণা করা ও সুচিকিৎসা প্রদান না করা অতি

৫.৪.১ অটিস্টিক শিশুর সুচিকিৎসা নিশ্চিতকরণে করণীয়

জঘন্য মহাপাপ।[৯১] এজন্য কোনো অটিস্টিক শিশু ও তার পিতা-মাতাকে অবহেলা ও তাদের প্রতি খারাপ ধারণা

৮৮. আতাউর রহমান খসরু, *ইসলামে সেবা রোগীর অধিকার*, কালেরকণ্ঠ, ২৫ মার্চ, ২০২০ খ্রি. https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2020/03/25/890307, ভিজিট অন, ০৫/০১/২০২১

৮৯. وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَائِيلَ أَنِّى قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّيٓ أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلأَكْمَهَ وٱلأَبْرَصَ وَأُحْيِـي ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِى بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ আর তিনি তাকে বানী ইসরাঈলের নিকট রাসূল হিসেবে প্রেরণ করবেন'। সে বলবে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট এসেছি, আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখীর মত একটা কায়া গঠন করব, অতঃপর তাতে ফুঁৎকার দেব, ফলে আল্লাহর হুকুমে তা পাখি হয়ে যাবে এবং আল্লাহর হুকুমে আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করব ও আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করব এবং আমি তোমাদেরকে বলে দেব তোমাদের গৃহে তোমরা যা আহার কর এবং সঞ্চয় করে রাখ; নিশ্চয়ই এ কাজে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা মু'মিন হও।' *আল-কুর'আন*, ০৩ : ৪৯

৯০. وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, উহার অনুসরণ কোরো না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়, উহাদের প্রতিটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।' *আল-কুর'আন*, ১৭ : ৩৬

৯১. يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُواْ بِٱلأَلْقَابِ بِئْسَ ٱلاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ হে মু'মিনগণ! কোন সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর নারীরা যেন অন্য নারীদেরক ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারিণীদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অন্যের নিন্দা করো না, একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর (ঈমানের আগে কৃত অপরাধকে যা মনে করিয়ে দেয় সেই) মন্দ নাম কতই না মন্দ! (এ সব হতে) যারা তাওবাহ না করে তারাই যালিম। *আল-কুর'আন, ৪৯: ১১*

Dhaka University Institutional Repository

পোষণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।[৯২] তাই অটিস্টিক শিশুকে সুচিকিৎসাদানে ইসলামের বিধান অনুযায়ী সাহায্য করা সকলের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব।[৯৩] যার মাধ্যমে সাতটি পুরুস্কার লাভ করা যাবে। আর তাহল- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন[৯৪],জান্নাতের ছায়া লাভ[৯৫], ফেরেশতা কর্তৃক কল্যাণের দোয়া লাভ[৯৬,] আল্লাহর রহমত লাভ[৯৭], জান্নাতে ফলের বাগান লাভ [৯৮], আল্লাহ কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণ[৯৯] ও জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করা।[১০০] এজন্য করণীয় হল, অটিস্টিক শিশুর জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তার নির্বাচন করা ও সেবা দেয়া। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পরিবারের সদস্যগণ তার সেবা করা।[১০১] ধীরে ধীরে নিজের কাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে ক্লাসে বা পাঠে অংশগ্রহণ করানো, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া, প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করা ইত্যাদি শিখানো। এবং পার্শ্ব প্রতিবেশী মাঝে মাঝে অটিস্টিক শিশুর খোজ খবর নিবে ও দু'আ করবে।[১০২] প্রয়োজনে তার পছন্দের খাবার নিয়ে যাবে[১০৩] এতে পিতা-মাতার মনে অনেক সাহস ও আনন্দ পাবে এবং দু'আ করবে।[১০৪] বিদায় নেয়ার সময় অটিস্টিক শিশুর সুস্থতা লাভের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবে।[১০৫]

---

৯২. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা হতে বিরত থাক। কতক ধারণা পাপের অন্তর্ভুক্ত। *আল-কুর'আন, ৪৯: ১২*

৯৩. রাসূল (সা.) বলেছেন, 'এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের ছয়টি অধিকার...'যখন যে অসুস্থ হবে তার সেবা করো।' *মুসলিম : ২১৬২*

৯৪. জাবের ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, 'রাসূল (সা.) বলেন, যে রোগীর খোঁজ-খবর নিল সে আল্লাহর রহমতে ডুবে গেল আর সে যখন বসল তখন সে তার মধ্যে স্থির হয়ে গেল।' *আল আদাবুল মুফরাদ, ৫২২*

৯৫. সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন কোনো মুসলিম তার (অসুস্থ) মুসলিম ভাইয়ের সেবায় নিয়োজিত হয়, সে ফিরে আসা পর্যন্ত জান্নাতের ফল বাগানে (তার ছায়ায়) অবস্থান করতে থাকে।' *মুসলিম, ২৫৬৮*

৯৬. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় অথবা নিজের ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায় একজন ঘোষক (ফেরেশতা) তাকে ডেকে বলতে থাকে, 'কল্যাণময় তোমার জীবন, কল্যাণময় তোমার এই পথ চলাও। তুমি তো জান্নাতের মধ্যে একটি বাসস্থান নির্দিষ্ট করে নিলে।' *তিরমিজি,২০০৮*

৯৭. জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেল, সে আল্লাহর রহমতে প্রবেশ করল যতক্ষণ না সে বসে। যখন সে বসল তাতে সে ডুবে গেল।' *মুসনাদে আহমদ, ১৪২৬০*

৯৮. আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কোনো মুসলমান যদি অন্য কোনো মুসলিম রোগীকে সকালে দেখতে যায় তাহলে ৭০ হাজার ফেরেশতা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'আ করতে থাকে। সে যদি সন্ধ্যায় তাকে দেখতে যায় তবে ৭০ হাজার ফেরেশতা ভোর পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করতে থাকে এবং জান্নাতে তার জন্য একটি ফলের বাগান তৈরি হয়।' *তিরমিজি, ৯৬৯*

৯৯. আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রোগীর দেখাশোনা করল, সে তার জামিন (দায়িত্ব গ্রহণকারী) হলো।' *সুনানিল কাবির, ১৪৪২৫*

১০০. আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি দিনে পাঁচটি কাজ করবে, সে জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত হবে : যে রোগীর শুশ্রূষা করে, জানাজায় অংশগ্রহণ করে, এক দিন রোজা রাখে, জুমার নামাজে অংশ নেয় এবং দাস আজাদ করে।' *সহিহ ইব্ন হিব্বান, ২৭৭১*

১০১. রাসূল (সা.) বলেছেন, 'ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে আহার করাও, রোগীর শুশ্রূষা করো এবং বন্দিদের মুক্ত করো।' *বুখারি, ৫৩৭৩*

১০২. রাসূল (সা.) সাদ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে দেখতে গিয়ে তিনবার দু'আ করেন, 'হে আল্লাহ, আপনি সাদকে সুস্থ করে দিন।' *বুখারি, ৫৬৫৯*

১০৩. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ' রাসুলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কিছু চাও? তুমি 'কাআক' (খাবার জাতীয়) চাও? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তারা রোগীর জন্য তা সংগ্রহ করল।' *মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৪০১৬*

১০৪. ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বলেন, 'যখন তুমি কোনো রোগীর কাছে যাবে, তাকে বলবে তোমার জন্য দোয়া করতে। কেননা, তার দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার মতো।' *ইব্ন মাজাহ, ১৪৪১*

১০৫. আব্দুলাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) রোগী দেখে সাতবার এই দোয়া পাঠ করতেন (উচ্চারণ) 'আসয়ালুল্লাহাল আজিমা রাব্বাল আরশিল আজিমি আই-ইয়াশফিয়াকা' (অর্থ) আমি মহান আল্লাহর কাছে, যিনি মহা আরশের প্রতিপালক তোমার সুস্থতা কামনা করছি।' *তিরমিজি, ২০৮৩*

সবার ওপর বর্তাবে। এবং মুসলিমের বর্ণনায় হাদিসে কুদসিতে এসেছে, হাশরের দিন আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।[১০৬] অটিস্টিক শিশুর সুচিকিৎসাদানে পিতা-মাতাসহ সকল জনগণকে সচেতন হওয়া নৈতিক দায়িত্ব।

৫.৪.২ অটিস্টিক শিশুর দাঁতের সুচিকিৎসা প্রদানে করণীয়

মহান আল্লাহর বৈচিত্র্য সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম হল অটিস্টিক শিশু। তাদের দাঁতের সুচিকিৎসা ও পরিচর্যায় ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহতা'আলার দেয়া মানবদেহের অন্যতম নেয়ামত ও মূল্যবান সম্পদ হল দাঁত। কিন্তু শিশু বেলা থেকে দাঁতের অযত্ন ও অবহেলা করার কারণে অল্প বয়সে দাঁতে পোঁকা ও বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়া আক্রান্ত করে থাকে। এবং দাঁতের মাড়িতে ক্ষত সৃষ্টির মাধ্যমে ক্যান্সার হয়ে মৃত্যুও হতে পারে। আর অটিস্টিক শিশুর দাঁতের যত্ন নেয়া পিতা-মাতার জন্য অনেক কঠিন কাজ। ‘চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, একজন মানুষের ৩২টি [illegible] থেকে ১২ বছর বয়সের শিশুদের ২০টি, এবং ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে বাকি ১২টি দাঁত ওঠে। যা দুই চোয়ালের শেষের দিকে ওঠে। এগুলোকে আক্কেল দাঁত বলে। আর অটিস্টিক শিশুর দাঁতের যত্ন ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে নিতে হবে। অটিস্টিক শিশুকে খাবারের আগে ও পরে দাঁত ব্রাশ করা এবং ঘুমানোর আগে ও পরে দাঁত ব্রাশ করায় অভ্যাস করতে হবে। যাদের মাড়িতে ক্ষত হয় বা দাঁত আঁকা বাঁকা হয় তারা মেসওয়াক করবে।’[১০৭] এতে মুখ পরিষ্কার হয়, মাড়ি মজবুত হয়, দাঁতের মধ্যে উজ্জ্বলতা সৃষ্টি ও আঁকা বাঁকা দাঁত সোজা এবং দাঁতের রোগ থেকে মুক্ত করে। এজন্য তাদের দাঁতের সুচিকিৎসা ও পরিচর্যায় ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। যখন অটিস্টিক শিশুর দাঁতের চিকিৎসা করবে বা দাঁত ফিলিং করবে তখন চিকিৎসক খুব সর্তকতার সাথে করবে। কেননা দাঁতের চিকিৎসায় স্থায়ী ফিলিং দেয়ার সময় সিলভার এমালগাম ফিলিংয়ে ৫০ শতাংশ পারদ ব্যবহার করা হয়। যা সহজেই বাষ্পীভূত হয় এবং চর্ম ও শ্বাসনালি দ্বারা শোষিত হয়। এবং খেয়াল রাখতে হবে পারদ যেন কোনোভাবে মুখের মিউকাস মেমব্রনের সংস্পর্শে না যায়। গেলে আলসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যা ভালো হতে অনেক সময় লাগে। এবং অনেক ক্ষেত্রে ক্যান্সার হতে পারে, যার ফলে শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।[১০৮] তাই দাঁতের চিকিৎসায় সর্তকতা অবলম্বন করে ইসলামের বিধান অনুসারে দাঁতের যত্ন নেয়া। এক্ষেত্রে ব্রাঁশ ও মেসওয়াক দুটিতে অভ্যাস করা সকলের কর্তব্য। কেননা রাসূল (সা.) দাঁতের পরিচর্যায় মেসওয়াকের অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘আমার উম্মাতরে ওপর যদি কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে তাদের প্রত্যেক সালাতরে সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ করতাম।’[১০৯] সকল অটিস্টিক শিশুর অভিভাবককে দাঁতের যত্নে সচেতন হওয়া এবং মেসওয়াক ব্যবহারে প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা।

চিকিৎসা নিশ্চিত করলে উপরে উল্লেখিত সেবা পাওয়া অটিস্টিক শিশুর অধিকার। অতএব, যখন তার উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত করার মতো কেউ থাকবে না, তখন সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর তার প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করা আবশ্যিক। এমন গুরুতর অবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রের অবহেলার কারণে অটিস্টিক শিশু কষ্ট পেলে, ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা মারা গেলে এর দায়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের

---

১০৬. রাসূল (সা.) হাদিসে কুদসিতে বলেছেন, হাশরের দিনে বিচারের সময় আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ‘ হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমার সেবা করোনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক, আপনি তো অসুস্থ হন না! আমি আপনার সেবা কিভাবে করব! আপনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল? তুমি তার সেবা করোনি। তুমি কি জানতে না তুমি যদি তার সেবা করতে, তবে তুমি তার কাছে আমাকে পেতে।’ *মুসলিম* , ২৫৬৯

১০৭. রাসূল (সা.) বলনে, ‘যখন কোনো বান্দা ওজু করার সময় কুলি করে তখন তার মুখরে সব গোনাহ ঝরে যায়।’ *মুসনাদে আহমাদ,খন্ড ৫, হাদিস: ২৬৩।* লালমনরিহাট র্বাতা নিউজ ডস্কে, *দাঁতরে সেবা-যত্নে মসেওয়াক ও ইসলাম*, লালমনরিহাট র্বাতা, ২৬ নভম্বের ২০১৮খ্রি., https://www.lalmonirhatbarta.com., ভিজিট অন, ২৪/০৫/২০২১

১০৮. ডা. মো. ফারুক হোসেন, *পারদ ছাড়া দাঁতের চিকিৎসা ও মুখের আলসার*, দৈনিক যুগান্তর, ২৩ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি. https://www.jugantor.com/todays-paper/features/stay-well/386817/, পারদ-ছাড়া-দাঁতের-চিকিৎসা-ও-মুখের-আলসার ভিজিট অন, ২৪/০৫/২০২১

১০৯. *বুখারি:৮৮৭, মুসলমি: ৫৮৯*

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.৩ অটিস্টিক শিশুর সঠিক পরিচর্যা নিশ্চিতকরণে করণীয়

মানবজাতি হল পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি। আদম (আ) এর বংশধারা কিয়ামত পর্যন্ত সুরক্ষার জন্য নারী-পুরুষের বৈধ দাম্পত্য জীবনের ফসল হচ্ছে মানবশিশু।[১১০] 'শিশু জন্মের সময় ইসলামের আদর্শের উপর জন্ম গ্রহণ করে থাকে। শিশুর সঠিক পরিচর্যা ও বয়োঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত লালন-পালন, শিষ্টাচার এবং শিক্ষাদানের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবে মা-বাবা ও অভিভাবকদের ওপর ন্যস্ত থাকে।[১১১] তাদের অবর্তমানে নিযুক্ত কোনো প্রতিনিধি শিশু পরিচর্যার এ মহান দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। শিশু হোক স্বাভাবিক বা অটিস্টিক তাদের সঠিক পরিচর্যা নিশ্চিত করণে ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে।[১১২] কেননা ইসলামী জীবন-দর্শনে মানবশিশুর জন্মের পবিত্রতা, নিরাপত্তা, প্রতিপালন, পরিচর্যা, নৈতিক শিক্ষা ও আদর্শের মাধ্যমে গড়ে তোলার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সঠিক পরিচর্যা পেলে অটিস্টিক শিশুও আদর্শ মানুষ হতে পারে। এজন্য তাকে অবহেলা না করে সঠিক ভাবে পরিচর্যা করতে পিতা-মাতা তথা অভিভাবকদের আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।'[১১৩] এ সর্ম্পকে প্রত্যেক বাবা-মা তথা অভিভাবকদের জিজ্ঞাসা করা হবে।[১১৪] কেননা এ অটিস্টিক শিশু হচ্ছে পিতা-মাতার কাছে আল্লাহর আমানত।[১১৫] যদি এ আমানতের সঠিক পরিচর্যা করা হয় দুনিয়াতে যেমন মান-মর্যাদার লাভ করবে, তেমনি পরকালীন জীবনেও অফুরন্ত পুরস্কার ও আল্লাহর সন্তুষ্টিতে জান্নাত লাভ করবে।[১১৬] এজন্য অভিভাবকের করণীয় হল প্রথমে শিশুর পরিচর্যার জন্য সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করা। সুন্দর ও সভ্য জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন এমন সুন্দর পরিবেশ, যেখানে জাতির ভবিষ্যৎ পরিচালনা করা সম্ভাব। এবং সুস্থ, স্বাভাবিক ও স্বাধীন মর্যাদা নিয়ে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিকভাবে পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারবে।[১১৭]

---

১১০. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ বল,তোমরা যা পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করছ সম্ভবতঃ তার কিছু তোমাদের পিঠের পেছনে এসে গেছে। *আল-কুর'আন, ২৭ :৭২*

১১১. وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً আর যারা প্রার্থনা করে : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান কর যারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয় আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দাও। *আল-কুর'আন, ২৫ : ৭৪*

১১২. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ওখানেই যাকারিয়া নিজ প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার পক্ষ হতে একটি সুসন্তান দান কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী'। *আল-কুর'আন, ০৩ : ৩৮*

১১৩. মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল , *ইসলামে শিশুর পরিচর্যা ও প্রতিপালন*, দৈনিক সমকাল, ০৮ সেপ্টেম্বও, ২০১৭ খ্রি, https://www.samakal.com/todays-print-edition/tp-islam-society/article/1709462/ইসলামে-শিশুর-পরিচর্যা-ও-প্রতিপালন ভিজিট অন, ২৪/০৪/২০২০

১১৪. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ তারপর তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই (যা কিছু দেয়া হয়েছে এমন সব) নি'মাত সম্পর্কে সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে। আল-*কুর'আন, ১০২: ০৮*

১১৫. إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, হকদারদের হক তাদের কাছে পৌঁছে দিতে। তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে কত উত্তম উপদেশই না দিচ্ছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। *আল-কুর'আন ০৪ : ৫৮*

১১৬. ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً ধন-সম্পদ আর সন্তানাদি পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য, আর তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার লাভের জন্য স্থায়ী সৎকাজ হল উৎকৃষ্ট আর আকাঙ্ক্ষা পোষণের ভিত্তি হিসেবেও উত্তম। *আল-কুর'আন, ১৮ : ৪৬*

১১৭. يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً যে আমার উত্তরাধিকারী হবে আর উত্তরাধিকারী হবে ইয়া'কুব পরিবারের; আর হে আমার প্রতিপালক! তাকে করুন আপনার সন্তুষ্টির পাত্র। *আল-কুর'আন, ১৯ : ০৬*

Dhaka University Institutional Repository

যিনি ইসলামের হাকিকত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও তার বাস্তব অনুশীলন, সমাজ উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং বিশ্ববাসীর কাছে আল্লাহর দ্বীন পৌঁছানোর জন্য সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন। যাতে আল্লাহ প্রদত্ত সকল নির্দেশ ও তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারে।[১১৮] এজন্য পিতা-মাতা শিশুর যত্ন ও পরিচর্যা করবেন। পাশাপাশি এমন প্রশিক্ষিত একজনকে শিশুর বিকাশের জন্য নিয়োজিত রাখতে হবে যিনি ধর্মীয় জ্ঞান ও তদানুযায়ী আমলে সমৃদ্ধ। যিনি নিত্য প্রয়োজনীয় কাজের সঙ্গে জাগতিক জীবনে নিজ কর্তব্য পালনে তাকে যোগ্য ও সচেতন করে গড়ে তুলবেন। যাতে সে ভবিষতে কারো মুখাপেক্ষী বা অন্যের ওপর বোঝা হয়ে বাঁচতে না হয়।[১১৯] আর অটিস্টিক শিশুকে এভাবে সঠিক পরিচর্যায় গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন পিতা-মাতা তথা অভিভাবগণ।[১২০] অন্যথায় স্থানীয় সরকার অভিভাবক হয়ে তার দায়িত্ব পালন করবেন। অতএব সকল অভিভাবককে অটিস্টিক শিশুর সঠিক পরিচর্যা নিশ্চিত করণে ইসলামের বিধান অনুসরণ ও পালন করা নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৫.৪.৪ অটিস্টিক শিশুর সুষম খাদ্য নিশ্চিতকরণে করণীয়

আল্লাহতা'আলা মানুষকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। 'তাদের জীবন চলার পথ সহজ করার জন্য সুষম খাদ্য ও হালাল রিজিকের সুব্যবস্থা করেছেন।[১২১] তিনি মানুষের দেহের রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরনের ফল-ফলাদি,শাক সবজি, তরুলতা ও আমিষ জাতীয় খাবার সৃষ্টি করেছেন।[১২২] যা মানুষের অন্যতম একটি মৌলিক অধিকার। এ অধিকার সকলে সমান ভোগ করবে হোক সে স্বাভাবিক অথবা অটিস্টিক।[১২৩] এক্ষেত্রে কারো প্রতি অবহেলা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন এবং অটিস্টিক শিশুর জন্য সুষম খাদ্য নিশ্চিত করতে ইসলাম পিতা-মাতা তথা অভিভাবকদের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে[১২৪] পবিত্র কুর'আনে বিধান নাজিল করেছেন। পিতা-মাতা যেন তাদের সামর্থ অনুযায়ী অটিস্টিক শিশুর জন্য সুষম খাবারের ব্যবস্থা করে।[১২৫] এক্ষেত্রে অবহেলা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।[১২৬] অনেক বাবা-মা তাদের অটিস্টিক সন্তানকে ঠিকমত খাবার খেতে দেয়না।

এজন্য প্রথমে শিশুকে 'কুর'আন ও হাদিসের জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। অতপর ইসলামের ইতিহাস, সাহাবাদের জীবনের গল্প ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ঘটনাবলী। যাতে আদর্শবান মানুষদের প্রতি ভালোবাসা অঙ্কুরিত হয়।' অতএব, ইসলামি সমাজের জন্য ইসলামের বিধানুযায়ী শিশুকে প্রস্তুত করতে হবে ইসলামি সুউচ্চ ইমারতের একটি ইট হিসেবে।[১২৭]

---

১১৮. يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ হে মু'মিনগণ! তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো না, আর যে বিষয়ে তোমরা আমানাত প্রাপ্ত হয়েছ তাতেও বিশ্বাস ভঙ্গ করো না। *আল-কুর'আন, ০৮:* ২৭

১১৯. إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَـٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ তোমরা যদি আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও,তবে তিনি তা তোমাদের জন্য দ্বিগুণ করে দেবেন, আর তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ (কারো কাজের) অতি মর্যাদাদানকারী, সহনশীল। *আল-কুর'আন, ৬৪:* ১৭

১২০. فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ কাজেই তোমরা আল্লাহকে তোমাদের সাধ্যমত ভয় কর,তোমরা (তাঁর বাণী) শুন, তোমরা (তাঁর) আনুগত্য কর এবং (তাঁর পথে) ব্যয় কর,এটা তোমাদের নিজেদেরই জন্য কল্যাণকর। যারা অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা পেল, তারাই সফলকাম। *আল-কুর'আন, ৬৪:* ১৬

১২১. وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ 'আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছেন।' *আল-কুর'আন,* ১৬:৭২

১২২. هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ 'তিনি তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠকে অধীন করেছেন, অতএব তোমরা এর ওপর চলাচল করো এবং তাঁর প্রদত্ত রিজিক গ্রহণ করো, তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।' *আল-কুর'আন,* ৬৭ : ১৫

১২৩. فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ -ٱلَّذِىَ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ 'অতএব তারা যেন এই গৃহের মালিকের ইবাদত করে, যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ করেছেন।' *আল-কুর'আন,১০৬: ৩-৪*

১২৪. সাহাল ইব্ন সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, 'আমি ও এতিমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে কাছাকাছি থাকব। এ কথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দ্বারা ইঙ্গিত করেন এবং এ দুটির মাঝে সামান্য ফাঁক রাখেন।' *বুখারি, ৪৯৯৮*

১২৫. মুহাম্মাদ হেদায়াতুল্লাহ, *খাদ্য নিরাপত্তায় ইসলামের নির্দেশনা*, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর,২০১৯ খ্রি. https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2019/10/16/827136 ,ভিজিট অন, ২৮/০৪/২০২০

১২৬. দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমি তোমাদের এবং তাদের রিজিক দিয়ে থাকি।' *আল-কুর'আন, ০৬ : ১৫১*

Dhaka University Institutional Repository

মনে করে সন্তানদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে। অথচ রাসূল (সা.) বলেছেন সন্তান হল বাবা মায়ের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত ও শ্রেষ্ঠ উপহার। ইসলামের সঠিক জ্ঞান না জানার কারণে তারা অটিস্টিক শিশু সন্তানকে অবহেলা ও সুষম খাদ্য হতে বঞ্চিত করে। যা অনেক ধনী পরিবারে দেখা যায়।[১২৮] অথচ তাদের প্রতি যত্নবান হতে, স্নেহ-ভালোবাসা দেখাতে ও সুষম খাদ্য নিশ্চিত করতে রাসূল (সা.) অনেক বেশি উৎসাহিত করেছেন।[১২৯] তাই তাকে পরিমিত সুষম খাবার দেয়া বাবা- মায়ের দায়িত্ব।[১৩০] আর সুষম খাদ্য সর্ম্পকে পূর্বের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। অতএব, সকল অভিভাবকের কতর্ব্য হল কুর'আন-হাদিসের বিধান আলোকে অটিস্টিক শিশুর জন্য সুষম খাদ্য নিশ্চিত করা।[১৩১] আল্লাহর দেয়া রিজিক গ্রহণ করে যাতে তারাও মেধাকে বিকাশিত করতে পারে অন্য শিশুদের মত।[১৩২] এবং দেশ ও জাতির মানব সম্পদে পরিণত হতে পারে। কেননা সকল জনগণ দেশের জন্য একটি দেহের ন্যায়। অতএব বলা যায় বিশ্বব্যাপী অটিস্টিক শিশুরি খাদ্যের নিরাপত্তা ও সুষম বণ্টনে ইসলামের শাশ্বত নির্দেশিকা অনুসরণ করা অবশ্যক।[১৩৩]

৫.৫ অটিস্টিক শিশুর সুশিক্ষা নিশ্চিতকরণে ইসলাম

৫.৫.১ অটিস্টিক শিশুর ধর্মীয় সংস্কৃতিমূলক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে করণীয়

ইসলামী সংস্কৃতি বিশ্বজনীন, সর্বজনীন ও চিরন্তন।[১৩৪] তাই বিশ্বের সকল মুসলিম এক ও অভিন্ন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।[১৩৫] কারণ তারা আল্লাহ, রাসূল, কুর'আন ও এক কিবলাতে বিশ্বাসী, তাই বিশ্বের সকল মুসলমানের সংস্কৃতি এক।[১৩৬]

---

১২৭. أَرَأَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ-فَذٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ এবং তাকে রোষা তাড়িয়ে দেয়।' *আল-কুর'আন*, ১০৭ : ১-২

১২৮. يَابَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ তোমরা খাও এবং পান করো, অপচয় কোরো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।' *আল-কুর'আন*, ০৭ : ৩০

১২৯. রাসূল (সা.) বলেন, 'যে মুসলমান অপর কোনো মুসলমানকে বস্ত্রহীন অবস্থায় বস্ত্র দান করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে সবুজ বর্ণের পোশাক পরাবেন, খাদ্য দান করলে তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন, পানি পান করালে জান্নাতের শরবত পান করাবেন।' *আবু দাউদ*, ১৭৫২

১৩০. রাসূল (সা.) বলেছেন, 'কোনো মানুষ নিজের পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো বস্তু ভর্তি করে না। সে চাইলে শুধু প্রয়োজন পূরণে পেট ভর্তি করতে পারে। আবার চাইলে সে পেটের এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করবে। বাকি এক-তৃতীয়াংশ পানি পান করবে। বাকি এক-তৃতীয়াংশ নিজের জন্য বাকি রাখবে।' *তিরমিজি*, ২৩৮০

১৩১. ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْعَزِيزُ আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের প্রতি মেহেরবান, তিনি যাকে যা ইচ্ছে রিযক দেন। তিনি প্রবল, মহাপরাক্রমশালী। *আল-কুর'আন*, ৪২: ১৯

১৩২. রাসূল (সা.) বলেছেন, 'বান্দা ভাইকে সাহায্য করে, আল্লাহ ততক্ষণ বান্দাকে সাহায্য করে থাকেন।' *মুসলিম*, ২১৪৮

১৩৩. রাসূল (সা.) বলেছেন, 'সব মুমিন দেহের মতো। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয়, তখন তার পুরো শরীরই তা অনুভব করে। যদি তার মাথাব্যথা হয়, তাতে তার পুরো শরীরই বিচলিত হয়ে পড়ে।' *মুসলিম*, ২৫৮৬

১৩৪. إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ হুকুমের মালিক তো আল্লাহ্ই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি। আর আল্লাহই উপর যেন নির্ভরকারীরা নির্ভর করে।' *আল-কুর'আন*, ১২:৬৭

১৩৫. إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُو মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই, কাজেই তোমাদের ভাইদের মধ্যে শান্তি-সমঝোতা স্থাপন কর, আর আলাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা দয়া প্রাপ্ত হও। *আল কুর'আন*, ৪৯ : ১০

১৩৬. ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ- وٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُوْلَـٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ الٓمٓ- ذٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ-وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلاَةَ وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 'আলিফ লাম মিম! এই সেই মহাগ্রন্থ, যাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই, এটি মুত্তাকিনদের জন্য পথনির্দেশ। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদের যে রিজিক-দৌলত দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে। আর যারা বিশ্বাস করে তারা আপনার প্রতি, অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি আর যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে এবং তারা

Dhaka University Institutional Repository

সৌন্দর্যবোধ, দর্শন, প্রচলিত প্রথা ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে সংস্কৃতির পরিচয় ফুটে ওঠে।[১৩৭] ধর্মীয় সংস্কৃতি সাধারণ ও অটিস্টিক শিশুর জন্য এক।[১৩৮] আর তাহল, প্রত্যেক কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা,[১৩৯] দিনের শুরু সালাত[১৪০] ও কুর'আন তেলাওয়াতের মাধ্যমে করা,[১৪১] দৈনিক আযানের মাধ্যমে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা,[১৪২] সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণে জিকিরে থাকা,[১৪৩] তিন বেলা খাদ্য গ্রহণ[১৪৪] ও শেষে দু'আ পড়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা,[১৪৫] সাক্ষাতে সালাম দিয়ে অভিবাদন জানানো,[১৪৬] মানব শিশুর জন্ম[১৪৭] ও মৃত্যুতে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা[১৪৮] এবং ইসলামী সকল অনুষ্ঠানের কার্যক্রম পবিত্র কুর'আন তেলাওয়াত ও রাসূলের প্রতি নাত দিয়ে আরম্ভ করা।[১৪৯] 'এ সকল প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিক শিশুর সাথে অটিস্টিক শিশু অংশগ্রহণের প্রতি ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে।'[১৫০]

পরকালের প্রতি একিন তথা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এরা এদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের ওপরে রয়েছে এবং এরাই সফলকাম।' *আল কুর'আন*, ০২ : ১-৫

১৩৭. أَلاَ لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِى مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ জেনে রেখ, খালেস দ্বীন কেবল আল্লাহরই জন্য। যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে তারা বলে- আমরা তাদের 'ইবাদাত একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে দেবে। (সত্য পথ থেকে সরে গিয়ে মিথ্যে পথ ও মতের জন্ম দিয়ে) তারা যে মতভেদ করছে, আল্লাহ তার চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যেবাদী ও কাফির আল্লাহ তাকে সঠিক পথ দেখান না। *আল-কুর'আন*, ৩৯:০৩

১৩৮. لاَ أُقْسِمُ بِهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ- وَأَنتَ حِلٌّ بِهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ-وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ 'না, আমি এ নগরীর নামে শপথ করে বলছি, যখন তুমি এ নগরীতে অবস্থান করছ। আর শপথ করছি জন্মদাতার নামে এবং তার ঔরসে জন্মপ্রাপ্ত শিশুসন্তানের নামে'। *আল কুর'আন*,, ৯০ : ১-৩

১৩৯. এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া হয়নি তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।' *মুসনাদে আহমাদ : ১৪/৩২৯*

১৪০. প্রিয় নবীজি (সা.) বলেন, 'তুমি এভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদি তুমি তাঁকে দেখতে নাও পাও, তবে অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখছেন।' *বুখারি, ৪৮*

মানুষের চাল-চলন, ভাবের আদান-প্রদান, ব্যবহারিক ক্রিয়া-কলাপ, সাহিত্য, শিল্পকলা,

১৪১. أَقِمِ ٱلصَّلاَةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱللَّيْلِ وَقُرْآنَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হতে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার পর্যন্ত নামায প্রতিষ্ঠা কর, আর ফাজরের সলাতে কুরআন পাঠ (করার নীতি অবলম্বন কর), নিশ্চয়ই ফাজরের সলাতের কুরআন পাঠ (ফেরেশতাগণের) সরাসরি সাক্ষ্য হয়। *আল কুর'আন*, ১৭ : ৭৮

১৪২. فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ -وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাসবিহ আদায় কর, যখন সন্ধ্যায় (মাগরিব ও ইশার নামাজ দ্বারা) উপনীত হবে এবং সকালে (ফজর নামাজ দ্বারা) উঠবে। আর অপরাহ্নে (আসর নামাজ দ্বারা) ও জোহরের সময়ে। আর আসমান ও জমিনে সব প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।' *আল কুর'আন*, ৩০ : ১৭-১৮

১৪৩. ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ যারা আল্লাহকে দন্ডায়মান, উপবিষ্ট এবং শায়িত অবস্থায় স্মরণ করে থাকে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে (ও বলে) : 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সুতরাং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা কর। *আল-কুর'আন,০৩:১৯১*

১৪৪. রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে খাবারে বিসমিল্লাহ পড়া হয় না, সে খাবারে শয়তানের অংশ থাকে। সেই খাবার মানুষের সঙ্গে শয়তানও ভক্ষণ করে।' *মুসলিম, ৫৩৭৬*

১৪৫. فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِى وَلاَ تَكْفُرُونِ কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং আমার শোকর করতে থাক, না-শোকরী করো না। *আল-কুর'আন, ০২: ১৫২*

১৪৬. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيباً 'আর যখন তোমাদের সালাম দেওয়া হবে, তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম সালাম দেবে অথবা জবাবে তাই দেবে।' *আল-কুর'আন, ০৪: ৮৬*

১৪৭. هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির, কেউ মু'মিন; তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। *আল-কুর'আন, ৬৪ : ০২*

১৪৮. ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعونَ নিশ্চয়ই যারা বিপদকালে বলে থাকে, 'আমরা আল্লাহরই আর আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী'। *আল-কুর'আন,০২:১৫৬*

১৪৯. إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً হে মুমিনগণ, তোমরাও নবীর ওপর দরুদ পড়ো (অনুগ্রহ প্রার্থনা করো) এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।' *আল-কুর'আন ,৩৩: ৫৬*

১৫০. শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী, *প্রকৃত মুমিনের পরিচয় ও গুণাবলি*, প্রথম আলো, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০খ্রি. https://www.prothomalo.com., ভিজিট অন, ০১/০৫/২০২০

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া তাদের মৌলিক অধিকার।[১৫১] এজন্য অভিভাবকদের কর্তব্য হল ধর্মীয় সংস্কৃতিমূলক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের উপযোগী করে তোলার জন্য ইসলামের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া।[১৫২] কেননা ইহকালীন জীবনের জন্য যেমন শিশু সন্তানের গুরুত্ব রয়েছে, ঠিক পরকালীন জীবনের জন্যও শিশুদের গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। কুর'আন ও হাদিসের মাধ্যমে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে-'যারা ইমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও ইমানের পথ অনুসরণ করেছে, তাদের সে সন্তানদের আমরা তাদের সঙ্গে জান্নাতে একত্র করব'।[১৫৩] অতএব, অটিস্টিক শিশুর পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব হল তাদের অবহেলা না করে ধর্মীয় সংস্কৃতিমূলক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে আদর্শবান করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা ও মহান আল্লাহর কাছে তার কল্যাণে দু'আ করা। কেননা এটা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় সংস্কৃতিমূলক তুলে ধরা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা প্রিয় বান্দাদের পরিচয় উল্লেখ করে বলেন, 'দয়াময় আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের যখন অজ্ঞ লোকে মূর্খতাসুলভ সম্বোধন করে তখনো তারা সালাম ও শান্তির বাণী বলে। তারা রাত্রি যাপন করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশে সেজদায় অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে ইবাদত বন্দেগির মাধ্যমে এবং তারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করুন; উহার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ! নিশ্চয়ই তা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসেবে নিকৃষ্ট!" আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং তারা মধ্যপন্থায় থাকে। তারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ বা মাবুদকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এসব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা হীনাবস্থায় স্থিত হবে। তবে তারা নয়, যারা তওবা করে ইমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ এদের পাপ পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যারা তওবা করে ও সৎকর্ম করে, তারা সম্পূর্ণ রুপে আল্লাহর অভিমুখী হয়। আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সহিত তা উপেক্ষা করে চলে। আর যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন স্মরণ করিয়ে দিলে তার প্রতি অন্ধ ও বধিরের মতো আচরণ করে না এবং যারা প্রার্থনা করে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর হবে এবং আমাদের মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দিন।"এদের প্রতিদান হিসেবে দেওয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ স্থান, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। তাদের সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হবে অভিবাদন ও সালাম সম্ভাষণসহকারে; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও আবাসন হিসেবে তা কতই উৎকৃষ্ট।[১৫৪]

১৫১. لاَ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لاَ ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ দীনের মধ্যে জবরদস্তির অবকাশ নেই, নিশ্চয় হিদায়াত গোমরাহী হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি মিথ্যে মা'বুদদেরকে (তাগুতকে) অমান্য করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, নিশ্চয়ই সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল যা ছিন্ন হওয়ার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞাতা। *আল কুর'আন*, ০২: ২৫৬

১৫২. قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا -وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا 'সফল হলো তারা যারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করল, আর ব্যর্থ মনোরথ হলো তারা যারা নিজেকে কলুষ আচ্ছন্ন করল।' *আল কুর'আন*, ৯১ : ৯-১০

১৫৩. *আল কুর'আন, ৫২ :২১*

১৫৪. *আল-কুর'আন, ২৫ : ৬৩-৭৬*

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে রয়েছে মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার সামাধান।[১৫৫] মানুষের জীবনে জন্ম হতে মৃত্যু পযর্ন্ত প্রয়োজনীয় সকল বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।[১৫৬] শিশুদের মনবিকাশ ও আদর্শ মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।[১৫৭] শিক্ষা শিশুর মৌলিক অধিকার,আর শিক্ষার অংশ হল প্রতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা ও বিনোদন।[১৫৮] এজন্য জ্ঞানের পাশাপাশি বিনোদন ও ধর্মীয় সংস্কৃতিচর্চায় উৎসাহ প্রদানে প্রতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।[১৫৯] সংস্কৃতিচর্চায় প্রতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতার মধ্যে রয়েছে, কুর'আন তেলাওয়াত, হামদ, নাত, ছড়া, কবিতা আবৃতি, অভিনয়, জনসচেতনমূলক ইসলামি নাটক ও খেলাধুলা।[১৬০] এর মাধ্যমে শরীর সুস্থ ও মনে প্রশান্তি লাভ করা যায়। তাই ইসলাম এ বিষয়টির প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে।[১৬১] সব শিশুর মত অটিস্টিক শিশুও শিক্ষা ও প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের অধিকার রয়েছে। তাই তাদের প্রতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে।[১৬২] এবং তাদেরকে সকল প্রতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা থেকে বঞ্চিত না করে আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সুযোগদানে প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও পিতা-মাতার দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছে। সকল পিতা-মাতার কতর্ব্য হল অটিস্টিক শিশুদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে ছোটবেলা থেকেই তার প্রতি যত্নবান হওয়া। তার মানসিক বিকাশে প্রতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা।[১৬৩] তার জন্য সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করা। একটি শিশু যখন বড় হয়, তখন চারদিকের পরিবেশ তাকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে এবং এর প্রতিফলন ঘটে তার বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে। শিশুর সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা নিবিড় ভাবে জড়িত। তাই তাদের সাথে সৌজন্যমূলক কথা ও কাজ করা।[১৬৪]

এজন্য সকল অটিস্টিক শিশুর বাবা-মা ও অভিভাবকদের উচিত ইসলামের ধর্মীয় সংস্কৃতিসমূহ শিক্ষা মাধ্যমে নিজ সন্তানকে ধর্মীয় সংস্কৃতিমূলক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্য করে গড়ে তোলা।[২১]

৫.৫.২ অটিস্টিক শিশুর প্রতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে করণীয়

---

১৫৫. ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِيناً আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম। *আল-কুর'আন, ০৫:০৩*

১৫৬. إِنَّآ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً আমরা তো আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি আল্লাহ আপনাকে যা জানিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করতে পারেন। আর আপনি বিশ্বাসভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করবেন না। *আল-কুর'আন, ০৪:৩৬*

১৫৭. فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّانَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়।' *আল-কুর'আন, ২৩: ২৮*

১৫৮. سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ 'তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সে জান্নাত লাভের প্রয়াসে,যা প্রশস্ততায় আকাশ [illegible]

১৫৯. أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ সৎ কাজ করতে ও সংযমী হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করনা। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। *আল-কুর'আন, ০৫:০২*

১৬০. لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ 'এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকের উচিত সাধনা করা।' *আল-কুর'আন ৩৭: ৬১*

১৬১. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,তোমরা ভালো কাজে উৎসাহিত কর,কেননা 'আল্লাহ তা'আলা উঁচু ও মহৎ কাজ এবং সৎ মানুষকে পছন্দ করেন এবং নিকৃষ্ট কাজ অপছন্দ করেন।' *সুনানে তিবরানি,২৮৯৪*

১৬২. خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُون তার সীল হবে মিশকের, প্রতিযোগীরা এ বিষয়েই প্রতিযোগিতা করুক। *আল-কুর'আন, ৮৩ : ২৬*

১৬৩. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমর (রা.)হতে বর্ণিত; রাসূল (সা.) হাফইয়া থেকে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত সীমানার মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করেছেন। স্থান দুটির দূরত্ব ছিল ছয় মাইল। *বুখারি, ৩৬৫৭*

১৬৪. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) দিনের এক অংশে বের হন, তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেননি এবং আমিও তাঁর সঙ্গে কথা বলিনি। অবশেষে তিনি বনু কাইনুকা বাজারে এলেন (সেখান থেকে ফিরে এসে) ফাতেমা (রা.)-এর ঘরের আঙিনায় বসলেন। অতঃপর বলেন, এখানে খোকা [হাসান (রা.)] আছে কি? এখানে খোকা আছে কি? ফাতেমা (রা.) তাঁকে কিছুক্ষণ সময় দিলেন। আমার ধারণা হলো, তিনি তাঁকে পুঁতির মালা, সোনা-রুপা ছাড়া যা বাচ্চাদের পরানো হতো, পরাচ্ছিলেন (সাজিয়ে দিচ্ছিলেন)। তারপর তিনি দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু খেলেন। তখন তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে (হাসানকে) ভালোবাসো এবং তাকে যে ভালোবাসে তাকেও ভালোবাসো।' *বুখারি, ২১২২*

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানের পিছনে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে ইসলামের বিধান আলোকে আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা।[১৬৫]

৫.৫.৩ অটিস্টিক শিশুর সহপাঠিদের সাথে বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে করণীয়

মহান আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ইসলাম।[১৬৬] যেখানে ধনী-গরিব, স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক সকল মানুষের অধিকারকে গুরুত্ব দিয়েছে।[১৬৭] পাশাপাশি ইসলাম শিশুদের মেধা বিকাশে খেলাধুলা ও বিনোদনের প্রতি উৎসাহ দিয়েছে।[১৬৮] শরীর সুস্থ, স্বাভাবিক ও সবল রাখার জন্য খেলাধুলা ও বিনোদনের ভূমিকা অপরিসীম।[১৬৯] তাই ইসলাম এ বিষয়টির প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে।[১৭০] 'শিশুদের শৈশব কাটে খেলাধুলার মাধ্যমে। তাই সমবয়সি শিশুদের সাথে অটিস্টিক শিশুদের খেলাধুলা ও বিনোদনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে ইসলাম অধিক গুরুত্ব দিয়েছে।'[১৭১] এজন্য অটিস্টিক শিশুর পিতা-মাতার কতর্ব্য হল শিশুদের সুস্থ ও কর্মঠ করে গড়ে তুলতে ছোটবেলা থেকেই সমবয়সি সহপাঠীদের সাথে খেলাধুলা ও বিনোদনের সুযোগ করে দেয়া।[১৭২] যাতে সে মানসিক বিকাশের সাথে সাথে দক্ষ হয়ে উঠে। অনেক পিতা-মাতা আছেন তাদের সন্তানের সাথে অটিস্টক শিশুদের মিশতে ও খেলতে দেয় না।[১৭৩] ফলে অটিস্টিক শিশুর পিতা-মাতাও তাদেরকে খেলাধুলা থেকে দুরে রাখে যা ইসলাম নিষেধ।[১৭৪]

জ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। বইপাঠ, প্রকৃতি পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা। কারণ প্রত্যেক অটিস্টিক শিশু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই প্রত্যেক পিতা-মাতার উচিত তার

১৬৫. ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلاَةَ وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ যারা গায়বের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়িম করে এবং আমি যে জীবনোপকরণ তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। *আল-কুর'আন, ০২:০৩*

১৬৬. إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلإِسْلاَمُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَاب নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম। বস্তুতঃ যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা জ্ঞান লাভের পর একে অন্যের উপর প্রাধান্য লাভের জন্য মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করবে, (সে জেনে নিক) নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অতিশয় তৎপর। *আল-কুর'আন, ০৩:১৯*

১৬৭. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ 'এ হচ্ছে আল্লাহর ঐ ফিৎরাত (প্রকৃতিজাত আদর্শ) যার উপর সমস্ত মানবগোষ্ঠীকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক-সুন্দর দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না'। *আল-কুর'আন, ৩০:৩০*

১৬৮. وَلاَ عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُونَ 'তাদেরও কোনো অপরাধ নেই, যারা আপনার কাছে বাহনের জন্য এলে আপনি বলেছিলেন তোমাদের জন্য কোনো বাহন আমি পাচ্ছি না, তারা অর্থ ব্যয়ে অসমর্থজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত চোখে ফিরে যায়।' *আল-কুর'আন*, ০৯ : ৯২

১৬৯. রাসূল (সা.) বলেন 'ঘোড়া অথবা তীর নিক্ষেপ কিংবা উটের প্রতিযোগিতা ছাড়া ইসলামে অন্য প্রতিযোগিতা নেই।' *তিরমিজি, ৫৬৪*

১৭০. مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা আনয়ন করতে চাননা, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে ও তোমাদের উপর স্বীয় নি'আমাত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। *আল-কুর'আন, ০৫:০৬*

১৭১. ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ 'তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে কে উত্তম।' *আল-কুর'আন*, ৬৭ : ০২।, মুনশি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, *ইসলামের দৃষ্টিতে খেলাধুলা*, ২২ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি. https://www.deshrupantor.com/islam/2020/01/22/194416, ভিজিট অন, ০১/০৬/২০২০

১৭২. أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ সৎ কাজ করতে ও সংযমী হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর। তবে পাপ ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করনা। *আল-কুর'আন*, ০৫ : ০২

১৭৩. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা অজ্ঞতাবশত বাজে কথা খরিদ করে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য এবং সত্য পথকে তারা বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। *আল-কুর'আন*, ৩১ : ৬

১৭৪. وَأَنْفِقُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না এবং কল্যাণকর কাজ করে যাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণকারীদেরকে ভালবাসেন। *কুর'আন*, ০২ : ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ করে দিতে ইসলামের নীতিমালা অনুসরণ করা।[১৭৫]

ইসলাম মানবীয় প্রশান্তি ও নিরাপত্তা লাভের একটি সুন্দর পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।[১৭৬] এজন্য ইসলাম শিশুদের শারীরিক সুস্থতা ও মেধা বিকাশের জন্য খেলাধুলা ও সামাজিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছে।[১৭৭] 'কেননা শিশুদের শরীর সুস্থ ও মেধা বিকাশের অন্যতম মাধ্যম খেলাধুলা। পাশাপাশি সামাজিক প্রতিযোগিতাও খেলাধুলার একটি অংশ।[১৭৮] তাই ইসলামে সুন্দর জীবন যাপনের পাশাপাশি খেলাধুলা, বিনোদন ও শারীর ব্যয়ামের প্রতি গুরুত্ব বুঝানোর জন্য শিশুদের সামাজিক প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে।'[১৭৯] যেখানে সুস্থ শিশুদের সাথে অটিস্টিক শিশুদেরও অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে ইসলাম।[১৮০] সামাজিক প্রতিযোগিতার মধ্যে রয়েছে, লেখালেখি, চিত্রাংকন, কবিতা আবৃত্তি, রচনা প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা ও খেলাধুলা।[১৮১] অটিস্টিক শিশুর পিতা-মাতার কতর্ব্য হল শিশুকে সামাজিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে দক্ষ ও যোগ্য করে তোলা।[১৮২] পাশাপাশি নাগরিকদের কতর্ব্য হলো অটিস্টিক শিশুদের ঘৃণা না করে সামাজিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে আন্তরিক সহোযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করা।[১৮৩] এক্ষেত্রে সকল নাগরিক ইসলামের অতএব, সকল পিতা-মাতার কতর্ব্য হল সকল প্রকার বৈষম্য দুর করে অটিস্টিক শিশুদের সুস্থ করে গড়ে তুলতে সহপাঠীদের সাথে খেলাধুলা ও বিনোদনের

---

১৭৫. আবু উমামা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা.) বলেন, 'যে কাউকে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে ও আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করে এবং কাউকে কিছু দিয়ে থাকে আল্লাহর জন্যই ও কাউকে কিছু দেওয়া থেকে বিরত থাকেও আল্লাহরই জন্য, তাহলে তার ইমান পরিপূর্ণ হলো।' *আবু দাউদ, ৪৬৮১*

১৭৬. وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً যা কিছু আকাশসমূহে ও ভূমন্ডলে আছে সমস্ত আল্লাহরই এবং অবশ্যই আমি তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদেরকে আর তোমাদেরকেও আদেশ দিয়েছি যে, আল্লাহকে ভয় কর আর যদি অমান্য কর তবে আকাশসমূহে যা আছে ও ভূমন্ডলে যা আছে তা আল্লাহরই। আল্লাহ অভাবমুক্ত, অতিশয় প্রশংসিত। *আল-কুরআন, ০৪: ১২৫*

১৭৭. ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ আল্লাহ' নামের উল্লেখ হলেই যাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে, যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে, নামায কায়িম করে, আর তাদেরকে আমি যে রিযক্ দিয়েছি তাথেকে তারা ব্যয় করে। *আল-কুর'আন, ২২:৩৫*

১৭৮. وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَائِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ আর (কুরবানীর) উটগুলোকে আমি করেছি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। তাতে তোমাদের জন্য কল্যাণ আছে, কাজেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় ওগুলোর উপর তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। যখন তা পার্শ্বভরে পড়ে যায়, তখন তাথেকে খাও আর যারা (ভিক্ষে না ক'রে) পরিতৃপ্ত থাকে তাদেরকে আর যারা কাকুতি মিনতি ক'রে যাচঞা করে তাদেরকেও খাওয়াও। এভাবে আমি ওগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। *আল-কুর'আন, ২২:৩৬*

১৭৯. রাসূল (সা.) বলেন, 'ঘোড়া অথবা তীর নিক্ষেপ কিংবা উটের প্রতিযোগিতা ব্যতীত (ইসলামে) অন্য প্রতিযোগিতা নেই।' *তিরমিজি, ৫৬৪।* ডেইলি বাংলাদেশ/আরএজে,*ইসলামে খেলাধুলার বিধান*, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮খ্রি. https://www.daily-bangladesh.com/religion/53199, ভিজিট অন, ০৫/০৬/২০২০

১৮০. وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً অসহায় শিশুদের সম্পর্কে এবং ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায়বিচার করা সম্পর্কে যা কিতাবে তোমাদেরকে শুনানো হয় তাও জানিয়ে দেন।' যা কিছু সৎ কাজ তোমরা কর, তদ্বিষয়ে আল্লাহ ভালভাবেই জ্ঞাত। *আল-কুর'আন, ০৪: ১২৭*

১৮১. قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ সুলাইমান বলল- 'এখন আমি দেখব, তুমি সত্য বলেছ, না তুমি মিথ্যেবাদী। *আল-কুর'আন,২৭:২৭*

১৮২. وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَاماً আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, আর কৃপণতাও করে না; এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণ করে। *আল-কুর'আন, ২৫: ৬৭*

১৮৩. قَالَتْ يٰأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ إِنِّيَ أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই আর শয়তান তো তার প্রতিপালকের প্রতি না-শোকর। *আল-কুর'আন,২৭: ২৯*

Dhaka University Institutional Repository

বিধান অনুসরণের মাধ্যমে তাদের সম্মান ও মর্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠায় কুর'আন ও হাদিসের বিধান অনুসরণ করা।[১৮৪] এবং ক্রমান্বয়ে সারা বিশ্বে তাদের সম্মান ও অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা। [১৮৫]

৫.৫.৫ অটিস্টিক শিশুর উন্নত শিক্ষাগ্রহণে ইসলামে করণীয়

ইসলাম শান্তির ধর্ম ও একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান।[১৮৬] মানুষের জন্ম হতে শুরু করে জীবনের যাবতীয় সমস্যা সমাধানে পরিপূর্ণ বিধান দিয়েছে ইসলাম।[১৮৭] মানব জীবনের সকল সমস্যা সমাধানে ইসলামি জ্ঞান অর্জন করা ও শিশুদের শিক্ষা দেয়া পিতা মাতার প্রতি অপরিহার্য দায়িত্ব।[১৮৮] শিশুদের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধনই জ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য।[১৮৯] এর মাধ্যমে সুশাসন, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি ও শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জ্ঞান অর্জিত হয়।[১৯০] এই জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) কে মহান আল্লাহ জাতির শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছেন।[১৯১] এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের উৎস হিসেবে বিশ্বের মূল শিক্ষাগ্রন্থ পবিত্র কুর'আনকে নাযিল করেছেন যার প্রথম বাণী ছিল জ্ঞান অর্জন নিয়ে।[১৯২] 'তিনি পার্থিব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান নিজ জীবনে কুর'আনের আলোকে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। এমন কোনো সমস্যা নেই, যা তার জীবনে প্রতিফলিত করেননি।'[১৯৩] তিনি যা স্পর্শ করেছেন তা পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করেছেন।[১৯৪]

---

১৮৪. أَلاَّ تَطْغَوْاْ فِى ٱلْمِيزَانِ - وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ যাতে তোমরা মানদন্ডে সীমালঙ্ঘন না কর,-সুবিচারের সঙ্গে ওজন প্রতিষ্ঠা কর আর ওজনে কম দিও না। *আল-কুর'আন, ৫৫: ৮-৯*

১৮৫. إِنِّى وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَىْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ আমি দেখলাম এক নারী তাদের উপর রাজত্ব করছে আর তাকে সব কিছুই দেয়া হয়েছে আর তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। قَالَتْ يٰأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ إِنِّيَ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই আর শয়তান তো তার প্রতিপালকের প্রতি না-শোকর। *আল-কুর'আন, ২৭: ২৩*

১৮৬. أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ এরা কি আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য দ্বীনের সন্ধান করছে? অথচ আসমান ও যমীনে যা আছে সবই ইচ্ছেয় ও অনিচ্ছেয় তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। *আল-কুর'আন, ০৩:৮৩*

১৮৭. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইবে কক্ষনো তার সেই দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। *আল-কুর'আন, ০৩:৮৫*

১৮৮. قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَٱتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ বল, আকাশ ও যমীনের প্রতিপালক কে? বল, আল্লাহ। বল, তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন অভিভাবক গ্রহণ করেছ যাদের নিজেদের কোন লাভ-লোকসান করার ক্ষমতা নেই। বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? কিংবা অন্ধকার আর আলো কি সমান? কিংবা তারা কি আল্লাহর অংশীদার বানিয়েছে তাদেরকে যারা তাঁর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের কাছে সমান মনে হয়েছে? বল, আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি এক, মহা প্রতাপশালী। "হে নবী বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান লোক কি এক হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি এক ও অভিন্ন হতে পারে?"। *আল-কুর'আন, ১৩ : ১৬*

১৮৯. ٱلرَّحْمَـٰنُ- عَلَّمَ ٱلْقُرْآنَ- خَلَقَ ٱلإِنسَانَ-عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ দয়াময় রহমান (আলাহ)! কোরআন শেখাবেন বলে মানব সৃষ্টি করলেন; তাকে বর্ণনা শেখালেন।' *আল-কুর'আন, ৫৫: ১-৪*

১৯০. وَتِلْكَ ٱلأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلاَّ ٱلْعَالِمُونَ আর আমি ওই দৃষ্টান্তগুলো মানুষের উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশে বর্ণনা করে থাকি। বস্তুত ওইসব দৃষ্টান্ত কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই বোঝে। *আল-কুর'আন, ২৯: ৪৩*

১৯১. لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيراً তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। *আল-কুর'আন, ৩৩: ২১*

১৯২. ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ পাঠ করুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। *আল-কুর'আন, ৯৬: ০১*

১৯৩. মুফতী মুহাম্মদ আল আমীন, *জ্ঞান অর্জন করা মুসলমানের অপরিহার্য দায়িত্ব*, বাংলা নিউজ ২৪, ০৫ নভেম্বর, ২০১২ খ্রী. https://www.banglanews24.com/cat/news/bd/149208.details, ভিজিট অন, ০১/০১/২০১৯

১৯৪. وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ আর যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে, তারাই কৃতকার্য। *আল-কুর'আন, ২৪ : ৫২*

Dhaka University Institutional Repository

তাই সকল অটিস্টিক শিশু স্বাভাবিক শিশুদের সাথে উন্নত শিক্ষা গ্রহণের অধিকার রয়েছে। ইসলাম সচেতন[195] ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই আবৃত্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যায়। আদম (আ.) ছিলেন বিশ্বের প্রথম শিক্ষক ও রাষ্ট্র পরিচালক।[196] তিনি পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরিত হয়ে আল্লাহর দেয়া প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা তার পরিবার-পরিজনকে শিক্ষা দান করে পরিচালনা করেছেন। এবং ফেরেশতাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে প্রথম হয়ে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।[197] তাই হজরত ইব্রাহিম (আ.) শিক্ষা লাভের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন।[198] কেননা জ্ঞানী লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা উচ্চ মর্যাদা দান করবেন দুনিয়াতে ও পরকালে।[199] তাই অভিভাবক ও প্রতিবেশীর অটিস্টিক শিশুদের উচ্চ শিক্ষা অর্জনে অবহেলা না করে আন্তরিক সহযোগিতা করা।[200] দরিদ্র্যতার ভয়ে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না করে আল্লাহর উপর ভরসা করা ও উচ্চ শিক্ষা অর্জনের চেষ্টা অব্যহত রাখা।[201] ইতিহাসের পাতায় অনেক অটিস্টিক ব্যক্তি সফলতা অর্জনের মাধ্যমে স্মরণীয় হয়ে আছেন।[202]

৫.৫.৪ অটিস্টিক শিশুর সামাজিক প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে করণীয়

১৯৫. فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلاَ تَعْجَلْ بِٱلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً আল্লাহ সর্বোচ্চ, প্রকৃত অধিপতি, তোমার প্রতি (আল্লাহর) ওয়াহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কুরআন বক্ষে ধারণের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করো না। আর বল, 'হে আমার প্রতিপালক! জ্ঞানে আমায় সমৃদ্ধি দান করুন। *আল-কুর'আন, ২০ : ১১৪*

১৯৬. ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ- خَلَقَ ٱلإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ- ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلأَكْرَمُ- ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ-عَلَّمَ ٱلإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 'পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানব "আলাক" থেকে। পড়ো, তোমার রব মহা সম্মানিত, যিনি শিক্ষাদান করেছেন লেখনীর মাধ্যমে। শিখিয়েছেন মানুষকে, যা তারা জানত না।' *আল-কুর'আন, ৯৬ : ১-৫*

১৯৭. قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَآ إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَآ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ 'হে আল্লাহ, আপনি পবিত্র! আপনি যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোনোই জ্ঞান নেই; নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী ও কৌশলী।' *আল-কুর'আন, ০২ : ৩২*

১৯৮. رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلعَزِيزُ ٱلحَكِيمُ ' হে আমাদের প্রভু! আপনি তাদের মধ্যে পাঠান এমন রাসুল, যিনি তাদের সমীপে আপনার আয়াত উপস্থাপন করবেন, কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী স্নেহশীল ও কৌশলী।' *আল-কুর'আন, ২ : ১২৯*

১৯৯. يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِى ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَانشُزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে যখন বলা হয়- বৈঠক প্রশস্ত করে দাও', তখন তোমরা তা প্রশস্ত করে দিবে, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন। আর যখন বলা হয়- 'তোমরা উঠে যাও', তখন তোমরা উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উচ্চ করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। *আল-কুর'আন, ৫৮: ১১*

২০০. فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنْفِقُواْ خَيْراً لأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর, শোনো, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম। *আল-কুর'আন, ৬৪ : ১৬*

২০১. ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ ٱلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا যে আল-াহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আলাহ তার জন্য যথেষ্ট। *আল-কুর'আন, ৬৫ : ২-৩*

২০২. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَآءَ ٱللَّيْلِ سَاجِداً وَقَآئِماً يَحْذَرُ ٱلآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو ٱلأَلْبَابِ 'যে রাত্রির বিভিন্ন প্রহরে সেজদা ও দন্ডায়মান অবস্থায় বিনয় ও শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে, আর তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে? বল- যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান? বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। *আল-কুর'আন, ৩৯ : ০৯*

Dhaka University Institutional Repository

আভিধানিক অর্থে, যাকাত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এটি আরবী শব্দ زكوة থেকে গৃহীত। যার অর্থ পবিত্রতা,পরিশুদ্ধতা ও বর্ধিত হওয়া। যা ইসলামী বিশ্বকোষে যাকাতের অর্থ দেয়া হয়েছে। পারিভাষিক অর্থে: ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায়, জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন পুরণের পর সম্পদ পূর্ণ এক বছর অতিক্রম করলে ঐ সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে। আর, দূররুল মুখতার গ্রন্থাকারের মতে, যাকাত বলা হয় হাশেমী বংশোদ্ভূত ও তাদের গোলাম ব্যতিত অসহায় মুসলমানকে তার থেকে কোন ধরনের উপকারিতা ছাড়া শরীয়তে নির্ধারিত সম্পদের অধিকারী বানানো। এবং, ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকারের মতে : যাকাত আল্লাহতা'আলার এমন প্রাপ্য অংশ যা অসহায়দেরকে দেয়া হয়।[২০৩] আর ইসলাম মানবতার ধর্ম।[২০৪] যেখানে সকল প্রাণীর অধিকার নিশ্চিত করে পরিপূর্ণ সমাধান দেয়া হয়েছে।[২০৫] ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে তৃতীয় যাকাত।[২০৬] সমাজ ও রাষ্ট্র হতে দরিদ্র বিমোচনে এবং অনাথ, অসহায় মানুষের কর্ম সংস্থান করতে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ধনীদের সম্পদের উপর গরিব, অসহায়, প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার রয়েছে।[২০৭] তাই মহান আল্লাহ তা'আলা যাকাত ধনীদের উপর ফরয করেছেন।[২০৮] মানব সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ যাকাতের বিধান সঠিক ভাবে অনুসরণ করলে সমাজজীবন অনেক সুন্দর ও শান্তিময় হত। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় যদি যাকাতের সঠিক ব্যবহার থাকতো তাহলে দরিদ্র ও অসহায় মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাড়িয়ে ত্রাণের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিত না। এবং অনেকে ত্রাণ না পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যেত না। সমাজে যাদের উপর যাকাত ফরজ তারা সঠিকভাবে যাকাত প্রদান করলে দাতা ও গ্রহিতা উভয় সম্মানিত ও উপকৃত হবে।[২০৯] কেননা যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র ও ধনী দরিদ্রের মাঝে বৈষম্য দূর করে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। যার ফলে সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন,কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, ঋণমুক্তিসহ অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে একটি সুন্দর জাতি প্রতিষ্ঠিত

---

২০৩. মো:ইব্রাহীম, যাকাতের পরিচয়, *দারিদ্র দূরীকরণে যাকাত ও উশরের ভূমিকা*, ০৩ মার্চ, ২০১৯ খ্রি. http://www.islamientertainment.com/ যাকাতের-পরিচয়/, ভিজিট অন, ০১/০৮/২০২০ যাকাতের-পরিচয়

২০৪. أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ এরা কি আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য দ্বীনের সন্ধান করছে? অথচ আসমান ও যমীনে যা আছে সবই ইচ্ছেয় ও অনিচ্ছেয় তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। *আল-কুরআন, ০৩: ৮৩*

২০৫. وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ-وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى ٱلأَرْضِ جَمِيعاً مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ আর তারা যদি তোমাকে ধোঁকা দেয়ার নিয়্যাত করে, সেক্ষেত্রে আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনি তো তাঁর সাহায্য ও মু'মিনদের দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের হৃদয়গুলোকে প্রীতির বন্ধনে জুড়ে দিয়েছেন। দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার সবটুকু খরচ করলেও তুমি তাদের অন্তরগুলোকে প্রীতির ডোরে বাঁধতে পারতে না, কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তিনি তো প্রবল পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞানী। *আল-কুরআন, ০৮:* ৬২-৬৩

২০৬. আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ। (২) নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। (৩) জাকাত প্রদান করা। (৪) কা'বা গৃহের হজ্জ করা। (৫) রমযান মাসে রোযা পালন করা। *বুখারি ৮, মুসলিম ১৬, তিরমিযি ২৬০৯*

২০৭. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَآ أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيم তোমাকে লোকে জিজ্ঞেস করছে, তারা কী ব্যয় করবে? বলে দাও, সৎকাজে যাই ব্যয় কর, তা তোমাদের মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্ত মুসাফিরদের প্রাপ্য। তোমরা যা কিছু সৎ কাজ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে অবহিত। *আল-কুরআন, ০২ : ২১৫*

২০৮. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ তাদের সম্পদ থেকে সদাকাহ গ্রহণ করবে যাতে তা দিয়ে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পার। তুমি তাদের জন্য দু'আ করবে, বস্তুতঃ তোমার দু'আ তাদের জন্য স্বস্তিদায়ক, আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন সব কিছু জানেন। *আল-কুর'আন, ০৯:* ১০৩

২০৯. فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَآتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ এখন যদি তারা তাওবাহ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেদের জন্য আমি স্পষ্ট করে নিদর্শন বলে দিলাম। *আল-কুরআন, ০৯:* ১১

Dhaka University Institutional Repository

হবে। আর সমাজ থেকে সকল ধরনের সামাজিক অনাচার (চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই ও সন্ত্রাস ইত্যাদি) দূরিভূত হবে।[২১০] অতএব, সকলের উচিত ইসলামের বিধান অনুসরণের মাধ্যমে সামাজিক ভাবে যাকাতের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা ও বাস্তবায়নের জন্য সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা।

৫.৬.২ অটিস্টিক শিশুদের জন্য সামাজিক ভাবে যাকাতের বিধান প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

ইসলাম দরিদ্র বিমোচনে যাকাতের বিধান দিয়েছে।[২১১] মানব জীবনে দরিদ্রতা দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম।[২১২] এজন্য ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে যাকাত অন্যতম একটি।[২১৩] মানব জীবনে সমাজ থেকে স্থায়ীভাবে দরিদ্রতা দূর করার পাশাপাশি অটিস্টিক শিশুদের অর্থনৈতিক অধিকারও সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই ইসলাম যাকাতের বিধান দিয়েছে।[২১৪] কারণ যাকাতের অর্থে যেমন দরিদ্র ও অনাথদের অধিকার রয়েছে তেমন অটিস্টিক শিশুর অধিকার রয়েছে। সাধারণ শিশুদের মত অটিস্টিক শিশুদের সকল প্রকার সামাজিক বৈষম্য দূর করে অর্থনৈতিক ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় একমাত্র কল্যাণকর ও স্থায়ী ব্যবস্থা হল যাকাত।[২১৫] এজন্য ধনীদের সম্পদের যাকাত দেয়া ইসলামে ফরজ। যারা সার্মথ্য থাকা সত্ত্বেও সম্পদের যাকাত দিবে না তাদের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে।[২১৬] এজন্য ধনীদের কর্তব্য হল ইসলামের বিধান আলোকে সম্পদের শতকরা ২.৫% অর্থ যাকাতের জন্য নির্ধারণ করা। এবং সামাজিক ভাবে দরিদ্র, অসহায় ও অটিস্টিক শিশুদের সামাজিক ভাবে যাকাত দেওয়ার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া। কেননা অটিস্টিক শিশুরা যে কোন স্থানে যাবার সক্ষমতা রাখে না। এ জন্য সকল জনগণকে যাকাতদানের গুরুত্বে সচেতন করার জন্য ইসলামের বিধান আলোকে বিভিন্ন কার্যকর মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব। পাশাপাশি অটিস্টিক শিশুদের জন্য সামাজিক ভাবে যাকাতের অর্থ গ্রহণের বিধান প্রতিষ্ঠা করা ধনীদের দায়িত্ব।[২১৭]

অতএব, অটিস্টিক শিশুকে উচ্চ শিক্ষা অর্জনে ইসলামের বিধান আলোকে আন্তরিক সহযোগিতা করা সকল জনগণের ও সদস্যদের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব।

৫.৬ অটিস্টিক শিশুর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

৫.৬.১ সামাজিক ভাবে যাকাতের গুরুত্বে জনগণকে সচেতন করা

যাকাতের পরিচয়:

---

২১০. وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَـَٔاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِۦ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন তোমরা ছিলে সংখ্যায় অল্প, দুনিয়াতে তোমাদেরকে দুর্বল হিসেবে গণ্য করা হত। তোমরা আশঙ্কা করতে যে, মানুষেরা তোমাদের কখন না হঠাৎ ধরে নিয়ে যায়। এমন অবস্থায় তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দিলেন, তাঁর সাহায্য দিয়ে তোমাদেরকে শক্তিশালী করলেন, উত্তম জীবিকা দান করলেন যাতে তোমরা (তাঁর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। *আল-কুরআন, ০৮:২৬*

২১১. فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে এবং সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই; আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্য বিধানাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি। *আল-কুর'আন, ০৯: ১১*

২১২. وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ যারা যাকাতের ব্যাপারে কর্ম তৎপর হয়। *আল-কুর'আন, ২৩: ০৪*

২১৩. وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। *আল-কুর'আন, ০২: ৪৩*

২১৪. وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ তাদের সম্পদে অধিকার রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের। *আল-কুর'আন, ৫১: ১৯*

২১৫. خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (হে নাবী!) তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদাকাহ গ্রহণ কর, যদ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করে দিবে, আর তাদের জন্য দু'আ কর। নিঃসন্দেহে তোমার দু'আ হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ, আর আল্লাহ খুব শোনেন, খুব জানেন। *আল-কুর'আন, ০৯:১০৩*

২১৬. রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন,অতঃপর সে তার যাকাত প্রদান করল না, কিয়ামতের দিন তার জন্য বিষধর সাপ সৃষ্টি করা হবে, যার দুটি চোয়াল থাকবে,যা দারা সে কিয়ামতের দিন সে তাকে পেঁছিয়ে ধরবে,অতঃপর তার দুই চোয়াল পাকড়ে বলবেঃ আমি তোমার সম্পদ,আমি তোমার সঞ্চিত ধন। *বুখারি,৮৪০৩*

২১৭. وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ মানুষের ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় সুদে যা কিছু তোমরা দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা বৃদ্ধি পায়না। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমরা যা দান কর তার পরিবর্তে তোমরা বহুগুণ প্রাপ্ত হবে। *আল- কুর'আন, ৩০: ৩৯*

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে অটিস্টিক শিশুদের ভবিষৎ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।"[২১৮] এ সকল কর্মসংস্থানে কাজ করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি করে তারাও সবার সাথে সুন্দর জীবন পরিচালনা করতে পারবে।[২১৯] এজন্য সকলের সহযোগিতা ও জনসচেতনতা একান্ত কাম্য। অটিস্টিক শিশুর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের বিধান আলোকে যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝে তা বাস্তবায়ন করা সকল নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব।

৫.৬.৩ অটিস্টিক শিশুদের জন্য সামাজিক ভাবে যাকাত আদায় ও প্রদান নিশ্চিত করা

বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম হল 'রাজ্জাক' যার অর্থ রিজিক দাতা।[২২০] আল্লাহতা'আলা সকল সৃষ্টির রিজিক প্রদান করে থাকেন। কর্মের মাধ্যমে মানুষ জীবিকা অর্জন করে থাকেন।[২২১] আর সকলে কর্ম করতে সক্ষম নয়, তাদের মধ্যে অন্যতম হল অটিস্টিক মানুষ। তারা কর্ম করতে সক্ষম নয় বলে অনেক অসহায় অবস্থায় দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে।[২২২] আর দরিদ্রতা বিমোচন করার জন্য ইসলাম যাকাতের ব্যবস্থা করেছে। যা ধনীদের সম্পদের উপর গরীবদের হক।[২২৩] দরিদ্র দূরীকরণে যাকাতের মতো আর কোনো অর্থব্যবস্থাই সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে পারে না। সমাজে যাকাত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বণ্টনব্যবস্থা।[২২৪] তাই যাকাত সঠিক ভাবে গরীব অসহায়দের মধ্যে বন্টন করার জন্য রাসূল (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ওপর সাদকা (যাকাত) অপরিহার্য করেছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।'(বুখারী) আর যাদের সমর্থ থাকা সত্ত্বেও যাকাত দিতে অস্বীকার করবে। তাদের ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেন, কোন বান্দা যখন যাকাত আদায় করেন, তখন আল্লাহর আদেশে একজন ফিরিশতা তার জন্য এভাবে দু'আ করতে থাকেন, হে আল্লাহ! আপনার পথে যে দান-সদাকা, যাকাত দেয়, তার সম্পদকে আপনি বৃদ্ধি করে দিন, আর যে ব্যক্তি সম্পদ ধরে রাখে (যাকাত দেয় না) তার সম্পদ আপনি ছিনিয়ে নেন।'' (বুখারী) এজন্য যাকাতের গুরুত্বপূর্ণ সুফল বর্ণনা করে আল্লাহতা'আলা বলেন, ''তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন এবং আপনি তাদের জন্য দু'আ করবেন। আপনার দু'আ তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা,

যার মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুদের জীবন পরিচালনার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ''যাকাতের অর্থ দ্বারা ছোট ছোট কর্মসংস্থানের

---

২১৮. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান, *দারিদ্র্য বিমোচনে জাকাত*, প্রথম আলো, ১৭ অক্টোবর ২০১৪ খ্রি. https://www.prothomalo.com/religion/দারিদ্র্য-বিমোচনে-জাকাত, ভিজিট অন, ০১/০৮/২০২০

২১৯. وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنْفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ এবং তোমরা নামায কায়িম কর এবং যাকাত দাও এবং যা কিছু সৎ কার্যাবলী তোমরা স্বীয় আত্মার জন্যে আগে পাঠাবে, তোমরা তা আল্লাহর নিকট পাবে, তোমরা যা কিছু করছো নিশ্চয়ই আল্লাহ তা' দেখছেন। *আল- কুর'আন, ০২: ১১০*

২২০. ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْعَزِيزُ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা রিয্ক দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। *আল-কুর'আন, ৪২:১৯*

২২১. فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلاَةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ অতঃপর যখন নামায সমাপ্ত হয়, তখন যমীনে ছড়িয়ে পড়, আর আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে থাক- যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার। *আল-কুর'আন, ৬২:১০*

২২২. إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ নিশ্চই সাদকা বা জাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত, জাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্তাকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্ত ব্যক্তিদের, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরদের জন্য; এটা আল্লাহর বিধান।' *আল-কুর'আন, ০৯: ৬০*

২২৩. وَفِيۤ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ তাদের সম্পদে অধিকার রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের। *আল-কুর'আন, ৫১: ১৯*

২২৪. لَّـٰكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلاَةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ أُوْلَـٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً এবং যারা সালাত আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার দিব।' *আল-কুর'আন, ০৪ : ১৬২*

Dhaka University Institutional Repository

সর্বজ্ঞ।[২২৫] অতঃএব, সমাজের ধনী লোকদের কতর্ব্য হল উপরের আয়াতের তাৎপর্য অনুধাবন করে সমাজে গরীব, অসহায় ও অটিস্টিক শিশুদের তালিকা করে যাকাতের অর্থ আদায় ও বন্টন করা। যার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যাবস্থা ও ধনী-দরিদ্রের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হবে। তাই ইসলাম গরীব অনাথ ও অটিস্টিক শিশুদের জন্য একটা নির্দিষ্ট প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। যদি সঠিকভাবে অটিস্টিক শিশুদের জন্য সামাজিক ভাবে যাকাত আদায় ও প্রদান নিশ্চিত করা হয়। তাহলে একটি সুখী, সুন্দর ও উন্নত সামাজিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। পবিত্র কুর'আনে ধনসম্পদ বণ্টনের মূলনীতি সম্পর্কে ঘোষণা হয়েছে, 'যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান, কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।[২২৬] তাই অটিস্টিক শিশুদের জন্য সামাজিক ভাবে যাকাত আদায় ও প্রদান নিশ্চিতকরণে ইসলামের বিধান অনুসরণ করা সকল জনগণের নৈতিক দায়িত্ব ও কতর্ব্য।

৫.৬.৪ অটিস্টিক শিশুদের জন্য রাষ্ট্রীয় ভাবে অর্থ আদায় ও প্রদান সুনিশ্চিত করণে ইসলাম

আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিপতি হলেন মহান আল্লাহতা'আলা।[২২৭] তিনি যাকে ইচ্ছা করেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসান।[২২৮] যিনি রাষ্ট্রের প্রধান হবেন তার প্রথম দায়িত্ব হল মহান আল্লাহকে সার্বভৌমত্বের মালিক বলে স্বীকার করে সকল বিধান প্রণয়ন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করা।[২২৯] তার দ্বিতীয় দায়িত্ব সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা।[২৩০] এবং তৃতীয় দায়িত্ব সকলের মধ্যে ইনসাফের ভিত্তিত্বে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে দরিদ্র বিমোচন করে শিক্ষিত ও বেকার মুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।[২৩১] কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে দরিদ্রতা দূর করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য যাকাতের বিধান পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা।[২৩২] রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব কুর'আন ও হাদিসের আলোকে যাকাতের বিধান সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করা।[২৩৩] এবং গরীব, অসহায়, অনাথ ও অটিস্টিকদের জন্য যাকাত আদায়ে নির্দিষ্ট সরকারী ফান্ড ও বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা।[২৩৪] যার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে অটিস্টিক শিশুদের জন্য রাষ্ট্রীয় ভাবে অর্থ আদায় ও প্রদান

---

২২৫. *আল-কুর'আন, ০৯ : ১০৩*, আনোয়ার হোসেন তরফদার, *মানব সমাজে যাকাতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব*, http://www.bhalukarkhobor.com/archives/25570, মে ০৩, ২০২০, ভিজিট অন, ০৫/০৮/২০২০

২২৬. *আল-কুর'আন, ৫৯ : ০৭*

২২৭. وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ বস্তুতঃ আসমান ও যমীনে আছে আল্লাহরই রাজত্ব এবং আল্লাহ সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। *আল-কুর'আন, ০৩ : ১৮৯*

২২৮. قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ বল, 'হে আল্লাহ! তুমি সমুদয় রাজ্যের মালিক, যাকে ইচ্ছে রাজ্য দান কর আর যার থেকে ইচ্ছে রাজ্য কেড়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছে সম্মানিত কর আর যাকে ইচ্ছে অপদস্থ কর, তোমারই হাতে সব রকম কল্যাণ, নিশ্চয়ই তুমি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান'। *আল-কুর'আন, ০৩: ২৬*

২২৯. ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى ٱلأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَآتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلأُمُورِ (এরা হল) যাদেরকে আমি যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজে নিষেধ করে, সকল কাজের শেষ পরিণাম (ও সিদ্ধান্ত) আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। *আল-কুর'আন, ২২: ৪১*

২৩০. إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإِحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ আল্লাহ ন্যায়-বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়দেরকে দেয়ার হুকুম দিচ্ছেন, আর তিনি নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, অপকর্ম আর বিদ্রোহ থেকে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। *আল-কুর'আন, ১৬ : ৯০*

২৩১. إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً অবশ্যই আমি সত্য সহকারে তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যেন তুমি যা আল্লাহ তোমাকে জানিয়েছেন, সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা কর এবং খিয়ানতকারীদের পক্ষে তর্ক করো না। *আল-কুর'আন, ৪ : ১০৫*

২৩২. فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَآتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ এখন যদি তারা তাওবাহ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেদের জন্য আমি স্পষ্ট করে নিদর্শন বলে দিলাম। *আল-কুর'আন, ০৯ : ১১*

২৩৩. لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তাও ভালো। আর যদি গোপনে দরিদ্রদের দাও, তবে তা অধিকতর ভালো। এমনটি করলে তোমাদের বহু পাপ মুছে দেয়া হবে। তোমরা যাই করো, আলাহ সে সম্পর্কে অবহিত। *আল-কুর'আন, ০২ : ২৭১*

২৩৪. إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, হকদারদের হক তাদের কাছে পৌঁছে দিতে। তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার

Dhaka University Institutional Repository

সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।[২৩৫] এজন্য যাকাতকে ফরয করে প্রধান আর্থিক ইবাদাত হিসেবে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ করেছেন।[২৩৬] যারা স্বেচ্ছায় যাকাত দিবে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে মহা পুরষ্কার লাভ করবে।[২৩৭] পক্ষান্তরে যারা যাকাত দিবে না তারা পৃথিবীতে লাঞ্ছিত ও পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।[২৩৮] যাকাত আদায়ের খাত হল[২৩৯] ১.উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি; ২. ব্যবসা বাণিজ্য (একক ব্যবসা, পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে শরিকানা ব্যবসা, পুঁজি ও শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে যৌথ বা শরিকানা ব্যবসা) ও চাকুরি মাধ্যমে (সরকারি বেসরকারি) উপার্জিত সম্পত্তি; ৩. দান লাভের মাধ্যমে সম্পত্তি; ৪. কৃষি কাজের মাধ্যমে উপার্জিত (নিজের জমিতে ফল ফসল ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন,পরের জমিতে বর্গা চাষের মাধ্যমে উৎপাদন,পরের জমি ভাড়া বা ইজারা নিয়ে উৎপাদন) সম্পদ; ৫. শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধমে উপার্জিত সম্পদ; ৬. পেশা গ্রহণের মাধ্যমে উপার্জিত (শিক্ষকতা, ডাক্তারি, ওকালতি) সম্পদ; ৭. সেবা প্রদানের (সার্ভিস চার্জ গ্রহণের) মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ; এবং ৮. অসিয়তের মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তির নিসাব পরিমাণ যাকাত দিতে হবে। আর এক্ষেত্রে সরকার যাকাতের সম্পদ গ্রহণে ইসলামের বিধান অনুসরণ করবেন। এবং তা সংগ্রহে নিযুক্ত কর্মচারীগণ যাকাতের অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিবেন।[২৪০] পক্ষান্তরে যাকাত বন্টনের খাত হল আটটি।[২৪১]

সঙ্গে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে কত উত্তম উপদেশই না দিচ্ছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন,সবকিছু দেখেন। *আল-কুর'আন, ০৪ : ৫৮*

২৩৫. وَلاَ يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য মঙ্গল। না, এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যে সম্পদে তারা কৃপণতা করেছে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলায় বেড়ি হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্ত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবগত। *আল-কুর'আন, ০৩: ১৮০*

২৩৬. এইচ. এম. মুশফিকুর রহমান, *যাকাত আদায়ের উপকারিতা ও গুরুত্ব*, দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ মে. ২০২০খ্রি. https://www.dailyinqilab.com/article/291771 মানব সমাজে যাকাতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব, ভিজিট অন, ০১/০৮/২০২০

২৩৭. وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ আল্লাহ তোমাকে যে অর্থ সম্পদ দিয়েছেন তার দ্বারা আখিরাতের আবাস (জান্নাত) অনুসন্ধান করো এবং পার্থিব জীবনে তোমার বৈধ (ভোগের) অংশও ভুলে থেকোনা। (মানুষের) কল্যাণ করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর (অর্থ সম্পদ দ্বারা) দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না। *আল-কুর'আন, ২৮ : ৭৭*

২৩৮. مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآ ءَاتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ অর্থ: আল্লাহ জনপদবাসীদের থেকে তাঁর রাসূলকে যা (যে সম্পদ) দিয়েছেন- তা আল্লাহর, আল্লাহর রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, এতিমদের, অভাবীদের এবং পথচারীদের জন্যে। এর উদ্দেশ্য হলো, অর্থ সম্পদ যেনো কেবল তোমাদের মধ্যকার বিত্তবানদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। *আল-কুর'আন, ৫৯ : ৭*

২৩৯. يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ- وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلاَلاً طَيِّباً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيۤ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ যেসব ভালো জিনিস তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন তোমরা সেগুলো নিষিদ্ধ করে নিওনা এবং সীমালংঘন করোনা। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আর আলাহ তোমাদের যেসব হালাল ও ভালো জীবিকা-জীবনোপকরণ দিয়েছেন সেগুলো ভোগ আহার করো এবং সেই আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছো। *আল-কুর'আন, ০৫ : ৮৭-৮৮*

২৪০. হযরত আবু বকর রাদিআলাহু আনহু যাকাতের বিরূদ্ধচারণকারীদেরকে মুরতাদ হিসেবে গণ্য করেছিলেন। তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম! তারা যদি আমাকে (যাকাতের) একটি উটের দড়িও প্রদান করতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল-মকে প্রদান করত, আমি তাদের বিরূদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবো, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তা আদায় করে দেয়।" *[বুখারি ও মুসলিম]*

২৪১. إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও যাকাতের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য, যাদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারী ও মুসাফিরের জন্য। এ আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *আল-কুর'আন, ০৯ : ৬০*

Dhaka University Institutional Repository

কারণে হজের কাজ পূর্ণ করতে অক্ষম বা ইলম হাসিল ও দ্বীনি দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত গরীব মানুষ তাদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান; এবং ৮.সফর অবস্থায় অভাবগ্রস্ত মানুষকে যাকাতের অর্থ প্রদান। সরকার বা রাষ্ট্র প্রধান যাকাতের অর্থ এই আটটি খাতে বন্টন করবে। তার মধ্যে প্রথমে পাবে মিসকিনগণ আর মিসকিনের একটি অংশ হল অসিস্টিক শিশু ও ব্যক্তিগণ। তাদেরকে যাকাতের অর্থ দেয়ার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের পরিসংখ্যান বা গণনা করে সঠিক তথ্য প্রস্তুতের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে হবে। এবং তারা যেন সঠিক ভাবে যাকাতের অর্থ পায় এজন্য রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। আর রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুর'আন ও হাদিসের বিধান অনুসরণ করবে। যার মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুদের জন্য রাষ্ট্রীয় ভাবে অর্থ আদায় ও প্রদান সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এবং তারা গ্রহণকৃত অর্থ দ্বারা নতুন কর্মসংস্থার সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে সকল প্রকার বৈষম্য দুর করে একটি সুন্দর সুশৃংখল সমাজ দেশ ও জাতি উপহার দিবে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে সারা বিশ্বে অটিস্টিক শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্বের সকল রাষ্ট্র প্রধানকে ইসলামের বিধানালোকে অটিস্টিক শিশুদের জন্য যাকাতের অর্থ আদায় ও বন্টন সঠিকভাবে সম্পাদন করা মৌলিক দায়িত্ব।

৫.৬.৫ অটিস্টিক শিশুদের প্রতি মহান আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা মিসকিন, যাদের কোনো সম্পদ নেই; ৩.

বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম হল খালেকুন অর্থ সৃষ্টিকর্তা।[২৪২] তিনি আসমান ও জমিনের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।[২৪৩] তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছে করলে বলেন (কুন ফায়াকুন) হও সাথে সাথে হয়ে যায়।[২৪৪] তাঁর হাতেই সকল ক্ষমতা।[২৪৫] তিনি আদমকে সৃষ্টির সেরা ও তাঁর প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।[২৪৬] এবং ইসলামকে মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করেছেন।[২৪৭] যেখানে মানুষের জীবনে জন্ম হতে মৃত্যু পযর্ন্ত প্রয়োজনীয় সকল বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।[২৪৮] মহান আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীকে অনেক বৈচিত্র্যময় ও সৌন্দর্য মণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন।[২৪৯]

---

২৪২. إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ আল্লাহই হচ্ছেন শস্য দানা ও বীজ বিদীর্ণকারী, তিনি মৃত থেকে জীবন্তকে বের করেন এবং জীবন্ত থেকে মৃতকে। এই হচ্ছেন আল্লাহ ; সৎপথ থেকে তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছ? *আল-কুর'আন, ৬:৯৫*

২৪৩. وَتَرَى ٱلْمَلاَئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ তুমি ফেরেশতাদেরকে 'আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের প্রতিপালকের মাহাত্ম্য ঘোষণা ও প্রশংসা করতে দেখতে পাবে। মানুষের মাঝে ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে বিচার-ফয়সালা করা হবে। আর ঘোষণা দেয়া হবে যে, যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের জন্য। *আল-কুর'আন, ৩৯: ৭৫*

২৪৪. لِلَّهِ ما فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيۤ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ যা কিছু আকাশসমূহে ও ভূমন্ডলে আছে, সবকিছু আল্লাহরই। তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন। সুতরাং যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে তিনি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। *আল-কুর'আন, ০২: ২৮৪*

২৪৫. إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ তাঁর কাজকর্ম কেবল এ রকম যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছে করেন তখন তাকে হুকুম করেন যে হয়ে যাও, আর অমনি তা হয়ে যায়। *আল-কুর'আন, ৩৬ : ৮২*

২৪৬. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوۤاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيۤ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, 'আমি যমীনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি'; তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসামূলক তাসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা ঘোষণা করি'। তিনি বললেন, 'আমি যা জানি, তোমরা তা জান না'। *আল-কুর'আন, ০২: ৩০*

২৪৭. ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسْلاَمَ دِيناً আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম। *আল-কুর'আন, ০৫: ০৩*

২৪৮. إِنَّآ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً আমরা তো আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি আল্লাহ আপনাকে যা জানিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করতে পারেন। আর আপনি বিশ্বাসভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করবেন না। *আল-কুর'আন, ০৪:৩৬*

২৪৯. وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুসজ্জিত করেছি আর শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য, এবং প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। *আল কুর'আন, ৬৭ : ০৫*

Dhaka University Institutional Repository

এবং মানব জাতির বসবাসের উপযোগী করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ অবয়ব ও সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।[২৫০] এ মানব জাতির মধ্যে অনেক বৈচিত্রময় মানুষ আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে অন্যতম হল প্রতিবন্ধীগণ। আর প্রতিবন্ধীদের একটি অংশ হল অটিস্টক শিশু। প্রত্যেক মানুষ আদমের সন্তান ও একটি দেহের মত পরস্পর ভাই ভাই।[২৫১] তাই এক ভাই অপর ভাইয়ের সাথে এমন ভালোবাসা ও আন্তরিকতা থাকবে যেন মনে হবে পরস্পর একটি দেহের মতো।[২৫২] একজনের ক্ষতি আরেকজনকে ততটাই আহত করবে, মাথায় আঘাত পেলে যেমন সারা শরীর আহত হয়। বিপদগ্রস্ত ও অভাবের সময় একে অন্যের প্রতি আন্তরিকভাবে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে। কেননা অটিস্টিক শিশুরাও মহান আল্লাহ তা'আলার অন্যতম এক সৃষ্টি।[২৫৩] কিন্তু আমাদের সমাজে অটিস্টিক শিশুদের দেখা হয় অবজ্ঞার চোখে।[২৫৪] তারা নানা ধরনের নিগ্রহের শিকার হন প্রতিনিয়ত।

ইসলামের বিধান অনুযায়ী অটিস্টক শিশুরাও সমাজের সদস্য ও অবিচ্ছিন্ন অংশ। এজন্য তাদের অধিকার সমাজে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্ব প্রদান করেছে। তাই সমাজের সদস্যগণ অটিস্টিক শিশুদের অবহেলা ও অবজ্ঞার চোখে দেখার কোন অবকাশ নেই। কেননা যে কোনো সময় বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার কারণে একজন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষও মস্তিস্কে আঘাত পেয়ে শারিরিক সক্ষমতা হারিয়ে অটিস্টিক হয়ে পারে। তাই প্রত্যেক সুস্থ মানুষের উচিত, শারীরিক সুস্থতার জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা ও অটিস্টিক শিশুসহ সকল দূর্বল মানুষের প্রতি আন্তরিক সহযোগিতা করা।[২৫৫] ইসলাম তাদেরও স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার দিয়ে তাদের প্রতি সচেতন হওয়ার জন্য পরিবার ও সমাজের সদস্যদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেছে। এজন্য ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের সাথে সদাচরণ করা, বিপদ-আপদে সব সময় তাদের পাশে থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং অন্যদের ওপর তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া সকলের ইমানি দায়িত্ব ও কর্তব্য।[২৫৬] তাদের সাথে অসদাচরণ করা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা ঠাট্টা-তামাশার মাধ্যমে উপহাস করে ডাকার অর্থ হল সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহ তা'আলাকে উপহাস করা যা ইসলামে নিষিদ্ধ।[২৫৭]

---

২৫০. لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَانَ فِيٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতি উত্তম আকার আকৃতি দিয়ে, (এবং জ্ঞান ও যোগ্যতা দিয়ে যার সুন্দরতম নমুনা হল নবী রসূলগণ)। *আল কুর'আন, ৯৫: ০৪*

২৫১. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন । *আল-কুর'আন, ০৪: ০১*

২৫২. إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই, কাজেই তোমাদের ভাইদের মধ্যে শান্তি-সমঝোতা স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা দয়া প্রাপ্ত হও। *আল-কুর'আন, ৪৯:১০*

২৫৩. هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى ٱلأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ পৃথিবীর সবকিছু তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তা সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন, তিনি সকল বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত। *আল-কুর'আন, ০২: ২৯*

২৫৪. মূল্যবোধ অর্থ-মানবিক বিধি ও আচরণগত রীতি-নীতি। ড.মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ*। প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর-২০১৩। প্রকাশক-আলোর ভুবন, ১২ বাংলাবাজার (শিকদার ম্যানসন), ঢাকা-১০০০, পৃ-১৫

২৫৫. রাসূল (সা.) তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্যকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে বলতেন, 'আল্লাহ তা'আলা উঁচু ও মহৎ কাজ এবং সৎ মানুষকে পছন্দ করেন এবং নিকৃষ্ট কাজ অপছন্দ করেন।' *সুনানে তিবরানি, ২৮৯৪*

২৫৬. মহানবী (সা.) আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অপরের একটি প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে, পরকালে আল্লাহ তার ১০০ প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন এবং বান্দার দুঃখ-দুর্দশায় কেউ সহযোগিতার হাত বাড়ালে আল্লাহ তার প্রতি করুণার দৃষ্টি দেন।' *মুসলিম, ২৫৬৬*

২৫৭. وَفِيٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَٱلْمَحْرُومِ তাদের (বিত্তশালী) ধনসম্পদে অভাব গ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। *আল কুর'আন, ৫১: ১৯*

Dhaka University Institutional Repository

মদিনার অস্থায়ী শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। এমনকি রাসূল (সা.) যখনই তাকে (আব্দুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতুম) দেখতেন, তখনই বলতেন,'স্বাগতম জানাই তাকে, যার সম্পর্কে আমার আল্লাহ আমাকে ভর্ৎসনা করেছেন।'[২৫৮] তার কারণ হল রাসূল (সা.) সাহাবি আব্দুল্লাহ উম্মে মাকতুম (রা.) কে কোনো এক বিষয়ে গুরুত্ব না দিয়ে মক্কার মুশরিক কুরাইশ নেতাদের অগ্রাধিকার দেওয়ায় আল্লাহ তা'আলার সতর্কীকরণের মুখে পড়েন।

আর সে বিষয়টি হল, একদিন নবী করিম (সা.) কোরাইশ নেতাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমতাবস্থা অন্ধ সাহাবি আব্দুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা.) সেখানে উপস্থিত হয়। এবং নবী করিম (সা.) কে দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এতে রাসূল (সা.) এর আলোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। রাসূল (সা.) মক্কার কোরাইশ নেতাদের মন রক্ষার্থে অন্ধ সাহাবি আব্দুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতুমের প্রতি তখন ভ্রুক্ষেপ না কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু আল্লাহর কাছে এ বিষয়টি অপছন্দনীয় হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিয়ে পবিত্র কুর'আনে আয়াত নাজিল করে কোমল মনোভাবের প্রকাশ করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। অতপর রাসূল (সা.) প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিকদের অধিকারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে থাকেন। তাদেরকে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে সাহায্য সহযোগিতা করা রাসূল (সা.) এর আদর্শ। তাই রাসূল (সা.) এর আর্দশের অনুসরণ করা সকল মানব জাতির জন্য ওয়াজিব। প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিকদের অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা.) কে সতর্ক করে সাধারণ মানুষসহ সকল উম্মতকে সচেতন হতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিকদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে অমনোযোগি ও উদাসীন হয়ে তাদের উপেক্ষা করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং পরস্পর ভাই ভাই। সেই সমাজে মানুষের একটি অংশ হল প্রতিবন্ধী। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার নূন্যতম মৌলিক অধিকার গুলো তাদেরও ন্যায্যপ্রাপ্য। রাসূল (সা.) বলেছেন,'তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও[২৫৯] অসুস্থ (প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক) ব্যক্তির খোঁজ খবর নাও এবং বন্দীকে মুক্ত করে দাও। (বুখারি) সুতরাং প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিকদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না করে সামর্থ্যবান সকলে আন্তরিক হয়ে ভালোবাসা ও [illegible] জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য প্রয়োজন প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের প্রতি সমাজে বিদ্যমান নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। ইসলাম তাদেরকে যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে, সে বিষয়ে তাদের গুরুত্ব দেয়া পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও নাগরিকদের নৈতিক দায়িত্ব।[২৬০]

২৫৮. عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ - ১.সে ভ্রু কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো। ২. যেহেতু তার নিকট এক অন্ধ আগমন করেছিল। ৩.তুমি কেমন করে জানবে সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত। ৪. কিংবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে লাগত। *আল কুর'আন, ৮০ : ০১-০৪*

২৫৯. অধ্যক্ষ মীর মকবুল আহমদ, *উসূলুল ফিকহ্ ও মাকাসিদুশ শরীয়াহ*। ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। পৃ. ১৫

২৬০. https://www.banglanews24.com/public/islam/news/bd/445770.details, প্রতিবন্ধীদের প্রতি অবহেলায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, আপডেট : ভিজিট অন, ০২/০৯/২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

সম্মান থেকে (প্রতিবন্ধী) অটিস্টিকদের কোনো অবস্থাতেই বঞ্চিত করা যাবে না।[২৬১] আমরা যেন তাদেরকে সমাজের নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করে তাদের অধিকার পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালে নাজাতের মাধ্যম হিসেবে আল্লাহ তা'আলার রহমত পেয়ে সফলতা অর্জন করতে পারি।[২৬২]

২৬১. অবশ্য আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন তাদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়ে, যিনি তাদের প্রতি আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করেন, তাদের তাযকিয়া (মানবিক ও নৈতিক গুণাবলীর উন্নয়ন সাধন) করেন, তাদের আল কিতাব (কুরআন) এবং হিকমা শিক্ষা দান করেন। *আল-কুরআন, ০৩ : ১৬৪*

২৬২. يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِى ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَانِ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِينٌ হে মু'মিনগণ! ইসলামের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রবেশ কর এবং শায়তুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। *আল-কুর'আন, ০২:২০৮*

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।[১] ইসলাম সমগ্র বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে গোটা মানবজাতির জন্য পাঠানো হেদায়েত (পথনির্দেশ)। মানুষ তার সারা জীবনে যা কিছু করে তার সবকিছুই ইসলামের আদেশ-নিষেধের আওতাভুক্ত। আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য, আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল ও অন্যান্য প্রাণী-প্রজাতির মধ্যে আমাদের অবস্থান বা মর্যাদা সম্বন্ধে ইসলাম আমাদেরকে অবগত করে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তৎপরতাসহ আমাদের সকল ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্ম তৎপরতা পরিচালনার সর্বোত্তম পথপ্রদর্শন করে। আর মহান আল্লাহ্তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পাঠিয়েছেন। এজন্য মহান আল্লাহ্র একচ্ছত্র ক্ষমতা স্বীকার ও সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী এবং রাসূল পাঠিয়েছেন।[২] নবী-রাসূলগণ এসে নিজের তৈরী করা কোন নির্দেশ জনতার ওপর চাপিয়ে দেননি বরং আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর কর্তৃক প্রণীত যে আসমানী কিতাব তাঁদেরকে দিয়েছেন সে অনুযায়ীই তাঁরা স্বীয় উম্মত তথা মানুষদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।[৩] তাই আল কুর'আন হচ্ছে সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ আর ইসলাম হচ্ছে সর্বশেষ ঐশী জীবন বিধান। এটি পরিপূর্ণ এমন একটি জীবন বিধান যাতে কোন কিছু সংযোজনের প্রয়োজন নেই এবং বিয়োজনেরও প্রয়োজন নেই। এটি হচ্ছে Complete code of life.[৪] তাই মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিষয়ের সমাধান রয়েছে। আর ইসলামের বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য মহান আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণি, বংশে পার্থক্য করে তার প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। যাতে মানুষ আল্লাহর আদেশ পালন করে মানব সেবার মাধ্যমে তাকওয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই মূল লক্ষ ও উদ্দেশ্য হয়।[৫]

রাসূল (সা.) "কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হে বনী আদম, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, তুমি আমার সেবা করনি। মানুষ বলবে, হে প্রতিপালক! আমি কি করে আপনার সেবা করব? আপনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি জাননা যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, তুমি তাকে সেবা দাও নি। তুমি কি বুঝতে পারনি যে, তুমি যদি তার সেবা করতে তাহলে তার কাছে আমাকে পেতে। হে বনী আদম, আমি তোমার নিকট খাদ্য চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে আহার করাও নি। মানুষ বলবে, হে প্রতিপালক। আমি কি করে আপনাকে খাদ্য দান করব? আপনিতো জগতসমূহের প্রতিপালক। আল্লাহ্ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার

---

১. إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। আল কুর'আন, ০৩:১৯

২. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلْطَّاغُوتَ- "আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি, যাতে করে (তাদের কাছে বলতে পারে,) তোমরা এক আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করো এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিরোধি শক্তিসমূহকে বর্জন করো।" আল কুর'আন, ১৬: ৩৬

৩. حَى يُوْ وَحْيٌ اِلَّا هُوَ اِنْ الْهَوَى عَنِ يَنْطِقُ وَمَا "আর তিনি নিজের প্রবৃত্তির ছলে কোন কথা বলেন না; বরং উহা হলো ওহী যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" *আল কুর'আন*, ৫৩ : ৩-৪

৪. ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِيناً "আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুত) নেয়ামতও পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবন বিধান হিসেবে আমি ইসলামকেই পছন্দ করলাম।" আল কুর'আন, ০৫: ০৩

৫. يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। আল-কুর'আন, ৪৯:১৩

Dhaka University Institutional Repository

নিকট আহার্য চেয়েছিল; তুমি তাকে আহার করাও নি। তুমি কি জাননা যে, তুমি যদি তাকে আহার করাতে তাহলে তা আমার কাছে পেয়ে যেতে। হে বনী আদম, আমি তোমার নিকট পানি পান করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি পান করাও নি। মানুষ বলবে, হে প্রতিপালক, আমি আপনাকে কি করে পানি পান করাব? আপনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক। আল্লাহ্ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি পান করতে চেয়েছিল তুমি তাকে পান করাও নি। যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে তাহলে তার প্রতিদান আমার কাছে পেয়ে যেতে।" মানুষের সেবা, ভালবাসা, দায়িত্ববোধের মাধ্যমে আল্লাহ্র ভালবাসা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা যদি ইতর প্রাণীকেও অন্যায়ভাবে কষ্ট দাও তাহলে তার জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।" তিনি একদা বলেছিলেন,"এক দুশ্চরিত্র মহিলা একটি মৃত্যু পথযাত্রী কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে জান্নাতে যাবে, পক্ষান্তরে আর এক মহিলা একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে অনাহারে মারার কারণে জাহান্নামে যাবেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর শিক্ষা হল প্রত্যেক মানুষ যেন দয়ার্দ্র হৃদয়ের অধিকারী হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সে দয়ার্দ্র হৃদয়ের অধিকারী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না। এমনকি এ দয়া শুধু নিজেদের মধ্যে নয়, দয়া প্রদর্শন করতে হবে মানুষসহ সকল প্রাণীর প্রতি। রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াবাসীর প্রতি দয়া করবে আকাশবাসী তার প্রতি দয়া করবে।[৬] এজন্য তিনি ধনী,গরিব, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মানুষ সৃষ্টি করেছেন। যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন মানব কল্যাণে কে সফলতা অর্জন করে তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।[৭] আর এজন্য তিনি গরিব, অসহায় ও অস্বাভাবিক[৮] মানুষ সৃষ্টি করেছেন যারা সারা জীবনের জন্য অন্যের উপর নির্ভর হতে হয়। আর অস্বাভাবিক মানুষের মধ্যে অন্যতম হল প্রতিবন্ধীগণ যাদের একটি অংশ হল অটিস্টিক শিশু।

ইসলামের এই মনোরম বিধানে অটিস্টিক শিশু ও ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে সহজতা ও সহনশীলতা এবং সম্মান। আর অটিস্টিক শিশু ও ব্যক্তিদের জন্য ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত অধিকার ও মর্যাদা যথাযথভাবে অত্র অভিসন্দর্ভে তুলে ধরা হয়েছে। বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির যুগে পৃথিবীর অনেক উন্নয়ন হয়েছে। মানবাধিকার নিয়ে নানান ধরনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হচ্ছে। নতুন নতুন আইন তৈরি করা হচ্ছে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। অথচ ইসলামের দেওয়া বিধান প্রায় পনের শত বছরের পুরনো হলেও তা আজও মানুষের তৈরি যে কোন বিধানের চেয়ে যুগোপযোগী ও মানুষের অধিকার রক্ষায় অধিকতর কার্যকরী। মানবাধিকার রক্ষায় মানুষের তৈরি বিধান ভবিষ্যতে যতই যুগোপযোগী হোক না কেন তা ইসলামের দেওয়া বিধানের চেয়ে কোনভাবেই বেশি গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না। এখানেই ইসলামী বিধানের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিবন্ধীদের জন্য ইসলামের দেওয়া অধিকার ও মর্যাদা যথাযথভাবে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। একদিকে যেমন রাষ্ট্রের শাসকদেরকে ইসলামের প্রবর্তিত বিধান অনুসরণ করতে হবে তেমনি রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদেরও এ বিধান পালনে সচেষ্ট হতে হবে। আজ সমাজে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে যে সকল সমস্যা তৈরি হয়েছে সেগুলো থেকে সহজেই উত্তরণ হওয়া সম্ভব। সমাজের অসহায়, অস্বচ্ছল, অবহেলিত ও প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই সকল মুসলমানের প্রধানতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। সমাজের বিত্তবানদের দায়িত্ব আরও বেশি কেননা অর্থনৈতিক বৈষম্য বর্তমানে বেশি বিদ্যমান। বৈষম্যের এ দেয়াল ভাঙ্গতে তাদেরকেই বেশি এগিয়ে আসতে

---

৬. হজরত জারীর ইবনে আব্দুলাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করবে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করবেন না।" [বুখারী ৬০১৩, ৭৩৭৬, মুসলিম ২৩১৯, তিরমিযি ১৯২২, আহমদ ১৮৭০৭, ১৮৭২১, ১৮৭৫৬, ১৮৭৭৭

৭. أَلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُور এবং তোমাদের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ; সেই সর্বদাতা করুণাময় ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নেই। আল-কুর'আন ৬৭:০২

৮. وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ এবং তোমাদের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ; সেই সর্বদাতা করুণাময় ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নেই। আল কুর'আন ০২:১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

হবে। রাজনৈতিক নেতৃত্বও এ দায়িত্বও কোনভাবেই এড়াতে পারে না কেননা প্রশাসন পরিচালনায় তারাই অগ্রভাগে। যারা রাষ্ট্র পরিচালনায় রয়েছে কিয়ামতের দিন তাদেরকে সবার অগ্রভাগে তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। যা বিদায় হজ্জের ভাষণের মাধ্যমে বিশ্ব নবী তুলে ধরেছেন। যেখানে সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মহান আল্লাহতা'আলার কাছে সবাই সমান, আর তাক্বওয়াই হচ্ছে মানুষের মর্যাদার মান-দণ্ড ইসলামে মানব মর্যাদার মাপ-কাঠি রং, বর্ণ, ভাষা, সৌন্দর্য,সুস্থতা, ইত্যদি নয়। তাই ইসলামে অটিস্টিক শিশুদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে তাদের অধিকার বিশ্বময় প্রতিষ্ঠার জন্য "অটিস্টক শিশুর অধিকার ও ইসলাম" শিরোনামে শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির নামকরণ করা হয়েছে।

"অটিস্টক শিশুর অধিকার ও ইসলাম" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ভূমিকাসহ মোট ৬টি অধ্যায়ের মধ্যে আলোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে। **প্রথম অধ্যায়ে** ''গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা" নামক শিরোনামের মধ্যে গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার উৎসসমূহ, গবেষণার সময়কাল, তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা এবং অভিসন্দর্ভ-গঠন পরিকল্পনা বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। যেখানে অটিস্টিক শিশু ও ব্যক্তিদের উপরে গবেষণা করার যৌক্তিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের সকল বিষয় নিয়ে গবেষণার যথার্থ অভাব রয়েছে। মু স্কামানরা কেবলমাত্র ইবাদত বন্দেগী নিয়ে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখে। তাই প্রতিবন্ধিতার মত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে ইসলামী গবেষণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। গবেষণায় ইসলামের দৃষ্টিতে যে সকল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। গবেষণার পদ্ধতি ও নীতিমালা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে শিরোনামে যে সকল প্রত্যয় রয়েছে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ইসলামী চিন্তা-চেতনার বাইরে যে সকল মতবাদ রয়েছে তার অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। অটিস্টিক ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা নির্ণয় করতে গিয়ে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা থেকে পরিপূর্ণ একটি ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণার একটি বড় দায়িত্ব ছিল জাতিসংঘ সনদ ও বাংলাদেশে অটিজম সম্পর্কিত বাংলাদেশের আইন-কানুন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে।

অটিজম বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের একটি জ্ঞানজাগতিক রূপ রয়েছে। এ সম্পর্কিত মনোবৈজ্ঞানিক, সমাজবিশ্লেষনজনিত ও চিকিৎসা শাস্ত্রীয় বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। এ সকল ব্যাখ্যার স্থানীয় ও বৈশ্বিক রূপ রয়েছে। সে প্রেক্ষাপটে গবেষণার একটি বড় দায়িত্ব ছিল প্রতিবন্ধিতার ধরন, কারণ ও চেনার উপায় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। সে লক্ষ্যে গবেষণার **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** প্রতিবন্ধী, অটিজম ও অটিস্টিক শিশুর পরিচয় শিরোনামের মধ্যে এর অর্থ ব্যাপকতা ও পার্থক্য, প্রকারভেদ, অটিজম, অটিস্টিক কি এবং কেন হয়, অটিস্টিক শিশুর বৈশিষ্ট ও ধরন এবং মানবিয় বিকাশে প্রতিবন্ধকতা বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অটিজম সম্পর্কে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এর সামগ্রিক একটি সমীকরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে অন্য সকল মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি যে পরিবর্তন হওয়া জরুরী সে সম্পর্কে কিছু সুপারিশ ও মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে অটিস্টিক শিশুর পরিস্থিতি সম্পর্কে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটকে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেখানে অটিস্টিক শিশুদের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার অবস্থা, সামাজিক অবহেলা ও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজে যে সকল কুসংস্কার রয়েছে তার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। সে জন্য **তৃতীয় অধ্যায়ে** অটিস্টিক শিশু অধিকার ও সামাজিক অবস্থা শিরোনামের মধ্যে অটিস্টিক শিশু পরিবারের ও সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবহেলার শিকার, সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত এবং সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে প্রকৃত সামাজিক অবহেলার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অভিসন্দর্ভে প্রতিবন্ধী অটিস্টিকদের অধিকার সম্পর্কে ইসলামের নিয়ম ও নীতিমালা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যাসহ ফিকহী মতবাদ উপস্থাপন করা অতীব জরুরী ও এক বড় দায়িত্ব ছিল। সে বিষয়কে লক্ষ্য রেখে অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে প্রতিবন্ধীদের মানুষ হিসেবে ইসলাম প্রদত্ত যে সকল অধিকার দেওয়া হয়েছে তা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এবং ইসলামের ইতিহাস, রাসূল (সা.) এর নবুয়তী জীবনে যে সকল কাজ হয়েছে ও সাহাবাদের জীবনী, তাবে-তাবেঈন ও বিশিষ্ট মুসলিম শাসকদের জীবনী পর্যালোচনা করে একটি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। মানুষের জন্য যে সকল অধিকার বিদ্যমান রয়েছে তা প্রতিবন্ধী অটিস্টিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য সে সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এজন্য **চতুর্থ অধ্যায়ে** প্রতিবন্ধিত্ব ও অটিজম ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি শিরোনামের মধ্যে ইসলামে অটিস্টিক শিশুর মানবাধিকার, ইসলামে অটিস্টিক শিশুর অবস্থান, অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম, ইসলামে প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক শিশুর অধিকার ও করণীয় বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটির মধ্যে ইসলামে প্রতিবন্ধী অটিস্টক শিশুদের অধিকার ও মর্যাদা বর্তমান আধুনিক বিশ্বে প্রতিষ্ঠায় ইসলাম সর্ম্পকিত সব প্রমাণ যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কেননা অধিকার ও মর্যাদা দু'টি ভিন্ন বিষয়। অধিকার হল যা নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করে ও ভোগ করে, যাতে হস্তক্ষেপ করার কারো সুযোগ নেই। আর মর্যাদা একটি আপেক্ষিক বিষয়। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে শ্রেষ্ঠ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে পৃথিবীতে এসেছে। প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে এ মর্যাদার কোন বৈষম্য নাই।[৯] বর্তমান অভিসন্দর্ভে অধিকার ও মর্যাদাকে আলাদা ও সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়ন করার মধ্যে দিয়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রদত্ত যে সকল মর্যাদা রয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। এজন্য **পঞ্চম অধ্যায়ে** আধুনিক বিশ্বে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের দৃষ্টিতে করণীয় শিরোনামের মধ্যে অটিস্টিক শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় পরিবারিক অবস্থানে ইসলাম, অটিস্টিক শিশুর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম, অটিস্টিক শিশুর মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম, অটিস্টিক শিশুর স্বাস্থ্যগত পরিচর্যায় ইসলাম, অটিস্টিক শিশুর সুশিক্ষা নিশ্চিতকরণে ইসলাম, এবং অটিস্টিক শিশুর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ ইসলামের দেওয়া বিধান সকল মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রতিবন্ধী কিংবা সবল কারও জন্য এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই সে সম্পর্কে ইসলামের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। আর সকল মানুষের মনে রাখতে হবে, প্রতিবন্ধী অটিস্টিকদের প্রতি অবহেলায় আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আকুল আবেদন, তিনি যেন আমার এ সামান্য প্রচেষ্টা কবুল করেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এ গবেষণাকর্মটি[১০]

---

৯. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً আমিতো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; আর তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আর-কুর'আন ১৭ : ৭০

১০. গষেণার সমার্থবোধক বাংলা শব্দ হচ্ছে, জিজ্ঞাসা, তদন্ত, অন্বেষা, অনুসন্ধান, বিকিরণ এবং নিরূপণ। ড.মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, মোঃ হাছিনুর রহমান, *ইসলামী গবেষণা পদ্ধতি*। প্রথম প্রকাশ, জুন-২০১২। প্রকাশক-নুরুল ইসলাম মানিক-পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইফাবা, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, পৃ-২১।

Dhaka University Institutional Repository

জনসাধারণ উপকৃত হবেন। এবং অটিস্টিক শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মুসলিম উম্মাহ্সহ অন্য সকল জাতি সচেতন ভাবে এগিয়ে এসে আন্তরিকতার সাথে কাজ করবে। মহান আল্লাহ্ বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল প্রতিবন্ধী অটিস্টিক ব্যক্তিদের মনকে স্থির ও শান্ত রাখুক। এবং মহান আল্লাহ তা'আলার অস্বাভাবিক মানব সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধি ও অনুধাবন করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ্টির পথে জীবনের সবটুকু মেধা, শ্রম, প্রচেষ্টা দিয়ে যেন নিজেকে উৎসর্গ করে বিশ্বস্ত গোলাম হিসেবে জীবন যাপন করতে পারে। আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে যথাযথ দায়িত্ব পালন করে হাশরের দিন যেন তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হতে পারে এবং বিশেষ করে আমি যেন সে দিনের কঠিন সময়ে দয়াময়ের করুণা ও নাজাত লাভ করতে পারি। আল্লাহ আমার এ সামান্য প্রচেষ্টাটুকু দয়া করে কবুল করুন আমীন।

নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহর ও বিশ্ববাসীর জন্য এক অনুকরণীয় মাইলফলক হবে। পাঠক, গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, প্রতিবন্ধী অটিস্টিক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী অটিস্টিক ব্যক্তির পরিবার, প্রতিবন্ধী অটিস্টিক ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে যে সকল সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে, বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা, মসজিদের ঈমাম, সরকারি ও বেসরকারি চাকুরিজীবীরা, সর্বোপরি আপামর

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১ আল কুর'আনুল

২ আল কুর'আনুল কারীম : *সম্পাদনা পরিষদ ঢাকা* : ইসলামিক, ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬

৩ মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী : *পবিত্র কোরআনুল করীম*, অনুবাদ : মাওলানা মুহি উদ্দীন খান, মাদীনা মুনাওয়ারা : খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিঃ

৪ ইমাম আবি মুহাম্মদ ইব্ন মাসউদ : *তাফসীরে বগবী, মা'আলিমুত তানযীল:* (বৈরুত লেবানন: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ), ১৯৯১ খ্রি

৫ আবদুর রহমান ইবনে নাসের আস্, সা'দী : *তাফসীরুল কারীমির রহমান*, (আরবী) বৈরুত, লেবানন : মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২২হি. ২০০১

৬ সাইয়েদ কুতুব শহীদ : *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, অনুবাদ : হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, লন্ডন: আল-কোরআন একাডেমী, ১৯৯৯

৭ আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত ও আব্বাস আলী খান সম্পাদিত, : *তাফহীমুল কুরআন* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯ সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), খন্ড. ১

৮ তাফসীরে মাযহারী : *সম্পাদনা পরিষদ* কর্তৃক অনূদিত, (ঢাকা: ইফাবা. ১৯৯৭ খ্রি.),খণ্ড. ১

৯ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান : *আল কুর'আনের অভিধান*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক মুমিন সেন্টার, ১৯৯৬

১০ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল বুখারী : *সহীহ আল বুখারী*, অনুবাদ : অধ্যাপক মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী গং,(ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি.), খন্ড. ০১

১১ ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী : *সহীহ মুসলিম*, অনুবাদ : মাওলানা আফলাতুন কায়সার, ঢাকা : বাংলাদেশ, ইসলামিক, সেন্টার, ১৯৯২, খ. ১

১২ ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী : *জামে'আত-তিরমিযী*, অনুবাদ : মুহাম্মদ মূসা, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪ ।

১৩ আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী : *জামে আত-তিরমিযী*, (ঢাকা : *বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার*, ১৯৯৭ খ্রী.), খন্ড. ০৩

১৪ আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্নুল আশ'আস সাজিসতানী : *সুনান আবূ দাউদ*, অনুবাদ : ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১০ খ্রী.),খন্ড. ০৫

১৫ আবু অবদুল্লাহ ইব্ন মাজাহ : *সুনান ইব্ন মাজাহ*, অনুবাদ : মুহাম্মদ মূসা, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০ খ্রী.খন্ড-০১

১৬ ইমাম আবু আব্দুর রহমান আহমাদ আন-নাসাঈ : *সুনান আন-নাসাঈ*, অনুবাদ : আলহাজ্জ, মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, ঢাকা : বাংলাদেশ, ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

১৭ ইমাম মালেক ইব্ন আনাস : *মুয়াত্তা, (আরবী) কায়রো* : আল-মাকতাবাতুর রশীদিয়্যাহ, ৯৫১

১৮ ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল : *আল-মুসনাদ, মিসর* : আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ তা. বি, খ.৩০

১৯ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম : *হাদীস শরীফ* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৬৪ খ্রী.),খন্ড ০১

২০ আল্লামা জলীল আহসান নদভী : *রাহে আমল*, অনুবাদ : হাফেয আকরাম ফারুক (ঢাকা : মক্কা পাবলিকেশন্স, ২০০৩ খ্রী.), খন্ড. ০২

২১ আল্লামা ইমাম নববী : *রিয়াদুস সালেহীন*, অনুবাদ : মাওলানা এ.এম. এম.সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা : *ইসলামিয়া কুর'আন মহল*, ২০০১ খ্রী.), খন্ড- ০৩

২২ সাইদ বিন আলী বিন ওহাব আল কাহতানী : *হিসনুল মুসলিম*, অনুবাদ : মুহাম্মদ এনামুল হক (সৌদী আরব : দাওয়াত, পথনির্দেশ, *ওয়াকফ ও ধর্ম-বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৪২৪ হিঃ)*

২৩ মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান : *ইলমুল হাদিস*, প্রকাশক-গবেষণা, বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

২৪ ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান : *ইলমুল ফিক্হ,প্রকাশক-গবেষণা বিভাগ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা*

২৫ অধ্যক্ষ মীর মকবুল আহমদ : *তারীখু ইলমিল ফিকহ*, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা- ১১০০

২৬ অধ্যক্ষ মীর মকবুল আহমদ: : *আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ*, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

২৭ অধ্যক্ষ মীর মকবুল আহমদ : *উসূলুল ফিকহ্ ও মাকাসিদুশ শরীয়াহ*, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

২৮ ইমাম আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইব্ন সাল্লাম (র) : *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রথমখণ্ড, আনুবাদ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ। প্রকাশ, জুন ঃ ১৯৯৭, প্রকাশক-পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভা, ঢাকা : *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ*, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

২৯ ড.মুফতী মুহাম্মদ আবু ইউছুফ : *ইলমুত্ তাফসীর।* প্রকাশক-গবেষণা, বিভাগ বাংলাদেশ, ইসলামি সেন্টার, ঢাকা

৩০ ড. শাওকি, মুহাম্মদ মোস্তাফা : *আল মু'জামুল ওয়াসিত* (ঢাকা: মাকতাবাতু ইসলামিয়্যা, ২০১৩ খ্রি.)

৩১ ড. আব্দুল কারিম যায়দান, : *আল মাদখাল ফি দিরাসাতিশ শার'ইয়্যা আল ইসলামিয়্যা*, (বৈরুত: দারুলইহয়াউল 'উলূম, তাবি.), খন্ড. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

৩২	আহমদ ইবনে আবি সাঈদ মোল্লাজিউন	: *নূরুল আনওয়ার*,(প্রকাশক: এম এ সাঈদ, আল ফাতাহ পাবলিকেশন্স,২০১০ খ্রি.)
৩৩	এইইয়াউ উলূমিদ্দীন (অনূদিত)	: ঢাকা : দি তাজ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৪ খ্রি.
৩৪	ইবনে মানজুর	: *লিসানুল আরব*, (খ. ৯ম, ৩য় সংস্করণ), বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা. বি.
৩৫	আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান	: *তাওজিহুল আহকামি মিন বুলুগিল মারাম*, খন্ড. ৭ম
৩৬	নঈম সিদ্দিকী	: *মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম*। অনুবাদ: আকরাম ফারুক (ঢাকা:শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রী.)
৩৭	খালেদ আবদের রহমান আল জেরাইসি	: *ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম*, প্রকাশ, ২০১৩ খ্রী
৩৮	ড.আনসার আলী খান	: *আর্ন্তজাতিক আইন*(ঢাকা কামরুল বুক হাউজ)
৩৯	ড.ইউসুফ আল-কারযাবী	: *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ঢাকা : *ইসলামিক ফাউন্ডেশন*, ১৯৮৪।
৪০	ড.সা'দ বিন 'আলী বিন	: *হিসনুল মুসলিম*, অনুবাদ : মোহাম্মদওয়াহাফ আল কাহতানী রিয়াদ : ওয়াকফ, দাওয়াত, *পথনির্দেশ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়*, ১৪২৪ হিঃ
৪১	আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলি আল জুরজানি	: *আত-তা'রিফাত*, বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৫ হি.
৪২	ইবনুল ক্বাইয়িম আলজাওযিয়্যাহ	: *ইগাছাতুল লাহফান* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯২১), খন্ড ১
৪৩	সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী	: *ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা*, অনুবাদ : মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (ঢাক : *আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রী.)*
৪৪	হাসান আইউব	: *ইসলামের সামাজিক আচরণ*, এ এম এম সিরাজুল ইসলাম (অনু.), ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন্স, ২০০৪ খ্রি.
৪৫	অধ্যাপক ড. এ কে এম নূর-উন-নবী	: *গবেষণা পদ্ধতি (সমাজতত্ত্ব-৫)*, গাজীপুর: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩
৪৬	এ এস এম আতীকুর রহমান	: *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকশেন্স, ২০০৫
৪৭	ড. শাহ মুহাম্মদ আবদুর রহীম	: *ইসলাম শিক্ষা* (ঢাকা : সোনালী সোপান প্রকাশন, ১৯৯৭ খ্রী.)
৪৮	আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ	: *প্রাচ্য পাশ্চাত্য ও ইসলাম* (ঢাকা : আমান পাবলিশার্স, ১৯৯৬ খ্রী.)
৪৯	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর	: *ইসলামে মানবাধিকার*, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি-২০১৫।

Dhaka University Institutional Repository

	রশিদ ও ড. ইব্রাহীম খলিল	প্রকাশ-মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১২ বাংলাবাজার (শিকদার ম্যানসন), ঢাকা-১০০০
৫০	ড.মোঃ ইব্রাহীম খলিল	: *বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলমানদের অবদান*। প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৫, প্রকাশক-মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১২ বাংলা - বাজার (শিকদার ম্যানসন), ঢাকা-১০০০
৫১	গাজী শামছুর রহমান	: *ইসলামে নারীও শিশু প্রসঙ্গ।* ইফাবা প্রকাশনা : ৮৮৩/১, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, পৃ-২৬৫
৫২	ইসলামী বিশ্বকোষ	: *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।* দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.
৫৩	ড.মোঃ ইব্রাহীম খলিল	: *ইসলামে, অর্থব্যবস্থা।* প্রথম, প্রকাশ, মে-২০০৯। প্রকাশক-মেরিট,ফেয়ার, প্রকাশন, ১২বাংলাবাজার (শিকদার, ম্যানসন) ঢাকা-১০০০।
৫৪	ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল আমিন	: *ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা*, প্রথম প্রকাশ, ফব্রুয়ারী, ২০১৫। প্রকাশনায়, দারুস সালাম বাংলাদেশ, বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
৫৫	বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক অভিধান	: ঢাকা : ডিসেম্বর ২০০০
৫৬	মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	*আল কুর'আনের অভিধান*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক মুমিন সেন্টার, ১৯৯৬
৫৭	ড.মোঃ ইব্রাহীম খলিল	: *ইসলামে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ*, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর-২০১৩। প্রকাশক-আলোর ভুবন, ১২ বাংলাবাজার (শিকদার ম্যানসন), ঢাকা- ১০০০
৫৮	অধ্যক্ষ মীর মকবুল আহমদ	: *ইসলামী জ্ঞানকোষ*। প্রকাশক, মুমতাহানা, নার্গিস ২৬/৫ প্যারিদাস রোড, ঢাকা
৫৯	আব্দুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত,	: *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান* (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ২য় মুদ্রণ, ২০০৪ খ্রি.)
৬০	ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত	: *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রী.
৬১	ড.মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান মোঃ হাছিনুর রহমান	: *ইসলামী গবেষণা পদ্ধতি, প্রথম প্রকাশ,জুন-২০১২.প্রকাশক নূরুল ইসলাম মানিক-পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইফাবা*, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
৬২		
৬৩	মোঃ শাহজাহান তপন	: *থিসিস ও এসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল* (ঢাকা: প্রতিভা প্রকাশনি, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল' ১৯৯৩ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৬৪ ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল ও সাবিহা ইসলাম : *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*। প্রথম প্রকাশ, মে-২০১৪। প্রকাশক- মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১২ বাংলাবাজার (শিকদার ম্যানসন), ঢাকা-১০০০

৬৫ ড. কে এম মোহসীন, ড.কাজী দীন মোহাম্মদ ও ড.এম এ আজিজ (সম্পাদিত) : *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ খ্রি,

৬৬ এ. টি. এম. মুসলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত : *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইফাবা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), খন্ড. ৪

৬৭ ড. এ. বি. এম. মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী মোঃ আখতারুজ্জামান : *মানবাধিকার ও আইনগত সহায়তা দানের মূলনীতি*, ঢাকা: হিউম্যানিস্ট এন্ড ইথিক্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রি.

৬৮ সীরাত বিশ্বকোষ : সম্পাদনা পরিষদ, (*ঢাকা: ইফাবা*, ২০০৩ খ্রি.), খন্ড. ১

৬৯ বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন : গবেষণা পরিষদ, সংকলনে *(ঢাকা: ইফাবা) ১০০০*

৭০ ডঃ আনসার আলী খান, : *আন্তর্জাতিক আইন* (ঢাকা: কামরুল বুক হাউস),

৭১ আব্দুল্লাহ আল মামুন আল আযহারী : *প্রতিবন্ধী: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি*, সম্পাদনী: ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া, ২০১৪ খ্রি, ১৪৩৫ হি.

৭২ মো: মাহবুবুল হক জোয়ার্দ্দার : *আর্ন্তজাতিক আইনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী)

৭৩ আশরাফ আলী থানভী (র) : *পারিবারিক জীবন*, অনুবাদ-মাওলানা আবু তাহের রাহমানী, প্রথমপ্রকাশ, জানুয়ারী- ১৯৯৯, প্রকাশক-বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশ, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

৭৪ নির্মলেন্দু ধর : *বাংলাদেশ শ্রম ও শিল্প আইন*, প্রকাশক-রেমিসি পাবলির্শাস, ৬ / সি, নয়া পল্টন (নীচ তলা) ঢাকা

৭৫ রাজীব সেনগুপ্ত : *উরণত্ত*, (কলকাতা: পার্থশঙ্কর বস নয়া উদ্যোগ পাবলিকেশন্স ২০৬, বিধান সরণি-৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ-২০০৯ খ্রি.)

৭৬ অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় : *অটিজম*, কথামেলা প্রকাশনা, ৩৮/৪, বাংলাবাজার,ঢাকা ১১০০

৭৭ মুহাম্মদ নাজমুল হক ও মুহাম্মদ মাহবুব মোর্শেদ : *অটিজমের নীল জগত*, বিশ্ব সাহিত্য ভবন প্রকাশন,৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

৭৮ ডা. নাফিসুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পা.), : *একীভূত শিক্ষার ধারণা ও নির্দেশিকা*, ঢাকা: জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম, ২০০৯

৭৯ ড. নিরাফাত আনাম ও অন্যান্য : *শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা; কারণ, প্রতিকার ও উন্নয়ন সহায়তা*, ঢাকা: সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিসএ্যাবিলিটি (সিএসআইডি), ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

৮০ মুহাম্মদ নাজমুল হক ও মুহাম্মদ মাহবুব মোর্শেদ : *অটিজমের নীল জগত*, ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১২

৮১ দিলারা সাত্তার মিতু (সম্পা.) : *প্রতিবন্ধিতা কি ও কেন?* (Primary Handbook on Disability) ঢাকা: সীড ট্রাস্ট, ২০১২ খ্রি.

৮২ দিবা হোসেন ও মোঃ শাহরিয়ার হায়দার : *দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা ও শিক্ষা*, ঢাকা: চাইল্ড সাইট ফাউন্ডেশন, ২০০৯ খ্রি.

৮৩ রুমিজ উদ্দীন আহমেদ ও ডা. নাফিসুর রহমান (সম্পা.) : *প্রতিবন্ধী: বিশেষ শিক্ষার চাহিদাসম্পন্ন শিশু*, ঢাকা: মিতা ট্রেডার্স, ২০১০ খ্রি.

৮৪ হাকিম আরিফ ও সালমা নাসরীন : *আমাদের অটিস্টিক শিশু ও তাদের ভাষা*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩

৮৫ শেখ সালমা নার্গিস ও আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (সম্পা.) : "বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা অধিকার: একটি পর্যালোচনা" *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, খ. ১১, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৩

৮৬ আইনুন নাহার : বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের যোগাযোগ সমস্যা, *বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ*, ঢাকা: সুইড বাংলাদেশ, ২০০৭

৮৭ আ. গ. ম. অহিদুল ইসলাম ও সেলিম রেজা হাসান ও এম. এম. শামছুল আজম (সম্পা.) : "সমাজে প্রতিবন্ধীদের অবস্থা এবং আমাদের করণীয়", *প্রতিবন্ধি ও উন্নয়ন*, ঢাকা: গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ২০০২

৮৮ নুশেরা তাজরীন : *শিশুর অটিজম: তথ্য ও ব্যবহারিক সহায়তা*, ঢাকা: তাম্রলিপি, ২০১৩

৮৯ হাকিম আরিফ ও তাওহিদা জাহান : *যোগাযোগবিজ্ঞান ও ভাষাগত অসঙ্গতি*, ঢাকা: বুকস্ ফেয়ার, ২০১৪

৯০ মোঃ আবুল বাশার : "প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান ও সম্পত্তিতে অধিকার" *আমরা করবো জয়*, (জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের একটি নিয়মিত প্রকাশনা), ২১তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২০১৫

৯১ আজিজুর রহমান নাবিল ও সাবরিনা সুলতানা (সম্পা.) : *অপরাজেয়*, (প্রতিবন্ধী মানুষের কণ্ঠস্বর নিয়ে ত্রৈমাসিক পত্রিকা), ৭১/১, ফকিরাপুল (২য় তলা), ঢাকা; বর্ষ-৩, সংখ্যা-১, ডিসেম্বর ২০১৪

৯২ দেব দুলাল সাহা ও মোঃ আজিজুর রহমান (সম্পা.) : বর্ণ পত্র, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১, ঢাকা: সিডিডি

৯৩ শেখ সালমা নার্গিস : "বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা অধিকার: একটি পর্যালোচনা" *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (সম্পা.), খ. ১১, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

৯৪ মোঃ আব্দুল হালিম : *নিত্য দিনের আইন ও অধিকার*, ঢাকা: CCB Foundation, ২০১৫

৯৫ সারা হোসেন ও নজরানা ইমান : "প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক আইনসমূহ সংশোধনীর প্রস্তাবনা" *প্রতিবন্ধিতা ও মানবাধিকার: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, রেভারেন্ড ফাদার আর ডব্লিউ টিম (সম্পা.), ঢাকা: এ্যাকশন অন ডিজ্যাবিলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এডিডি), মে ২০০৯

৯৬ সিরাজুল ইসলাম *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাপিডিয়া ট্রাস্ট, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১ জানুয়ারী,২০০৩

৯৭ A. M. Golam Haider (Ed.) : *The Feminine Dimension of Disability; A Study on the Situation of Adolescent Girls and Women with Disabilities in Bangladesh*, Dhaka: CSID, 2002

৯৮ Ershadul Karim, : "Human Rights of People with Mental Disorders in Bangladesh" in *the Yonsei Law Journal*, Vol. 2, No. 2, November 2011

৯৯ Gillian Baird et al : "Diagnosis Of Autism", *in the British Medical Journal*, Vol. 327, No. 7413 (Aug, 2003)

১০০ Mr. A. H. M. Noman Khan : *Educating Children in Difficult Circumstances: Children With Disabilities*, Dhaka: CSID, 2002

১০১ Noami B. Swiezy & Jane Summers : ɛnts Perceptions of the use medication with children who are Autistic", in *the Journal of Developmental and Physical Disabilities*, Volume 8, Issue 4, 1996

১০২ Patrick F. Sullivan, : "The Genetics of Schizophrenia" (Research Translation) *PLOS Medicine Journal*, Volume 2, Issue 7, UK, July 2005

১০৩ Sally Hartley et al. (Eds.) : *Summary of World Report on Disability*, Geneva: WH & World Bank, 2011

১০৪ Sonia Boria et al : "Intention Understanding in Autism" *UK: PLOS Medicine Journal*, Volume 4, Issue 5, May 2005

১০৫ Sue Roulstone & Sam Harding : "Defining Communication Disability in under served communities in response to the World Report on Disability" in *the*

Dhaka University Institutional Repository

International Journal of Speech-Language Pathology, 15(1)UK, 2013

১০৬ Govt. Bulletin, General Economic's Division, Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, *NSSS of Bangladesh*, July 2015

১০৭ Uta Frith, Autsim; Expanding the Enigma, USA: Blackwell Publishing, 2003

১০৮ Victoria Stopford, Understand Disability, UK: Edward Arnold, 1988

১০৯ "জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ এবং ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান-২০০৬

১১০ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ৪৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৬

১১১ আল মুশাওয়াক ফি আহকামিল মুআওয়াক, খন্ড. ১

১১২ *মাসিক আত-তাহরীক* ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর, ১৯৯৯

১১৩ মার্তিজন থেওডোর হাউটস্মা, এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, ১৯১৩ খ্রি.

১১৪ মাজাল্লাতুল বায়ান সংখ্যা, ১১, ১০৭ ও ১৯১

১১৫ মাকতাবায়ে শামেলা, ভার্সান ৩.৬১

১১৬ প্রথম আলো পত্রিকা ও ম্যাগাজিন, ২০১৮

১১৭ অটিস্টিক শিশু বিষয়ক ম্যাগাজিন, ২০১৭

১১৮ ই উ.এস.আইচি ও ভয়েস অফ আমেরিকা, প্রজনন স্বাস্থ্যবিধি ওয়েবসাইড

১১৯ https://www.oxfordlearnersdictionaries.com

১২০ https://medivoicebd.com

১২১ https://bengali.whiteswanfoundation.org

১২২ https://bn.wikipedia.org

১২৩ https://myfairylandbd.com

১২৪ https:// www.Wahiralo.com

১২৫ https://quran.com

১২৬ http://hbd-online.org

১২৭ http://aponfoundationbd.com

১২৮ https://web.facebook.com

১২৯ http://bdlaws.minlaw.gov.bd

১৩০ http://blog.ehaspatal.com

১৩১ https://bengali.whiteswanfoundation.org

Dhaka University Institutional Repository

১৩২ https://www.banglatribune.com
১৩৩ http://bonikbarta.net
১৩৪ http://www.banglanews24.com
১৩৫ http://www.jugantor.com/old
১৩৬ https://www.dailysangram.com
১৩৭ https://www.jagonews24.com
১৩৮ www.sunnah.com
১৩৯ http://www.wahiralo.com
১৪০ https://banglanews24.com
১৪১ https://www.banglanews24.com
১৪২ https://sarabangla.net
১৪৩ http://www.bhalukarkhobor.com
১৪৪ https://www.prothomalo.com
১৪৫ http://www.islamientertainment.com
১৪৬ https://www.daily-bangladesh.com
১৪৭ https://www.deshrupantor.com
১৪৮ https://www.lalmonirhatbarta.com
১৪৯ https://www.kalerkantho.com
১৫০ বাংলা নিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম : ০৫ নভেম্বর ২০১২ ইং
১৫১ বাংলা নিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং
১৫২ বাংলা নিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম : ২০ অক্টোবর ২০১৪ ইং
১৫৩ বাংলা নিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম : ১৫ জুলাই ২০১৫ ইং
১৫৪ দৈনিক ইত্তেফাক : ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ইং
১৫৫ দৈনিক ইত্তেফাক : ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ইং
১৫৬ দৈনিক ইত্তেফাক : ১০ আগষ্ট ২০১৫ ইং
১৫৭ দৈনিক ইত্তেফাক : ২ অক্টোবর ২০১৫ ইং
১৫৮ দৈনিক ইত্তেফাক : ১৮ অক্টোবর ২০১৫ ইং
১৫৯ দৈনিক ইত্তেফাক : ২৭ জানুয়ারী ২০১৬ ইং
১৬০ দৈনিক ইত্তেফাক : ৩০ এপ্রিল ২০১৭ ইং
১৬১ দৈনিক ইত্তেফাক : ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ইং

Dhaka University Institutional Repository

১৬২ দৈনিক ইত্তেফাক : ২৪ আগষ্ট ২০১৫ ইং
১৬৩ দৈনিক ইত্তেফাক : ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ইং
১৬৪ দৈনিক ইত্তেফাক : ০২ এপ্রিল ২০১৪ ইং
১৬৫ দৈনিক ইত্তেফাক : ২১ জানুয়ারী ২০১৫ ইং
১৬৬ দৈনিক ইত্তেফাক : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ইং
১৬৭ দৈনিক সংগ্রাম : ০৩ ডিসেম্বর, ২০১৫ ইং
১৬৮ দৈনিক সংগ্রাম : ১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ ইং
১৬৯ দৈনিক প্রথম আলো : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ইং
১৭০ দৈনিক প্রথম আলো : ১৫ মে ২০১৬ ইং
১৭১ দৈনিক প্রথম আলো : ০৩ জুন ২০১৭ ইং
১৭২ দৈনিক প্রথম আলো : ২০ নভেম্বর ২০১৫ ইং
১৭৩ দৈনিক প্রথম আলো : ২৩ নভেম্বর ২০১৫ ইং
১৭৪ দৈনিক প্রথম আলো : ০৩ এপ্রিল ২০১৫ ইং
১৭৫ দৈনিক প্রথম আলো : ১৭ মার্চ ২০১৭ ইং
১৭৬ দৈনিক প্রথম আলো : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং
১৭৭ দৈনিক যুগান্তর : ২৫ অক্টোবর ২০১৪ ইং
১৭৮ দৈনিক যুগান্তর : ২৪ নভেম্বর ২০১৫ ইং
১৭৯ দৈনিক যুগান্তর : ২৩ জানুয়ারি ২০২১ ইং
১৮০ দৈনিক যুগান্তর : ১৩ আগষ্ট ২০১৫ ইং
১৮১ দৈনিক যুগান্তর : ২৩ জানুয়ারি ২০২১ ইং
১৮২ মানব জমিন : ২৩ আগষ্ট ২০১৮ ইং
১৮৩ দৈনিক ইনকিলাব : ১৫ মে. ২০২০ ইং
১৮৪ দৈনিক কালের কণ্ঠ : ৩০ আগষ্ট ২০১৮ ইং
১৮৫ দৈনিক কালের কণ্ঠ : ২৫ মার্চ, ২০২০ ইং
১৮৬ দৈনিক কালের কণ্ঠ : ১৬ অক্টোবর, ২০১৯ ইং
১৮৭ দৈনিক কালের কণ্ঠ : ২৫ মার্চ, ২০২০ ইং
১৮৮ দৈনিক সমকাল : ০৮ সেপ্টেম্বও, ২০১৭ ইং